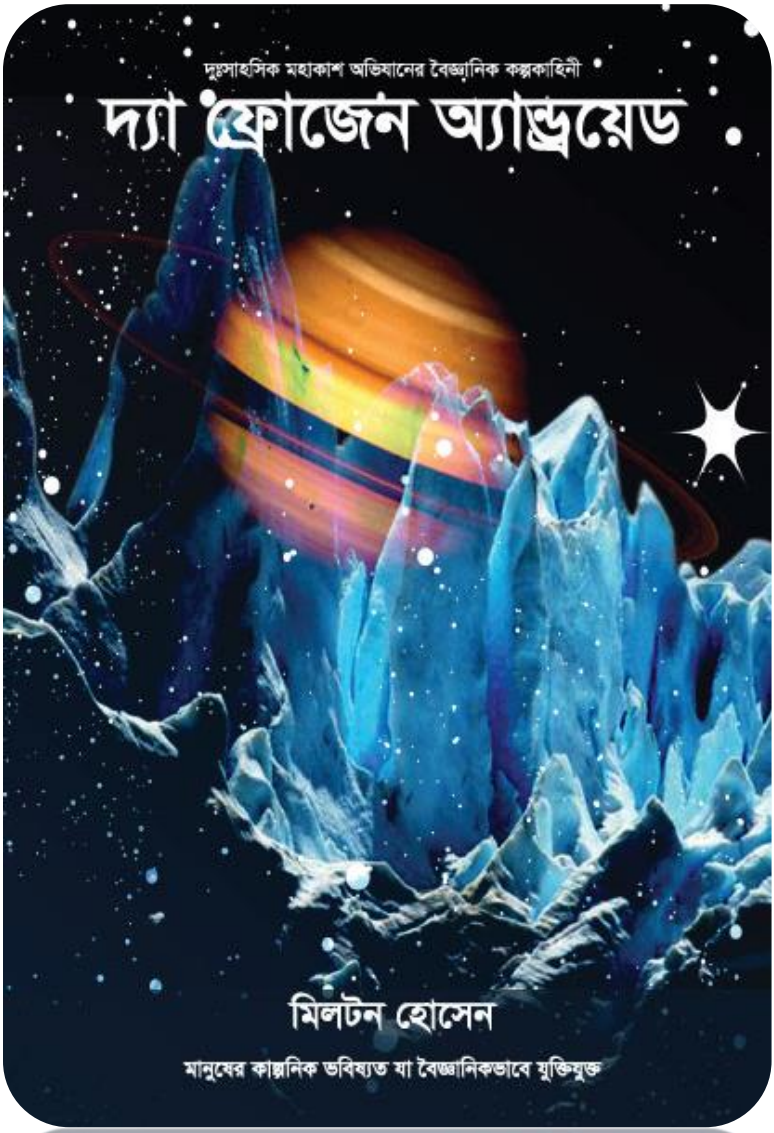
দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
দ্যা ফ্রোজেন অ্যান্ড্রয়েড
মিলটন হোসেন
মানুষের কাল্পনিক ভবিষ্যত যা বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত

দ্য ফ্রোজেন অ্যান্ড্রয়েড

- দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী।
- বইটির চরিত্রগুলো সব ভিন্নগ্রহের হওয়ায় এসব নাম পৃথিবীতে অপ্রচলিত বা বিরল।
- বইটি কল্পকাহিনী হলেও উদ্ভট কল্পনা নির্ভর নয়, বরং তথ্যবহুল এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রায় পুরোপুরি মেনে চলে।
- ভিনগ্রহের প্রকৃতি বিধায় সঠিক চিত্র মানষপটে অঙ্কনের জন্য অনেক সময় ধীর গতিতে পড়া লাগতে পারে।

- মিলটন হোসেন

বইয়ের নামঃ দ্য ফ্রোজেন অ্যান্ড্রয়েড।
সিরিজঃ মহাকাশ অনুসন্ধান "নিঃসীম মহাকাল" সিরিজের প্রথম বই।
ধরনঃ সায়েন্স ফিকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ফ্যান্টাসি।
লেখকঃ ইঞ্জিঃ মিলটন হোসেন।

প্রকাশক ঃ নেবুলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা।
(গভ: রে: জি: নং: নাট-৪৭৬/০৭)

১ম প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৯ খৃষ্টাব্দ।
২য় প্রকাশকাল ঃ ইবুক। মার্চ ১৩, ২০২০
গ্রন্থস্বত্বঃ মিলটন হোসেন।
যোগাযোগ: +8801711949356, +8801622635180

ইবুক এর মূল্যঃ ২৫/-(পঁচিশ টাকা মাত্র)।
ISBN 978-984-34-6406-4
BOOK TITLE: THE FROZEN ANDROID.
SERIES: SPACE EXPLORATION "NISHIM MOHAKAL" SERIES'S 1ST BOOK.
GENRE: SPACE TRAVEL, SCIENCE FICTION, ADVANTURE, FANTASY.
AUTHOR: ENGR. H. MILTON.
PRICE eBOOK: BDT 25 (TWENTY FIVE TAKA ONLY).
US$1.00 (ONE US DOLLAR ONLY).

মুদ্রিত বই প্রাপ্তি বিষয়েঃ পাঠক অনলাইন থেকে বই কিনতে পারেন। তাছাড়া সারা দেশে ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা আছে। আমরা নিজ খরচে ডাকযোগে বা প্রচলিত কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বই সরবরাহ করে থাকি।

রকমারি থেকে হার্ডকপি বই কিনতে পারবেন।
https://www.rokomari.com/book/193624/the-frozen-android

সর্তকীকরণঃ এই বই বা বইয়ের কোন অংশ লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনপ্রকার অনুলিপি, ই-বুক বা গল্পের অবলম্বনে নাটক, সিনেমা তৈরী করা যাবে না।

Copyright © Milton Hossain 2019

পটভূমিঃ

১৯৭৭ সালে ভয়েজার-২ নভোযানটি পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৮১ সালে শনির বলয়ে পৌঁছে। যাত্রাপথে নভোযানটি শনির উপগ্রহ অ্যানসেলাডাসকে পাশ কাটানোর সময় তার কিছু ছবি উঠিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। সত্তোর হাজার মাইল দূর থেকে তোলা ছবিগুলোতে দেখা যায় শনির সেই উপগ্রহটা কাঁচের মার্বেলের মতো চকচকে মসৃণ আর তার পৃষ্ঠতল সফেদ বরফে আবৃত।

পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ১৫ই অক্টোবর নভোযান ক্যাসিনি; পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দীর্ঘ সাত বছর শূন্যযাত্রা শেষে ২০০৪ সালের ১লা জুলাই শনির অর্বিটে প্রবেশ করে। মিশনের মূল লক্ষ্যানুযায়ী ২০০৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী ক্যাসিনির চন্দ্রযান হাইগেন্স, মূলযানটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শনির অন্য একটি উপগ্রহ টাইটানে সফলভাবে ল্যান্ড করে এবং মিশনের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

অর্বিটারের ব্যাটারীর আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া অব্দি ক্যাসিনি শনির চতুর্দিকে পরিক্রমন করে বিভিন্ন উপচন্দ্রের চিত্র ধারণ ও জটিল কেমিক্যাল কম্পোজিশন নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করে। হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে ২০০৫ সালে ক্যাসিনি অ্যানসেলাডাসের দক্ষিণ মেরুতে প্রায় শ'খানেক বাষ্পের ফিনকি দেখতে পায়। নীলগ্রহের বিজ্ঞানীরা এবার নড়েচড়ে বসে। তারা স্পেশক্রাফটের ক্যামেরাগুলো অ্যানসেলাডাসের দিকে তাক করে যা দেখতে পায় তা এক কথায় অবিশ্বাস্য, মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাদের হিসাব নিকাশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সূর্য থেকে এত দূরে বহিঃস্থ সৌরজগতের কোন গ্রহ-উপগ্রহে পানি যে তরল অবস্থায় থাকতে পারে তা ছিল সকল বিজ্ঞানীদের ধারনারও অতীত।

ক্যাসিনি আবিষ্কার করে সৌরজগতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা; অ্যানসেলাডাস, যে কিনা একটি আস্ত মহাসাগর মিলিয়ন বছর যাবৎ লুকিয়ে রেখেছে সব লোকচক্ষুর আড়ালে, নিজের বক্ষে। কিন্তু, তখনও কি কেউ জানত, বরফের এই চাঁদে কী বিস্ময় আপেক্ষা করছে মানব সভ্যতার জন্য?

পাঠক সমীপে

অনেকের বিশেষ অনুরোধে মহাবিশ্ব নিয়ে আমার চিন্তাভাবনাগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে পোষ্ট করতাম। আমার লেখা পড়ে অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন অ্যালিয়েন বা মহাশূন্য নিয়ে একটি সায়েন্স ফিকশন বই লিখতে।

মহাকাশ নিয়ে মানুষের আগ্রহ সার্বজনীন আর সে কারণেই মানুষ আকাশ জয় করার অদম্য ইচ্ছা মনে লালন করে নিরবধি। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা রাতের অজস্র তারা ফোটা আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হত, স্থির তারার ভিড়ে খুঁজে বেড়াত স্বর্গ, নরক। সহস্রাব্দ ধরে মানুষ প্রযুক্তির প্রসারণ ঘটিয়েছে, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে মহাশূন্যের গভীরে অন্বেষণ করেছে আর তৈরী করেছে নতুন নতুন জ্ঞান। সেই সমস্ত জ্ঞানের বাস্তবিক প্রয়োগে সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দদের উপহার দিতে চাচ্ছি 'নিঃসীম মহাকাল' সিরিজের এই বইটি। এটি একটি দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানের বিজ্ঞানভিত্তিক সিরিজ কল্পকাহিনী আর 'দ্য ফ্রোজেন অ্যান্ড্রয়েড' এই সিরিজের প্রথম বই। বইটিতে মহাকাশ বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান সম্মতভাবে স্বতঃসিদ্ধ। আমার বিশ্বাস বইটি মহাকাশের বহু অজানা তথ্য ক্রম উন্মোচনের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের ভীষণভাবে কৌতুহলী করে তুলবে আর জ্ঞানের প্রদীপের মতো জ্ঞানের পরিসীমা বাড়িয়ে সবার কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিবে।

বইটি পড়ে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। অন্যদের পড়ার সুযোগ করে দিয়ে সবার মাঝে গড়ে তুলবেন বই পড়ার অভ্যাস। আর বইটি অবশ্যই মূল্যায়ন করবেন এটি আপনার উপর কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হল কিনা। আর পরবর্তী বইগুলো সংগ্রহ বা প্রকাশনা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা যে কোন সহযোগিতার জন্য সরাসরি লেখকের সাথে যোগাযোগ করবেন।

মিলটন হোসেন।
২৩ই অক্টোবর, ২০১৯ইং
E-mail: milton.hosain@gmail.com, milton@fibril.org
Whatsapp/Cell: 008801711949356, 008801622635180
Web: www.fibril.org
Follow on Facebook: https://www.facebook.com/miltonbangladesh/

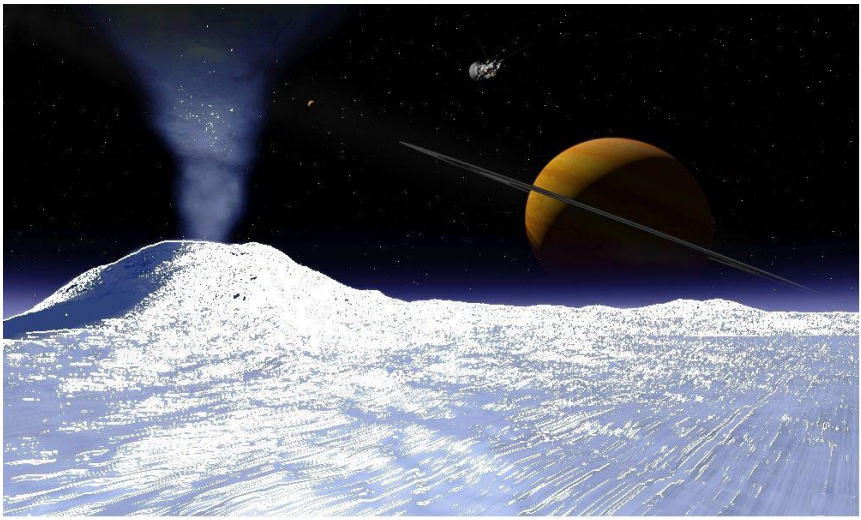

দ্য ফ্রোজেন অ্যান্ড্রয়েড

এক

নিথর হিমায়িত শনির চাঁদ, অ্যানসেলাডাস। অবারিত রহস্যময়ী এ চাঁদ মিলিয়ন দশক বছর ধরে এমন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত যে তা মহাশূন্যের মতোই নিস্তব্ধ আর ঢেউহীন সাগরের মতোই প্রশান্ত। বরফের খোলসমোড়া ধু ধু বিরান ভূমিতে নেই কোথায়ও এক ফোঁটা পানি, উজাড় হওয়া পরিত্যক্ত নদীতটের তৃষ্ণার্ত বুকে জমা মিলিয়ন বছরের পঞ্জিভূত তৃষা। এ যেন সব মরুভূমির চেয়েও শুষ্ক মরুভূমি, সব উপত্যকার চেয়েও প্রাণান্তকর মৃত্যু উপত্যকা।

উপগ্রহটার দক্ষিণস্থ দিগবলয় অল্পদূরে কালো তারাজ্বলা আকাশটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেই আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে ঊর্ধ্বে ঝুলে রয়েছে অত্যুজ্জ্বল, অনিন্দ্য সুন্দর এক সোনালী রঙের গ্যাসীয় গ্রহ, যার বরফ-ক্রিস্টালের বলয়ে দূরাগত দীপ্তিমান এক তারার আলো রিফ্লেকশন তৈরী করেছে, বর্ণিল সেই প্রতিবিম্ব, যেন স্বর্ণের মতো জ্বলছে বলয়ের খানিকটা অংশ।

স্ফটিকে আলো বিচ্ছুরণকারী চিত্তাকর্ষক এ গ্রহটা সৌরজগতের সবচেয়ে নজরকাড়া, সবচেয়ে প্রলুব্ধকর, দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ,শনি। আর দূরের ঐ তারাটাই

এই সৌরজগতের প্রাণ, সমস্ত গ্রহের গ্রহপতি, কারও নিকট সুরুজ কারও নিকট সূর্য।

উপগ্রহটার উত্তর দ্বিগন্ত খাড়া পাহাড়ে ঘেরা, আইস-৭ এর তৈরী পাহাড়ের পর পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেছে স্বপ্নিল এক উপত্যকার, অপার্থিব ও ভিন্নগ্রহীয়। হঠাৎই দূরের ঐ তারাটার রোদ খাড়া পাহাড়ের গায়ে অবাস্তব কোন কিছুতে ঝিক্ করে প্রতিফলিত হয়, জানান দেয় অপ্রাকৃত কোন কিছুর অস্তিমানতা। এই জনমানবহীন নির্জন তেপান্তরে এমন এক অদ্ভুত আলোর প্রভাকর প্রতিফলন একেবারেই অস্বাভাবিক আর উদ্ভট।

অদূর পাহাড়ের পাদদেশে, একটা অস্পষ্ট মানুষ্যায়ব মুর্তি ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। বরফাচ্ছন্ন মূর্তিটা পেছন ফিরে খাড়া দন্ডায়মান, যেন বরফ-বেষ্টনী পাহাড়ের গায়ে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, এখন সহসাই ভেসে উঠেছে নিগূঢ় দেয়াল থেকে।

সারা গা বিবর্ণওসমিয়াম ধাতুতে মোড়ানো, যা পানির মতো বিবর্ণ আর দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ হতে কোন রঙ শোষণ করে না বিধায় মূর্তিটার গায়ের লালিমা তক্তকে সাদা বরফ পৃষ্টের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছিল। এখন মুর্তিটার মসৃন গায়ে তুষার গলা পানি বিন্দু বিন্দু হয়ে জমছে। জমাট পানি তরলীভূত হওয়ায় আলোক রশ্মির মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে ফলে মূর্তিটার গা থেকে ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূর্যালোকের প্রতিফলন ঘটছে। দৃষ্টি অগোচরীত মুর্তিটা এখন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে বরফের গায়ে।

অনড় মানিকুইনটা এক পায়ে ভর করে ঠায় দাঁড়ানো, দৈহিক গড়নে মায়াবী অষ্টাদশী এক কিশোরীর ন্যায়। সুকেশিনীর সুদীর্ঘ উজ্জ্বল সোনালী কেশগুচ্ছ দুই ভাগ হয়ে পৌঁছেছে স্কন্ধ বরাবর, জমাট বরফ তন্তুর মতো শক্ত, অস্পন্দিত, পুতুলের মতো নিরেট চেহারা, নিখুঁত, সুন্দর। ডাগর দুখানা চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে অসীম দূর দ্বিগন্ত পানে। অপলক জাদুতে মাখা সে দু'চোখে কারও ফেরার প্রতীক্ষা। এ যেন অসীমের মাঝে হারিয়ে যাওয়া, এ যেন নিঃসীমতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

শিশির সিক্ত ভেজা পল্লবের মতো গোলাপী পুরু ঠোঁটে জমেছে বিন্দু বিন্দু আইস-৭। ধনুর মতো বাঁকা রমনীয় দু'ঠোঁট মেলে কিছু বলতে চায় সেটা, বোধহয় এক্ষুণি কথা বলা আরম্ভ করবে। তবে না, প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়েছে, মমিটা যেভাবে দাঁড়ানো ছিল; ঠিক সেই ভঙ্গিমায় এখনো দাঁড়ানো রয়েছে, নিশ্চল,

অনড়। মূর্তিটার বুকের বামপাশ থেকে বরফ পলেস্তরা খসে পড়ায় ওসমিয়ামের প্লেটে লেজারে খচিত একটা ব্যাজ উঁকি দিচ্ছে। ব্যাজে নিউমেরিক ও বাইনারি দুই পদ্ধতিতেই লিখিত আকারে এবং ডায়াগ্রামের সাহায্যে কসমিক ম্যাপ, পালসার ম্যাপ, গাইরোস্কোপ চিত্রিত রয়েছে, যার অর্থ 'এমিলি মার্গা, ভার্চুয়াল মিশন ডাইরেক্টর, প্রজেক্ট অ্যানসেলাডাস।'

হঠাৎই ব্যাজের মধ্যিখানে একটা লাল ইন্ডিকেটর লাইট চমকানি দিয়ে উঠল।

'ইনকামিং ম্যাসেজ! ইনকামিং ম্যাসেজ!'

পিঠে স্থাপিত প্রধান নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরটা অনুকম্পিত হয়ে সচল হয়ে উঠল। তবে কোন যান্ত্রিক গুঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হল না বাস্তবিক বায়ুমন্ডোলের অনুপস্থিতির কারণে। পরক্ষণেই পুত্তলির নীলচে চোখের মণি দু'টোয় প্রাণ ফিরল।

এতক্ষণ এনার্জি সেভিংস মুডে ছিল নিঃশ্চল মমিটা। সেটার পিঠে যে বিল্ড-ইন থার্মাল পাওয়ার সেল তা প্রায় দশমিক তেত্রিশ মেগাওয়াট সমমান পাওয়ার তৈরী করতে সক্ষম, যা দিয়ে অন্তত একটা ছোটখাট ইন্ডাষ্ট্রি ভালোমতো চালানো সম্ভব। সেলের নিউক্লিও-রিঅ্যাক্টর চেম্বারে তাপ উৎপাদন শুরু হওয়ায় উত্তপ্ত ভারি পানি; ডিউটেরিয়াম ডাই-অক্সাইড সমস্ত শরীরে চালন হওয়া শুরু হয়েছে।

ত্বকে জমা সমস্ত বরফ মুহূর্তে বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উড়া আরম্ভ করেছে। কিছু বাষ্প দূর্বল উপগ্রহটার অভিকর্ষ বল উপেক্ষা করে তুষার কণারূপে মহাশূন্যের দিকে ঊর্দ্ধগমন করা শুরু করেছে। এই তুষার কনাগুলোই একসময় শনির ই-বলয় তৈরীতে ভূমিকা রাখবে।

চমকে উঠে চোখের পলকটা একবার নাড়ল কিশোরী মেয়েটা। তার ইন্টেলিজেন্ট মেশিন এতক্ষণে ইমেজ প্রসেসিং করা আরম্ভ করেছে বিধায় তার দুই চোখেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।

কব্জির ডিভাইসটায় এখন সবুজ এলডি বাতি ধারাবাহিক ভাবে চমকানি দেয়া শুরু করেছে। এসব লেজার ডায়োড লাইটগুলো থিং অব ইন্টারনেট ইনেবলড যা এক্সট্রিম লো-ফ্রিকোয়েন্সি বা ইএলএফ রেডিও সিগন্যাল রিসিভ করে আর তা পাঠিয়ে দেয় সরাসরি চোখের বায়োনিক রেটিনায় সংযুক্ত ইলেকট্রোডগুলোতে যা ভিজুয়্যাল ডিসপ্লে তৈরী করে।

‘ইনকামিং ম্যাসেজ! ইনকামিং ম্যাসেজ! ’
‘এক্সপ্লোরেশন টিম এ! এক্সপ্লোরেশন টিম এ!’
‘এক্সপ্লোরেশন টিম এ! কপি।’
‘দিস ইজ অ্যানসেলাডাস আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন! ডু ইউ রিড মি? ওভার’
‘কপি। দিস ইজ এমিলি। লাউড এন্ড ক্লিয়ার। ওভার।’
‘প্রজেক্ট কমান্ডার রেড ক্রসাস বলছি। কোন আপডেট?’
‘নো কমিউনিকেশন কমান্ডার। জাস্ট ভ্যানিশড!’
‘ওকে। স্ট্যান্ড বাই ফর ওয়ান আওয়ার।’
‘আই আই কমান্ডার!’

ম্যাসেজ ট্রান্সমিট শেষ হয়েছে। এতক্ষণে শরীরের বায়োনিক পেশীগুলোতে শক্তিও পাওয়া শুরু করেছে। এখন হাত পা একটু একটু নাড়াতে পারছে এমিলি। স্বভাবসুলভ ডান হাতটা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়ে সামনে এনে কপালের চুল কানের পাশে গুঁজে দেয়। আনমনেই দূরের বরফশৃঙ্গগুলোর দিকে তাকায়। পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে পর্বতচূড়াগুলোর দূরত্ব, অবস্থান সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডিজিটাল ইন্ডিকেশন প্যানেলে ভেসে ভেসে উঠছে। দূরবর্তী সাদা বরফচূড়াগুলো ভেজা মেঘমালার মতো যেন ভাসন্ত। আর উঁচু সেই পর্বতমালারা গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, যেন অদূরের পাহাড়গুলোকে বেষ্টনীবদ্ধ করে আগলে রেখেছে।

নিকটবর্তী ছোট একটা পাহাড়টায় আড়ালে; একটা রোবট উঁকি দিল এক পলকের জন্য। সেটাকে দেখেই চমকিত হয়ে উঠে এমিলি। একদর্শনেই সে দেখতে পেল ঘূর্ণায়মান রোবটটাকে, তবে দ্বিতীয় দর্শনেই সব অদৃশ্য, সব হাওয়া। শূন্য জায়াগাটার দিকে তাকিয়ে থাকে এমিলি। ফের পাহাড়ের গায়ে উদয় হয়েছে অন্তর্ধান হওয়া রোবটটা। লাটিমের মতো বনবন করে ঘুরছে আর সেই সাথে ওটার সারা গা থেকে বরফ গলা জলীয়বাষ্প দড়ির মতো পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উড়াল দিয়েছে। ওটা এক দন্ড স্থির হলে সেটার বুকের ব্যাজে লেখাটা পলকে পড়ে ফেলে এমিলি, ফ্ল্যাশ-এমথার্টিনাইন।

সঙ্গদানকারী রোবটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চিন্তা করে এমিলি, এই রোবটটার ইন্টেলিজেন্স প্রসেসরটা সত্যিই খুব দূর্বল। ওর মেশিন লার্নিং সিস্টেমটা হয়ত সঠিক ভাবে কাজ করছে না বা হয়ত সে খুবই মানসিক পীড়ার মধ্যে রয়েছে নচেৎ সেই তখন থেকে এভাবে একনাগাড়ে না ঘুরে ক্যাটারপিলার গাড়িটার বিল্ড-ইন

ড্রোনটাকে কাজে লাগানোর চিন্তা করত। ফ্ল্যাশের দিকে তাকিয়ে এবার কোপানল নিক্ষেপ করে কড়া গলায় ধমকায়।
'ফ্ল্যাশ! একটু স্থির হয়ে বসতো।'

রোবটটা ভোন্নাৎ করে ঘুরেই স্থির হল, ঘাড়টা মটকিয়ে এমিলির দিকে তাকিয়ে চোখজোড়া দুইবার পিটপিট করল। ওটার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমিলির স্পিস রিকগনাইজড করছে। অ্যালগরিদম অব অডিও কোডেক সিস্টেম ব্যবহার করে বায়ুশূন্য মাধ্যমে কথাবার্তা চালিয়ে নেয় এআই। আবার ঘূর্ণি দেয়া শুরু করবে কিনা সেটাই চিন্তা করছে রোবটটা বোধহয়। কিছুক্ষণ নীরব থেকেও এমিলির নিকট হতে কোন নির্দেশনা না পেয়ে নিজেই এবার আগ বাড়িয়ে চুপসানো গলায় জিজ্ঞেস করে
'এমিলি, আমাকে কিছু বললেন?'
ঘাড়টা ডানে কাত করে কড়া গলায় বলে 'হ্যাঁ, এবার একটু বিরতি দাও প্লিজ, তুমি খুবই বিরক্তের উদ্রেক করছ।'

ফ্ল্যাশ মর্মাহত হয়ে মদ্যপ মেনি বিড়ালের মতো হাত পা ছেড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই

দূরের ঐ তারাটা আকাশের গায়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। ওটাই সূর্য। ওটা পপুলেশন-১ মানের একটা তারকা যাদের অন্তস্থিতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া বাকি পদার্থের পরিমান খুবই অল্প। এসব তারকাদের বয়সও খুব কম আর খুবই উজ্জ্বল; জ্বল জ্বল হয়ে জ্বলে।

এই মুহূর্তে অবশ্য তারাটার সন্মুখভাগে বহুল প্রত্যাশিত একটি গ্রহ এসে হাজির হয়েছে, মাত্র এক বিলিয়ন মাইল দূরে সেই গ্রহটার অবস্থান। ওটার বর্ণ নীল, সৌরজগতের একমাত্র নীল গ্রহ, নাম নীলগ্রহ। নীল ভাষাভাষীদের কারও নিকট ওর নাম ধরিত্রী, কারও নিকট আরদি, কেউ অবিহিত করে ইচিও নামে, কেউ করে লা ত্যাঘ।

কয়েক মুহূর্ত পলক ফেলার কথা ভুলে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নীলের পানে। এমিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে রোবটটাও দূর গগন পানে মুখ তুলে চায়। স্বর্গীয় নিয়াকমগুলোর কী নেই ওখানে? কী এমন নাই যাতে অতগুলো জীবন বিপন্ন হতে

পারত? তরল পানি, ভূ-চৌম্বকত্ব, ওজন স্তর! অনুসন্ধানী চোখে উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, বিষুব অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খোঁজে। গ্রহটার কোথায় অবস্থান করছে স্বর্গটা? কোথায় অবস্থান করছে নিলাদ্রীর নীল?

নীল? নীলচে সবুজ পাহাড়?

গ্রহটা দেখতে আগে হালকা নীল বর্ণের ছিল, নাম ছিল নীলচে গ্রহ। এখন জলবায়ুর পরিবর্তনে সেটা আরও গাঢ় হয়েছে, নাম হয়েছে নীলগ্রহ। মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের কারণে গ্রহটার কিছু কিছু অংশে গাঢ় গোলাপী বর্ণের ছোপ ছোপ দাগ তৈরী হয়েছে। নীলগ্রহটা তার নিজস্ব গ্রীন হাউজ গ্যাসের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রতিনিয়ত, নিমজ্জিত হচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি। এমিলি তার মনের গহীনে অনুভব করে সাগরসম বেদনা, পরাজয়ের গ্লানি। তার দুঃখ ঐ ডুবন্ত গ্রহটাকে দূর হতে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই।

'ওটা আমাদের নীলগ্রহ। আমাদের নীলগ্রহ?'

এমিলি নিজের মনকে নিজেই প্রশ্নটা করে। ওটা অবশ্যই তার নিবাসীত কোন গ্রহ নয়, নয় তার জন্ম ধরিত্রী, তারপরও ওটা তার।

'ওটা আমাদের কেন? কী অধিকার রয়েছে তার সেই নীল গ্রহটার উপর? সে তো আর নীলনিবাসী নয়!'

নীলায়নের দিকে তাকিয়ে মুখটা ঈষৎ নত করে এমিলি। দু'চোখ মুদলে দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে। ধোঁয়াশা তৈরী করা অশ্রুজল দু'গালে গড়িয়ে পড়ার আগেই প্রচন্ড ঠান্ডায় ক্রিষ্টাল বরফে রূপান্তরিত হয় আর বালুকণার মতো ঝুরঝুরা হয়ে ঝরে পড়ে উপগ্রহটার পৃষ্ঠতলে।

নীলগ্রহটার পানে তাকিয়ে থেকেই রোবটটা জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা এমিলি, দূরের ঐ নীলগ্রহের লোকজন কি কখনই আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করে?'
দূরের দৃষ্টিপথ থেকে বেদনামলিন দু'চোখের দৃষ্টির পাল্লা ফিরিয়ে আনে এমিলি। মুখটা এবার ঘুরিয়ে ফ্ল্যাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে চিন্তা করে; দূরের লোকজন বলতে এই বদ রোবটটা নীলগ্রহের বাসিন্দাদের বোঝাতে চেয়েছে কিনা।
পরক্ষণেই সে নিশ্চিত হয়, হ্যাঁ, সেটাই, কারণ তার কথার তীর ওদের দিকেই নির্দেশিত হয়।

এমিলি ভারাক্রান্ত গলায় বলে 'মহাশূন্যে আমরা কোথায় কি ধরনের এক্সপ্লোরেশন চালাচ্ছি তা নীলগ্রহের অধিকাংশ লোকজনই জানে না বা তাদের জানার আগ্রহ অনেক কম, বলতে পার একেবারে শূন্যের কোঠায়।'
'ওরা এমন কেন এমিলি? তবে কি তারা সমতল-গ্রহে বিশ্বাসী লোকজন?'
'সবাই যে সমতল-গ্রহে বিশ্বাসী লোকজন তেমন নয়, তবে অনেকেই তাদের নীলগ্রহটা যে গোলাকার তা মানতে নারাজ। তাদের বদ্ধমূল ধারণা তাদের গ্রহটা সমতল আর তারও একটা কিনারা আছে।'
'তবে কি তারা এটাও বিশ্বাস করে যে সেই কিনারা থেকে একবার পা হড়কালে সোজা গ্রহটা থেকে নিচে নিপতিত হবে?'
'না, তাদের ধারণা একদিকের সীমারেখা দিয়ে বাইরে পা রাখলে বিপরীত দিকের সীমারেখা দিয়ে আবার গ্রহের ভেতরে পা পড়বে।'

রোবটটা তার নিজের মাথার চান্দিতে হাত রেখে খুলিটায় একটা পাক দিয়ে দিল। ঘাড়ের উপর চরকার মতো বনবন করে পাক খেল খুলিটা। ঘূর্ণনের সময় সে ঘড়ঘড় শব্দ করছে। বার কয়েক পাক খেল, এরপর মাথা ঘোরানো থামিয়ে সে চোখ দুটো বিষ্ফোরিত করে বলল 'তাহলে তো দেখছি, নীলগ্রহের ওরা সবাই খুব সেয়ানা।'
'সেয়ানা নয়, বল মাথাওয়ালা জীব'
'মাথাওয়ালা জীব? যদি মাথাওয়ালা জীবই হবে তবে তাদের মহাকাশের প্রতি এত আগ্রহ কম কেন?'
'ওরা খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী ফ্ল্যাশ। তাছাড়া তোমার আমার কথা ওরা চিন্তা করবেই বা কেন? তোমার কাছে তো আর তেল, গ্যাস নাই। তাদের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই?'
খানিকটা খাপ্পা গলায় অবজ্ঞা করে ফ্ল্যাশ বলে 'তারা যদি এত বুদ্ধিমানই হবে তাহলে তারা নিজেদেরকে নিজেরাই বোমা বর্ষণ করে কেন? শুনেছি তারা যে মারাত্মক মরণাস্ত্র মজুদ করেছে তা দিয়ে অনায়াসে কয়েকটা সৌরজগত গুঁড়িয়ে ধূলিস্যাৎ করে দেয়া যাবে!'

রোবটটা এবার নিজেই নিজেকে ঘুরকীর মতো বনবন করে ঘোরায়। সেদিকে তাকিয়ে এমিলি চিল্লায় 'তুই যে কী কাজ করিস রে ফ্ল্যাশ, আমার মাথা চলে না। যতসব অকামের কাজ!'

ফ্ল্যাশ ঘোরা বন্ধ করে, ঘাড়টা বাঁকিয়ে এমিলির দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায়, নিদ্রাহীন সে দু'চোখ। এমিলির কড়া দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে অবজ্ঞামূলক আরও একটা কথা বলে।
'মানুষ আসলে কত কী ই না করে, তাই না এমিলি?'
'যেমন?'
'এই ধরেন, এক আধটা পয়সা কামানোর জন্য তারা ভিঁটেবাড়ি ছেড়ে কত দূরে এসে কাজ করছে; চিন্তা করা যায়?'
খোঁচাটাকে কি তার গায়ে মাখা উচিত কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করে। তবে পরক্ষণেই মানুষ বলতে যে সে থিয়া আর ঐ ছোঁকড়াটাকে বোঝাতে চাচ্ছে সেটা বুঝতে পারে, তাদের গবেষণা ল্যাবে একমাত্র দুইজনই ঐ নীলগ্রহ থেকে আগত, পার্থিব।
তবুও এমিলি নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করে 'তুমি কি ঐ অ্যালিয়েনদের কথা বোঝাতে চাচ্ছ?'
'জ্বী, ঠিক তাই!' উত্তর দেয়া শেষে আবার ঘোরা শুরু করে ফ্ল্যাশ।
খানিকটা চিন্তান্বিত মনে হয় এমিলিকে। ফ্ল্যাশ কথাটা একেবারে মন্দ বলেনি। আসলেই মানুষ সামান্য রুটি রোজগারের ধান্দায় ঘরবাড়ি, আত্মীয়-সজন পরিহার করে দূর পরবাসে বসতি গড়ে। তার মনে হয় জননী ও জন্মভূমি পরিত্যাগে স্বর্গে নিলয় অধোলোকসম।

হঠাৎই আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রোবটটা 'ম্যাডাম, আমরা যে কাজ করি তার একটা ভাগ নাকি নীলগ্রহের ফেডারেল গর্ভরমেন্ট পায়। কথাটা কি সত্যি?'
এমিলি এবার নরম গলায় উত্তর দেয় 'হ্যাঁ কথাটাতো সত্যিই। তবে সব কাজের নিশ্চই না। তুমি এখন যে অহেতুক বনবন করে ঘুরছ, এগুলোর কোন ভাগ নাই।'
ফ্ল্যাশ এমিলির কথায় খানিকটা চুপসে যায়। সে যে এত কষ্ট করে দিনরাত বরফের ভেতরে দাঁড়িয়ে থেকে পরিশ্রম করে, তার এই উপার্জনের টাকায় নীলগ্রহের সরকার ভাগ বসায় অথচ তাদের কথা নীলগ্রহনিবাসীরা কেউ চিন্তাও করে না। রোবটের ভেতরের কষ্ট তার চোখমুখে উপচিয়ে পড়ে।

সে এবার ধূর্তামি করে জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা সেটা না হয় বাদ, তবে কথাটা যদি সত্যিই হয় তাহলে গর্ভরমেন্ট এসে নিজের কাজ নিজে করে না কেন? সেই সকাল বিকালে এভাবে ঠান্ডার ভেতরে এসে নেংটু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না কেন?'

এমিলির আইরিশে ফ্ল্যাশের উত্তেজিত চেহারার থার্মাল ইমেজ ভেসে উঠেছে। সরকারকে ট্যাক্স দেয়ার ক্ষোভে রাগে বেচারার দুই কানের পাশ গরম হয়ে

উঠেছে। ইমেজ দেখে মনে হচ্ছে সে এইমাত্র ইনকিউবেটরের ধকল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবুও ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। রোবটটার অকাট্য যুক্তি কিছুতেই খন্ডাতে না পারায় নিজেকে এখন দেখতে পানিতে চোবানো চিকার মতো মনে হচ্ছে।

ফ্ল্যাশের দিকে তাকিয়ে খানিকটা সময় চিন্তা করে, রোবটিক প্রোগ্রামিংটার ইন্সট্রাকশন কিভাবে সেট করলে সমস্ত রোবটকে বোঝানো সম্ভব হবে যে; সে কাজ করলেও টাকা সরকারকে দিতেই হবে, সেটা আর খুঁজে পায় না। ইউনিভার্সালাইজেশনের কারনে ঐ অ্যালিয়েন নীলগ্রহটার কিছু আজব আজব নিয়ম এখানেও চালু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও সেগুলো থেকে অব্যাহতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ফ্ল্যাশ তার মুখ খানিকটা এমিলির দিকে বাগিয়ে অনির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে বলে 'ও কাজের বেলায় ঠনঠনাঠন ঠন, আর পার্সেন্টেজের বেলায় ষোল আনা। না?'

ফ্ল্যাশকে আশ্বস্ত করার লক্ষে এমিলি দরদ ভরা গলায় বুঝিয়ে বলে 'ঐ নীলগ্রহবাসীদের অবস্থান সূর্যের অনেক নিকটে। তারা চাইলেই যে কোন সময় সূর্যের অবাধ আলো প্রবাহে বাধা প্রদান করতে পারে। যদি তারা সূর্যের সামনে বড়সড় একটা দেয়াল তুলে আমাদের বলে, "পয়সা না দিলে তোমাদেরকে আর আলো দিব না" তখন আমাদের আর কিছু করণীয় থাকবে?'

এমিলির যুক্তি কাজে লাগে। ফটরফটর রোবটটার মুখে কুলুপ আটার মতো এঁটে যায়।

সন্ধ্যে নাগাদ গাড়িটার দেখা পাবার কথা ছিল, অথচ এতক্ষণ হয়ে গেল, সেটার ছায়াটারও অস্তিত্ব নেই। এমিলি আশংকায় মুষড়ে থাকে, কোথায় আছে সবাই, কেমন আছে, কিভাবে আছে; তার কোন কিছুই জানা নেই। অথচ এমন তো হবার কথা নয়, তার ভয়, কোন অঘটন ঘটল না তো? তার বড় দুঃশ্চিন্তা; যেকোন সময় সৌরঝড়টা শুরু হয়ে যাবে।

উদ্বিগ্ন মনে আবার হাতের ইন্ডিকেটর ডিভাইসটার দিকে তাকায়। এই ডিভাইসটা চেহারার অভিব্যক্তি সনাক্ত করে; অপারেটর কী দেখার বাসনা পোষণ করে তার উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন চালু হয়। এখন ডিভাইসটায় নির্দেশিত হচ্ছে

সূর্যের প্রোটন ফ্লাক্স, এক্সরে ফ্লাক্স, সূর্যের প্লাজমার ডেনসিটি, রেডিয়াল ভেলোসিটি ইনডেক্স ও সোলার উইন্ড স্পিড।

এমিলি জানে একবার এ ঝড় শুরু হলে সূর্যের উত্তপ্ত প্লাজমা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে উচ্চক্ষমতার রেডিয়েশন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। নীলবছর এগার পরে এই ক্ষণটি আবার শুরু হতে যাচ্ছে। প্রত্যেকবারই সোলার-ইভেন্ট চলাকালীন সময় নভোচারিদের সবাইকে ভূতল থেকে ষাট মাইল বরফস্তরের নিচে রেডিয়েশন সুরক্ষা ল্যাবরেটরীতে অবস্থান করতে বলা হয়।

দেখতে দেখতেই দিনটা খাটো হয়ে আসে। দ্বিগন্তের নিচে টুপ করে ডুব দেয় সূর্য নামের ঐ তারাটি। নীলগ্রহটাকে সাথে নিয়ে হারিয়ে যায় কালো অন্ধকার আকাশপ্রান্তরে। গ্রহটাকে হারাতে দেখেই এমিলির মনের ভেতরটা আকুলিবিকুলি করে উঠে, চেহারাটা তার ধূলিমাখা মলিন হয়ে যায়।
এমিলির মুখায়বের পরিবর্তন ফ্ল্যাশের নজর এড়ায় না। কয়েক কদম হেঁটে, খানিকটা নিকটে এগিয়ে এসে এমিলির বাম হাতটা চেপে ধরে আশ্বস্থ করে। 'আপনি চিন্তা করবেন না, এমিলি। আমি অবশ্যই ঐ নীলগ্রহে যাবার একটা রাস্তা খুঁজে বের করবই করব। আর তাছাড়া কাউকে না কাউকে তো সেই দায়িত্বটা নিতেই হবে।'

এমিলি ফ্ল্যাশের কথার কোন সায় দেয় না। এবার শুধু মুখটা ঘুরিয়ে তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে চিন্তা করে, এই রোবটটা একটা বিরাট বজ্জাতের হাড়। সুযোগ পেলেই হাতটা ধরার চেষ্টা করে। কাজের কাজ কিছুই করে না তবে কথা বলায় ষোল আনা। মনের কথার কোন অভিব্যক্তি মুখে না ফুটিয়েই বলল 'তোমার পথ দেখাতে হবে না, যখন যাবার সময় হবে তখন ঠিকই যাব।'
কারেন্টে শক্ খাওয়ার মতো ঝুট্ করে এমিলির হাতটা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে 'কেন, কেউ কি পথ দেখানোর দায়িত্ব পেয়েছে, শুনি?'
গলায় খানিকটা বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে এমিলি বলল 'কী উত্তর দেই আর তুমি কী প্রশ্ন কর? সেটা তোমার না জানলেও চলবে, ফ্ল্যাশ'
মাথাটাকে উপরে নিচে দোলায়ে বুঝনেওয়ালার মতো ভাব করল খানিকটা 'ইয়েস এমিলি!'
আজ্ঞাবহ চাকরের মতো শোনাল রোবটের গলা।

শনির দক্ষিণ মেরুতে এখন বর্ণিল আতসবাজির মতো মেরুপ্রভার সৃষ্টি হয়েছে। মায়াময় সে আলোর খেলা। সূর্যটা দ্বিগন্তের নিচে থাকায় আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে

এসেছে আর সেই অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠেছে শনির অন্তর্হিত সৌন্দর্য্যটা, নতুন রূপে, নতুন বিভূষণে। তার বলয়ের কোটি কোটি বরফ স্ফটিকগুলো দূরাগত অজস্র তারার আলোয় ঝকমক ঝকমক করছে; ব্রিলিয়ান্ট কাট ডায়ামন্ডের মতো। ঝিলমিল সেই বলয়টার বাহিরের দিকের এ-রিং, মাঝের বি-রিং আর ভেতরের দিকের সি-রিং এখান থেকে কত স্পষ্ট! কত বিশুদ্ধ! সেদিকে তাকিয়ে চিন্তা করে কত সেঞ্চুরি ধরে মানব সভ্যতা আকাশের দিকে তাকিয়ে শনির বলয়টা নিয়ে কত কিছুই কল্পনা করেছে। শনি গ্রহ, সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ, অথচ গ্রহটার কেন্দ্রে কোন মাটি নাই, কোন পাথর নাই, প্রায় পুরোটাই গাসের কুন্ডলী।

এমিলি তার সহকারী রোবটটার দিকে আগ বাড়িয়ে তাকায়। ফ্ল্যাশ এখন নিজেই নিজের মাথার ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক সার্কিট ঠিকঠাক করছে। ওর মাথার ভেতরে মাঝে মাঝেই বৈদ্যুতিক স্পার্শ সৃষ্টি হচ্ছে। যখনই রোবটা এমিলির দিকে তাকাল তখনই এমিলি ভ্রুজোড়া নাচায়ে বলল
'এবার একটু স্থির হওতো ফ্ল্যাশ।'
ঘাড়টা মটকিয়ে এদিকে তাকিয়ে রোবটটা এমিলির অন্তরিন্দ্রিয় পড়ার চেষ্টা করে। এমিলি তাকে অনুশাসনের সুরে বলে
'এবার একটু হাইবারনেশনে চলে যাও। তোমার শক্তির সংরক্ষণ করাটা খুব জরুরী।'

মৃত হওয়ার কথা শুনলেই চুপসে যায় এই রোবটটা। মরা হয়ে থাকতে ভালোলাগে না তার। জীবন তো একটাই, জীবজন্তুর শাবকের মতো তিড়িং তিড়িং করে লাফাতেই তার আনন্দ। ফ্ল্যাশ আবার ঘোরা শুরু করলে এমিলি বিগড়ানো মেজাজে ধমকে উঠে। কড়া ধমকানিতে এবার কাজ হয়, খানিকটা হতাশ ভঙ্গিতে রোবটটা ব্যাঙের মতো গভীর শীতনিদ্রায় ডুবে যায়।

বিচলিত নেত্রে আবার দিগন্ত পানে তাকায় এমিলি। সেদিকে বালুচরের মতো ধু ধু, জীবনহীন প্রান্তর। বাকিদের চিন্তা এই মুহূর্তে মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। চিন্তাক্ষয়ে প্রচুর শক্তির অপচয় হয় বিধায় সেও এবার নিউক্লিও শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তার পিঠের থার্মাল প্ল্যান্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অল্পক্ষণ বাদেই শরীরের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শক্তির অভাবে শীতনিদ্রায় নিমজ্জিত হয়। চতুর্দিকের শুনশান নিরবতার মাঝে ডুবে যায় অ্যানসেলাডাসও।

তিন

মাত্র ৩ হার্টজ এর এক্সট্রিম লো-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও সিগন্যাল আসা শুরু হয়েছে। এই ইএলএফ সিগন্যাল শত মাইল কঠিন বরফ স্তরও ভেদ করে পৌঁছতে পারে কাঙ্খিত লক্ষ্যে। এমিলির হাতের ডিভাইসটায় ইএলএফ সাংকেতিক চিহ্নটা উঠা নামা করছে। অচেতন থেকে আবারও চেতনা ফিরে পাচ্ছে এমিলি। ডিভাইসটায় এখন বেলিন্ডা ম্যাডামের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেসে আসছে 'এমিলি! এমিলি! আর ইউ স্ট্যান্ডবাই? ওভার।'

সিগন্যালটা অত্যন্ত দূর্বল। আশি মাইল নিরেট বরফ পাঁচিলটা ভেদ করে আসার সময় তার সব শক্তি বরফের ক্রিষ্টালগুলো চুষে চুষে খায়। সাধারণ বরফের চেয়েও বরফ-৭ দ্রুত তরঙ্গের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। অবশেষে যখন বিধ্বস্ত সিগন্যালটা দীর্ঘ পথ অতিক্রমনের পর ছাড়া পায় তখন তাতে হাড়হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দীর্ঘ শতমাইল নিরেট বরফ-৭ এর দেয়াল ভেদ করে ডাটা পাঠানোর আর অন্য কোন টেকনোলোজি আজ অব্দি ফলপ্রসূ হয়নি।

এমিলির হাতের ডিভাইসটায় এখন নেভিগেশন অ্যাপ্লিকেশন চালু হয়েছে যেখানে আগত তরঙ্গের উৎস নির্দেশিত হচ্ছে। চেতনা ফিরে পেয়েই অভিযাত্রীদের পজিশনিংটায় চোখ বুলাল এমিলি। দেখল, ওরা এখন অবস্থান করছে এখান থেকে ষাট মাইল দূরের ঐ বরফ পর্বতটার পাদদেশ থেকে খাড়া পঁয়তাল্লিশ মাইল জমাটবদ্ধ বরফের নিচে।

'এমিলি! ডু ইউ হিয়ার মি? ওভার।'
'ইয়েস বেলিন্ডা। কপি টু অফ ফাইভ জিরো নাইন। ওভার।'
'আমরা ফিরে আসছি। সারফেইস এর সন্নিকটে। এখন রয়েছি পঁয়তাল্লিশ মাইল আন্ডারগ্রাউন্ডে।'
'ছে এগেন।'
'আই রিপিট। আমরা ফিরে আসছি। সারফেইস এর সন্নিকটে। এখন রয়েছি পঁয়তাল্লিশ মাইল আন্ডারগ্রাউন্ডে। ওভার।'
'কপি দ্যাট বেলিন্ডা। ক্লিয়ার।'
'এমিলি, সেন্ড স্লিপিং কোড। আই রিপিট, স্লিপিং কোড।'
'বেইজ ল্যাবে যোগাযোগ করছি, স্লিপিং কোড এক্ষুণি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।' পরক্ষণেই শুনতে পেল থিয়ার উচ্ছ্বসিত গলা ' হাই এমিলি! উই হ্যাব এ ডিপার হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন, বেবি। এ হিউজ ক্যানিয়ন। অনেক বড় গিরিখাদ ছিল এটা'

‘ইট অর্থ দ্য রিস্ক? ওভার।’
‘সিম্পলি ওয়াও, আনরিমার্কেবল। আমি আজ অনেকগুলো ছবি উঠিয়েছি। দ্য গ্রেটেস্ট অব আওয়ার সোলার সিস্টেম।’
‘গ্রেট জব। কিস ইউ বেবি। বাট উই হ্যাব এ মেজর সোলার ইভেন্ট। প্লিজ হারিআপ। ওভার।’
‘রিসিভড। টুয়েনটি টু মোর আওয়ার। উই নিড টুয়েনটি টু মোর আওয়ার। আই সে এগেন, টুয়েনটি টু মোর আওয়ার। ওভার।’
‘একনলেজড।’
‘ওভার এন্ড আউট।’

অভিযাত্রীদের সাথে কথা বলা শেষ করে বেইজ ল্যাবে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য উপাত্ত পাঠিয়ে দিল। অল্পক্ষণ পরেই বেইজ ল্যাব থেকে ফিরতি ম্যাসেজে কিছু এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রামিং কোড রিসিভ করল। এগুলো স্লিপিং কোড যা কেউ ব্যবহার করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কোডগুলো নিম্ন রেডিও ওয়েব ম্যাসেজিং সিস্টেম ব্যবহার করে বরফপৃষ্ঠের নিচে অবস্থান করা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী দলকে পাঠিয়ে দিল।

ভোর হয়েছে। দ্বিগন্তে ঝুলে থাকা চৈতালি সূর্যটা বরফপ্রান্তরে ঝিকিমিকি খেলছে। দূরের পর্বতমালার শিখরে সূর্যরশ্মি বর্ণিল রঙে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পর্বতের ছাঁয়ারা নীলগ্রহের মতো স্থির নয়, যেন যে যার মতো দ্রুত দৌড়াচ্ছে; মনে হচ্ছে যেন তারা সারিবদ্ধভাবে স্কেটিং করে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। আড়াই হাজার মিটার উচ্চতার খাড়া পর্বতের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে, পানি আবার মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্ত পদার্থ নয় তো? আশি মাইল খাড়া বরফের ফাটল, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে আবার মাইল দুই খাড়া, পানি নির্মিত পর্বত, অথচ কী আশ্চর্য্য; তারা পাথরের চেয়েও শক্ত, টাইটেনিয়াম ধাতুর চেয়েও মজবুদ।

হাতের ডিভাইসের দিকে আবারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমিলির। সেখানে রেডিও সিগন্যালের বদলে এখন গ্যালাকটিক কো-অর্ডিনেশন সিস্টেম বা জিসিএস চালু রয়েছে। এই সিস্টেমটা মিল্কিওয়ে গ্ল্যাক্সির প্রধান দুই বাহু পারসেয়াস ও স্কুটাম-সেনটাউরাস এর অভ্যন্তরস্থ যে কোন জ্যোতিষ্কের অবস্থান শক্তভাবে নির্নয় করতে পারে। ডিভাইসটার রাডারে ধরা পড়েছে ধাবমান এক ক্যাটারপিলার গাড়ি যার অবস্থান নির্দেশ করছে ওটার এখানে পৌঁছনোর সম্ভাব্য সময় ছয় ঘন্টা। ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে ভিজ্যুয়াল কমান্ডে জুম করতেই অ-দৃষ্ট গাড়ির অভ্যন্তরভাগটা স্ক্রিনে ভেসে উঠল। দেখল আরোহিরা সব মরার মতো ঘুমাচ্ছে।

চালকের আসনে বসা রোয়ানকে দেখে খুশিতে নেচে উঠে এমিলির মন। চালক নিজেও গাড়িটাকে অটোড্রাইভিং কমান্ডে দিয়ে ঘুমের কোলে হারিয়ে রয়েছে।

ঘুরপথে নিরেট একখন্ড বরফ-শৈলের উপর হাঁটু দমড়িয়ে পাছাপেরে বসে এমিলি।

তার দৃষ্টি পড়ল দূরের ঐ নিঃসীম আকাশের গায়ে, বরফ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আবারও ভেসে উঠেছে শনির বলয়। কত কাল অতিক্রান্ত হয়েছে তবুও বলয়টার অবস্থানের কোন পরিবর্তন তার চোখে ধরা পড়ে না। যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে অনন্তকাল ধরে, অনড়। সাথে সাথেই দূরের নীলগ্রহের চাঁদটার দিকে তাকায়। শনির সাথে অ্যানসেলাডাসের মতোই ঐ নীলগ্রহটার সাথে তার চাঁদটার আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি সমান; টাইডিয়ালি লকড্। ঐ দূরের চাঁদটা নিজ অক্ষের উপর সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে একবার করে ঘুরছে, অথচ ঐ নীলগ্রহবাসিরা কখনই চাঁদের উল্টা পৃষ্ঠ দেখে মরার ভাগ্যটা অর্জন করতে পারে না।

ফ্ল্যাশের দিকে নজর যায়। সে এবার সত্যিকারের রোবটের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। তাকে শীতনিদ্রা থেকে না জাগালে আর সে কখনই নিজ থেকে জাগবে না। খানিকক্ষণ নিঃসঙ্গ সময় কাটিয়ে তাকে শীতনিদ্রা থেকে জেগে তোলে এমিলি। জ্ঞান ফেরার পর থেকেই আবার পটাপট প্রশ্ন করা শুরু করে রোবটটা।
'এমিলি, মাছ ধরবেন?'
রোবটটার প্রশ্নে সায় দেয় না এমিলি। জানে, এই রোবটটা অন্যদের তুলনায় একটু ফটর ফটর বেশিই করে।
'এমিলি, একটা গান গাননা। কতদিন শুনি না, আপনার গলায় গান'

এবারও ফ্ল্যাশের আবেদন গায়ে মাখে না এমিলি। শুধু ত্বকে জমা বরফকুঁটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করে, বৃষ্টিতে ভেজা কুকুরের মতো একবার গা-ঝাড়া দেয়।
'এমিলি, বালুতটে আপনার কোরাল মাছ বারবিকিউ এর কথা মনে আছে?'
রোবটটার দিকে খানিকটা মুখ তুলে তাকায় এমিলি। কোরাল মাছ এ উপগ্রহে নাই। অন্যের শোনা গল্পগুলো এই রোবট নিজের বলে চালিয়ে দেয়ায় খুব ওস্তাদ। অন্যের অভিজ্ঞতা শিখে সে নিজে নিজে পুলক অনুভব করে, অনেকটা পিপিংটমের মতো। এমিলি চিন্তা করে, এরপর সময় পেলে ওর প্রোগ্রামিংটার বাগ সংশোধন করে দিতে হবে। সে এবার খাপ্পা গলায় জিজ্ঞেস করে 'এ্যাই, তুই কয় টাকা কামাই করিস রে, যে কোরাল মাছ বারবিকিউ করবি?'

এ কথার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে রোবটটা অন্ধকারের ভেতরে যুক্তিগুলো হাতড়াতে থাকে। এ সময় তাকে দেখতে গো'বেচারার মতো মনে হয়। কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে অগত্য নিজেকে আবার মেরামতের কাজে হাত লাগায়, মাথার ভেতর থেকে আবারও সৃষ্টি হয় ইলেকট্রিক্যাল স্পার্ক।

হঠাৎই দূরে হাতের আঙ্গুল উঠিয়ে পর্বতের উল্টো দিকটা দেখাল রোবটটা। উদ্বেলিত হয়ে উঠল এমিলি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বসা থেকে সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া গাড়িটা আবার তার দৃষ্টিসীমায় ফিরে এল।
দ্বিগন্তরেখায় কালো রঙের গাড়িটা হেডলাইটদুটো জ্বালিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে এমিলি মনে করে, এই চাঁদটাই মহাবিশ্বের একমাত্র জায়গা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ বল তেমন কাজ করে না।

গাড়িটার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে ফ্ল্যাশ। ওটার ছাদের উপরের ছোট্র একটা অ্যান্টেনা যেটা শনির দিকে মুখ করে রয়েছে সেটা গাড়ির ঝাঁকির সাথে মৃদু মৃদু দুলছে। দৃষ্টিবিভ্রমের মতো মনে হচ্ছে সেটা দেখতে। অল্পক্ষণ পরেই ছয় চাকার ক্যাটারপিলার হুইলের গাড়িটা বরফের উপর বেপরোয়া গতিতে পিছলেই এসে শৈলটার পাশে স্থির হল। গাড়িটার পার্শ্বদেয়ালে ননভার্বাল ভাষায় লেখা- এআরকে-১। ভর-৬২৮ কেজি, নেট-১৪৮ হর্সপাওয়ার/১১০ কিলোওয়াট।

গাড়ির ছাউনিটা স্বচ্ছ সিলিকেটের তৈরী কাঁচের আর তা রেডিয়েশন শিল্ড হওয়ায় যে কোন বিকিরণই তার পৃষ্ঠে প্রতিহত হয়। স্বচ্ছ ছাদ গলে গাড়ির ভেতরে দেখা যাচ্ছে অভিযাত্রীদের, যে যার মতো ওরা ব্যতিব্যস্ত।

নিয়ন লাল স্পেসস্যুট পরিধান করা একজন হালকা পাতলা গড়নের অ্যাস্ট্রোনট গাড়িটা থেকে নিচে নেমে আসছে। পলিকার্বোনেটের তৈরী স্বচ্ছ হেলমেটটা গলে দেখা যাচ্ছে উৎপল এক কিশোরীকে যার চোখমুখে বুদ্ধিদীপ্তের ছাপ সুস্পষ্ট। নারী সেই মহাকাশচারীর বুকে আর বাহুতে কয়েকটা ব্যাজ, সেখানে লেখা; থিয়া আলকেস, জুনিয়র অর্গানিক কেমিষ্ট।

গাড়ির ভেতর থেকে পা বাহিরে দিতে না দিতেই চনমনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল থিয়া 'ওরে বাপরে কী ঠান্ডা রে!' মেয়েটি এবার গাড়ির দিকে তাকিয়ে কাউকে হাত নেড়ে ইশারা করল। সাথে সাথেই ছাদের উপরের এন্টেনাটা ছাদের ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল আর সেখান থেকে আকাশে উড়ল একটা ড্রোন।

ড্রোনটা রেট্রোরকেট চলিত আর তাতে চালু রয়েছে অতিসংবেদনশীল ক্যামেরাটা যেটা টেরাহার্টজ ইমেজিং টেকনোলোজি ব্যবহারের মাধ্যমে লাইভ ভিডিও সরাসরি অনলাইনে স্টিমিং করে। মেয়েটা মাথাটা এদিক ওদিক দোলায়ে ড্রোনটার সামনে দাঁড়িয়ে অনির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে বলছে,

'হ্যালো ভিউয়ার্স! আমি অ্যানসেলাডাস থেকে থিয়া বলছি, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আপনারা এর আগেও দেখেছেন, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি শনির বরফ-উপগ্রহে, এখানে এসে আমার অনেক ভালো লাগছে আসলে। আবারও দেখুন চতুর্দিকের বরফাচ্ছন্ন উপগ্রহটি। দেখতেই পাচ্ছেন আগের জায়গার সাথে এখানের ভূ-প্রকৃতিক ল্যান্ডস্কেপে একটু পরিবর্তন রয়েছে। আর এখন এখানের তাপমাত্রা মাইনাস একশত বিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপনারা জানেন যে, আমরা এই উপগ্রহের উত্তর মেরু অভিযানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের বরফপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ষাট মাইল নিচে নামতে হয়েছিল। আজকের অ্যাডভেঞ্চার টিমে আমিই একমাত্র নীলগ্রহ নিবাসীনি। ইতিপূর্বে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের খুব খুব প্রিয় এমিলি আর তার সহকারী রোবট ফ্ল্যাশকে। এবার আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এদিকে, এদিকে..'

থিয়া অন্যদিকে ঘোরার সাথে সাথে উড়ন্ত আনম্যানড এরিয়েল ভেহিকেলও রকেট ছুঁড়ে ছুঁড়ে শূন্যে উড়ে থিয়ার সাথে সাথ সঙ্গ নিল।

'সামনে গাড়ির চালকের আসন থেকে যিনি নিচে নেমে আসছেন, উনি রোয়ান।' ড্রোনটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসূচক একটা হাসি দিল রোয়ান। রোবটদের ক্লিবলিঙ্গ চিন্তা করলে সেই এই টিমের একমাত্র পুরুষ সদস্য।

'রোয়ান আলতাইর, সে মিশন স্পেশালিষ্ট। একটু লক্ষ্য করে দেখুন ওর চোখ-মুখ ও চোখের মনি তার সব সাদা। সুঠাম দেহি এ লোকটা নেটিভ অ্যানসেলাডাসীয়ান। আর পাশের আসন ছেড়ে যিনি নিচে নামছেন, উনি হচ্ছেন বেলিন্ডা।'
'হাই ভিউয়ার্স!' বেলিন্ডা ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন।
'বেলিন্ডা রিজেল। উনি সহকারি প্রধান স্পেশ বায়োলজিস্ট।' খানিকটা হৃষ্টপুষ্ট গড়নের হওয়ায় গাড়ি থেকে নামা মাত্র গাড়িও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সামনের দিকটা খানিকটা উলাল হওয়ায় দুলে উঠল গাড়িটা। 'এ লাল চুলা মহিলাটা

মার্সিয়ান, চোখের মণিদুটোও লালচে। প্রাকৃতিকভাবেই মহাজাগতিক রেডিয়েশন উপেক্ষা করতে পারে এ ধরণের রঞ্জকযুক্ত চোখ। মঙ্গলগ্রহের কলোনীতে জন্মালেও বাবার চাকরির সুবাদে তার শৈশব ও কৈশর কেটেছে টাইটানে। গবেষণার কাজে বছর তিনেক আগে তার এই উপগ্রহে পদার্পণ। আমি এবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, পেছনের সারিতে বসা; ও হচ্ছে নিশো।'

নিশো হাত নাড়ে।

'আপনারা জেনে চমকিত হবেন, এখানে অভিযাত্রীদের দুই ভাগ, একভাগ অ্যালিয়েন আর অন্যভাগ নেটিভ। নীলগ্রহ থেকে আগত পার্থিব লোকজনেরা এখানে সবার নিকট অ্যালিয়েন। আর অন্যভাগ নেটিভ বা অপার্থিব , যারা মঙ্গলের মার্সিয়ান কলোনী, শনির উপগ্রহ টাইটানিয়ামের কলোনী এবং অ্যানসেলাডাসের কলোনী বোঝায়। তবে তখনই ঝামেলা পাকে যখন কেউ মহাশূন্যযানে জন্মায়। আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। আজকের মতো বিদায়, আবার দেখা হবে, সেই প্রত্যাশায়, ধন্যবাদ।'

থিয়া ভিডিও স্টিমিং বন্ধ করে নিশোর দিকে ফিরে বলে 'ঠান্ডায় আমি মরে গেলাম রে!'

নিশো থিয়ার কথায় হাসতে হাসতে শেষে একনাগাড়ে কাশতে থাকে। থিয়াকে তার দিকে তাকতে দেখে এমিলি মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। এই মেয়েটা তার দু'চোখের বালি।

এখানে অভিযাত্রীরা কেউ শূন্য মাধ্যমে কোন কিছুই কানে শুনতে পায় না। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের মস্তিষ্কে স্থাপন করা রয়েছে একটা ন্যানো-চিপ, যেটা সূক্ষ্মভাবে ঘিলুর মাঝে অধিশায়িত। এটা অল্প দূরত্বে যোগাযোগের জন্য সিজিয়াম এটোমিক রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে। বাস্তবিক এই পদ্ধতিতে শূন্য মাধ্যমে তো কথাবার্তা বলা যায়ই; বরং সেটা আরও জোরালো ও আরও স্পষ্ট ভাবে শোনা যায়।

রোবটদের মস্তিষ্ক না থাকায় তারা অডিও কোডেক সিস্টেম ব্যবহার করে। মানুষের মতো রোবটের মস্তিষ্কে সিনথেটিক ব্রেন প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলছে যেটা এখনও টাইটেনিয়াম কলোনীর স্কাইল্যাবে গবেষণাধীন। ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা

ফলপ্রসু হলে তখন মানুষ ও রোবটের মাঝে এক খাওয়া আর এক সেক্স ছাড়া আর অন্য কোন পার্থক্য থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে নিচে নেমে কুঁকড়িমুকড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল থিয়া। সারা গায়ে জড়ানো ভারী মাল্টি-লেয়ারড স্পেসস্যুট। উপরের নাইলন ও ডেক্রোন ফেব্রিক্সের নিচেই রয়েছে জালের মতো প্রবাহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নল অনেকটা ক্রোসেট নিট ডিজাইন বা কুশিকাটার সোয়েটারের মতো যে নলগুলোর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে উত্তপ্ত পানি, সাধারণ পানি নয়; ভারী পানি। পানির এই প্রবাহটা নিয়ন্ত্রিত হয় নিউমেটিক প্রেশার রেগুলেটরের মাধ্যমে। স্পেসস্যুটের পেছনের ভাগে তাপ উৎপাদের মাত্রাটা একমাত্র এই নীল গ্রহের এ মেয়েটার ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চের ঘরে ঠেকিয়ে রাখা কিন্তু তারপরও সে তীব্র ঠান্ডায় অন্যদের চেয়ে বেশি কাবু হয়ে রয়েছে।

বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে আসছে নিশো। নিশো ইয়োনিস, পেশায় ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, জন্ম মহাকাশযানে, তবুও তার জাতীয়তা মার্সিয়ান বা মঙ্গলনিবাসিনী। জন্মস্থানে মহাকর্ষ বল কম থাকায় তার হাত-পা স্বাভাবিক নীলগ্রহ'র মানুষের তুলনায় বেশ লম্বা আর সারাক্ষণই হাসিখুশি থাকে মেয়েটা। তবে এখন কাশি বন্ধ হওয়ায় আপাত হাসিও তার থেমে গেছে।

অভিযাত্রীরা হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে রক্ত চলাচল ত্বরান্বিত করছে। অন্যদিকে রোয়ান এমিলির সন্মুখবর্তী হয়ে বলছে
'তুমি অনেক সময় এখানে বসে রয়েছ এমিলি। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত।'
রোয়ানের কথায় আবেগে আপ্লুত হয়ে কান্না জুড়ে দিল এমিলি। নিলচে চোখদুটো তার মুহূর্তেই টকটকে জবার মতো লাল হয়ে উঠল। দু'চোখে তার এখন দরদ বানের পানির মতো উথলে উঠছে। এবার একটু সময় নিয়ে ধাতস্থ হয়ে বলল
'তুমি আমাকে একা রেখে চলে গেছ কেন? তোমাকে আমি কতটা সময় ধরে কত গভীর অনুভব করছিলাম তুমি জান না?'

বদ রোবটটা বাদে সবাই এমিলির দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এমিলির কথাবার্তায় কেউ অর্থসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পায় না। নিশো আবার বেদম হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে আবার তার কাশি শুরু হয়। অন্যদিকে থিয়ার ঠান্ডায় কুপোকাত হবার জো। সে এখন কাতর কণ্ঠে বলে উঠল 'যে ঠান্ডার ঠান্ডা, সব বাপ ডাকায়ে ছাড়ছে।'

চার

বেলিন্ডা সবাইকে জোর তাগাদা দিয়ে বলল 'না, এখানে আর এক দন্ডও দাঁড়ানো যাবে না, দাঁড়ালে সব জমে পাথর হয়ে যাব। আবার সোলার ইভেন্টেরও পূর্বাভাস রয়েছে, সময় মতো বেইজে ফিরতে না পারলে কপালের দুঃখ কিছুতেই্ খন্ডানো যাবে না।'

নিশোর পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি সবাই গাড়ির ভেতরে ঢোক।'

থিয়া বলে উঠল 'ওঠ, ওঠ, পেয়েছো তো একটা এক্কা গাড়ি, এই এক্কা গাড়িতেই ওঠ।'

গাড়ির ভেতর থেকে রোয়ান কথা বলে 'এই তোমরা এক মিনিট পর গাড়িতে ঢোক, টানা কয়েকটা দিন ডায়াপারটা চেঞ্জ করা হয়নি, খুব অসহ্য লাগছে।'

থিয়া, নিশো একসাথে হেসে উঠে। হাসি থামিয়ে নিশো কৌতুহলি গলায় জিজ্ঞেস করে' ওরে, এক্কা গাড়ি আবার কী?'

'ও তুমি বুঝবে না সোনা। আমি আমাদের ক্যাটারপিলার গাড়িটাকে বোঝাতে চেয়েছি। আমাদের নীলগ্রহতে এক ঘোড়া দুইচাকার যে গাড়িটানে তাকে বলে এক্কা গাড়ি।'

সবার আগে হেসে উঠে নিশো। তার হাসি মহামারির মতো সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। হাসির চাপে একবার বেলিন্ডার তলপেটে ব্যথা শুরু হয়। কোনমতে হাসি আটকিয়ে নিশো জিজ্ঞেস করে 'থিয়া, সব বুঝলাম, কিন্তু ঘোড়া জিনিসটা আসলে কী?'

এবার থিয়ার হাসি শুরু হল। বেলিন্ডা তার অডিও সিস্টেমটা বন্ধ করে বলে 'আমার পেটে অনেক ব্যথা, আমি এবার আর কিছু না শুনি।'

থিয়াকে জড়িয়ে ধরে ফ্ল্যাশ, বলে 'তোমাকে আমাদের টিমে পেয়ে সত্যি আমি খুবই ভাগ্যবান। তোমার কাছ থেকে নীলগ্রহের অনেক কিছু শেখার আছে।'

'এই অসভ্য! কী করছ আমাকে? রোবটের বাচ্চা রোবট, ছাড় আমাকে?'

রোবটটার বাহুডোর থেকে নিজেকে মুক্ত করে খানিকটা দূরে সটকে যায় থিয়া।

থিয়ার অবস্থা দেখে খিলখিলিয়ে হাসি শুরু করে নিশো ।

থিয়া এবার কটাক্ষ করে নিশোকে বলে 'এত হাসি হেস না, পরে কিন্তুকরতে হবে কান্না।'

হাসির ফাঁকেই প্রশ্ন করে নিশো 'এটা কি কোন নিয়ম?'

'নিয়ম না, তবে হাসির পরে কান্না'

আবারও শুরু করল হাসি। এবার অবশ্য দু'জনেই পাল্লা দিয়ে।

বেলিন্ডা গাড়িটার সন্মুখে দাঁড়িয়ে তার অডিও সিস্টেমটা অন করে বলছে 'এই দেখ, টাকলু রোবটটার কান্ড, ঠান্ডার ভয়ে কেমন আগেই উঠে বসে রয়েছে।'
বেলিন্ডার কথায় একে একে সবাই ওর দিকে তাকায়। দেখল কোন ফাঁকতল দিয়ে রোবটটা আগেই গাড়িতে উঠে বসে রয়েছে।
রোয়ান গাড়ির ভেতর থেকে জোর গলায় তাকে ধমকাচ্ছে 'নাম বেয়াদব, নিচে নাম। তোর বাপতো এত বেয়াদব ছিল না, তুই হলি কেমনে?'
ফ্ল্যাশ নামতে অনিচ্ছুক হলে নিশো গিয়ে তার ঘাড়টা ধরে গাড়ি থেকে পা'দুটো হিঁচড়িয়ে নামিয়ে আনল। রোবটটা আর গায়ের রাগে দাঁড়াতে চাচ্ছে না, শরীরের সমস্ত ভর নিশোর উপর হেলান দিয়ে চাপিয়ে দিয়েছে। নিশোও রোবটটাকে খাড়া করার চেষ্টা করছে, দেখে মনে হচ্ছে দুইজন এখন পুরোদস্তুর মল্লযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।
রোবটটা এখন অভিমানে সমানে চেঁচাচ্ছে 'এই, তুই আর এরকম করবি? বল? আর আমাকে নিচে নামাবি?'
'না ভাই! না ভাই! আর করব না ভাই, তুই এখন দাঁড়া ভাই, তুই আমার সোনা ভাই।'

এমিলির দিকে চোখে পড়তেই রোবটটা দেখল, সে খিটিমিটি চোখে তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। এইবার রোবটটা দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। এবার পেছনে ফিরে নিশোর মুখোমুখি হয়ে আঙ্গুল উঠিয়ে শাসায় 'আবার যদি কোনদিন আমাকে ছেঁচড়ে নামাস তাহলে তোর একদিন কী আমার একদিন। কথাটা যেন মনে থাকে।'

ক্যাটারপিলার গাড়িটার সাথে থাকা রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে কথা বলছে বেলিন্ডা। এই সুযোগে চুন্নির মতো ইলেকট্রিক সিগারেটটায় টান দিয়ে ধোঁয়া উড়াচ্ছে নিশো। খালি পেট, দানাপানি কিছু পড়েনি, ধোঁয়াও এখন কেমন বিস্বাদ লাগছে।

গাড়ি থেকে নেমে এমিলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রোয়ান। এমিলির দিকে একবার আড়চোখে তাকায় থিয়া। দেখল, এমিলি তার দিকে তাকিয়ে দু'চোখে বিষবাষ্প উদগীরণ করছে। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় এমিলির সেই চাহনিতে।
প্রজেক্ট কমান্ডারের চেঁচানো গলা শোনা গেল রেডিওতে 'হ্যালো রেড ক্রসাস বলছি। আজ তোমাদের এত বিলম্ব কিসের?'
বেলিন্ডাও গলা চড়িয়েছে 'রেড, আমাদের ঝামেলা হয়েছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি।'
'ওহ। আই আন্ডারস্ট্যান্ড।'

‘রেড, আমাদের চাইল্ড কেয়ার রোবটটাকে কি এখন আমাদের সঙ্গে কানেক্ট করানো যাবে?’
‘আমি পেয়ারর্ড করাচ্ছি আর হ্যাঁ, রিটার্ন হোম কুইকলি বেইবি, বাকিরা গাড়ির বাহিরে কী করে? সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দাও।’
‘আচ্ছা কমান্ডার!’
পরক্ষণেই রোবটটার গলা রেডিওতে ঘড়ঘড় করে ভেসে এল।
‘হাই বেলিন্ডা! আমি সিসি রোবট বলছি।’
‘হ্যাঁ, সিসি, আমার টুন্টিমনি কী করে?’
‘তোমার টুন্টিমনা এখন দুধ খেয়ে ঘুমায়।’
‘ওকি কান্না করেছিল একবারও?’
‘থ্রি সিক্স, থ্রি সিক্স। দুই বার কান্নার ভাব ধরেছিল, প্রতিবারই ছত্রিশ সেকেন্ড সময়ের জন্য।’
‘আহ্, আশ্বস্ত হলাম সিসি।’
‘ধন্যবাদ বেলিন্ডা।’
কথা শেষ করে বেলিন্ডা সবাইকে গাড়িতে চড়ার জোর তাগাদা দিল। সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে কথা বলল ‘বেবি সিটার পদের জন্য মানুষের চেয়ে রোবটেরাই ভালো। শিশুদের আবেগ অনুভূতি মায়ের চেয়ে রোবটেরাই ভালো বোঝে!’
কিছু একটা বলতে চাইল থিয়া কিন্তু তার আগেই বেলিন্ডা বলল ‘এক সাথে সাত আটটি বাচ্চাকে দেখভাল করা কোন মানুষ কেন; কোন জানোয়ারের পক্ষেও সম্ভব না।’
প্রচন্ড ঠান্ডার চোটে তাড়াতাড়ি গাড়িতে আবার উঠে বসল নিশো, থিয়া। টাল রোবটটা উঠতে গিয়ে মাটিতে পা দুমড়ে পড়ে গেল। পক্ষান্তরে এমিলি গাড়ির বাইরে পাথরের মতোই নিস্প্রাণ হয়ে গুঁ ধরে রইল। রোয়ান তার দিকে আরও দুই ধাপ এগিয়ে জিজ্ঞেস করল ‘কী ব্যাপার এমিলি, খাড়িয়ে রয়েছ কেন? গাড়িতে উঠ।’
একগুঁয়ে এমিলি বলে উঠল ‘না, আমি উঠব না’
‘অবাধ্য হইও না, কাম অন, লেটস গো, তাড়াতাড়ি উঠ।’
এমিলি ফুঁসে উঠে বলল ‘আমাকে তোমার কী প্রয়োজন, আমার চেয়েও তো ভাল মেয়ে তোমার আছে তাই না?’
থিয়া এমিলির দিকে হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তাকে উদ্দেশ্য করেই যে কথাটা বলেছে তা তার বুঝতে বাকি থাকে না। এমিলির কথা শুনে বেলিন্ডারও চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায়।
রোয়ান এমিলিকে ফের তাগাদা দেয় ‘আহ্হা! তাড়াতাড়ি উঠতো।’

‘মরার আগে আর এখান থেকে উঠব না।’
‘প্রচন্ড শীত। আর দুই মিনিট দাঁড়ালে কেউ বাঁচব না। এখন ঝামেলা পাকাইও না।’
‘আমি ঝামেলা পাকাচ্ছি না, সত্যি বলেছি কিনা সেটা আগে বল।’
থিয়াও গাড়ির ভেতরে আহ্বান করে ‘এস এমিলি। আজ তোমাকে চুলে চুড়খোঁপা কিভাবে বানাতে হয় শিখিয়ে দেব।’
‘কী যে এক ঝামেলায় পড়লাম।’ রোয়ান আর কথা না বাড়িয়ে খানিকটা কৌশলি হয়ে মেনে নেয়ার সুরে বলে ‘আচ্ছা ঠিক আছে; এমিলি, আমি জিতলে তুমি গাড়িতে উঠবে আর যতি তুমি জিত তাহলে তুমি গাড়িতে উঠবে। ঠিক আছে?’
রোয়ানের কথায় হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে বরফ প্রতিমা, মুখে বলে ‘ঠিক আছে। রাজি’
এমিলি ও রোয়ান তাদের মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত এক ঝটকায় মুখোমুখি নিয়ে আসে। রোয়ান উচ্চারণ করে ‘রক, পেপার, সিজার্স।’ পরক্ষণেই রোয়ান আক্ষেপের সুরে বলে ‘আহ্, ঝামেলা। তুমি জিতে গেছ, এমিলি। এবার গাড়িতে উঠ। ক্লিয়ার।’

পাঁচ

অ্যানসেলাডাস রোবটিক ক্যাটারপিলার-১। প্যালাডিয়াম মাইক্রোঅ্যালয়ের তৈরী যানটা দৃশ্যত একটা কুঁজো হয়ে থাকা ছয়চাকার গাড়ি। স্বচ্ছ সিলিকেটের তৈরী ছাদটা আধাআধি গাড়িটাকে মুড়িয়ে নিয়েছে। মাথা নিচু করে একে একে আরোহিরা সবাই গাড়িতে চটপট উঠে বসল। তবে ফ্ল্যাশকে তার নিউমেটিক পিষ্টনের হাঁটুদুটোকে আগে দমড়িয়ে নিজেকে সংকুচিত করে তবেই উঠতে হল। সবার উঠা শেষ হলে সিলিকেটের দরজাটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই থিয়ার মনে হল এই নরকতুল্য উন্মুক্ত প্রান্তরে এই গাড়িটাই তাদের স্বর্গ, একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে বড় করে একটা দম নিল থিয়া। মনে হচ্ছিল স্পেসস্যুটের ভেতরে তার দম আটকে এসেছিল।

গাড়ির ভেতরটা কুসুম গরম করে রেখেছে রেডিও আইসোটোপ হিটারটা। অস্বস্তিকর স্পেসস্যুটগুলো খুলে সিটে গা এলিয়ে বসল। বেলিন্ডা ম্যাডাম এই সারিতে উঠায় একটু নড়েচড়ে বসে জায়গা করতে হল। সিটটা থেকে স্ট্র্যাপগুলো ম্যানুয়ালি কোমর বরাবর সিটের সাথে নিজেদের বেঁধে ফেলল।

ড্যাশবোর্ডে অসংখ্য এলডি বাতি জ্বলছে নিভছে। এটা রেডিয়েশন পাওয়ার্ড প্যানেল, যেটা শনি ও দূরের তারাদের বিকির্ণকৃত শক্তিকেই কাজে লাগায়। এটায় ঠাসা রয়েছে থার্মাল এমিশন স্পেকট্রোমিটার, এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার, পোলসার নেভিগেইশন সিস্টেমসহ সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ড্যাশবোর্ডের পাশে একটা ছোট্র মনিটর যেটাতে দেখা যাচ্ছে ল্যাব থেকে সার্বক্ষণিক চোখ রেখে চলেছে রেডিও অপারেটর। এখান থেকে ভোক্ষসের মতো লাগছে তাকে দেখতে।

আস্ত শনি গ্রহটা যে পরিমান শক্তি সূর্য থেকে পায় তারচেয়েও বেশি পরিমান শক্তি মহাশূন্যে বিকিরণ করে। অ্যানসেলাডাস শনির অভ্যন্তরভাগের উপগ্রহ বিধায় দূরের সূর্য অপেক্ষা সন্নিকটের শনির রেডিয়েশনই গাড়িটার মূল শক্তির উৎস। তবে যখন এ যানটি অ্যানসেলাডাসের দক্ষিণমেরু অঞ্চলে অবস্থান করে তখন শনিগ্রহটা দ্বিগন্তের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় বিধায় তখন আর শনির শক্তিকে কাজে লাগানোর কোন উপায় থাকে না। সেসময় শক্তির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এই সিস্টেমটি সৌরশক্তি ও দূর্বল জোভেনিয়ান শক্তিকে কাজে লাগায়। জোভেনিয়ান শক্তিটা মূলত সূর্যের পঞ্চম গ্রহ এবং গ্রহপতি বৃহস্পতির বিকির্ণকৃত শক্তি।

স্বচ্ছ স্ক্রিনের গায়ে লেজার আলোয় ফুটে উঠা অটোড্রাইভিং কমান্ড বোতামে চাপ দিতেই চাপা গুঞ্জন ধ্বনিতে ইঞ্জিনটা সচল হল। চাকাসহ কনভেয়র বেল্ট ঘোরা আরম্ভ হলে গাড়িটা চলা শুরু করল।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে ফেলে আসা পথটাকে দেখছে থিয়া, দেখছে পেছনে ফেলে আসা চাকার দাগ খুব দ্রুতই মিলিয়ে যাচ্ছে। ঐ তো ওখানে, ওখানে তার পদাঙ্কিত চিহ্ন বরফের গায়ে গেঁথে রয়েছে, ওটাও এক সময় মিলিয়ে যাবে। ইতিহাসের অনেক কিছুই এখন মিলিয়ে গেছে, বাকিটুকুও একসময় মিলিয়ে যাবে। সেও একসময় ইতিহাসের সারিতে যুক্ত হবে, অপেক্ষাটা শুধুই ক্ষণেকের। বেলিন্ডা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলায় চিন্তায় ছেদ পড়ে থিয়ার 'রোবটটাকে দরজার পাশ থেকে সরিয়ে বসাও।'
থিয়া কিছু না বুঝেই বিচলিত হয়ে উত্তর নিয়ে বলল 'কেন?'
'এই রোবটের মাথা ঠিক নাই, দেখবে হঠাৎই হাতলে টান দিয়ে বসেছে।'
থিয়ার দিকে রোবটটা কিছুক্ষণ অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে ওর মনে হচ্ছিল হয়ত সে শিশুর মতো এক্ষুণি কেঁদে দিবে। রোবটটার আত্মমর্যাদা খানিকটা খর্ব হয়েছে এটা নিশ্চিত, সে এবার কপাল ভাঁজ করল, চোয়াল খুলে গোঁ ধরে বলল 'আন্দাজে; আমার মাথা ঠিক নাই!'

থিয়া রোবটের টাকলা মাথাটা সোহাগ করে নেড়ে দিতে দিতে বলল 'তুমি রাগ করনা সোনা, এই নাও চুষি খাও।'
'ওওও!' জিনিসটা দেখে আঁতকে উঠেছে রোবটটা। 'কি এটা?' খানিকটা ভয় মিশ্রিত গলায় জিজ্ঞেস করল।
কাঠের তৈরী চুষিটাকে থিয়া রোবটের মুখের সম্মুখে ধরে রেখে বলল 'চুষি। এটা ঐ নীলগ্রহের মানব শিশুরা খুব মজা করে খায়।'
ধাতব তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে ফ্ল্যাশ তার মাথাটা চুলকাতে থাকে। রোয়ান কিছু বলতে চেয়েও বলল না, হয়ত জিজ্ঞেস করতো, কাঠের চুষি দিয়ে তোমার কাজটা কী; কিন্তু তার আগেই রোবটটা ঠোঁট দুটো উল্টিয়ে অনিশ্চয়তা জ্ঞাপক ভঙ্গিমায় বলে 'কী খায় না খায়, সব পাগলের ঝাড়পালা।'

আথাল পাথাল ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে ছুটছে গাড়ি। এ দিকটায় আর কখনও আসা হবে কিনা সেটা জানে না থিয়া। কত সৌভাগ্যবতী সে! একটি অ্যালিয়েন গ্রহের বুকে নদীর মতো আঁকিবঁকি আঁকার সৌভাগ্য হয়েছে তার। শেষ বারের মতো সব কিছুই দু'চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে। উত্তর মেরুর এ দিকটা বেশ মসৃন, পৃষ্ঠভাগ মৌচাকের প্রকোষ্ঠের মতো বরফের বড় বড় চাঁইয়ের গাঁথুনিতে গাঁথা। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে এমিলি হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল 'আচ্ছা আমি কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?'
বেলিন্ডা অনুমতি দিয়ে বলল 'হ্যাঁ অবশ্যই পার, কেন নয়?'
এমিলি এবার রোয়ানকে তাক লাগিয়ে বলে 'আচ্ছা তুমি এত পাষাণ কেন? তোমার বুকের ভেতরে কি একটুও মায়া দয়া কাজ করে না?'
এমিলির কথায় এবার কেউ সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। শুধু রোবটটা বাদে বাকি সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

চুটকির তালে তালেই আপন খেয়ালে হারিয়ে যায় থিয়া, আজকে বসন্তের প্রথম দিন, ১লা ফাল্গুন। যদি সে নীলগ্রহতে থাকত তখন দেখত গাছের ডালে ডালে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন ঝরাচ্ছে, দেখত আগাডালে বসে অদেখা কোকিলটা ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।
আর সে?
সে?
সে আর নূপুর, মিথিলাদের নিয়ে হলুদ কাপড় পরে কৃষ্ণচূড়াতলে, পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বসে বসে সারাবেলা পা পানিতে ভিজিয়ে রাখত।
আর এখানে?
এখানে?

এখানে এখন এক স্বপ্নীল আচ্ছন্নতা গ্রাস করেছে অ্যানসেলাডাসের বুকে। দিগন্ত বিস্তৃত অবারিত শুভ্র জমাট বরফ। চোখ ঝলসানো অত্যুজ্জ্বল আলোকমালারা পাহাড়ের গায়ে ঝলকানি দিয়ে দিয়ে উঠছে যেন তারা সব উৎসবের অবগাহনে মেতেছে। মাথার উপরে তারা জ্বলা কাজল কালো আকাশ, শারদীয় বিলে চাঁদমালার মতো ঘিঞ্জি হয়ে ফুটে রয়েছে দিনের আকাশেই।
আর ঐ যে, ঐ দূরের ধুমকেতুটা, কত লম্বা ওর পুচ্ছটা! পেছনের বরফকুচিরা পড়ে রয়েছে কত দূরে! কত একাকী তারা! কতটা নিঃসঙ্গ তারা! ছুটে চলেছে আপন খেয়ালে, কোন দূর আজানায়, কে-ই বা তার খোঁজ রেখেছে?

এমিলির কথায় আবারও সংবিৎ ফিরে পায় থিয়া। যোগ দেয় হাসাহাসির দলে। এমিলি আবার প্রশ্ন করে 'আচ্ছা রোয়ান, তোমার কি কখনও বিয়ে করার সাধ জাগে না?' এমিলির কথা শুনে আবারও সব হাসিতে ফেটে পড়ে। রোয়ান জোর গলায় আশংকা করে বলে 'এইবার সব বরবাদ হয়ে গেছে যা'
বেলিন্ডা এবার মুখ খুলল 'কে কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ শুনি? ডুবে ডুবে পানি খাওয়া না!'
'এখানে এই অ্যানসেলাডাসে প্রেম করতে হলে ট্রিট দিতে হবে, কথাটা মাথায় থাকলেই ভালো।'
থিয়ার কথায় নিশো, বেলিন্ডারা হাসিতে ফেটে পড়ে।
'তোমাকে ভালোবাসার কথা বোঝাতে বোঝাতে আমার মাথার চুলই সব উঠে গেল।'

অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে এমিলি। রোবট ফ্ল্যাশ অবশ্য এসবের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। চলন্ত গাড়িতে চলতে চলতেই আবারও খানিকটা সময় চুপচাপ হয়ে যায় সবাই। স্বচ্ছ সিলিকেটের ছাদ গলে আকাশের পানে তাকায়। এখানে কোন মেঘ বা কোন বায়ুমন্ডল না থাকায় নীলগ্রহর আকাশ তো কী, তার তুলনায় শত সহস্রগুন তারকারাজি জ্বলে উঠছে জ্বল জ্বল করে। আবার দূরের ধূমকেতুটার দিকে খেয়ালি মনে লক্ষ্য করে, ওটার পুচ্ছদেশ যেন জলীয় বাষ্প বিদারণ করছে, ধোঁয়ার মতো তা মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে সুস্পষ্ট রেশ রেখে। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য, অপার্থিব এবং নজরকাড়া খেয়ালী বৈচিত্রময়তায় ভরা। কেমন যেন স্বপ্নের মতো লাগছে থিয়ার নিকট। হঠাৎই রোয়ানের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মনজ স্বপ্নিল জগত হতে বাস্তবে ফিরে এল থিয়া।
স্মিত হেসে রোয়ান বলছে 'আমি জানি তুমি কী চিন্তা করছ, থিয়া!'
গালে হাত দিয়ে মুখটা এগিয়ে নিয়ে বলল 'হুম, দেখি কেমন বাপের বেটা, কী চিন্তা করছি আমি?'

‘তুমি চিন্তা করছ, ও দূরের ধূমকেতু! তুমি মনে রেখ চিরকাল, একদা আমিও তোমাকে ছুঁয়েছিলাম।’
‘কী চাপা! সত্যিই তুমি পরজনমে কবি হয়েই জন্মাবে।’

একের পর এক পাহাড় টপকাচ্ছে ওদের গাড়িটা। এসময় সব চুপটি মেরে বসে থাকল ওরা। ড্যাশবোর্ডে চোখ রেখেছে থিয়া। এ ক্যাটারপিলার যানটা ঘন্টায় এখন বত্রিশ মাইল গতিবেগে ছুটতে পারছে। থিয়ার জানা, দূর্বল অভিকর্ষ বলের কারণে এ উপগ্রহের পৃষ্ঠে কেউ দৌড়াতেও পারে না। উল্লম্ফন দিলেও বিপদ, তাকে আর অ্যানসেলাডাসের পিঠে ধরে রাখা যাবে না, সোজা ছিঁটকে বেরিয়ে যাবে মহাশূন্যে, ঘুরতে থাকবে আমৃত্যু শনির চতুর্দিকে, অংশ নিবে শনির ই-বলয়ের মিছিলের সারিতে। এই মুহূর্তে শনির বৃহৎ উপগ্রহ, টাইটান; অ্যানসেলাডাসের ঠিক অপরপার্শ্বে অবস্থান করছে- টাইটানের অবস্থান অপরপার্শ্বে না হলে যানটার সর্বোচ্চ গতিবেগ নেমে আসত মাত্র সাড়ে তিন মাইল ঘন্টায়। টাইটানের অর্বিটালে স্থাপিত মাদারশিপটার ম্যাগনেটিজম এবং থিং-অব-ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজ থেকেই গতিবেগ নির্ধারণ করে নেয় ক্যাটারপিলারটি।

আর কয়েক মুহূর্ত পরেই পাহাড়গুলোর ফাঁক ফোঁকর গলে দেখতে পেল একটা উজ্জ্বল তারা। দূরের ঐ তারাটা, ওটা সূর্য। আসমানের বাকি সব তারকারাজির মতো। অন্য তারার সাথে পার্থক্য; আকারে সে শুধু খানিকটা বড়, আকৃতিতে নীলগ্রহ থেকে দৃশ্যমান সূর্যের এক দশমাংশ।

মাত্র সাড়ে তিনশত মাইল ব্যাসের এ উপগ্রহটার দিগন্তরেখায় আকাশের সাথে ভূভাগের কোন মিতালি হয় নি, বরং ভাসন্ত বরফের এ চাকতিটাকে কেন্দ্র করে দূরের দীপ্ত তারারা অ্যানালগ ঘড়ির ডায়ালের মতো টিক টিক করে ঘূর্ণায়মান, স্পষ্ট তাদের চলাচল, দৃশ্যমান তাদের গতিপথ। নভোমন্ডলের সবকিছুই চলমান, শুধুমাত্র নিশ্চল হয়ে রয়েছে শনির বলয়টা, পূর্ব থেকে পশ্চিমে রঙধনুর মতো দাগ কাটা, সারা আকাশের গায়ে ত্রিশ ডিগ্রি কোনে স্থায়ীভাবে গেঁথে রয়েছে, অচল।

বাতাস প্রবাহের সাপেক্ষে কোনাকুনি চলল আরও মাইলখানেক পথ। ইংরেজি ইউ আকৃতির একটা ভ্যালিতে প্রবেশ করেছে ওদের গাড়িটা। এত স্বপ্নিল একটা আর্টিক ভিউ যেন কোন গুনী শিল্পির তুলির আঁচড়ে দাগানো জীবন্ত ছবি।

দূরে একটা রিজ; দু'দিকের দুটি উঁচু পর্বতের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী পাড়টা মাছের পিঠের মতো জেগে রয়েছে। থিয়ার ধারণার সাথে পজিশনিংটার রিডিং মিলে যায়, ঐ রিজটার কাছাকাছি আসতেই সন্ধ্যা নেমে যাবে।

ছয়

কথার পিঠে কথা চড়ছে- গাড়িটাও এগিয়ে চলছে আস্তৃত বরফমোড়া পথ ধরে, ছন্দবদ্ধ তালে। পেছনে ঠিক দ্বিগন্তরেখার উপরে সূর্যটা একটা সাধারন তারা হয়ে ঝুলছে। সেটাকে দেখেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে থিয়া। একটু বাদেই সেটা ডুবে যাবে। সেদিকে মোহগ্রস্থের মতো তাকিয়ে থেকে চিন্তা করে, কতটা পথ পাড়ি জমিয়ে এসেছে এতদূর!

টুপ করেই ডুবে গেল সূর্যটা। তবে একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হল না প্রকৃতির চারিপাশ। দ্বিগন্তের নিচে হারিয়ে যাওয়া সূর্যের আলোয় শনি এখন গাঢ় উজ্জ্বল সোনালী রঙ ধারণ করেছে। থিয়া তাকিয়ে রয়েছে শনির দিকে; নিশ্চুপ। তার পৃষ্ঠদেশে প্রবাহিত তরল অ্যামোনিয়ার ক্রিস্টাল অদ্ভুত সবুজাভ-হলুদ রঙ বিচ্ছুরণ করছে। আর সেই রঙ অ্যানসেলাডাসের বরফপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে অপার্থিব স্বপ্নময় এক অচেনা জগত তৈরী করেছে। থিয়ার মনে হচ্ছিল ঠিক এ সময় যদি কেউ হাঁটু গেড়ে তাকে প্রেম নিবেদন করত, হয়ত কখনই তাকে ফিরিয়ে দিতে পারত না কোন কালেই।

থিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে 'দেখ, দেখ, নিশো! কী সুন্দর আমাদের শনিগ্রহটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে তো মনে হয় সৌন্দর্যের দিক থেকে সেই সকল গ্রহের রাণী।' নিশো কথাগুলো বলে থুঁতনিতে হাত রেখে সেও তাকিয়ে থাকে গ্রহটার দিকে।

থিয়া নিশোর দিকে তাকিয়ে বলে 'আমি একটা জিনিস খুব ভালো মতোই উপলব্ধি করতে পারছি, এই মহাবিশ্বে একেক গ্রহের একেক সৌন্দর্য্য যা একটার চেয়ে অন্যটা কোন অংশেই কম নয়।'

নিশো না ফিরেই বলে 'খুবই মূল্যবান কথা বলেছ থিয়া।'

রোয়ান বলে উঠল 'আর আমার মনে হয়, আমরা খুবই ভাগ্যবান যে এবারে আমরা ঐ নীলগ্রহের কাউকে এ যাত্রায় আমাদের সাথে পেয়েছি।'

রোয়ানের কথা গায়ে না মেখে থিয়া বলল 'আমাদের নীলগ্রহের পূর্ন চন্দ্রগ্রহন থেকেও অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তোমাদের শনিকে।'

এমিলি যুক্তি দেখিয়ে বলে 'হ্যাঁ থিয়া, যেখানে তোমাদের চন্দ্র তার পৃষ্ঠে পতিত সূর্যালোকের মাত্র বারো শতাংশ রিফ্লেক্ট করে, সেখানে শনি করে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। তাহলে তো শনি অধিক উজ্জ্বল হবেই'

'আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন এই শনির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, কী সুন্দর দেখায় শনিটাকে, যেন সমস্ত গ্রহের সৌন্দর্য প্রকৃতি উদাত্ত মনে দান করেছে তাকে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে থিয়া মায়ামুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে সেদিকে। এক সময় টেলিস্কোপ দিয়ে যার সে শুধু অবয়ব দেখে আশ্চর্য হত, সেই শনিটাকে যে কখনও এত নিকট হতে দেখতে পাবে সেটা ছিল তার কল্পনারও বাহিরে। থিয়ার জানা দূর হতে শনিপৃষ্ঠ দেখতে স্থির মনে হলেও সেখানে চলেছে ঘন্টায় আঠারশত কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া, মুহুর্মুহু বজ্রপাত হচ্ছে সেই ঝড়ের মাঝে। সূর্যটা ডুবে যাওয়ায় বজ্ররেখাগুলো আরও বেশি ঝিলিক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

'হেই রোয়ান, রাস্তার দিকে তাকাও!' ল্যাব থেকে রেডিও অপারেটরের চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল সবাই। তটস্থ থিয়া ঘাড় ঘুড়িয়ে সোজা হল। দেখল সম্মুখে কতকগুলো সোনালী রঙের বরফের চাঁই বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। ওগুলোর বর্ণ সোনালী না-সাদা, শনির রিফ্লেকশনে এমনটা ভ্রম হচ্ছে। মনে মনে চিন্তা করে থিয়া, এগুলোর কোন একটার সাথে টক্কর খেলেই ঘটবে দফার রফা।

এবার চেতে উঠে রোয়ানকে শাসাচ্ছে বেলিন্ডা 'তুমি আবার কখন ম্যানুয়ালি গাড়ি চালানো শুরু করলে? একবার নিষেধ করেছি না? গাড়িটাকে অটোতে চালু কর।'

বেলিন্ডার দিকে বিরক্ত মুখে তাকিয়ে রোয়ান বলল 'এত মসৃন জায়গায় গাড়ি না চালিয়ে কি থাকা যায়? এরকম জায়গায় গাড়ি হড়কাতে কার না ভালো লাগে?'

'তোমার ভালোলাগায় নিকুচি করি। তুমি এক্ষুণি অটোমোডে নাও তো সোনা! সবসময় উৎকট টেনশন কারো ভালোলাগে না।'

এতক্ষণ যে ভাব নিয়ে ছিল রোয়ান সেটা মুহূর্তের মধ্যেই ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। কাঁচুমাচু গলায় বলল 'আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক্ষুণি অটোমেটিক মোডে নিচ্ছি গাড়িটা।'

গাড়িটাকে অটোড্রাইভিংয়ে দেয়ার সাথে সাথে সেটা একটা তীক্ষ্ম বাঁক নিয়ে জানান দিল যে এতক্ষণ যে পথ বেয়ে গাড়িটা চলছিল তারচেয়েও উৎকৃষ্ট আরও কোন পথ রয়েছে যেটা মানুষ্য চালক না জানলেও কম্পিউটার ঠিকই জানে। বাঁক নেয়ার সময়ও যাত্রীরা একদিকে একটুও হেলল না।

থিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে ড্যাশবোর্ডের দিকে। তার নীলগ্রহতে এত উন্নত প্রযুক্তির গাড়ি নাই। স্কিনে থার্মাল ম্যাপ, ভূকম্পন ম্যাপ সব ডিসপ্লে করছে।

সামনের উঁচু ঢিবির গায়ে লেখা উঠছে এখান থেকে তার সম্ভাব্য দূরত্ব, চলমান গতিবেগে পৌঁছানোর সময়কাল, অবস্থান ইত্যাদি। সামনের পাহাড়টা টপকালে দূরের পাহাড়ের অবস্থান পুনঃনির্দেশিত হচ্ছে।

ডিসপ্লেতে দেখছে ওদের গাড়িটা যতই উত্তর থেকে যতই দক্ষিণে ছুটছে ততই পেছনের শনিগ্রহটা অ্যানসেলাডাসের দিগন্তের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে সন্মুখে বিষুব অঞ্চলের খাড়া বরফের রিজটা দৃষ্টিসীমায় ফিরে আসছে। ডিসপ্লে স্ক্রিনে হাত রাখলেই সেদিকে অপটিক্যাল ও ডিজিটাল দুই ভাবেই জুম হয়ে গেল। গাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় চোখে বাইনোকুলার উঠিয়ে চতুর্দিকে দেখার প্রয়োজন হয় না। দূরের খাড়া পর্বতগুলো এক লাফে চলে এসেছে দুই হাত দূরে। সাদা তুষারে মোড়া রিজটা যেন ঠিক মুখের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিষম শক্তিনিয়ে। দূর দক্ষিণ মেরুর পাতলা বাষ্পের গাইসার এখন দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

দেখতে দেখতেই থিয়াদের গাড়িটা পর্বতশ্রেণীর ভেতরে সেঁধিয়ে পড়ল। এখানের পথটা বেশ খাড়াই উৎরাই। ড্যাশবোর্ডে দেখছে থিয়া, ওখানে একটা নতুন আইকন উঠা নামা করছে। থিয়ার চোখে আগ্রহ বুঝতে পেরে রোয়ান বর্ননা করে, এটা হল স্লাইড লেটির‍্যাল ফোর্স কারেকশন মেকানিজম। অর্থাৎ ঢালু পাহাড় থেকে নামার সময় গাড়িটা চাকায় গড়িয়ে নামবে না হড়কায়ে নামবে সেটা নির্ধারণ করে এই মেকানিজম। শুধু তাই না, এটা সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্সও বানচাল করে দিতে পারে। গাড়িটার প্রতিটি চাকাই সেন্সরযুক্ত এবং নিউমেটিক মটরড্রিভেন। সাধারণ বরফ, আইস-২, আইস-৭ সবগুলো চাকাই আলাদা আলাদাভাবে সনাক্ত করতে পারে আর সে অনুযায়ী চাকার গ্রিপও কাষ্টমাইজড করে স্লেইজড করতে পারে। আবার কখনও সেন্সরে বরফ জমলে সেটা আপনাআপনিই পরিষ্কার করতে পারে এবং গাড়িটা বরফে চাপা পড়লে নিজ থেকেই ড্রিল করে বেরিয়েও আসতে পারে।

'ধন্যবাদ তোমার পন্ডিতগিরি জন্য। এখন কি আমরা একটা বিরতি পেতে পারি?' কথার জলে রোয়ানকে ধুইয়ে দিল নিশো।
'একটা বিরতি দিলে মনে হয় ভালোই হত' বেলিন্ডা নিশোর প্রস্তাবনায় সায় দেয় তবে এমিলি রুক্ষ মেজাজে বলে 'এখন বিরতি দেয়ার সময় নেই। যে কোন সময় সোলার ইভেন্ট শুরু হয়ে যাবে। আর একবার বিদঘূটে ঝড়টা শুরু হলে টানা বিরানব্বই দিন চলতেই থাকবে লাগাতার।'
থিয়া নিশোকে সমর্থন করে বলে 'দুই মিনিটের একটা বিরতি দিলে কী এমন ক্ষতি হবে শুনি?'

আর কথা না বাড়িয়ে বেলিন্ডা গাড়িটাকে থামার নির্দেশ দিল। তবে থিং-অব-ইন্টারনেটের বুদ্ধিতে চলা গাড়িটা বেলিন্ডার নির্দেশনা এই প্রথমবার অমান্য করল। সৌরঝড়ের সংগত কারণ দেখিয়ে আবারও নির্দেশনা রি-কনফর্ম করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। বেলিন্ডা ফের নির্দেশনা দেয়ার পরেও গাড়িটা আদেশ অমান্য করে ছুটতেই থাকল। আরোহিদের ফের সৌরঝড়ের যুক্তি দেখিয়ে গাড়ি থামানোর নির্দেশনা রি-রিকনফর্ম করার জন্য অনুরোধ করল।

'লও এবার ঠেলা সামলাও! মেশিন যখন মানুষের কথা শোনে না, তখন কী হয় বোঝ!'
'সত্যি এ বিরাট ঠেলা, থিয়া, ঠেলার বাপ। এরকম সমস্যা আমার মনে হয়..'
'আউ, এই এটা কার হাত?' বেলিন্ডার কথা শেষ না হতেই নিশো চীৎকার দিয়ে ধড়মড়িয়ে নড়ে উঠে। 'এখান থেকে হাতটা সড়াও, সুড়সুড়ি লাগতেছে?' নিশো আরও খানিকটা মোচড় দিয়ে পেছনে ফেরে। বেলিন্ডা খাপ্পা গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'এই, এখানে কেউ উল্টাপাল্টা জায়গায় হাত দিবে না, ওটা তোমাদের আগেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।' থিয়া দেখল সামনের সারি থেকে রোয়ান কখন ওর হাতটা পেছনে নিশোর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা কেউ টেরই পায়নি।
এমিলি এবার উপদেশ খয়রাত করে বলে 'আমার মনে হয় কী, রোয়ান ম্যানুয়েলি গাড়িই চালাক। অন্ততঃ তাতে ওর হাত দুটো ব্যস্ত থাকবে, এদিক ওদিক হাতড়ানোর সুযোগও পাবে না।'
রোয়ান আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ গ্রহন করে বলে 'না, দেখলাম, নিশোর গায়ে কোথায় সুড়সুড়ি, তো দেখি সারা গায়েই। এত সুড়সুড়ি নিয়ে মানুষ যে ঘুমায় কেমনে?'
'হা ঈশ্বর! ওখানে যে কী হচ্ছে।'
রেডিও অপারেটরের কথায় মনিটরের দিকে তাকায় থিয়া। ওপাশ থেকে উৎসুক চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেনেট আর তার পাশে দাঁড়ানো সহকারী অপারেটর। কাতুকুতু চোখ নিচে নামিয়ে কতকগুলো রিপোর্ট দেখল সহকারী ছেলেটা আর তারপরই মুখ উঁচালো ওদের দিকে তাকিয়ে, বলল 'শোন, ল্যাব থেকে তোমাদের সতর্কতা জনানো হচ্ছে যে; সোলার উইন্ড আমাদেরকে আঘাত হানতে যাচ্ছে তিন মিলিয়ন কিলোমিটার ঘন্টায়। এখন থেকে দেড় ঘন্টা বাইশ মিনিটের মধ্যেই আমরা সৌরঝড়ের কবলে পড়ব। সব টিমগুলোকে খুব দ্রুত ল্যাবে ফিরে আসার জন্য জোর তাগাদা দিয়েছেন মিঃ কমান্ডার'

থিয়া লক্ষ্য করে, গাড়ির গতিবেগ আরও বেড়ে গেছে, সতর্কতা জারির পর থেকেই। বেলিন্ডা গাড়ির পরিবেশটা হালকা করার জন্য একটা নাস্তা-বিরতির জন্য প্রস্তাব করে যেটা সর্ব সম্মতিক্রম পাশ হয়ে যায়। গাড়িকে কমান্ড দেয়ার সাথে সাথে ওটার মেঝে থেকে ড্রয়ারের ন্যায় একটা পোর্টেবল হ্যালোজেন ওভেন আর একটা গ্রিল টোস্টার বেরিয়ে আসে। থিয়া চিন্তা করে, এতো এতো জিনিসগুলো গাড়িটা যে তার পেটের কোন তলায় লুকিয়ে রাখে সেটা একটা ভাবনার বিষয়।

ফ্ল্যাশ আর নিশো দুইজন মিলে স্যুপ বানানোয় মনোযোগী হয়েছে। ড্রাই স্পাইরোগাইরার স্যুপ। ওপাসের ল্যাব থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রেডিও অপারেটরেরা। ওরা চীৎকার করে বলছে 'শুধু নিজেরা খাবেন না, আমাদেরকেও খেতে দিয়েন, তাছাড়া পেট ব্যথা করবে।'
ক্যামেরাটার দিকে মগটা উঁচিয়ে নিশো বলে উঠল 'ঠিক আছে, আমরা আগে আসি, তারপরে তোমাদের খাওয়াব।'
'ঠিক আছে নিশো, আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। আর হ্যাঁ, সোলার ইভেন্ট, খুব দ্রুত চলে আস।'
'আসছি। ওভার।'
'খুবই বাজে রেসিপি! আমার পক্ষ থেকে মারজানের ভুড়িটা গেলে দিও।'
'হা হা। দ্যাটস ফানি নিশো'
ল্যাবের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ শেষ করে এমিলিও যোগ দিয়েছে স্যুপ পার্টিতে।
স্যুপের সাথে প্যাকেটজাত খাবার সরবরাহ করা হল। সবই উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার।
মগে চুমুক দিতে দিতে রোয়ান বলে 'আমার মনের খুব একটা শখ, যদি কখনও নীলগ্রহের কোন মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারতাম?'
'আহ! শখ কত, শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।'
'প্রেমের জন্য নীলগ্রহের মেয়ে পাওয়া অত সোজা না, যতটা সহজ বিয়ের জন্য। বছরের পর বছর ট্রিট দিতে দিতেই পকেট ফাঁকা হয়ে যাবে তবুও সোনা ময়না পাখি ধরা দেবে না' এমিলিকে সায় দিয়ে বলল থিয়া।

গুলিবেগে ছোটা শুরু করল গাড়িটা। মাত্র আধা মাইল সামনেই রয়েছে ঐ খাদটা। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এ খাদটার নাম ট্রান্সগিরিখাদ, নীলগ্রহনিবাসীরা চেনে টাইগার স্ট্রাইপ নামে। ড্যাসবোর্ডের দিকে খেয়াল করে, ওখানে জিসিএস এর বিশ্লেষিত তথ্য নির্দেশ করছে; গিরিখাদটা সামনের বরাবর প্রায় ছয় মাইল গভীর আর প্রসস্ততায় প্রায় আধা মাইল। ভ্যালিটা ডিঙ্গিয়ে আরও খানিটা দক্ষিণে সরে আসায়

উত্তর দিকের শনির রিংগুলো ক্রমাগত দ্বিগন্তের নিচে ডুবে যাওয়া শুরু করেছে। ওর জানা ওরা যতই দক্ষিণে গমন করবে শনিটাও দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে।

আবার গাড়ির সন্মুখের দিকে তাকায়। দক্ষিণ-পূর্ব কোনা হতে আস্তে আস্তে উদয় হওয়া শুরু করেছে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদুটোর অবয়ব। সেদিকে খানিকটা সময় তাকিয়ে আবার হারিয়ে যায় কোন খেয়ালে।

গাড়িটার ড্যাসবোর্ডে কতকগুলো নতুন নতুন আইকোনের দেখা মিলেছে। রোয়ানের কথায় খেয়াল ফিরে পায় থিয়া। রোয়ান বলছে 'এগুলো গাড়ির টর্ক কনভার্টার। আমাদের গাড়িটা এখন উড়াল দিবে।'
এই গাড়িটার যে উড়াল দেয়ার সক্ষমতাও রয়েছে সেটা এখন না দেখলেও একটু একটু বিশ্বাস করতে শিখেছে থিয়া। অবশ্য অ্যানসেলাডাসের অভিকর্ষ বল খুব দূর্বল হওয়ায় অনায়াসে গাড়িটা লাফিয়ে পার হয়ে যাবার সামর্থ্য রাখে।
কয়েক মুহূর্ত পরে গাড়ির থ্রাস্ট ভেক্টর; ইঞ্জিনগুলোর কর্মক্ষমতা বেড়ে গেল, আর সেই সাথে বেড়ে গেল গাড়ির গতিবেগ। পাখাহীন যানটা মুহূর্তকাল পরেই একটা ঝাঁকি দিয়ে আকাশে উড়ল। খাদটা উড়ে পার হবার সময় শেষ বারের মতো ফাটলের ফাঁক দিয়ে আধখানা শনি গ্রহটাকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল থিয়া।

গাড়িটা শূন্যে ঘুড্ডির মতো সাঁই সাঁই করে ছুটছে। থিয়ার মনে হল শূন্যে পালকের মতো ভেসে চলার একটা অভিজ্ঞতা যুক্ত হল তার ঝুলিতে। অনুমান করার চেষ্টা করল, এ গাড়িটা অনায়াসে এরকম আরও চৌদ্দটা খাদ পাড়ি দিতে সক্ষম। প্রক্ষেপকের শেষ গন্তব্যে এসে পৌঁছাচ্ছে গাড়িটা, ধীরে ধীরে আকাশ-মধ্যম থেকে আবার নিচে নেমে আসছে।

এমিলি তার হাতের ডিভাইসটার দিকে এখন এক লক্ষে তাকিয়ে রয়েছে। সবাইকে সতর্ক করে বলল 'সবাই তৈরী হও। প্রথম সারির সোলার ফ্লেয়ার ক্রমাগত আমাদেরকে আঘাত করে চলবে; দশ, নয়, আট..শূন্য।' আর তখনই সোলার রেডিয়েশন আঘাত করল গাড়ির রেডিয়েশন পাওয়ার্ড সিস্টেমটায়। মুহুর্তেই ড্যাশবোর্ডের সমস্ত আলো দপ্ করে নিভে গেল। বিভিন্ন কলকব্জা ও প্রোগ্রাম বন্ধ হওয়ায় রেডিয়েশন প্যানেল অকার্যকর হয়ে পড়ায় গাড়ি অটোড্রাইভিং কমেন্ড থেকে ডিফল্ট হিসেবে ম্যানুয়াল ড্রাইভিং মুডে ফিরে এল।

সাত

সামনের খাড়া নিরেট বরফ পাঁচিলটাকে দেখেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল থিয়ার। প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠল বেলিন্ডা, নিশো দুইজনও। 'ওয়াচ ইউর অ্যাচ!' বেলিন্ডার সতর্কবার্তা শুনেই হোক আর না শুনেই হোক; আচানক ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেছে রোয়ান। গাড়ির থ্রাস্ট রিভার্সাল সিস্টেম চালু হওয়ায় বুলেট বেগের গাড়িটা হঠাৎই শূন্যে অদৃশ্য কোন কিছুতে হোঁচট খেল। সতর্কতা অবলম্বন করার সময়ও পেল না কেউ। ঘূর্ণাবর্তে কতকগুলো ডিগবাজি খেল। তবে সিটবেল্ট দৃঢ়বন্ধনে বাধা থাকায় কেউ অবশ্য সিট থেকে বিচ্যুত হল না।

ঊর্ধ্বচর যানটা ক্রমাগত কুন্ডলীর মতো ঘুরতে ঘুরতে পর্বতশৃঙ্গের সাথে ধাক্কা খেল আর সেই সাথে সামনের চাকার ট্র্যাকপ্যাড বরফের দেয়ালে গেঁথে গেল দেড় হাত। অভিযাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল আর আতংকে আপনা আপনিই সবার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত চীৎকার। আলগা ভাবে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ভারি বোঝাই দেয়া গরু গাড়ির মতো পেছন দিকটা খানিকটা উলাল হয়ে একদিকে কাৎ হয়ে থাকল গাড়িটা।

প্রাণভয়ে সবচেয়ে বেশি চীৎকার করছে রোবটটা। তাকে এক ধমকানি চেতায়ে দিলে সে চীৎকার থামাল তবে আউমাউ করা বন্ধ করল না। রোয়ান কর্তৃত্ব ফোলানোর সুরে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল 'ইজ এ্যাভরিথিং অলরাইট?'
উত্তরটা যেন নিশোর ঠোঁটে এসে আটকাই ছিল, গলি দিয়ে বলল 'ফাক ইউ ম্যান।'
ফ্ল্যাশ তার দুই হাত দিয়ে বুকটা চাপড়াচ্ছে আর বারংবার এমিলির নিকট আকুল প্রার্থনা করছে 'এমিলি, আমি বাঁচতে চাই এমিলি! এমিলি, আমি বাঁচতে চাই, প্লিজ!'
ফ্ল্যাশকে কড়া ধমক চেতায় থিয়া 'এই রোবটের বাচ্চা রোবট, তুই সবার মনে ভয় ধরায়ে দিচ্ছিস, তোর পা ধরি বাপ! তুই একটু থাম'
এমিলি ফ্ল্যাশের মানসিক শক্তি জোগানোর চেষ্টা করে 'ফ্ল্যাশ, তোমার কিচ্ছু হয় নি। তুমি মরবে না, ফ্ল্যাশ, তুমি কোন দিনও মরবে না।'
বেলিন্ডা ফ্ল্যাশকে কট্টাক্ষ করে বলে 'এটা কেমন কথা ফ্ল্যাশ, তুমি একবার মানুষ হতে চাও কিন্তু কখনও মরতে চাও না।'
এ কথার উত্তরটা অবশ্য থিয়াই দিয়ে দেয় 'বেলিন্ডা, আমাদের নীলগ্রহের কিছু মানুষের মতো, যারা স্বর্গে যেতে চায় কিন্তু মরতে চায় না।'

সিটবেল্ট খুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বেলিন্ডা। গলায় খানিকটা আসফোস ফুটিয়ে বলল 'সকালে যে আজ কার মুখটা দেখে উঠেছিলাম!'

বেলিন্ডার কথার কেউ রি-অ্যাক্ট করে না। থিয়া এবার সব কিছুর একটা যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করে বিজ্ঞের মতো বলে 'আমার মনে হয়, রোয়ান ম্যানুয়ালি গাড়ি চালানোয় আমাদের কিছুটা সময়ের অপচয় ঘটেছে। আর সৌরঝড়টা যেহেতু আসন্নই ছিল, সেহেতু গাড়িটা বেলিন্ডার কোন নির্দেশও মান্য করেনি।'
'হ্যাঁ, এবার বোঝ। আমি কী এমনি রোয়ানকে বলি, নিজে নিজে গাড়ি চালিও না। গাড়িটাকেই গাড়ি চালাতে দাও। যদি প্রথম থেকেই আমার কথা শুনতো তাহলে হয়ত আমাদেরকে আজ এই পরিস্থিতিতে পড়তে হত না।'
'সবসময় শুধু অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিও না। তুমি যে যাত্রাপথে এখানে সেখানে ড্রোনের সামনে দাঁড়িয়ে লাইভে আস, তখন সময়ের অপচয় হয় না?'

রোয়ানের যুক্তি খন্ডাতে পারে না থিয়া। খানিকটা সময় সবাই চুপচাপ থাকায় ফ্ল্যাশ বলে উঠল 'ও, তাহলে তো মনে হচ্ছে এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম, তাই না এমিলি?' তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখন খানিকটা নিয়ন্ত্রনে এসেছে।
তবে ফ্ল্যাশের কথার এমিলি কোন উত্তর দিল না।

থিয়ার দেখাদেখি সবাই একে একে ড্যাশবোর্ডটার দিকে তাকাল আর হতবুদ্ধি হয়ে গেল যখন দেখল সেটা লাইট চমকানি মারছে কিন্তু ঠিক মতো কিছুই ডিসপ্লে করছে না। থিয়া কপালে সন্দেহ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল 'হঠাৎ এরকম হবার কারণটা কি?'
এমিলি উত্তর দিল 'সোলার ফ্লেয়ারের কারণে গাড়িটার রেডিয়েশন প্যানেলের সার্কিট জ্বলে গেছে।'
রোয়ান আশংকা করে বলল 'ড্যাম ইট! এইবার গেছিরে আমরা। এই নির্জন প্রান্তে মরতে সময় লাগবে না বেশিক্ষণ'

চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে পুরো টিম। ঠিক এখন কী করা উচিত তার কিছুই বুঝতে পারছে না। সবাই অপ্রত্যাশিত কোন কিছু ঘটার আশায় প্রহর গুনছে যেন। হাতের আংটিটা মুখের সামনে এনে বারংবার চুমো খাচ্ছে বেলিন্ডা। ভেতরে ভেতরে মনে হয় ইষ্ট নাম জপ করছে।
'দূর, শালা!' গালিটা দিয়ে উঠল ফ্ল্যাশ। সাথে সাথেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে টেকো মাথায় একটা চাটি দিয়ে দিল এমিলি 'উষ্টা খা! এর আগেও তোরে বহুবার সতর্ক করছি, কখনও মুখ খারাপ করবি না।'
'মুখ খারাপ করি বলে আপনি আমার গায়ে যখন তখন হাত উঠাবেন?'
'তোরে ঔষধ দেয়া লাগবে, বুঝতে পারছি। এ যাত্রায় আগে বাঁচি'

রোয়ান উদ্বিগ্ন গলায় সবাইকে শাসায় 'এখন আর কেউ এক চুলও নড়াচড়া কর না। আমাদের গাড়িটা কিন্তু খুবই আলগা হয়ে পাহাড়ের সাথে কোনমতে আটকে রয়েছে। আমাদের পায়ের অন্তত দুইশ ফুট নিচে ভূ-পৃষ্ঠ। এখন আস্তে-ধিরে এখান থেকে নেমে যাবার চিন্তা করতে হবে।'
'আই আই রোয়ান। আমি আর এখন একচুলও নড়াচড়া করব না।'

কেউ সতর্ক হওয়ার পর্যাপ্ত সময়ও পেল না। তার আগেই শুরু হল গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন। কয়েক মুহূর্ত সময় কান খাড়া করে থাকল থিয়া। শব্দটা বরফের দেয়ালে সৃষ্টি হচ্ছে। সংশয়ী সে তরঙ্গ ধ্বনি গাড়িটার কঠিন ধাতব পদার্থ বেয়ে সঞ্চারিত হয়ে ভেতরে থাকা অভিযাত্রীদের কানে জড়ালো হয়ে পৌঁছাচ্ছে। মুখের সম্মুখে থিয়া দেখতে পাচ্ছে, নীরেট বরফটার গায়ে একটা সুবিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।

কড়কড় শব্দে গাড়িটার সম্মুখভাগ বরফের গা থেকে খানিকটা বিচ্যুত হল, আর সাথে সাথেই পশ্চাৎভাগ নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেল। ফ্ল্যাশ কোনমতে টাল সামলে উত্তেজিত হয়ে উঠল, এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করা শুরু করল 'এই, এই, আমাকে আবার নড়ায় কে? আমাকে..' গাড়িটার পছনের ভাগ আবাও খানিকটা নিচু হল উবু হবার আশায়। পরক্ষণেই সামনের হুইল চাকাগুলোর প্রান্তভাগ হড়কিয়ে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে এল।

চোখের পলকে আস্ত গাড়িটা শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। থিয়ার মনে হল গাড়িটা হয়ত প্রচন্ড আক্রোশে পাহাড়ের গায়ে নিজেকে নিজে আঘাত করে চলেছে। কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে বরফের মসৃণ তলে বার কয়েক ভন ভন করে ঘুরপাক খেয়ে স্থির হল। কিছু বুঝে উঠার আগেই এমিলি গিয়ে আছড়ে পড়ল রোয়ানের ঘাড়ের উপর।

গাড়িটা উল্টে চীৎ হয়ে রয়েছে। ক্যাটারপিলার হুইলের চেইন দুটো তখনও শূন্যমাধ্যমে অল্প অল্প ঘুরছে। হঠাৎই নিজেকে ঘোরের মধ্যে মনে হল থিয়ার। সব অভিযাত্রীদের মতো সে নিজেও উল্টোমুখ হয়ে রয়েছে। উন্মাদের মতো আচরণ করছে ফ্ল্যাশ। 'এমিলি, আমাকে বাঁচান!' এমিলি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে 'হ্যাঁ তুমি মরবে না ফ্ল্যাশ। তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। এস, তুমি বেরিয়ে এসে অন্যদের সাহায্য কর।'
খানিকটা ইতস্তত ভাব দেখাল ফ্ল্যাশ। অতপর মেনে নেয়ার সূরে বলল 'আচ্ছা এমিলি।'

নিজেকে সিটবেল্ট মুক্ত করল রোবটটা।
'এই তোমরা কি সব ঠিক আছ?' এমিলি সর্বপ্রথম সিটবেল্ট থেকে মুক্ত হয়ে উল্টে সোজা হতে হতে জিজ্ঞেস করল। সবার আগে উত্তর দিল রোবটটা, বলল 'হ্যাঁ, এমিলি, আমি ঠিক আছি।'
'আমি জানি তোমার কিচ্ছু হয় নি, আমি বাকিদের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

যাত্রীদের নিকটে গিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে এমিলি। থিয়াও বেল্ট খুলছে। মাথার চোট লেগেছে তার, কপালের একদিকে হাতে চেপে মাথাটা জাগিয়ে তুলেছে। তাকে ধরে সিধা করতে সাহায্য করছে এখন রোবটটা।
'তুমি ঠিক আছ তো থিয়া?'
'আমি ঠিক আছি ফ্ল্যাশ। ধন্যবাদ তোমাকে এ প্রশ্নটি করার জন্য।'
নিশো ও রোয়ানও পরক্ষণেই নড়াচড়া শুরু করেছে। সেদিকে গিয়ে ফ্ল্যাশ ও এমিলি হাত লাগিয়েছে। নিশো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করছে ফ্ল্যাশ।

বেলিন্ডাকে দেখল উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে। সেদিক তরস্থ গিয়ে হাত দিয়ে তাকে উল্টিয়ে চিৎ করল থিয়া। বুঝল, বেঁচে আছে তবে অচেতন হয়ে পড়েছে। এমিলি এদিকে এসে বেলিন্ডাকে ঘিরে ভীড় করল। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাওয়ায় সেদিকে তাকিয়েই চীৎকার দিল থিয়া।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে থিয়া। কী করা উচিত তা বুঝে উঠতে পারছে না। রোয়ানের পরিপূর্ণ হুঁস ফিরেছে। নিশো, থিয়ারা সব দলামোচড়া হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা বেলিন্ডাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। গাড়িটা উল্টে থাকায় সব ধরাধরি করে বেলিন্ডাকে সিটের নিচ থেকে টেনে বের করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বেলিন্ডার ডান পা। এখনও অজ্ঞান, তবে মারা যায়নি। বেলিন্ডার পায়ের দিকে তাকাতেই পারছে না থিয়া, রক্ত দেখলেই মাথাটা ঘুরে উঠছে। তার আশংকা বেলিন্ডার হাঁটু অব্দি ভেঙ্গে গেছে হয়ত। চিন্তা করল, এই মুহূর্তে বেলিন্ডাকে গাড়ি থেকে বাহিরে বের করতে পারলে ভালো হত কিন্তু বাহিরে যে অবস্থা তাতে কেউ স্পেসস্যুট ছাড়া দুই সেকেন্ডও টিকবে না।

তার পা'টা এখন ব্যান্ডেজ করছে নিশো আর ব্লাড-ক্লোটিং-সিরাম ইঞ্জেকশন পুশ করছে এমিলি। ওখানে দাঁড়িয়ে বেলিন্ডাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল থিয়া কিন্তু তার ভাব দেখে তাকে আর কেউ পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়নি।

সবাই যে যার মতো স্পেশ স্যুট পরিধান করেছে। বেলিন্ডাকে স্পেশ স্যুট পরিয়েছে এমিলি আর ফ্ল্যাশ দুইজন মিলে। চৌদোলা করে তাকে গাড়ি থেকে এখন নিচে নামাচ্ছে থিয়া, নিশো, এমিলি আর রোবটটা। সন্মুখবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে গিয়ে তাকে বরফের বেদিতে শুইয়ে রাখা হল। এমিলি ও ফ্ল্যাশ ফিরতি পথে রোয়ানকে নিতে আবার গাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখল থিয়া, ইঞ্জিনের ফুটন্ত গরম পানি মাইনাস একশত দুই ডিগ্রি তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসা মাত্র কুয়াশার মতো ধোঁয়া হয়ে সোজা উন্মুক্ত আকাশের দিকে উড়ে যাওয়া শুরু করেছে।

নিরেট পাহাড়ের আড়ালে রোয়ানকেও নিয়ে আসা হয়েছে । সে এখনও খুব একটা পা পাততে পারছে না, এই যা, খানিকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।
এখন সৌরঝড়ের মাতম চলছে তবে সেটা নিঃশব্দে, খালি চোখে দেখার কোন উপায় নেই। সরাসরি সোলার রেডিয়েশনে এক্সপোজার হওয়ার চাইতে বরফের দেয়ালের প্রতিরোধে খানিকটা নিরাপদ বোধ করল সবাই। বিশেষ করে অ্যানসেলাডাসের বায়ুমন্ডল ও ম্যাগনেটিজম খুব ক্ষীণ হওয়ায় বাহিরের রেডিয়েশন কোথায়ও প্রতিহত হয় না, সরাসরি আঘাত করে আলোর বেগে।

বরফের গায়ে হেলান দিয়ে; ডান দিকে ঘাড়টা কাত করে খানিকটা উদাস ভাবে তাকিয়ে রয়েছে থিয়া। বেশ খানিকটা চোট পেয়েছে সে মাথায়, তবে সেটা খুব একটা মারাত্মক কিছু নয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট পেয়েছে কমবেশি সবাই। গাড়ির ভেতর থেকে এটা ওটা আনা নেয়া করছে রোবটটা। থিয়া চিন্তা করে, কোন মানুষ হলে এই সোলার রেডিয়েশনের মাঝে কখনও কাজ করতে সম্মত হত না।

অদূরে এমিলি বেলিন্ডাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে। খানিক বাদেই সে এসে উদ্বিগ্ন গলায় থিয়াদের জানাচ্ছে 'বেলিন্ডার হাঁটুর মালাটা ফেটে গেছে নয়তো গুঁড়িয়ে গেছে।'
'ও মাই গড!' একযোগে চোখ বড় করল থিয়া, নিশো।
'একবার জ্ঞান ফিরেছিল বেলিন্ডার। নিজের রক্ত বের হয়েছে বুঝতে পেরে আবার জ্ঞান হারিয়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে কাটা পড়া ধমনীর রক্ত বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।'
'ওকে, ধন্যবাদ এমিলি, তুমি আজ না থাকলে যে কী হত!'

এমিলি তার বিল্ট-ইন রেডিওর মাধ্যমে ল্যাবের সাথে যোগাযোগ করছে। গাড়িটা যে সৌরঝড়ের কবলে পড়েছে সেটা সবিস্তারে বর্ণনা করছে। তার মুখায়ব দেখেই বোঝা যাচ্ছে ল্যাব থেকে আচ্ছা মতো ধোলাই দেয়া হচ্ছে তাকে। যোগাযোগ করা শেষ করে আবার ফিরে এসেছে পাহারের পাদদেশে, থিয়াদের বসে থাকার সারিতে।

সবাই এমিলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'কী বলল ল্যাব থেকে?' এমিলি মুখ উঁচিয়ে বলল 'সোলার ইভেন্টের কারণে ল্যাবের অনেক সেনসিটিভ ইকুইপমেন্ট কাজ করছে না। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসগুলোকে সর্বপ্রথম ঠিকঠাক করার জন্য ওরা ইভেন্ট শুরুর আগ থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সৌরজগতের ভেতরের কয়েকটা টেলিস্কোপ কাজ করছে না, তবে বাহিরেরগুলো সব ঠিক আছে। ডা, ডিওনের সাথেও কথা হল, বলল, বেলিন্ডার হয়ত হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়েছে। এক্ষুণি মেজর একটা অপারেশন না করলে তার পা হারানোর সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।'

এমিলির কথা শুনে হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে আসে থিয়ার তবে মুখ ফুটে কিছু বলল না, শুধু অদূরে খাঁড়ির তাকিয়ে থাকে ফ্যালফেলিয়ে, গাড়িটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে পাঁচিলটার পাশে। ওটার ড্যাশবোর্ডটা এখন ঘনঘন ফ্ল্যাশ মারা আরম্ভ করেছে।

গাড়িটার পাশে গিয়ে এমিলি আর রোবটটা দাঁড়িয়েছে। স্বল্প দূরত্বের কারণে রোবটের বিল্ড-ইন ক্যামেরাটাকে থিয়ারা ব্লুটুথের মাধ্যমে পেয়ারড করতে সক্ষম হল। থিয়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই তার হাতের ডিভাইসে এখন দেখতে পাচ্ছে গাড়িটার অভ্যন্তরের ড্যাশবোর্ড। ডিসপ্লেটা বেশ কয়েকবার ফ্ল্যাশ মারার পর সুস্থিত হল আবার পরক্ষণেই গাড়ির সিস্টেমটা ডিফল্ট মুডে রিস্টার্ট হল। ডিসপ্লেতে এবার গাড়িটার ড্যামেজ রিপোর্টিং পেশ হচ্ছে। নিইমেটিক গিয়ার বক্স, ক্রাঙ্ক, অ্যাক্সেলারেটর, থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেম এবং নিউক্লিও-বোর্ড সব একে একে ঠিক হচ্ছে। ডিসপ্লেটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার হয়ে রয়েছে এমিলি, ফ্ল্যাশ দুইজনই।

এবার গাড়িটা নিজ থেকেই নড়াচড়া শুরু করল আর ওটার দুপাশ থেকে একজোড়া রোবটিক বাহু কর্ম শুরু করল। হাতের ডিভাইসটা ছাড়াও এখন চাক্ষুস দেখা যাচ্ছে ওটার কিছু কাজকর্ম। নিজের ছিঁড়ে যাওয়া যন্ত্রাংশগুলোকে লিকুইড ওয়েল্ডিং পদার্থে জোড়া লাগানো শুরু করেছে নিজেই। খানিকবাদেই দোলকের

মতো একটু দুলে উঠল গাড়িটা। ছন্দবন্ধ তালে তার দোলাটা বেড়ে গিয়ে ওটা এক মোচড় দিয়ে উবুত হল। হাতের ডিভাইসটায় খেয়াল করল, গাড়িটার ড্যাশবোর্ডে এখন লিখা উঠছে 'দ্য ক্যাটারপিলার যাত্রার জন্য প্রস্তুত!'

শুভ সংবাদটা দেয়ার জন্য ফ্ল্যাশ খানিকটা দৌড়ানোর মতো ভঙ্গিমা করে থিয়াদের নিকট এগিয়ে এল। রোয়ান তার ডিভাইসে নির্দেশ দেয়ার আগেই দেখল গাড়িটা নিজে নিজে গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এসে স্থির হতে।

আনমনেই হাতে তালি দিয়ে উঠল অভিযাত্রীরা।

তবে গাড়িটা আরও বড় সৌরঝড়ের ভবিষ্যদ্বাণী করল। সুখ যেন সইল না থিয়াদের কপালে। দ্রুত গাড়ির ভেতরে বেলিন্ডাকে ঢুকিয়ে একে একে সবাই উঠে রেডিয়েশন ও জমে বরফ হবার হাত থেকে বাঁচল। গাড়িটা আপনা আপনিই গড়ানো শুরু করল এখন।

নিশো এবার রোয়ানকে সতর্ক করে 'রোয়ান, গাড়িকে ওর নিজের মতো চলতে দাও'
'জ্বী নিশো। তবে গাড়ির কিছু কিছু ফাংশন এখনও কাজ করছে না।'
'যেমন?'
'যেমন- আমাদের কোঅর্ডিনেশন সিস্টেম কাজ করছে না। প্রি-লোডেড ম্যাপ ম্যানুয়ালি চালু করতে হয়েছে।'
'ঠিক আছে, এক্ষেত্রে আর কোন ঝুঁকি নেয়ার দরকার নাই কারণ বাস্তবে যেখানে এখন খানাখন্দ রয়েছে, আগের ম্যাপে এগুলো তো নাও থাকতে পারে।'
'হ্যাঁ নিশো। গাড়িটা এজন্যই পুরোপুরি অটোমোড নিচ্ছে না, সে চলছে এখন সেমি-অটোমেটিক মোডে।'

গাড়িটা থেকে ল্যাবের সাথে আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করল রোয়ান। এখনও থ্রি-বেইজ সিস্টেমে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না তবে টু-বেইজ সিস্টেমে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ল্যাব থেকে জানাল তাদের রোবটগুলো খুব দ্রুত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূরনিয়ন্ত্রিত অপারেশন ব্যবস্থাটা চালুর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। থিয়া হতভম্ভ হয়ে জিজ্ঞেস করে 'রিমোর্ট সার্জিক্যাল অপারেশন!?'
'হ্যাঁ থিয়া, বেলিন্ডার এই মুহূর্তে অপারেশন না করলে তার পাটা অকেজে হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য।'

হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে ড্যাশবোর্ডের দিকে চোখ মেলে তাকায় থিয়া। রোবটটা জানান দিচ্ছে আর মিনিট দশের মধ্যে অপারেশন শুরু সম্ভব হবে।

ততক্ষণে গাড়িটার পেছনের দেয়াল থেকে সিলিন্ডার আকৃতির একটা সিট বেরিয়ে এসেছে, যেটা ফোল্ডিং অবস্থায় ছিল দেয়ালের ভেতরে আর বেরিয়ে এসেছে দুই সারির মাঝখান দিয়ে। থিয়া বুঝল, এটাই অপারেশন স্যুট, একটা অপারেশন থিয়েটারকে সঙ্গে নিয়ে এতদিন চলাচল করেছে ও অথচ কোনদিন টেরও পায়নি! ওদিকে খেয়াল করে, সবাই দ্রুত ধরাধরি করে বেলিন্ডাকে সিলিন্ডার বেডে শুইয়ে দিচ্ছে। সেটা এখন ট্রের মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেতরে চালান হয়ে গেল। গাড়ির স্ক্রিনে ভেসে উঠল; দূর নিয়ন্ত্রিত অপারেশন ব্যবস্থা চালু হতে আরও চার মিনিট বাকি।
'মানে কী? অপারেশন কে করবে?'
'এখানে তো কোন ডাক্তার নেই থিয়া, ডাঃ ডিওন করবে বেলিন্ডার অপারেশন।'
বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে না উঠতেই দেখল স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে ডাঃ ডিওনের মুখ। ক্যাটারপিলারের অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াচ্ছে সে।
'সৌরঝড়টা না থাকলে গাড়িটা থেমে থাকা অবস্থায় অপারেশনটা সম্পন্ন হত। এখন আর সেটার উপায় নেই'
'বুঝলাম এমিলি, কিন্তু এই ছুটন্ত গাড়িতে তো আমরাই ঝাঁকুনি খাচ্ছি, এর মাঝে অপারেশন হবে কিভাবে?'
'ও, আমাদের অপারেশন বেডে রয়েছে অটোমেটিক গাইরোস্কোপ। এর স্টাবিলাইজিং ক্ষমতা এককথায় অসাধারণ। এক মিটার নিচু গর্তে হড়কায়ে পড়লেও তুমি কিছুই টের পাবে না, ভেসে থাকবে আগের তলেই!'

মিনিট দুইয়েক পরেই রোগীর অপারেশন বিস্তারিত স্ক্রিনে ভেসে উঠল। সম্মুখের ডিসপ্লেতে সবাই দেখছে অপারেশন প্রসিডিওর। অপারেশন স্যুটে উপরে ছাদের যে অংশ রয়েছে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে ছয় জোড়া রোবটিক বাহু। একেক বাহুতে রয়েছে ইমেজিং ডিভাইস, এক্স-রে এমিটার সহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। যেগুলোর সবই হয় স্বয়ংক্রিয় নয় দূরনিয়ন্ত্রিত। ডিসপ্লেতে উঠছে রোগীর হার্ট রেট, ব্লাড প্রেসার, টেম্পারেচার ইত্যাদি। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বেলিন্ডার অপারেশনের জন্য দুই ব্যাগ রক্ত গ্রুপ মিলিয়ে তৈরী হচ্ছে ব্ল্যাড ট্রান্সফিউশন চেম্বারের ভেতর। এসব রক্ত সিনথেটিক; যার মূল উপাদান আগেই প্রস্তুত করা থাকে, শুধু চুড়ান্ত সঞ্চালনের আগে গ্রুপ ও ক্রস ম্যাচ মিলিয়ে কম্পেশিবল ব্ল্যাড তৈরী করা হয়। সে রক্ত দেখতে পারে না, এসব দেখলেই তার চোখ মুখ আন্ধার হয়ে আসে।

দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে তাদের কাছে সময়গুলো। বেলিন্ডার অপারেশন শেষ হবার আগ পর্যন্ত আর স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। স্বচ্ছ সিলিকেটের জানালা গলে তাকিয়ে থাকে বাহিরের দিকে। জীর্ন এ বরফাচ্ছন্ন উপগ্রহটায় শুধুই করাল নিস্তব্ধতা। দূরের নক্ষত্রগুলোর গগনবিহারী আলোকমালারা ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে আবারও ফিরে যাচ্ছে নিঃসীম মহাকালের টানে। আলোকমালারা আসে, আলোকমালারা ফিরে যায়, রেখে যায় শুধু একমুঠো নীরবতা; কঠিন নীরবতা। রয়ে যায় কঠিন হু হু শীতে জমাট মৃতপ্রায় স্থানু এ জ্যোতিষ্ক।

ভূ-গর্ভস্থ ল্যাবের ডাঃ ডিওন এখন অপারেশন শুরু করেছে। গ্রাফিক ভিডিওর কারণে ডিসপ্লেটা আপাতত বন্ধ রয়েছে। সবাই বাহিরের দিকে তাকিয়ে। গাড়িটা ছুটছে বিদ্যুৎ বেগে। বাহিরে রাত ঘনিয়ে আসছে, আকাশের গায়ে ফুটে উঠছে হাজারও তারার আকাশ। উত্তর আকাশে এনজিসি ৫৮৩২ গ্ল্যাক্সির একটি উজ্জ্বল তারার দিকে তাকিয়ে রোয়ান বলে, 'ঐ তারাটা, ওটা তো তোমাদের নীলগ্রহবাসীদের নিকট ধ্রুব তারা তাইনা থিয়া?'
ধ্রুব তারাটর দিকে থিয়া বিস্ময় নয়নে তাকায়, নীলগ্রহে ওটা স্থির হলেও এখানে কত দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে ছুটে চলেছে পশ্চিম থেকে পূবে। এবার স্মিত হাসি হাসি চোখে তাকায় রোয়ানের দিকে। 'হ্যাঁ, ওটা উরসা মাইনর। আমাদের সৌরজগত থেকে মাত্র চারশত চৌত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে'
'ওটা কেন ধ্রুব জান'
'না'
এমিলি বলল 'আমি জানি।'
'বলতো দেখি তোমার বুদ্ধির পরীক্ষা।'
'হুম, কারণ যে গ্রহই হোক, সেটা ঘুরলে তার আকাশের সকল তারারই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে। তবে শুধুমাত্র একটি জায়গা বাদে। গ্রহের দক্ষিণ থেকে উত্তর মেরু বরাবর একটি কাল্পনিক অক্ষরেখা থাকে যে রেখাকে কেন্দ্র করে সেই গ্রহটা থাকে ঘূর্ণায়মান। যদি কোন তারার অবস্থান ঠিক সেই রেখার উপরে হয় তাহলে ঐ তারাটার অবস্থানের কোন পরিবর্তন কখনও চোখে ধরা পরবে না।'
'বাহ্, এমিলি, তুমি তো দেখি অনেক কিছুই জান, এবার তাহলে বল তো, ঠিক কত মিলিয়ন নিউট্রন তারা রয়েছে আমাদের এই গ্ল্যাক্সিতে?'
এমিলি এবার অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা নাই বিধায় চুপ করে ধন্ধাধরে বসে থাকে।

ডিসপ্লে চালু হয়েছে। সেটাতে দেখাচ্ছে বেলিন্ডার অপারেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। সে এখন জ্ঞান ফেরার প্রতীক্ষায়। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

ডিসপ্লেতে এখন ডাঃ ডিওনের বদলে রেডিও অপারেটরদের দেখা মিলেছে। তারাও বেলিন্ডার সুস্থ্যতা কামনা করছে। থিয়া লক্ষ্য করে ডিসপ্লের নিচে একটা আইকোন উঠেছে। দেখছে ওদের ক্যাটারপিলারটা ল্যাবের এলিভেটর কারটাকে তলব করেছে। দুই মেশিনের সাথে মেশিন; মেশিন-ল্যাংগুয়েছে কথপোকথন চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের কথাবার্তার হিউম্যান ইন্টারফেইস ল্যাংগুয়েজ অবশ্য ডিসপ্লেতে ধারাবাহিকভাবে উঠছে।

মিনিট দশের মধ্যেই অপারেশন স্যুট থেকে সিলিন্ডারাকৃতির ট্রেটা বেলিন্ডাকে বের করে নিয়ে এল। তার জ্ঞান ফিরেছে বিধায় এখন তাকে জড়িয়ে ধরে সবাই খানিকটা মেতে উঠেছে। এ সময়টায় গাড়িটা তার গতিবেগ খানিকটা কমিয়ে দিল। বেলিন্ডার অবস্থা নিজ মুখে জানতে চেয়েছে ল্যাব থেকে রেড ক্রসাস ও লিডা।

ল্যাবের সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করা শেষে ঘাড়টা ঘুরিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা রোয়ানকে উপদেশ খয়রাত করছে 'যাই বল রোয়ান, তোমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'
'জ্বী বেলিন্ডা।'

গাড়ি এখন তার পূর্ণ গতিবেগ পেয়েছে। মনে হচ্ছে উড়েই চলেছে বরফের রাজ্য ভেদ করে। বেলিন্ডা আর কিছু বলে না শুধু কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে দূরের তারকামন্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করেই থিয়াকে প্রশ্ন করে 'ঐ তো দূরে, ওটা তোমাদের সপ্তর্ষি মন্ডল। ঠিক বলিনি থিয়া?'
থিয়া গাড়িটার স্বচ্ছ ছাদের দিকে তাকায়। বলে 'হ্যাঁ, বেলিন্ডা।'
'সাত জন ঋষির নামে নাম। তোমাদের গ্রহের লোকজন সেইসব তারাদের নাম রেখেছিল ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বলিষ্ঠ, মরীচি। তোমাদের দেয়া নামকরণই তাদের রয়ে গেছে। আমরা কোন পরিবর্তন করিনি কোনকিছুর। হাজার হোক তোমাদের মনিষী ওরা'
'বেলিন্ডা, আপনি একটু কম কথা বলেন। বেশি কথা বললে আপনার শরীর আবার খারাপ করতে পারে।'
'না, করবে না। আমাকে তো মেশিন ওয়ার্নিং দিচ্ছে না। আমার সুস্থ্যতা বোধ করা নির্ভর করে মেশিনের উপর। মেশিন যদি বলে আমি অসুস্থ্য তাহলে আমি অসুস্থ্য বোধ করি। শুধু পা এক্ষুনি পাততে পারব না এই যা সমস্যা।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে বেলিন্ডা। এরপর আবার শুরু করে কথাবার্তা।
'তোমাদেরকে আমি আজ একটা জিনিস জানিয়ে রাখি।'
নিশো, থিয়া দু'জনই আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করে 'কি সেটা?'
'তোমরা নিশ্চই জান যে দূরের গ্যালাক্সিগুলো আস্তে আস্তে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে?'
নিশো উত্তর দিল 'হ্যাঁ বেলিন্ডা, সেটা তো জানি।'
বেলিন্ডা বলতে থাকে 'আমাদের স্থানিক গ্রুপের গ্যালাক্সিগুলো ছাড়া বাকি সব আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমন একটা সময় আসবে যে; যখন বাকি গ্যালাক্সির কোন অস্তিত্ব কোন টেলিস্কোপেও আর ধরা পড়বে না, তখন কখনও কারও মনে হবে না যে, এসব মিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সির অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বেই রয়েছে। কী আজব! কী সাংঘাতিক! সবাই তখন ভাবতে শিখবে একটাই বিষয় যে, আমাদের স্থানীক গ্রুপের এই কয়টা গ্যালাক্সি মিলেই আমাদের মহাবিশ্ব!'
'ওহ্ মাই গড! তাই তো! ব্যাপারটা সত্যিই শিউরে উঠার মতো একটা বিষয়!'
থিয়ার উদ্দীপনায় ভাটা না পড়তেই নিশো চীৎকার করে উঠে 'এক, দুই, তিন, চার- হুররে! ঐ তো আমদের বেইজ।'

সবাই একযোগে তাকায় গাড়িটার সম্মুখে চলে আসা সাইনবোর্ডটার দিকে। আলোর বিভিন্ন বর্ণালীতে লেখা অ্যানসেলাডাস ইন্টারস্টেলার রিসার্চ বেইজ ল্যাব-৪। চিহ্ন দিয়ে আঁকা খাড়া ষাট মাইল বরফস্তরের নিচে।

গাড়িটার গতিবেগ হঠাৎই এক ডিজিটের ঘরে নেমে এসেছে। সম্মোহিত হবার মত সামনে তাকিয়ে থাকে থিয়া, অনুচ্চ এক বরফের টিলার পাদদেশে উন্মীলিত হচ্ছে একফালি প্রাঙ্গণ। সারি সারি সোলার প্যানেল সারা উঠোনে সারিবদ্ধভাবে বসানো। থিয়া জানে, ল্যাবরেটরীর কিছু বিদ্যুৎ শক্তি এখান থেকে সাপ্লাই হয়।

'সত্যি নিশো, মনে হচ্ছে আমি বাড়ি পেয়ে গেছি।' থিয়ার কথায় হা হা করে হাসে এমিলি। শেষবারের মতো চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে থিয়া। স্পেসশিপ ল্যান্ডিং স্টেশন। ১২০ ডিগ্রি সূক্ষ্ম কোণে দুটি ডিশ অ্যান্টেনা চিৎ করে রাখা, বরফ ফুঁড়ে কিছু ধাতব শলাকা খাড়া হয়ে রয়েছে ওখানে সেখানে। ওগুলোর মাথায় বিভিন্ন রঙের আলো চমকানি মারছে। থিয়া চিন্তা করে, সত্যি এখনও পাতাল সমুদ্রে পৌঁছতে ষাট মাইল পথ বাকি অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে পৌঁছে গেছে সে জায়গামত।

জিওথার্মাল এনার্জির কারণে অ্যানসেলাডাসে ষাট মাইল খাড়া বরফের স্তূপের নিচে প্রবাহমান রয়েছে লিকুইড ওয়াটার রির্জারভার; সাবটেরিয়ান সমুদ্র। আর এই পানির পৃষ্ঠের ঠিক উপরিভাগে, ষাট মাইল কঠিন বরফ স্তরের নিচেই স্থাপন করা হয়েছে ইন্টারস্টেলার সায়েন্স ল্যাবরেটরীটা।

আট

'ইন্ট্রুডার অ্যালার্ট! ইন্ট্রুডার অ্যালার্ট!

তীক্ষ্ণ অ্যালার্মের শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ম আলোয় ধাঁধিয়ে গেল সবার চোখমুখ, চমকে উঠল থিয়া। এভাবে তো কখনও সাইরেন বাজা শোনেনি সে। ভয়ানক সে ডাক, যেন মৃত্যুর ডাঙ্কা। সবাই খানিকটা ভয়ও পায় আবার বিরক্তও হয়, কিন্তু সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটা বন্ধ করার কোন ক্ষমতা তাদের কারও হাতে অর্পিত নেই।

ক্যাটারপিলার গাড়িটা এবং এলিভেটর কার এখন মেশিন টু মেশিন কথা বলছে।
'হুদাই অ্যালার্ম বাজাচ্ছ কেন? আমার গাড়িতে তো আনরেজিষ্টার্ড কেউ নাই।'
'নাই মানে? একজন অ্যালিয়েনের অস্তিত্ব রয়েছে তোমার গাড়িতে।'
'খালি ভেজাল কর না তো, এরকম কেউ নাই। আমাকে প্রবেশ করতে দাও।'

'ইন্ট্রুডার অ্যালার্ট! ইন্ট্রুডার অ্যালার্ট!

আবারও হাই-ডেসিবেল শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল গাড়ির ভেতরটা। ভয়ে তলে তলে ঘামা শুরু করেছে থিয়া, নিশো সবাই। অ্যালিয়েনরা এই ল্যাবরেটরীটা আক্রমন করতে চাইলে সেটা প্রতিহত করার জন্য ঠিক কী ধরনের সিকিউরিটি টাস্ক ইন্সটল করা রয়েছে তা জানা নেই কারও। তবে যে কোন অনধিকার প্রবেশকারির জন্য প্রাথমিক আঘাতটাও যে ভয়ানক প্রাণঘাতী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই কারও। ভয়টা এখানেই।

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় বজ্জাত রোবটের ঘাড়ে দুম করে কিলটা চড়াল নিশো। কিল খেয়ে ভেঙচানো মুখটা এবার স্বাভাবিক করল রোবটটা। সাথে সাথেই বেজে ওঠা সাইরেনটা বন্ধ হল, এলিভেটর কারের কপাটটাও খুলে গেল সাথে সাথে। মুখবিকৃতির কারণে আল্ট্রাসাউন্ড ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেমটা এতক্ষণ রোবটটাকে চিনতে ভুল করছিল।

‘আ, ধন্যবাদ নিশো। আজকে তো গেছিলামই!’
‘আহ্! আর দুই কদম নিচেই ছিল নরকের আগুন। ঈশ্বর এ যাত্রায়ও রক্ষা করল।’
‘আরে, মেজাজটা এমনিতেই সপ্তমীতে ছিল, তারপর দেখলাম রোবটটা মুখ ভেংচাচ্ছে। আর যায় কোথায়? দিলাম একটা উষ্টা।’

হাসতে হাসতে সব গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যেই ছয়চাকার ক্যাটারপিলার গাড়িটা সবাইকে নিয়ে বাধাহীন ভাবে এলিভেটর কারে চেপে বসেছে। গাড়িটা জোড়া মিনিট সময় নিয়ে তার সামনের অংশ মেঝেতে রেখে সটান খাড়া হচ্ছে। সবার মুখের জব এখন বন্ধ হয়ে গেছে। থিয়াদের মুখের সন্মুখভাব এখন খাড়া নিচের দিকে। গাড়িটা থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ায় এলিভেশন সিস্টেমটা সচল হল তবে কোন গুঞ্জন ধ্বনিও কারও কানে পৌঁছাল না। মাথার রক্ত একবার ছলাৎ করে উঠা ছাড়া আর কোন অনুভূতি হল না থিয়ার। বুঝল, কারটার এখন নিচে নামা শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি দুটো শ্যাফট; কার্বাইনের তৈরী, দীর্ঘ ষাট মাইল খাড়া। ডায়ামন্ড ও গ্রাফিনের চেয়েও শক্ত ও মজবুত হওয়ায় কার্বাইনের এ টিউবগুলো বরফের তীব্র চাপ সহিষ্ণু, ফাটেও না, চ্যাপ্টাও হয় না, অক্ষতই রয়েছে বছরের পর বছর।

ষাট মাইল খাড়া এলিভেটর শ্যাফটের ভেতর দিয়ে পিস্টন সদৃশ ম্যাগনেটিক প্রোপালশন এলিভেটর কারটা নিচে নামছে, কখনও তার গতিবেগ বাড়ছে, কখনও কমছে। তবে তার গড় গতিবেগ দেখাচ্ছে ঘন্টায় দশ মাইল। তারহীন হওয়ায় খাড়া ষাট মাইল উচ্চতা এলিভেটরটার জন্য কোন বাধা হয়ে দেখা দেয়নি। ইন্টেলিজেন্ট এলিভেটরটায় রয়েছে থিং-অব-ইন্টারনেটের বাস্তবিক প্রয়োগ। অ্যানসেলাডাসের অভিকর্ষ বলকে অতিক্রম করে নিচে উঠানামা করায় প্রতিটি যাত্রীর শরীরের হার্ট এবং মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ, শরীরে ফ্লুইড প্রবাহে সামঞ্জস্যতা রেখেই এলিভেটরটার গতিবেগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ল্যাবে পৌঁছানের পর কার কোন জায়গায় কাজের দায়িত্ব পড়বে সেটা এলিভেটরে থাকা অবস্থাতেই মেশিনই ঠিক করে দেয়। এ ক্ষেত্রে মেশিন সব অভিযাত্রীদের ফিটনেসও ধর্তব্যের আওতায় নিয়ে আসে, তাতে অভিযাত্রীদের মহামূল্যবান কর্মঘন্টা বাঁচে।

টানা ছয় ঘন্টার এই পথটা বড়ই ক্লান্তিকর। থিয়াদের জন্য স্লিপিং কোড ল্যাব থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে অল্পক্ষণ আগে। নিরাপত্তার জন্য এই কোড আগে থেকে কখনও জেনারেট করে রাখা হয় না আর তার কার্যকারীতা থাকে মাত্র কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত। কোড ব্যবহারের প্রায় সাথে সাথে সবাই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

এক মাইল, দুই মাইল, তড়িৎবেগে নিচে নামছে এলিভেটরটা। প্রায় ছয় ঘন্টা দশ সেকেন্ডের মাথায়; ঠিক ষাট মাইল বরফস্তরের নিচে নামার পর কারটা নব্বই ডিগ্রিতে একটা তীক্ষ্ম বাঁক নিল। আনুভূমিকভাবে প্রায় সিকি মাইল চলার পর এলিভেটরটা গতি হারায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল। থিয়া খেয়াল করে, ওদের গাড়িটা ল্যাবের বিভিন্ন মেশিনগুলোর সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে। ওটা হয়ত এখন কোন একটা চেয়ারের সাথে কথা সারছে।

ভারী যন্ত্রাংশের শব্দ নিনাদ হয়ে কানে বাজল থিয়ার। একে একে সবাই একটা গভীর ঘুম দিয়ে উঠেছে। থিয়া লক্ষ্য করে, একটা ষড়ভূজাকার ধাতব দরজা পর্বতের মতো সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে বহুভাষায় লেখা 'অ্যানসেলাডাস ইন্টারস্টেলার রিসার্চ বেইজ ল্যাব-৪ এ আপনাকে স্বাগতম।'

ভূগর্ভস্থ হাইড্রোডাইনামিক দরজাটার ধাতব কবাট দু'পাশে ফাঁক হয়ে খুলে গেল। থিয়ার জানা, দরজাটার হাইড্রোলিক সিস্টেম সিলিকন ফ্লুইড তেলে চলে, যেন তীব্র ঠান্ডায় তেল জমাট না বাঁধে। কবাটের ওপাশে দেখল তক্তকে একটা সিলিন্ডারাকৃতির কক্ষ, ওটা তেজস্ক্রিয়তা অপসারণ কক্ষ, বেশ ছোটই মনে হল থিয়ার নিকট।

এলিভেটর কারটা থেকে ওদের ক্যাটারপিলার গাড়িটা ল্যাবের মেঝেতে নামা মাত্র মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর মতো ওজনশূন্যতা অনুভব করল অভিযাত্রীরা। রোবটটা বাদে একে একে সবাই গাড়িটা থেকে নেমে খুব আস্তে ধীরে ছোট সিলিন্ডার কক্ষটায় প্রবেশ করল আর সাথে সাথেই সতর্কীকরণ বাণী শোনা গেল
'ওয়ার্নিং! রেডিয়েশন ডিটেকটেড। ওয়ার্নিং! রেডিয়েশন ডিটেকটেড।'
প্রধান কম্পিউটার সিস্টেম অডিওতে এমিলির কণ্ঠ নকল করে রাখা। মনে হচ্ছে যেন বাস্তবিক এমিলিই কথা বলছে। পেছনের ষড়ভূজাকার দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

'ওয়ার্নিং! অ্যাকটিভেটিং আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি।'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই সিলিন্ডারটা আস্তে আস্তে দক্ষিণ ঘূর্ণাবর্তে ঘোরা শুরু করল। থিয়া জানে এটা এখন কেন্দ্রাতীগ বলের মাধ্যমে কৃত্রিম অভিকর্ষ বল তৈরী করছে। আস্তে আস্তে এখন আর নিজেকে ওজনহীন অনুভূত হচ্ছে না নিজেকে। থিয়া চাক্ষুস দেখেছে, আস্ত এই ল্যাবটাই একটা শ্যাফটের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান।

‘ওয়ার্নিং! রেডিয়েশন ডিটেকটেড।’
‘ওয়ার্নিং! অ্যাকটিভেটিং ম্যাগনেটিক শিল্ডিং।’

থিয়া জানে, উপগ্রহটার উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করায় ওদের পোশাকে, ওদের গাড়িতে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা লেগে রয়েছে। উচ্চমাত্রার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে চালনা করার মাধ্যমে রেডিয়েশন পার্টিকেলসগুলো রেডিও-এক্সট্রাক্টরের মাধ্যমে ছিঁটকে বাহিরে পড়ে যায়। রোবট এবং ক্যাটারপিলার গাড়িটার অপারেটিং সফটওয়্যার ম্যাগনেটিক ভাবে সংরক্ষিত থাকে বিধায় তাদেরকে এই উচ্চ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝ দিয়ে চালনা করা যায় না, চালনা করলে তাদের সব তথ্য মুছে যায়। এ কারণে তাদেরকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের পরিবর্তে ক্যালসিয়াম বেনটোনাইটের কাদা মাখিয়ে ডিটক্সিকেশন করতে হচ্ছে।

সিলিন্ডারটার ঘূর্ণনবেগ আর ল্যাবের ঘূর্ণনবেগ খাপে খাপে মিলে গেল, সাথে সাথেই কম্পিউটারটাও জানিয়ে দিল
‘রেডিয়েশন ডিটক্সিকেশন কমপ্লিটেড। ইউ আর নাউ ক্লিয়ার টু এন্টার।’

মূল ল্যাবের চৌকোনাকার দরজাটা এবার খুবই আস্তে ধীরে খুলে গেল। দেখল দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলমেট পড়া লোকটা। সে হাতটা মুখের সামনে এনে একে একে সবাইকে অভিবাদন জানাল। স্টেনলে হামাল; ইস্পাতের মতো তার দেহ, হাপরের মতো তার বুক। জন্মের পর তার নাম যেই দিক, চিন্তা করল থিয়া, সেই নামকরনের স্বার্থকতা রয়েছে।
‘হাই বেলিন্ডা! হাই এমিলি!’
‘হ্যালো স্টেনলে!’
পেছনে এয়ারলক চৌকোনাকার দরজাটা বন্ধ হল আর যন্ত্রের ভারী শব্দও থেমে গেল।

‘ওয়ার্নিং! এয়ার প্রেসার স্ট্যাবিলাইজিং।’

ক্যাটারপিলার গাড়িটার সাথে ফ্ল্যাশ দ্বিতীয় চেম্বারটায় এসে দাঁড়াল। চৌকোনাকার দরজাটার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে রোবটিক্স ফ্রন্ট হুইল চেয়ার। সবাই ধরাধরি করে বেলিন্ডাকে বসিয়ে দিল চেয়ারটায়। ঘাড়টা কাত করে থিয়াদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে বেলিন্ডা

‘আমার জান টুন্টিমনিকে কতকাল দেখিনি। আমার মনটা খুব ছটফট করছে। তোমাদের সাথে পরে দেখা হবে থিয়া, নিশো।’
‘ঠিক আছে বেলিন্ডা, আপনি আগে সুস্থ্য হোন!’

চেয়ারটা আপনা আপনিই স্বাস্থ্য বিভাগের দিকে রওয়ানা দিল। একে একে বাহিরে বেরিয়ে এল থিয়ারা। সবার শেষে এক গাদা টেস্টটিউব হাতে ফ্ল্যাশ বেরিয়ে এলে থিয়াদের ক্যাটারপিলার যানটা সোজা হাতের ডানে রওয়ানা দিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখল বন্ধ দরজাটায় লেখা ‘মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ।’ কখনও কোন যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হলে যন্ত্রগুলো নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করে আর সেই মোতাবেক তারা গ্যারেজে চলে যায়। এখানে মানুষের কোন হাত নাই।

সামনের আরও একটা গোলাকৃতির দরজা খুলে গেলে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত একটা কক্ষ ওপাশ থেকে উকি দিল। দরজার ওপাশে কতকগুলো উৎসুক রোবটদের ভীড় লক্ষ্য করল সে। সব রোবটদের একযোগে গাঁইগুঁই করতে দেখে বুঝল, ল্যাবে এখন শিফট পরিবর্তনের সময় চলছে, সাময়িক কর্ম বিরতি।

উজ্জ্বল কক্ষটাতে পা রাখল থিয়া। আলোতে অবগাহনের মতো মনে হল বিষয়টা। এটাই অ্যানসেলাডাসের অভ্যর্থনা কক্ষ। এতক্ষণের ধৈর্য ভেঙ্গে এখন ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুত্তাটা। রোবটদের পায়ের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থিয়ার দিকে তাকিয়ে সেটা ডাকছে। এই বিভুঁইয়ে কুকুর কর্তৃক অভ্যর্থিত হওয়ায় নিজেকে বড় ভাগ্যবর্তী মনে হল থিয়ার। ক্ষণিকের জন্য তার শৈশবের সঙ্গী কুকুরটার কথা মনে পড়ে গেল। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরলে তাকে দেখেই সে আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠত। ঘেউ ঘেউ করে সেও তার মনের ভাব প্রকাশ করত ঠিক এভাবেই ।

এমিলিকে দেখে রোবটদের মাঝে সহসাই চাঞ্চল্যতা দেখা দিয়েছে। তিড়িং-তিড়িং লাফানো রোবটদের ফাঁক ফোঁকর গলে এক ঝলকের জন্য দেখল আনানকি মিক্কোকে, প্রার্থিব ছেলেটা রোবটদের সারির পেছনে বসা। সম্ভবত সে তার ফিরে আসার জন্য অধীর প্রতীক্ষায়। ঘাড় থেকে হেলমেটটা খুলে বুক ভরে বড় করে একটা দম নিল থিয়া। কুত্তাটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে রোবট জটলাটার সামনে এসে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। থিয়া ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে সে তার লম্বা জিহ্বা বের করে হাতের তালু চেটে দিল। যদিও কুত্তাটা ইওডেল্টা-এম-১৬ গ্রেডের স্পাইডার রোবট তবুও থিয়া তাকে ডাকে লালু নামে। প্রজেক্ট কমান্ডার রেডের কুত্তা হলেও থিয়ার সাথে এ ক’দিনেই বেশ ভালোই খাতির জমিয়েছে।

হাতে হাতে সব রিপোর্ট নিয়ে এমিলিকে দেখানোর হিড়িক পড়ে গেছে রোবটদের মাঝে। ওদের হয়ত চাকরি খোয়ানোর একটা টেনশন কাজ করছে ভেতর ভেতর। অবশ্য শুধু মোটকু পেটমোটা রোবটটার চালচলনে কোন ভাবলেশ নেই। তার হাতে কোন রিপোর্ট নেই- শুধু চোখমুখে অগাধ কৌতুহল, নতুন আর কেউ ল্যাবে এল কিনা। টাইটান থেকে পালাবদল করে অনেকেই আসে, আবার অনেকেই ফিরে যায়। নতুন কেউ আসলে তার পাশঘেঁষে সময় কাটানোর চেষ্টা করে। কাজে ফাঁকিবাজের পাকা বুড়ানী সে।

ভীড়টাকে হাত দিয়ে সরিয়ে পথ করে সামনে আগা বাড়ায় থিয়া, নিশো সবাই।

ভার্চুয়াল কম্পিউটারের ডাকে কান খাড়া করে থিয়া। মেডিক্যাল চেক'আপের জন্য রোয়ানকে ডাকছে। প্রতিবারেই ল্যাবে ঢুকতে অভিযাত্রীদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয়। তড়িঘড়ি করে ডাক্তারের রুমে রওয়ানা দিয়েছে রোয়ান। একটু পরে থিয়া, নিশোরও ডাক পড়বে, ততক্ষণে এই কক্ষেই থাকবে ওরা।
নিশো পিঙ্গোল বর্ণের রোবটটাকে ডাকে
'এই রোবটের বাচ্চা রোবট, এই দিকে তাড়াতাড়ি আয় তো।'
থতমত খাওয়া রোবটটা অলস পায়ে খানিকটা এগিয়ে আসে তারপর ধাতব গলায় বলে 'জ্বি বলেন।'
'এক্ষুণি একটা কাজ করতে হবে।'
'কাজ? কী কাজ করতে হবে?'
এমনভাবে কথাটা বলল, নিশোর মনে হল, এক চটকোনায় তার কানের নিচটা গরম করে দেয়। তবু রাগ কোনমতে সামলিয়ে, খানিকটা কৌশলী হয়ে বলে
'আমার ঠ্যাঙ ধরে মাফ চাইতে হবে।'
'আবারও? ধূর, এ কাজ আমি পারব না।'
'তা পারবি কিভাবে? খাবার সময় তো ঠিকই খেতে পারিস।'
'হুম, আন্দাজে একটা করে কথা।'
নিশো চোখ গরম করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'কি ঠ্যাঙ ধরে মাফ চাবি, না এই স্যাম্পলগুলো নিয়ে যাবি?'
'স্যাম্পলই ভালো। বলেছেন যখন দিয়ে আসি।'
'দিয়ে আর আসতে হবে না। এগুলো নিয়ে গিয়ে লিডার হাতে দিলেই হবে।'
'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সারাদিনই খালি একই কাজ। আমরা কী ক্রীতদাস নাকি?' রোবটটা স্যাম্পলগুলো নিয়ে লেভেল-২'র দিকে রওয়ানা দিল। রোবটটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিশো, থিয়া দুইজনই। থিয়া খেয়াল করে খানিকটা অলস ভঙ্গিমায় চলাচল করে পিঙ্গোল বর্ণের এই রোবটটা।

রোবটদের হাবভাব দেখতে খুব মজা পায় থিয়া। ওদেরকে দেখলে নিজেদের সমাজের অসঙ্গতিগুলো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পাশে এসে আনান দাঁড়িয়েছে। তার দিকে মুখ উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে 'হ্যাঁ, আনান!' দাঁড়িয়ে আনানের গালে গাল ঠেকায় থিয়া। আনানকি পার্থিব মানব, থিয়া আর আনানকি একই প্রকল্পের আওতায় নীলগ্রহ থেকে অ্যানসেলাডাসে এসেছে।
স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করে 'আজকে নতুন কোন কিছু পেলে?'
'অনেক! অনেক! অ্যানসেলাডাসের পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মুঠো মুঠো সৌন্দর্য্য!'
'হুম, সেটা নিঃসন্দেহে। ও, গতকালকের সব রিপোর্ট আমাদের গ্রহতে পাঠিয়ে দিয়েছি।'
'নীলগ্রহর কোন খবর আছে আমার জন্য?'
'হুম, ডাইরেক্টর জানতে চেয়েছিল তুমি কেমন আছ, তোমার আম্মা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছে এইসব।'
'আচ্ছা, তা তুমি কী বললে?'
'আমি বললাম, ভালো আছে। আজ উত্তর মেরুর অভিযান শেষে ফিরবে, এই তো।'
'আচ্ছা, ভালো করেছ।'

এমিলি বেশ কিছু রিপোর্ট দেখা শেষে হসহস করে রওয়ানা দিয়েছে ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের দিকে। আনানকে দেখে একটু হাঁটায় বিরতি টেনে বলে 'হাই আনান, ছেলেদের মন জয় করার কোন শর্টকার্ট উপায় তোমার জানা আছে?'
আনান খানিকটা হা হয়, বলে 'আছে, তবে এখন গোমর ফাঁক না করি।'
খানিকটা পুলকিত মনে এমিলি বিদায় নিল। আনান চতুর্পাশ এদিক সেদিক চোখ রাখে। ওদিকে স্যাম্পলের টেস্টটিউবগুলো কে বহন করবে সেটা নিয়ে ফ্ল্যাশের সাথে মোটকু রোবটের ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে। ফ্ল্যাশ একবার সবগুলো টেস্টটিউব মোটকুর দিকে ফিঁকে মারছে, মোটকু সবগুলো শূন্যমাধ্যমে পটাপট ধরে আবার ফ্ল্যাশের দিকে ছুঁড়ে মারছে; ঠিক ভেলকি দেখানোর মতো। থিয়ার হৃৎপিন্ড ধকধক করছে, যদি এগুলো একবার মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে যায় তাহলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। আনান তাদেরকে খাপ্পা গলায় তাগাদা দিলে দুই জনই ঢিলাঢিলি করতে করতে সামনে অগ্রসর হওয়া শুরু করে।

আনান আবারও চারিদিক ইতস্তত তাকিয়ে, হঠাৎই গলাটা খাদে এনে ফিসফিসিয়ে বলে 'শোন, থিয়া! আমার নিকট এই ল্যাব সম্পর্কে এখন এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা তোমার জানাটা খুবই জরুরী!'
থিয়া আনানের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তবে মুখে কিছু বলে না।
'ঠিক আছে থিয়া, আগে বিশ্রাম নাও, পরে এ বিষয়ে কথা হবে।'
'ওকে আনান।'

আননকি বিদায় নিলে তার বিদায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকে থিয়া। তারও মনে শত প্রশ্নের জন্ম দেয়। কী এমন বিষয়, যে তার জানাটা খুবই জরুরী?

অন্যমনষ্কভাবে সারা ঘরময় পায়চারি করতে থাকে থিয়া। তাকে দেখে মনে হল সে চতুর্দিকের দেয়ালগুলোতে সাঁটানো চিত্রগুলোর দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে রয়েছে। তার পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছে নিশো তা সে টেরই পায়নি। থিয়ার দেখাদেখি নিশোও চিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত ক্ষণ গড়ালে তবেই নিশো নীরবতা ভাঙ্গে, চিত্রে কয়েকজন নভোচারীদের ছবি দেখিয়ে বলে 'প্রথম অ্যানসেলাডাসে পা ফেলা অভিযাত্রী উনারা।'
পাশে নিশোর উপস্থিতি উপলব্ধি করে থিয়া, সংবিৎ ফিরে পাওয়ায় ভিন্ন জগত থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসে।
'ও, উনাদের নাম, আমি স্কুলে থাকতে পড়েছিলাম। অবশ্য উনাদের কোন ছবি ছিল না বইটায়।' পাশের ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় থিয়া। এ চিত্রে ডুবন্ত উল্টো হয়ে থাকা খাড়া বরফের অগনিত পাহাড়। থিয়ার এ ছবিটা দেখে প্রথম মনে হল, চিত্রটা কি উল্টো করে উঠানো হয়েছে কিনা। পাহাড়গুলো তো খাড়া হয়ে থাকে। তবে এখানে কেন এমন উল্টো? কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝল, না চিত্রটা সোজাই উঠানো হয়েছে।
নিশোকে জিজ্ঞেস করে 'নিশো ,এ ধরনের দৃশ্য আমাদের অ্যানসেলাডাসের কোথায় রয়েছে?'
তবে চিত্রটার দিকে তাকিয়ে নিশো থিয়াকে হতাশ করে বলে 'ছবিটা অবশ্যই অ্যানসেলাডাসের। তবে এ ধরনের দৃশ্য অ্যানসেলাডাসের কোথায় রয়েছে তা আমার জানা নেই।'
'হুম, স্বপ্নীল যাকে বলে!'

ভার্চুয়াল কম্পিউটারের আহ্বানে নিশো থিয়া দু'জনই স্বাস্থ্য কামরার দিকে রওয়ানা দিল। একসাথে চলতে গিয়ে দু'ইজনের মাঝে বেশ ভালই ভাব জমেছে। দুই গ্রহের দুই জন, অথচ মনে হয় জন্মজন্মান্তরের চেনা।

স্বাস্থ্য চেক'আপ কামরাটার দরজায় ভার্বাল ও ননভার্বাল ভাষায় লেখা 'চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ উত্তম।' এই ল্যাবের বিভিন্ন জায়গায় ভার্বালের পাশাপাশি ননভার্বাল ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজাটা খোলার মতোই রোগীদেরও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই। থিয়াদের স্বাস্থ্য চেক'আপ শুরু হয়েছে কক্ষে প্রবেশের সাথে সাথেই। 'হাই থিয়া, তোমার থাইরয়েড গ্রন্থির পরিমান, রক্তচাপ, হিমোগ্লোবিন, কিডনি সব ঠিকঠাক মতোই কাজ করছে।' নিশোকে কম্পিউটার বলছে 'হাই নিশো, আজকে তোমার ষাট গ্রাম ভর কমেছে। তোমার প্রয়োজন তেত্রিশশত বাইশ ক্যালরি, আমরা তোমাকে দিচ্ছি ছত্রিশশত ক্যালরি। আমরা বুঝি না তারপরও তোমার ভর কমে কিভাবে? এ ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই, যা সিদ্ধান্ত নেয়ার তা ডক্টর ডিওনই নিবেন।'

এখানে বসবাসরত সকলের স্বাস্থ্য রুটিন চেক'আপ হয়। চেক'আপের জন্য আলাদা রোবট নিযুক্ত রয়েছে। কার কী ধরনের খাবার লাগবে তা মস্তিষ্কে স্থাপিত ন্যানো কম্পিউটারই বলে দেয়। প্রয়োজনানুযায়ী ভিটামিন, মিনারেল মিশ্রন, আলাদা মানুষের জন্য আলাদা, আলাদা। থিয়া, নিশো সাবাইকে বাধ্যতামূলক মিনারেলস ও লাইপোসোমাল ভিটামিন সি খেতে হল।

অবশেষে ডক্টর কসমোনট ডিওন ভেতরের কামরা থেকে ত্রস্তব্যস্তে বেরিয়ে এলেন।
'ডঃ, বেলিন্ডার অবস্থা কেমন?'
'হ্যাঁ, ভালো। তার অপারেশন তো গাড়ির ভেতরেই সাকসেসফুল হয়ে ছিল। এখানে আর বাড়তি কোন কিছু করতে হয়নি।'
'ধন্যবাদ ডক্টর' বাধিত গলায় বলল থিয়া।

ডাক্তারটার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় ভাস্কর্য্য, বিরাট লম্বা। থিয়ার নীলগ্রহতে উচ্চতা পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি হলেও অ্যানসেলাডাসের দূর্বল অভিকর্ষ বলের কারণে এখানে তার উচ্চতা দাঁড়িয়েছে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চিতে, দুই ইঞ্চি বেশি। থিয়ার দিকে তাকিয়ে ডিওন বলে 'আমি তো প্রথম দিকে মনে করেছিলাম, নীলগ্রহ থেকে এসে এখানকার পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারবে কিনা। না, বেশ ভালই খাপ খাইয়েছ তবে শরীরের ফ্লুইডের পরিমান পা থেকে এসে মাথার দিকে খানিকটা বেড়েছে, এই যা।'

চেক'আপ সম্পন্ন করে যখন বেরিয়ে এল তখন কুত্তাটা থিয়াকে দেখেই আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে লেজ নাড়া শুরু করল। কুত্তাটাকে নিয়েই
তারা প্রবেশ করল ভিন্ন আরও একটি কামরায়। এখানে কম্পিউটারের সাহায্যে মস্তিষ্কে স্থাপিত ন্যানো কম্পিউটারটাকে কোয়ারান্টিন করতে হলো। চুলের চেয়েও দশ হাজার ভাগ ক্ষুদ্রকায় চিপসটা মস্তিষ্কের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে। অ্যানসেলাডাসের ভেতরের পরিবেশ নীলগ্রহের মতোই বসবাসযোগ্য করে রাখায় চিপসটা কিছু কিছু ফাংশন বন্ধ করে রাখতে হয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। সর্বাপেক্ষা কম শক্তি খরচ করে প্রতিনিয়ত শক্তির সংরক্ষণ করা হয় অ্যানসেলাডাসে।

নয়

'হ্যালো ভিউয়ার্স! আমি এখন রয়েছি একটি অদ্ভুত বাগানের সম্মুখে, এর নাম গার্ডেন অফ আর্থ বা সংক্ষেপে আর্থ গার্ডেন। আর এটা এই নিমজ্জিত ল্যাবের অন্যতম আকর্ষণীয় একটি জায়গা। আমি অবশ্য এটাকে স্বর্গোদ্যান হিসেবে আখ্যায়িত করি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি নীলগ্রহে থাকতে এই আর্থ গার্ডেন নিয়ে একটা স্কলারলি আর্টিকেল সায়েন্স ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম। হয়ত অনেকেই পড়ে থাকবেন সেই আর্টিকেলটা।'

বাগানটাতে প্রবেশ করার পরপরই থিয়া-নিশো আলাদা আলাদা রোবটিক রোলার-স্কেটে পা চেপে দাঁড়িয়ে পড়লো। স্কেটারটা আপনা আপনি মেঝেতে গাড়িয়ে চলা শুরু করল।

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের স্কেটারটা দু'সারি গাছগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে ছুটেছে। দু'দিকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি; এটি সত্যি একটি অদ্ভুত ধরনের বাগান যেটাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে হাইড্রোফোনিক গার্ডেন বা মাটিহীন তলার বাগান। এ সমস্ত উদ্ভিদ পানির উপরে ভেসে থাকে আর তাদের মূল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় পানির অভ্যন্তরে। যারা প্ল্যান্ট জেনেটিক্স বিষয়ে পড়াশোনা করেন তারা জানেন, এটার বাস্তবিক উদাহরণ এই বাগান।'

পাশ কাটানোর সময় একজন পাশ থেকে থিয়াদের হাই জানাল
'হাই থিয়া, নিশো, অল মাই সুইট সুইট হার্ট।'
'হাই মিনকার!'

'ও, মিনকার; সে রোবটদের ডাটা এন্ট্রির কাজ তদারকি করে। কোন রোবট ফাঁকি দিল কিনা, কোন রোবট ভুল তথ্য এন্ট্রি দিল কিনা তা কঠোর নজরে নিয়ন্ত্রন

করে। পেশাদার রোবটদের চেয়ে ফাঁকিবাজ রোবটদের পাল্লা এই ল্যাবে ঢের ভারি।'

এক গলি পথ শেষ হলে অন্য গলিতে ঢুকে পড়েছে থিয়াদের স্কেটার। 'দেখুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে বড় বড় ধাতব র‍্যাকের অভ্যন্তরে গাছগুলোকে চাপাচাপি করে রাখা, আর ঐ ছাদ থেকে কেমন ঝলকানো আলোক বর্ষিত হচ্ছে গাছগুলোর মাথায়। এ সব গাছই ক্লোন করা, এগুলোকে বলে সুপার-প্ল্যান্ট। আকৃতিই ছোট হলে কী হবে, দেখুন এরা কী রকম বাঘের বাচ্চা! এর এক একটি গাছে যে কী পরিমানে ফল ধরেছে, তা নিজ চোখে তো দেখতেই পাচ্ছেন। আরও দেখুন একটি গাছেই একেক ডালে একেক ধরনের ফল। এই গাছটাকে দেখুন, একটা গাছেই চৌদ্দ ধরনের ফল। এর সবগুলো গাছেই ফল ধরে, ফল ধরে না এরকম বন্ধ্যা জীনের অপারেশনের সুব্যবস্থা এখানে রয়েছে। আর এখানে, এই যে ছয় ছয়টা রোবট, এরা প্ল্যানটেশন তদারকি করছে। এরাই গাছপালার সব পরিচর্যা করে। এখানেও কোন মানুষের হাতের স্পর্শ নেই, কোন গাছের বাতি জ্বলা নিভা করলেই ওরা বুঝতে পারে কোন গাছটায় কী কী পুষ্টির অভাব। এখানে এদেরকে চেনে প্ল্যানটেশন রোবট হিসেবে।'

জায়গায় জায়াগায় দাঁড়িয়ে প্রয়োজন মতো কিছু বেরি, কিছু মেলন প্রজাতির ফল সংগ্রহ করেছে থিয়া। এরই ফাঁকে জিজ্ঞেস করে নিশো
'এই বাঘের বাচ্চা জিনিসটা আসলে কী?'
'এটা হল এক ধরনের পশুর বাচ্চা, ঠিক আমাদের কুত্তা রোবটের চেয়ে একটু বড়।'
'ও, অনেকটা কুত্তার বাচ্চার মতো?'
'না, দুটোই পশু তবে একজন চারিত্রিকভাবে আদর্শ; বীরে মতো, আর অন্যজন ইতরের মতো; খচ্চর।'
'খচ্চর জিনিসটা কী?'
'এরাও পশু, এরা কুত্তা বা বাঘের মতোই'
'ও, তারমানে সকল পশুরই রয়েছে চারিত্রিক শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা, ইন্টারেস্টিং!'

থিয়া আবার অনলাইন সম্প্রচারে মনোনিবেশ করল। 'আমরা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা, যেখানে সব টেবিল পাতা রয়েছে। এখানে দেখছি কেউ কফি খাচ্ছে, কেউ গল্প করছে। আপনারা ইতপূর্বে জেনেছেন, অ্যানসেলাডাস একটি আন্তঃগ্রহীয় রিসার্চ ল্যাবরেটরী, এখানে মানুষ ও রোবট মিলে সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ। বিরতির সময় অফিসারেরা এখানে বসে আড্ডায় অংশ নেয়, তারা

নিজেদের মধ্যে খোশ গল্পে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর্থ গার্ডেন এক্ষেত্রে সবার মিলনক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। এখন এ পর্যন্তই, আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।'

রোলার-স্কেট ছেড়ে বাগানের পশ্চিম-দক্ষিণে ঢুকেছে থিয়ারা। এ জায়গাটায় ফলের চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি আর থিয়ার পছন্দের প্রথম সারিতে। এখানে সারি সারি গাছে প্রজাপতিরা সব উড়োউড়ি করছে। ফুল ফুলে বিচরণ করে তা থেকে তারা নেকটার সংগ্রহ করছে।

'ইস! এই জায়গাটা আরও বেশি সুন্দর। এসব উড়ন্ত রোবট-প্রজাপতিগুলো সব ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে লাইভে আসতে পারলে ভালোলাগত'
'আজকে বাদ দাও, পরে অন্য একদিন।'
'হ্যাঁ, সেটাই নিশো, পরে কোন একদিন।'

থিয়া-নিশোদেরকে আসতে দেখে শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিমায় অভ্যর্থনা জানায় মারজিম। মারিজিম অ্যানসেলাডাসের ফুড ইন্সপেক্টর। তার বিরাট বড় ভুড়িটাই জানান দেয় ল্যাবের অধিকাংশ ক্যালোরি কোন সুরঙ্গে ঢোকে। টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে থিয়াদের পথ করে নিয়ে চলে মারজিম। চাকরি টিকিয়ে রাখার জন্য এসব তোষামদি করার অভ্যাসটা পাকাপোক্তভাবেই শিখেছে সে।

দক্ষিণ কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে থিয়ারা। গার্ডেনটার এ অংশ রোবটদের দখলে, চারটা রোবট মিলে তাস পেটাচ্ছে। থিয়া, নিশো ফাঁকা টেবিলটা মাঝখানে রেখে বসে পড়ে। ঘাড়টা ঘুরিয়ে থিয়া খেয়াল করে, রোবট সবার হাতে হাতে বত্রিশটি করে কার্ড। এক ধরনের জুয়া খেলা এটি, কপাল ভাঙ্গা-জোড়া লাগানোর খেলা। যারা হারবে তারা রাতের শিফটে ক্যান্টিনে ডিউটি করবে। যদিও ল্যাবে রাত দিনের পার্থক্য করা মুশকিল, তবুও। নিশো রোবটদের খেলাটায় মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে।

একটু পরেই খাবার ভর্তি টেবিলটা অটোমেটিক এসে থিয়াদের মাঝে হাজির হল। ঐ টেবিলের পায়ার পাশ থেকে দুটি রোবটিক বাহু বেরিয়ে এল যেগুলো টেবিলের তাকটাকে উঠিয়ে পাশের টেবিলের উপর স্থাপন করল। খাবারের মেনুর দিকে তাকায় থিয়া, নিশো; দেখল সেদ্ধ ডিম, লেটুস পাতা ও মসলাযুক্ত মাংস সাথে স্পাইরোগাইরাযুক্ত আমিষের স্যুপ। এখানে সব ডিমই সিনথেটিক, ডিম বানানো হয় মেশিনের সাহায্যে। মাংসও সিনথেটিক, নিরামিষাশীরাও খেতে পারে। মাংস

বানানো হয় স্টেম সেল দিয়ে, ল্যাবরেটরীর ট্যিসু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। আসল বা নকল বলে কোন শব্দ প্রচলিত নেই এখানে। বলতে গেলে অ্যানসেলাডাসের সব মানুষেরা খাবার উপরেই বাঁচে। প্রায় বারো হাজার ক্যালরি খাবার গ্রহন করতে হয় জনপ্রতি। মানুষের শরীর রীতিমত প্রচন্ড শীতে বাঁচার জন্য তাপ উৎপাদনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মারজিম তদারকির জন্য এ টেবিল, ও টেবিলে গিয়ে গিয়ে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে। খাবার খেতে গিয়ে থিয়ার মনে পড়ে, শীতে রাজহাঁসের ডিম ভেজে দিত মা। সেটা দিয়ে ভাত ভাজি খেত সকালে, মায়ের পাশে হেঁসেল ঘরে বসে। পাড়ার বিভিন্ন গাছ থেকে বাবা খেজুর রস সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। ভাত ভাজি খেয়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেত। দু'পাশে সরিষার ক্ষেত, মাঝের চওড়া আইলপথ বেয়ে যাওয়ার সময় বাউন্ডুলে কিশোর দলের সঙ্গে দেখা হত। ওদের কারও হাতে থাকত লাটাই, কারও হাতে গুলতি।

হঠাৎই কল্পনার জগত থেকে বাস্তব চেতনায় ফিরে আসে। কুত্তা-রোবটটা কো'থেকে এসে হাজির হয়েছে। মাংস দেখলে এর মাথা ঠিক থাকে না, খাওয়া শুরু করলে সে খুব অত্যাচার করে। নীলগ্রহ হলে হয়ত একটা ঠ্যাঙ্গানি দিত, তবে এখানে; এই ল্যাবে একটাই মাত্র কুত্তা, পছন্দ হোক - না হোক, লালুর কোন বিকল্প নাই। মাংসের ভাগ না দিয়ে নিশো তার মাথাটা নেড়ে দিল। জিহ্বা বের করে তারও হাত চেটে দিল কুত্তাটা, লেজটা দোলায় দোলায় নাড়াতে থাকল। নিশো জিজ্ঞেস করে 'তোমাদের পৃথিবীতে কি সত্যিই এরকম আজব জীব আছে?'
'হ্যাঁ, আছে মানে!'
'এত সার্প আই কিউ, তারপরও জাতে নিচ?'
'হ্যাঁ, ওদের আবেগও অনেক বেশি, আমার একটা কুকুর ছিল, ওটার নাম ছিল কুত্তা'
'কুকুরের নাম কুত্তা?'
'ইয়েস চান্দু!'
'চড়াশ্‌শ্‌' শব্দে পেছন ফিরে চায় থিয়া। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন হাতটা বাড়িয়ে ঠাস করে অন্য রোবটের গালে চড় বসিয়ে দিয়েছে। 'এর আগে তুই বলেছিস তোর হাতে কোন রংয়ের তাস নাই, তাহলে এখন এই তাস আসল কো'থেকে?'
গালে চড় খাওয়া রোবট বাইশটা তাস সব টেবিলে ফেলে দিয়ে গাল ঘঁষছে, বলল 'যা, আমি খেলব না, তুই আমার গায়ে হাত তুললি কেন?'
'তুই খেলবি ক্যামনে? তুই তো হারুয়া পার্টি।'

চড় খাওয়া রোবটটা পাশের রোবটার দিকে গাল ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে 'এই দেখ তো, কয়টা দাগ বসেছে?'

নিশো এবার বিরক্ত হয়ে শাসায় 'এই তোরা এখন যা তো, কানের কাছে খালি গোলমাল পাকাস না।'

খাবারের টেবিলটাকে পথ দেখিয়ে থিয়াদের পাশে এসে বসেছে রোয়ান। রোয়ানের খাবারে মেন্যুটা স্পেশাল। টাইটেনিয়াম বাঁধাকপি ভাজি, মার্সিয়ান গাজরের চাপ। সেগুলো দেখে নিশো ঠোঁট উল্টিয়ে রাখল।
'আমার মনে হয়, আমাদের খাবারের মেন্যু কম্পিউটর নির্ধারণ করে না বা করলেও মারজিমের একটা ভেলকিবাজি রয়েছে!' ডিম ও স্যুপের গন্ধযুক্ত তৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলে কথাটা বলল নিশো।
এমিলিকে আসতে দেখে চিৎকার করে লাফিয়ে লাফিয়ে বিচ্ছু রোবট একটা বলা শুরু করল 'ওরে ভাই! ঐ দ্যাখ ভাবি আসছে।' রোবটদের অনুসরণ করে থিয়ারাও ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকায় আর ফিক্ করে হাসি দেয় দুইজনই।

এমিলিকে দেখে চোখ কপালে উঠল যে দেখল তারই। একমাত্র থিয়াই জানে, এটা বাঙালী বধুর সাজ। থিয়ার মনে পড়ল, তাকে একদিন ও শিখিয়েছিল এরকমটা। নীলগ্রহ ছেড়ে আসার সময় এই বেনারসি শাড়ি আর সাথে কিছু কিছু প্রসাধনী নিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছিল সে। কী অদ্ভুত বাঙালী সাজ! মাথায় টিকলি, নাকে নোলক, কানে দুল। ঠোঁটে না লাগিয়ে সারা মুখে মেখেছে লিপস্টিক। এমিলি সরাসরি এসে রোয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সবাই, যেন মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। একটু পর এটা ওটা নিয়ে একেক পর এক প্রশ্নের তীর ছুঁড়তে থাকে।

অবশ্য রোয়ান নির্বিকার। উদরপূর্তি করে রোবটদেরকে উদ্দেশ্য করে ধমকায় 'এই যা, তোরা ঐ দিকে যা, এই টেবিল খালি কর।' রোয়ানের কথায় কেউ অবশ্য টেবিলটা থেকে এক চুলও নড়ল না। তবে তাদের চোখমুখ দেখে বোঝা গেল তাদের সবার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছে। ঘাড় ত্যাড়ামি করে তারা তাস এখন খেলায় দ্বিগুন মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে।

এমিলি এবার থিয়ার গায়ে পড়ার মতো ভঙ্গিমা করে বলল 'এই থিয়া, তোমাদের নীলগ্রহতে নাকি পাকি নামের এক ধরণের জীব আছে যারা শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারে?'

'হ্যাঁ আছে তো'
থিয়ার কথা শুনে খেলা ফেলে সব রোবটেরা কান খাড়া করে। রোয়ানও এবার গলাটা সোজা করে জিজ্ঞেস করে
'গাঁজাখুরি?'
'না, সত্য। আমাদের এমন সব জীব রয়েছে যারা ডানা মেলে আকাশে উড়তে পারে।'
'রকেটে চলে?'
'না, এমনিতেই।'
সবাই এখন থিয়ার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কিভাবে যে তাদেরকে বোঝাবে সেটা খুঁজে পায় না থিয়া। প্রশ্ন কমন কিন্তু লিখতে পারছে না, মনের ভেতরে কান্না চলে এল তার।

হয়ত হারতে বসেছিল, রোবট ন্যাশ-একেছিক্স বসা থেকে উঠে এদিকে আসে। সে এমিলির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল 'আমার না, পাকি দেখতে খুব ইচ্ছে করছে, তুমি কি একটা এনে দিতে পারবে, থিয়া?'
দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলে কান্না বিজড়িত গলায় বলল 'পাকি না, পাখি'
'পাকি' কথাটা বলে তাকিয়ে থাকল থিয়ার ভেজা চোখের দিকে।
'আহ্! তোমাদের কি উচ্চারণের ধ্বনিতন্ত্র ইন্সটল করা নাই না কি? পাখি ই ই পাখি'
'পাখিই।'
এবার ন্যাশ বলে উঠল 'আমার পাকি ধরতে খুব ভালোলাগে, আমি পাকি ধরব।'
থিয়া ধমকের সুরে বলে উঠে 'পাকি না রে মোগা; পাখি, তালব্য বর্ণ, উচ্চারণটা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি।'
ন্যাশ মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে 'ও বুঝেছি। পাকি হবে পাকি।'

থিয়ার পেট হাসতে হাসতে খিল ধরে যায়। হাসি চলমান রেখেই নিশো একটা সিগারেট জ্বালায়। স্টার্চ পেপারের তৈরী সিগারেটটার ধোঁয়া আকাশের পানে উড়িয়ে দেয়। থিয়া হাতটা উঠিয়ে নাকের সামনে বাতাস করতে থাকে। টানার পর এ সিগারেটের কোন ছাই অবশিষ্ট থাকে না, পুরোটাই পুড়ে জীবনের মতোই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

লিডাকে এদিকে আসতে দেখে থিয়ারা তটস্থ হয়ে উঠে। সিমলেস একটা ক্যাজুয়াল হাফ হাতা শার্ট আর একটা নিকার্স পড়েছে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। লিডাকে দেখে হাত থেকে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলতে দেরি, ন্যাশ রোবটটার সেটা

কুড়িয়ে ফুঁকা শুরু করতে দেরি নাই। এমিলি এবার আদেষ্টা গলায় মারমুখী তাড়া লাগালে ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত রোবটেরা সবাই খেলা ফেলে একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আর সেই মাত্রই লিডা থিয়াদের পাশ এসে দাঁড়ায়।
'শুভ মুহূর্তগুলো, লিডা!'
'শুভ মুহূর্ত, থিয়া!'

লিডা আমান্ডা। অ্যানসেলাডাসের প্রধান স্পেশ বায়োলজিস্ট। সুদীর্ঘ সময় এই উপগ্রহে অবস্থান করছেন তিনি। তিনি তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সুযোগ পেলেই সবাইকে বলেন। লিডাকে অবশ্য থিয়ার খুব পছন্দ। এমন এক শার্ট গায়ে চড়িয়ে থাকে যে শার্টের প্রিন্ট ডিজাইনের দিকে প্রতিবারই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে অনেকেই। থ্রি-ডাইমেনশনাল, মনে হয় হাত বাড়ালেই পোশাকের মেঘগুলোকে ধরতে পারবে। একটা চারচাকার স্মার্ট-চেয়ার এসে ভিড়ে তার পেছনে। লিডা চেয়ারে বসে পায়ের উপর পা উঠিয়ে দেন। থিয়াদের খোঁজ নেয়ার মতো জিজ্ঞেস করেন 'কি তোমরা নাকি আজকে মরতে মরতে বেঁচে এসেছ?'

থিয়া উত্তর দেয় 'হ্যাঁ, লিডা, আর একটু হলে তো উপরে উঠেই গিয়েছিলাম।'

থিয়া আবারও হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকে লিডার শার্টের দিকে। শার্টের প্রিন্টের প্যাটার্ন পরিবর্তীত হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে উন্মুক্ত সাগরের ঢেউ খেলে যাচ্ছে শার্টটার উপর দিয়ে। ঢেউগুলোও থ্রি-ডাইমেনশনাল।

এমিলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'এমিলি তোমার ফ্লাইট কখন?'
'এই তো লিডা, আজ রাত এগারটা বিশ মিনিটে।'
থিয়া হতবাক হবার মতো এমিলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'ফ্লাইট? কোথায়ও যাচ্ছ নাকি তুমি, এমিলি?'
এমিলি থিয়ার দিকে ঘুরে তাকায়। 'না, আমি কোথায়ও যাচ্ছি না, ড্রোনটার ফ্লাইটের কথা বলছি'
লিডা জিজ্ঞেস করে 'স্যাটেলাইটটা ক্ষুদ্র বরফের চাঁইয়ে ভালো মতো ল্যান্ড করাতে পারবে তো?'
'আশা করছি, ঠিক মতোই ল্যান্ড করাতে পারবো বলে।'
'ওকে, বেষ্ট অব লাক।'

একথা সেকথা অন্তে লিডা থিয়াদের জানানোর জন্য বলেন 'একসময় যখন মানুষ চিন্তা করা আরম্ভ করল; মানুষ কোন একদিন নীলগ্রহের বাইরে কলোনী গড়বে,

সেই স্বপ্নের আক্ষরিক বাস্তবায়নের একটি অংশ এই অ্যানসেলাডাসের সাবটেরিয়ান কলোনী। তোমাদের নীলগ্রহের বাইরে আরও তিন জায়গায় মানুষেরা কলোনী গড়েছে। মার্সিয়ান কলোনী, টাইটানিয়ান কলোনী আর এই অ্যানসালাইডাস কলোনী। সৌরজগতের প্রান্তভাগেও কলোনী গড়ে উঠছে তবে সেখানে এখন মানুষের কোন পদচারণা পড়েনি। শুধুমাত্র সেখানে রোবটদের বসবাস, টাইটানের নিয়ন্ত্রনাধীন ক্লাসিফায়েড রোবটিক্স কলোনী।'
'ক্লাসিফায়েড!?'

থিয়ার আগ্রহ স্বত্ত্বেও লিডা আর কথা না বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার শার্টে এখন অক্টোপাসের মতো কিম্ভুত একটা জন্তুর ছবি ফুটে উঠেছে। লিডা প্রস্থান করলে নিশো জানাল 'লিডার শার্টটা স্মার্টশার্ট, মনের ভাবের সাথে শার্টের চিত্রও পরিবর্তিত হয়!'

থিয়া মনে মনে চিন্তা করে, সত্যি স্মার্ট আইডিয়া, প্রতিদিন একই শার্ট গায়ে চড়ায় অথচ মনে হয় নতুন নতুন শার্ট।
'আজকে পাছা উবুৎ করে সারারাত ঘুমাতে হবে, জার্নিতে যে ধকল গেছে, চল, উঠি।'
নিশোর টানে থিয়াও উঠে। খেয়াল করে ন্যাশ রোবটটা তখনও সিগারেটটা ফোঁকার চেষ্টা করছে। ভিষণ অনুকরণপ্রীয় অ্যানসেলাডাসের রোবটেরা। তারা মানুষকে দেখে দেখে কিছু কিছু প্রোগ্রামিং ভাষা নিজেরা আপডেট করে নেয়।

দশ

থিয়া আর নিশো স্লিপিং পডে ফিরে এসেছে। পডটা দেখতে ক্যাপসুলের খোলসের মতো, দুই ভাগ খাপে খাপ লেগে যায়। রোবট বাদে অ্যানসেলাডাসে সবার জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা স্লিপিং পড। বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত হয়ে ঘুমায় সবাই। থিয়া সহ আরও তিনজনের স্লিপিং পড রয়েছে থিয়া এই ব্লকে। থিয়া আর নিশোর পড উপরে-নিচে। অন্য দুইজন এক হয়ে ওদের পডে নাচানাচি করছে। ওরা দুইজন অন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। তাদেরকে দেখে হোস্টেল জীবনের কথা মনে পড়ে যায় থিয়ার। তারও মনে হয় ওদের সাথে নাচানাচিতে যোগ দিতে, তবে ওদের সাথে এখনও তেমন সখ্যতা জমেনি থিয়ার।

ক্যাপসুলের কমান্ড ডায়ালে ক্লিন-বাটন চাপতেই স্পাইডারের মতো রোবটটার বাহুগুলো সাঁটানো দেয়াল থেকে আলাদা হয়ে এল। এটাও রোবট তবে সে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না, একজায়গাতে স্থির থেকেই যাবতীয় কর্ম সম্পাদন

করে। এখানে হাইড্রোকার্বন সলভেন্টে ড্রাই ক্লিনিং হয় না, তার বদলে রয়েছে সাউন্ড ও লাইট টেকনোলজি। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে আলট্রা সাউন্ডের ভাইব্রেশনের কারণে বেডশিট, কম্বোল থেকে ময়লা আবর্জনটা সব আলগা হয়ে গেল। লেজার বীম পুরোটা রুম জীবানুমুক্ত ও পরিষ্কার করে ফেলল বাড়তি তিন সেকেন্ডে। দশ সেকেন্ডের মাথায় শোবার কক্ষটা পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে গেল। এই দশটা সেকেন্ড অপেক্ষা করতে গিয়ে থিয়ার মনে হচ্ছিল সে দশটা বছর ধরে অপেক্ষমাণ।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে জুতা থেকে ফিতার গিট খুলে গেলে খালি পায়ে যার যার স্লিপিং পডে উঠে বসেছে থিয়া, নিশো। ভার্চুয়াল ইন্সট্রাকশন প্যানেলে মৌখিক কিছু কমান্ড প্রদান করল। চোখ বুলাল ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি গজের দিকে, সতেজ বাতাস; মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে উঠল। নিত্যদিনের অভ্যাস মতো মাথার সন্নিকটে স্থাপিত ফোল্ডিং টেবিলের ওপর রাখা নীলগ্রহের প্রবাল শৈলীটা হাতে নেয়। সেটা ঘুরিয়ে ফিরে দেখে একটা আলতো চুমু দেয়, ছোটবেলার প্রেমের দেওয়া। তার বিশ্বাস একদিন তার সাথে দেখা হবে, সে ফিরে আসবে তার জীবনে। প্রবাল শৈলীটা আবার জায়গামতো রেখে দেয়। অনেক অনুরোধ করে মহাকাশ যাত্রার সময় সাথে রাখার অনুমতি পেয়েছিল সে। এবার বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে থিয়া। থুঁতনির নিচে হাতের তালু দমড়িয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়। আজ প্রায় নীলগ্রহের ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছে ওর। বাড়ির কথা মনে পড়লে কান্না চলে আসে। ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ফেসটিভ্যালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অর্জন করায় তার কপালে জুটেছে প্রফেশনাল ভিন্নগ্রহনিবাসী অ্যাস্ট্রোনোমারদের সাথে অ্যানসেলাডাসে গবেষণা করার। নিজের যোগ্যতা প্রমান করার জন্যই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে শনির চাঁদে আসা।

মঙ্গলের কলোনীর কথা মনে পড়ে। এখান থেকে নীলগ্রহতে যাবার সরাসরি কোন রাস্তা নেই, আগে মঙ্গলের অর্বিটে পা দিতে হয়। আগামী তিন বছরের মাথায় একটি শাটল যাবে মঙ্গলে। সেখান থেকে দুই বছরের মাথায় সরাসরি নীলগ্রহর অর্বিটালে, আন্তর্জাতিক মহাশূন্য স্টেশনে।

মঙ্গলগ্রহটাতে পৌঁছানোটাই মনে হল নীলগ্রহতে পৌঁছানো। সে অবশ্য মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে, কখনও মঙ্গলের মাটিতে পা রাখে নাই। কক্ষপথে স্থাপিত মূলযান থেকে মাটিতে ল্যান্ড করে আবার গ্রহযানে চেপে কক্ষপথে উঠায় খরচ অনেক। তবে কখনও খরচাপত্র জোগাড় করতে পারলে জীবনে অন্তত একবার

অলিম্পাস মঞ্চ বিশ্ববিদ্যালের ক্যাম্পাসটা দেখতে যাবে। অলিম্পাস মঞ্চটার সামনে দাঁড়িয়ে নীলগ্রহের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটার সাথে তুলনা করবে সে।

মনে মনে ক্ষণ গননা করে, নীলগ্রহতে পৌঁছতে আর কতদিন? চিন্তা করে, তাও প্রায় পাঁচ বছরের সুদীর্ঘ একটা সময় পড়ে রয়েছে সম্মুখে। আপন খেয়ালেই চিন্তাগুলো অনত্র নিবদ্ধ হয়। পিঠটা এবার বিছানায় ঠেকিয়ে চিৎ হয়ে শোয়, মনটা আবারও ভাবনাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

হঠাৎই সময়ের দিকে খেয়াল যায় তার; এগারটা বেজে দশ মিনিট। পরক্ষণেই মনে হয় এমিলির কথা। আজ না ওর ফ্ল্যাইট ? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে থিয়া। নিশোকে ডাকাডাকি শুরু করে।

ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম। থিয়া, নিশোরা ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র অগ্নি-নিরোধক দরজাটা স্বয়ক্রিয় ব্যবস্থায় বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল থিয়া, সারা ঘর ভর্তি অতিসংবেদনশীল যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। আনুভূমিকভাবে লম্বালম্বি ঘরটায় থরে থরে সাজানো কম্পিউটার, প্রত্যেক অপারেটরের জন্য আলাদা আলাদা। যে যার কম্পিউটারে বসে কর্ম সারছে আপন মনে। দেখে মনে হচ্ছে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে তারা। আন্দাজ করল, অপারেটরদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই রোবট।

সবার সম্মুখে পুরোটা দেয়ালজুড়ে ১৬০ ডিগ্রিতে বাঁকানো ওয়ার্ক মনিটর যেটা আয়তাকার ছোট ছোট স্ক্রিনে ভাগ করা। প্রত্যেকটা ভাগে আলাদা আলাদা হাজারো রকমের তথ্য উপাত্ত অনবরত উঠানামা করছে।

আজকে একটা ড্রোনকে বৃহস্পতির কক্ষপথে পাঠানো হচ্ছে। গ্রহপতিকে প্রদক্ষিণকারী একটা বরফখন্ডের উপর সফলভাবে ল্যান্ড করানোই হচ্ছে আজকের মিশন। ফ্লাইট কন্ট্রোলটা মূলত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে টাইটানের মাদারশীপ স্কাইল্যাব থেকে। কিছুক্ষণ পরেই টাইটানের সাথে অ্যানসেলাডাসের ফ্লাইট রুমের সংযোগ ঘটবে।

মূল অভিযানটা টাইটান পরিচালনা করলেও ড্রোনটার কিছু কিছু অংশ নিয়ন্ত্রন করছে অ্যানসেলাডাস। স্যাম্পল কালেকশন এবং স্যাম্পল ল্যাবে পরীক্ষাকরণ প্রক্রিয়াটা অ্যানসেলাডাসের কর্মের আওতাধীন। সৌরজগতের বহিঃভাগে অ্যানসেলাডাসের মতো অত্যাধুনিক বায়োলজিক্যাল ল্যাব আর নাই। তাছাড়া

যখন শনি গ্রহ ঠিক ড্রোন ও টাইটানের মাঝামাঝি থাকে তখন অ্যানসেলাডাসের অ্যান্টেনা ড্রোনটার কানেক্টর হিসেবে কাজ করে। সিস্টেমটা খুবই সিকিউরড; যাতে নীলগ্রহের হ্যাকাররা এটাকে কোনমতেই কম্প্রোমাইজড করতে না পারে।

সামনের দিকে ঝুঁকে কর্ম সারছে কোকাব, সে কেমিক্যাল স্পেশালিষ্ট। যে কোন পদার্থ বা জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরিত আলোক বর্ণালী দেখে সেটার রাসায়নিক কম্পোজিশন নিরূপণ করে। তার পাশঘেঁষে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ঠায় হয়ে দাঁড়ায় থিয়া। থিয়ার পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছে এমিলি, সেটা সে খেয়াল করেনি। এমিলির গলায় চমকিত হয়ে উঠে 'আজকে একটা ড্রোন জোভিয়ান সিস্টেমে পাঠানো হচ্ছে। এই ড্রোনটা খুবই স্পেশাল। এটা বৃহস্পতির খুব কাছাকাছি একটা ছোট্র উল্কাপিন্ডের উপর ল্যান্ড করবে।' থিয়া এমিলির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। খানিকটা বিরতি দিয়ে এমিলি আবার বলে 'সেটা ল্যান্ড করবে এমন ভাবে যে প্রথম চেষ্টাতেই সেটাকে ল্যান্ড করাতে হবে। তার পায়ের যে হুকগুলো রয়েছে সেগুলো উল্কাটাকে কামড়ে ধরবে। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিন্ডের গ্রাভিটি বল এত দূর্বল যে যদি ড্রোনটা প্রথমবারেই বরফটাকে কামড়ে ধরতে না পারে তাহলে আর ঐ উল্কাপিন্ডটাকে খুঁজে পাওয়া কখনও সম্ভব হবে না।'

'হুম, অনেক ক্রিটিক্যাল; বিষয়টা'

'হ্যাঁ, অবশ্যই ক্রিটিক্যাল, তবে সাকসেস রেট ৯৯.৯৯ শতাংশ। তার কারণ ড্রোনটা সফ্সটিকেটেড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এসএআই নিয়ন্ত্রিত। বুঝতেই পারছ কেন আমরা সবকিছুতেই প্রায় রোবটের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকি।'

'বুঝলাম কিন্তু এ মিশনের তাৎপর্য কি?'

'এ মিশনের অনেক তাৎপর্য রয়েছে থিয়া, তবে সেটা হাইলি ক্লাসিফায়েড, বিশেষ করে নীলগ্রহনিবাসীদের জন্য'

ছলাৎ করে উঠে থিয়ার ভেতরটা। কী এমন বিষয় বৃহস্পতি গ্রহটাকে ঘিরে, কেন এত রাখ ঢাক? এর আগেও সে এটা খেয়াল করেছে, বৃহস্পতির কোন প্রসঙ্গ উঠলেই সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। ওদের ভাব দেখে মনে হয় নীলগ্রহটার বিরূদ্ধে সবাই একজোট বেঁধেছে, হয়ত ভেতর ভেতর একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, যেটা সে ধরতে পারছে না। তবে এটা নিশ্চিত, এর ভেতরে কোন রহস্য না থেকেই পারে না।

ভেতরে ভেতরে থিরথিরিয়ে কাঁপছে থিয়া। কম্পিত গলায় বলছে 'তোমরা যে এসব ড্রোন পাঠাচ্ছ সেটা কি নীলগ্রহের বিজ্ঞানীরা কিছু জানে?'
মুখটা টিপে একটা রহস্যময়ী হাসি হাসে এমিলি। বলে 'উঁহ, তুমি যদি বিজ্ঞানী না হও তাহলে সেটার সম্ভাবনা নাই, কারণ আমাদের গবেষণার অনেক বিষয় আছে যেগুলো তাদের জন্য হাইলি ক্লাসিফায়েড। আমরা চেষ্টা করি, এসবের অনেক কিছুই তাদেরকে না জানাতে।'
থিয়া মনে মনে চিন্তা করে, কী এমন রহস্যময়ী একটা বিষয় যা তাকেও জানানো চলবে না? তার মাথাটা ঘুরপাক খায়। কিন্তু কিছুতেই সেটা উদ্ঘাটন করতে পারে না।

অক্টোপাসের মতো একটা সার্ভিস রোবট ঘরে ঢুকেছে। বিভিন্ন টেবিলের সামনে গিয়ে ওটা হালকা খাবার ও কফি পরিবেশন করছে। রোবটটার পেছনে পেছনে মারজিম লোকটা সব কিছু তদারকি করছে। ত্রিশ সেকেন্ড বিরতি টেনে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল এমিলি 'আমরা স্কাইল্যাবের ড্রোন ক্যামেরাটা এখান থেকেও ব্যবহার করতে পারি। ড্রোনটা যখন উড়তে থাকবে তখন সেটার ক্যামেরার সমস্ত ডাটা আমরাও লাইভে এসে দেখতে পাব। টাইটান থেকে ড্রোন উৎক্ষেপণের সময় কাছিয়ে আসছে। পরে একদিন তোমাকে লাইভ ক্যামেরাটা দেখাব।'

অল্প সময়ের মধ্যেই টাইটানের মাদারশিপের অভ্যন্তরের কন্ট্রোল স্টেশনটা ওয়ার্ক মনিটরে ভেসে উঠল। সেদিকে হা করে তাকিয়ে থাকে থিয়া, বিরাট বড় ওয়ার্ক মনিটরিং স্ক্রিন। টাইটানের ওয়ার্ক স্টেশনে রোবট ও মানুষেরা মিলেমিশে সব কম্পিউটারের সামনে বসে মনিটরিং করছে। তাদের সবার চেহারা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। জিনিসটার নামের সাথে কাজের মিল রয়েছে, ওটা মূলত স্কাইল্যাবই। সেদিকে তাকিয়ে এমিলি বলল 'ঐ দেখ, আমাদের মিথিক্যাল আইল্যান্ড।'
'তোমার দেয়া নামটা অনেক সুন্দর, এমিলি!'
'হুম, সেটাই, একটা ভাসন্ত আস্ত দ্বীপ।'

খানিকটা সময় স্যাটেলাইটটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে থিয়া। দেখতে সেটা অবিকল সিলিন্ডার আকৃতির; বড় টায়ারের মতো, ভেতরটা ফাঁপা, আকৃতিতে গোলাকার। চাকতিটা প্রসস্থতায় আধা মাইল চওড়া। সেদিকে তাকিয়ে থিয়া চিন্তা করে, স্যাটেলাইটা এতই বড় যে, ভেতরে যারাই থাকুক, তাদের কাছে মনে হবে; তাদের উপগ্রহটা সমতল, ঠিক সমতল-নীলগ্রহ দর্শনে বিশ্বাসী লোকজনদের

মতো, যারা গোলাকার গ্রহে বসবাস করেও তারা বিশ্বাস করে না তাদের গ্রহটা গোলাকার বরং সমতল ধারণা তাদের প্রাত্যহিক মস্তিষ্কে বদ্ধমূল।
মুখে আপনা আপনিই বেরিয়ে এল থিয়ার 'অনেক বড়!'
'একটা তথ্য তোমাকে জানাতে আমার খুবই মনে চাচ্ছে। সত্যি বলতে কী, কথাটা না বলে সেটা পেটে পচাতে পারব না' একটু হেসে আবার বলল 'হ্যাঁ, আমি বলতে চাই, তবে সেটা হাইলি ক্লাসিফায়েড। তোমাদের নীলগ্রহের কাউকেই জানানো যাবে না সেটা। রাজি?'
'হ্যাঁ রাজি।'
'ওটা একটা অ্যান্টিমেটার স্পেসক্রাফট।'
বিরাট একটা ধাক্কা খেল থিয়া। কথাটা শুনে চোয়াল পড়ে গেল, মুখটা হা হয়ে গেল সাথে সাথে। এই অ্যানসেলাডাসে এরচেয়ে বিস্ময়কর আর কোন কিছু থাকতে পারে না। মুখে বিড়বিড় করে বলল 'সত্যি!?'
'হুম।'
যে অ্যান্টিমেটার ইঞ্জিনের জন্য নীলগ্রহবাসিরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর সেখানে এই সৌরজগতেই যে আস্ত একটা অ্যান্টিমেটারের ব্যবহারিক স্পেসশিপের অস্তিত্ব রয়েছে; আবার সেটা তারা জানেই না, বিষয়টা চিন্তা করা যায়? থিয়ার ভাবনায় ছেদ পড়ল তখনই যখন লিডা এসে থিয়ার পাশে দাঁড়ায়।
'হাই থিয়া! তুমি ফ্লাইট কন্ট্রোল স্টেশনে কী কর? এখানে তো তোমার কোন কাজে অ্যাসাইন নাই।'
'না, লিডা! আমি এমনিতেই এসেছি।'
'ও, আচ্ছা, তোমার মনে হয় এখানে আসাটা নিষেধ হতে পারে, তুমি এসওপিটা পড়ে নিও। আর প্রোটোজোয়ার স্লাইডটা কি কোয়ার্ক-পিকোস্কোপে দিয়েছ?'

থিয়া শূন্যদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে লিডার দিকে। কী বোঝাতে চাচ্ছে কোয়ার্ক-পিকোস্কোপ শব্দটার মাধ্যমে? কোয়ার্ক পদার্থের ক্ষুদ্রতম পার্টিকেলস যাকে পাওয়া যায় প্রোটন ও নিউট্রন কণা ভাঙলে। পিকো হচ্ছে এক ন্যানোর হাজার ভাগের একভাগ ক্ষুদ্রতম আর এক ন্যানো হচ্ছে এক মাইক্রোর হাজার ভাগের একভাগ। লিডার ডাকে সংবিৎ ফিরে পায় থিয়া।
'না লিডা'
'আচ্ছা, আমি থিং অব ইন্টারনেটকে জানিয়ে রাখব যেন তোমাকে কাল বায়োলজি ল্যাবে অ্যাসাইনমেন্ট রাখে।'
'জ্বী লিডা, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কোন একজন অপারেটর হাঁকডাকে চোখ দুটো লিডার নিকট হতে সেদিকে সরায়।
'মিশন কন্ট্রোল সেন্টার! মিশন কন্ট্রোল সেন্টার!'
'লিডা!' কোকাব হঠাৎ হেডসেটটা খুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে লিডাকে ডাকাডাকি শুরু করল। গুঁটিগুঁটি পায়ে লিডাও এগিয়ে গেল সেদিকটায়।
'লিডা, দেখেন তো, আমার মনে হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের হেলিওপজে সোলার ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিছু অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়ছে।'
'কেমন অসামঞ্জস্য?'
'লিডা, আমাদের সৌরজগতটা হঠাৎ করেই বেশ খানিকটা মিল্কিওয়ের তলের সাপেক্ষে দশমিক শূন্য শূন্য তিন ডিগ্রি হেলে গেছে।'
'মানে কি? হেলে গেলে কি কোন ক্ষতি আছে?'
'লিডা, এটা মিলিয়ন বছর যাবত ৬০ ডিগ্রি কোণে হেলে ছিল এতদিন। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সেটা হঠাৎ করেই বিচ্যুত হওয়াটা খারাপ কিছু হতে পারে।'
'স্টিফেনকে দেখাও তো বিষয়টা!'
'ইয়েস লিডা।'

স্টিফেন এবার লিডাকে ডাকা শুরু করল। 'লিডা, এই দেখেন, এটাই আমাদের সৌরজগতের বাউন্ডারি। এই শেষ সীমানায় ম্যাগনেটিক চৌম্বকক্ষেত্রের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামগুলো; যদি গত সপ্তাহের সাথে তুলনা করেন তাহলে বুঝবেন; যে সোলার উইন্ডের প্রবাহ কিছুটা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কিছু অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটছে যা আমাদের সৌরজগতের ভেতরের অংশ বা টার্মিনাল-শককে বাহিরের বো-শক প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দিচ্ছে।'
'আমি বায়োলজির ছাত্রী। আমাকে সৌরজগতের চৌম্বকত্ব তুমি বোঝাতে পারবে বলে মনে হয় না। এমিলি! এমিলি! দেখতো, তুমি এই রিপোর্টগুলোর মাথামুন্ডু কিছু বোঝ কিনা, দেখতো?'
'আমার তো মনে হচ্ছে এটা খুবই ভয়ানক একটা ব্যাপার।'
এমিলি রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কিন্তু সে সেগুলোর কোন কিছুই বুঝল না। খানিকটা নিরাশ ভঙ্গিমায় বলল 'রেড ক্রসাসের সাথে কথা বলা দরকার।'
থিয়া চিন্তা করে, কী এমন শক্ত বিষয় যেটা এমিলিও বুঝতে পারে না?

হঠাৎই তার এমিলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমিলি তার দিকে তাকিয়ে এবার একটা রহস্যময় হাসি হাসে 'আমি জানি তুমি কী চিন্তা করছ।'
'আমি কী চিন্তা করছি সেটা?'
'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি এখন কী চিন্তা করছ'

‘কী চিন্তা করছি?’
‘তুমি আশ্চর্যান্বিত! হয়ত চিন্তা করছো, এমন কী বিষয় সেটা অ্যানসেলাডাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গও জানে না।’
‘হ্যাঁ, অনেকটা ওরকমই’ হঠাৎই কন্ট্রোলরুম থেকে থিয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করল, বলল ‘ঠিক আছে এমিলি, তোমরা তোমাদের মিশন সম্পন্ন কর, আমি এখন গিয়ে ঘুমাব, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।’
‘না থিয়া, তোমার রক্তের মেলাটোনিন রিডিং বলছে, তোমার চোখে ঘুম নাই, তোমার রক্তে এখন বিস্তর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।’
থিয়া আর কোন কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে আসে ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম হতে। মাথার ভেতরে তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কী সেই রহস্যময়ী কারণ যার কারণে বৃহস্পতির চতুর্দিক শত শত ড্রোনে ভরে ফেলা হচ্ছে? কী হচ্ছেটা ওখানে? কি এমন সিক্রেট বিষয় যেটা তারা প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলছে? অনেক চিন্তা করেও কোন কিছুই কুলকিনারা করতে পারে না থিয়া। হঠাৎ কী মনে হয়, আনানের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। হাতের ডিভাইসটায় ডাক দিতেই ওপাশ থেকে তাৎক্ষণাত সাড়া পাওয়া গেল আনানের। না, সে এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি। চিন্তযুক্ত মনেই করিডোরটা ধরে হাঁটতে থাকে। দু’টো অন্তরঙ্গ রোবট গলায় গলায় হাত রেখে হেঁটে হেঁটে আসছে। মনে হচ্ছে তারা মদ খেয়ে টাল হয়ে ফিরছে। পাশ কাটানোর সময় তাদের টাল পদবিক্ষেপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাহিরে আনান দাঁড়িয়েছে করিডোরটার মাথায়। ওর লালচে চুল আরও লাল হয়ে গেছে। দাঁড়ি গোঁফ কাটে না মনে হয় অনেক দিন। হয়ত অল্প দিনও হতে পারে। মহাকর্ষ বল অল্পের কারণে হয়ত দাঁড়ি দ্রুত গজাচ্ছে। শরীরের কোন যত্ন নাই, ভোক্ষসের মতো লাগছে তাকে এখন। গলাটা খাঁদে এনে জিজ্ঞেস করল ‘আনান, একটা বিষয় কি তুমি কিছু বুঝতে পারছ?’
‘কি বিষয়?’
‘টাইটান থেকে অগনিত ড্রোনগুলো ওরা বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দিকে পাঠায়, এগুলোর কোন কারণ খুঁজে বের করতে পেরেছ? আমি যখনই প্রশ্ন করি তখনই সবাই বিস্ময়করভাবে এ বিষয়টাকে এড়িয়ে যায়!’
‘হ্যাঁ, থিয়া। আমির এটা নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল আর সে লক্ষ্যে বিষয়টা জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি। দেখছ না, গত একটা সপ্তায় আমি চিন্তায় চিন্তায় কেমন শুকিয়ে গেছি।’
থিয়া আনানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।
‘কী সেই বিষয়টা যেটা হাইলি ক্লাসিফায়েড?’
‘আমি এখনও শিউর না তবে যতটুকু বুঝি, এই প্রজেক্টের নাম- দ্য সেকেন্ড সান।’

'দ্বিতীয় সূর্য?' আঁতকে উঠল থিয়া।
'হ্যাঁ, ওরা সৌরজগতের ভেতরে আরও একটা সূর্যের সৃষ্টি করতে চাচ্ছে! আমার ধারণা ওরা আমাদের নীলগ্রহবাসীদের উপর আর এক মুহূর্তও বিশ্বাস রাখতে নারাজ। যেহেতু আমরা সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করি, সেহেতু আমরা ওদেরকে যে কোন সময় সৌরশক্তি পেতে বিঘ্ন ঘটাতে পারি, সেই ভয়টাই ওদের সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়।'
'ওহ মাই গড! দ্য সেকেন্ড সান?!'
'হ্যাঁ। ওরা বৃহস্পতির চতুর্দিক থেকে ড্রোনগুলো থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মির সাহায্যে বৃহস্পতির কেন্দ্রের হিলিয়াম প্লাজমায় আগুন ধরিয়ে দিতে চাচ্ছে। বিষয়টা খুবই সিক্রেট।'

হঠাৎই ডিভাইসে একটা ম্যাসেজ এসেছে থিয়ার। সেদিকে তাকিয়ে দেখে ম্যাসেজটা পাঠিয়েছে রোয়ান। আনান থিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। থিয়া বুঝতে পারছে, আনান ভেতরে ভেতরে প্রচন্ডরকম ক্ষিপ্ত হচ্ছে। থিয়ার আশংকাকে সত্যি প্রমান করতেই একরাশ রাগ উৎগিরণ করতে করতে আনান বিদায় হল। তার প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে থিয়া চিন্তা করে 'একজন ছেলে মানুষ কি কখনই একজন মেয়ে মানুষের ভালো বন্ধু হতে পারে না?'

থিয়া মুখটা ঘুরিয়ে ডিভাইসটার দিকে তাকায়। থিয়া চিন্তা করছে, শালা আজই প্রথম রোয়ান ম্যাসেজ পাঠাল, আর আজই ধরাটা খেল।
'হাই থিয়া! মানুষ কিন্তু রাতে স্বপ্নেও গর্ভবতী হয়ে যায়। সুতরাং সাবধান!'
রোয়ানের ম্যাসেজটা পড়ার পরেই তার হাত পা কাঁপা শুরু হয়েছে। বাকি পথটা দৌড়েই এল স্লিপিং পডের কাছে। নিশো হয়ত ফিরে এসে এতক্ষণে ঘুমিয়েছে অঘোরে।

স্লিপিং পডে আবারও উঠে বসে থিয়া। আজ স্লিপিং কোড নিয়ে ঘুমানোর কোন ইচ্ছে নেই থিয়ার। আজেবাজে চিন্তা করতে খুবই ইচ্ছে করছে। কতদিন লেখা হয় না কিছু। আজকে একটা কবিতা লিখবে। কিন্তু ভাবনাক্লান্ত মনে কিছুতেই কবিতার কোন ছন্দ এল না। রোয়ানের ম্যাসেজের কথাটা মনে মনে আওরায়। উত্তরে এখন কী লিখবে সেটাই চিন্তা করছে। কী ভাবছে রোয়ান এখন? কী ভাবছে আনান? একবার চিন্তা করে রোয়ান কি এখন তার কথা ভাবছে? পরক্ষণেই নিজের মনকে প্রশ্ন করে থিয়া, সত্যি সত্যিই কি সে ভালোবেসে ফেলেছে ঐ অ্যালিয়েনটাকে?

বিছানার চতুর্দিক এইচডি প্রজেক্টরে আজ রাতে কী কী স্বপ্নে দেখবে সেটা বাইনিউয়্যাল স্লিপ সিমুলেটরের স্ক্রিনে ঠিক করে দেয়। ট্রেন্ডিং প্যাটার্ন থেকে একটা স্বপ্ন সিলেক্ট করে যাতে দেখা যাবে দূরের অ্যালিয়েনেরা অ্যানসেলাডাসে হামলা করেছে। স্বপ্নটা দেখবে শেষ রাতের দিকে। এখন পডের স্ক্রিনে নীলগ্রহের টিভি চ্যানেলগুলোর খবরা খবর চালু করে দিল। পার্থক্যটা এটাই যে নীলগ্রহতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সংবাদ এখানে ঘন্টা দেড়েক পরে শুরু হয়। খবর দেখা শেষ করে এখন স্লিপ সিমুলেটরটা আর্থ মুডে রাখল। সাথে সাথেই থিয়ার চর্তুপাশ নীলগ্রহের আবহ তৈরী হল।

আশেপাশে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে, মাথার উপর দিয়ে বাদুর পাখা ঝাপটায়ে উড়ে চলছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা কান ঝালাপালা করে ডাকছে। দূরে শিয়াল কুকুর ডাকছে, সেদিকে কান পেতে শুনে। ঝিঁঝিঁ পোকাদের ডাকা শেষ হলে ব্যাঙেরা সন্নিবেশিত সুরে ডাকা শুরু করল। বার কয়েক হাই তুলে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল থিয়া ঘুমের কোলে।

এগার

'ঘুম থেকে ওঠ থিয়া! ঘুম থেকে উঠ!! আজকে অ্যাটলাসবার, নীলগ্রহের শনিবার। আজ তোমার জন্মদিন, শুভ জন্মদিন!' থ্রি ডি প্রজেক্টরে অপেক্ষমান এমিলির ভার্চুয়াল গলা শুনতে শুনতে ঘুম থেকে জেগেছে থিয়া। কয়েকবার হাই তুলে গা থেকে ঘুমের রেশ তাড়ালো। আধবসা হয়ে গা মোচড়ামোচড়ি করল। ঘুমানোর পরে ঝরঝরা হয়েছে শরীর, উত্তর মেরুতে অভিযানে হারানো শক্তি আবার ফিরে এসেছে।

'শুভ সকাল থিয়া! আজকে কেমন মনে হচ্ছে?' প্রতিবারই ভার্চুয়াল গলা শুনে ভ্রম হয়, হয়ত এমিলি তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

'ভালই তো মনে হচ্ছে এটা চিন্তা করে যে আমি এখনও বেঁচে। ভয়ের স্বপ্নটা সত্যি খুবই ভয়ানক ছিল।'

'ধন্যবাদ থিয়া। আরও ভয়ানক স্বপ্ন দেখতে লেভেল আপ করে দিও, আশা করি আরও ভয় দেখাতে পারব তোমাকে।'

'ভার্চুয়াল এমিলি?'

'হ্যাঁ, থিয়া!'

'আজকে আমার দায়িত্ব কোথায় রয়েছে?'

কানদুটো সজাগ করে এমিলি, বহু তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

'আজকে তোমার দায়িত্ব রয়েছে বায়োলজি ল্যাবে। সন্ধ্যায় তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে রয়েছে বিশেষ মিউজিক্যাল সন্ধ্যা, রাতে সিমুলেটিং প্যাকট্রিস। তোমার

জন্য এই সিমুলেটিং প্যাকট্রিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমার সমুদ্র ভ্রমন রয়েছে। শুভ হোক, তোমার এ দিন, থিয়া।'

দেয়ালে সাঁটা কাগজে ক্যালেন্ডারে নাইট্রোজেন গ্যাসের চাপে চলা কলমে একটা দাগ কাটল। আরও একটা দিনের অবসান ঘটতে চলেছে।
স্লিপিং পডটা যখন খুলে গেল, দেখল কুত্তা রোবট সহ বেশ কয়েকটা রোবট ফুল হাতে নিয়ে সার ধরে দাঁড়িয়ে। ফুলগুলোর দিকে হতবাক চোখে তাকায় থিয়া। বড় বড় ফুলের অভ্যন্তরের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর দিয়ে লেখা প্রতিলিপি; হ্যাপি বার্থ ডে টু থিয়া!

রোবটেরা লম্ফঝম্ফ আর হাততালি দিয়ে দিয়ে বলল 'শুভ জন্মদিন থিয়া!'

পড থেকে বেরিয়ে যখন মেঝেতে পা রাখল, দেখল নিশোও ঘুম থেকে জেগে মুখটা পড থেকে বের করে দিয়েছে।
'শুভ জন্মদিন থিয়া!
'হাই নিশো, শুভ সকাল!'

দু কদম হেঁটে জুতো জোড়ায় পা গলাল আলতো ভাবে। নরম সফেদ জুতো। সেল্ফ নটিং সু; নিজে নিজেই ফিতা বাঁধতে পারে এ জুতো জোড়া।

সাবমারসিবল ল্যাবের মূল কাঠামোটা সিগারেটের আকৃতির, অ্যারোগ্রাফাইটের তৈরী। টেকনিক্যালি একটা সাবমেরিন বললেও ভুল হবে না। সাবমেরিনের সব কিছুই রয়েছে ল্যাবে। সরু একটা প্যাসেজ ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে থিয়া, নিশো। মুখটা মুছে চোষ কাগজটা থিয়া মেঝেতে ফেলার সাথে সাথেই বর্জ্য অপসারণের জন্য উড়ে এল ঝাড়ুদার রোবটটা। কাগজের টুকরোটা উঠিয়ে আবারও প্রস্থান করল দ্রুত। দলে এসে যুক্ত হল বাস্তবিক এমিলি, অভিবাদন করে বলল 'হাই থিয়া, আজ তোমার জন্মদিন। কী মজা!'
'কী মজা সেটা দুনিয়াতে আসার সময়ই টের পেয়েছি, যদিও তা মনে নেই।'
নিশো হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 'আ, সে কী! তোমাদের জন্মের সময়ের কথা মনে থাকে না?'

থিয়া উত্তর না দিতেই বেলিন্ডার গলা শুনে মুখ ফিরে তাকায়। রোবটিক হুইল চেয়ারটি দ্রুতবেগে এসে তাদের সামনে স্থির হয়েছে। চেয়ারে বসে একহাতে সে

তার আদরের ছোট্র সোনামনি টুন্টিমনিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। উদ্বেলিত গলায় সে বলছে 'ধন্যবাদ থিয়া, নিশো। তোমরা থাকায় এখন দ্বিতীয় জীবন পেয়েছি।' থিয়ারা সবাই খানিকটা লজ্জাবোধ করতে লাগল।
'ও থিয়া, শুভ জন্মদিন!'
'ধন্যবাদ বেলিন্ডা!'
'আমরা উত্তরমেরু থেকে যে পানির স্যাম্পলগুলো নিয়ে এলাম সেগুলোর কালচার রিপোর্ট কী এসেছে জান?' এক হাত মুখের সামনে এনে হা করে বলল 'মিলিয়ন মিলিয়ন অ্যালিয়েন, হা হা'
'অবশ্যই বেলিন্ডা, বলেন কি? ইয়াহু!' খানিকটা লাফানোর মতো ভঙ্গিমা করল থিয়া, নিশো দুইজনই।

করিডোর ধরে শিশু কিশোরেরা ছুটোছুটি করছে। থিয়া ধারনা করল অ্যালিয়েন বাচ্চাদের ক্লাস মনে হয় এখনও শুরু হয় নি। অন্যপাশ থেকে সিসি রোবটটা একগাদা শিশু কিশোরদের সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছে। চাইল্ড কেয়ার রোবটটা অসাধারণ ক্ষীপ্র গতিতে সমসাময়িক এক শিশুর ডায়াপার চেঞ্জ করে দিচ্ছে তো অন্য শিশুর মুখে দুধের ফিডার ধরে রাখছে। ফিডারগুলোতেও রয়েছে এসএআই সিস্টেম বিল্ডিং ইন্টেলিজেন্স, বহুবিদ প্রকোষ্টযুক্ত। নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রেসারটা সংবেদনশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনানুযায়ী কাস্টমাইজড ইমালশন বের করে।
'এই সিসি রোবট, আমার টুন্টিমনিকে নিয়ে যাও তো?'
'আজ্ঞে বেলিন্ডা।'
থিয়া আগ্রহবসে রোবটটাকে জিজ্ঞেস করে 'সিসি, তুমি এক সাথে কয়টি বাচ্চাকে পালন করতে পার?'
'সেটা নির্ভর করে, শিশুটি কোন গ্রহের তার উপর, যদি অপার্থিব হয় তাহলে এক সাথে আড়াইশ টি'
আপনাআপনিই প্রশ্নটা করল থিয়া 'আর যদি পার্থিব হয়?'
'সেক্ষেত্রে এ সংখ্যাটা হয়ত অর্ধেকের নিচে নেমে আসবে।'
'হা হা, কিন্তু ঠিক কেন এমন?'
'কারণ আমি নীলগ্রহের সাথে কনফারেন্সে দেখেছি, পার্থিব শিশুরা হঠাৎ হঠাৎ গালে চড় মেরে বসে আর উল্টাপাল্টা কাজে খুব এক্সপার্ট।'

থিয়াদের মাঝে হাসির ঢেউ উঠল। বেলিন্ডা তাড়া দেয় 'ঠিক আছে, থিয়া, তাহলে বায়োলজি ল্যাবে দ্রুত চলে যাও। ওখানে লিডা রয়েছেন, আমিও থাকব, যদি সব অ্যালিয়েনদের জীবিত দেখতে চাও, তবে জলদি।'

‘হ্যাঁ বেলিন্ডা। থিং অব ইন্টারনেট আমাদের আজ বায়োলজি ল্যাবেই অ্যাসাইনমেন্ট রেখেছে।’

বেলিন্ডা চলে যাবার পরক্ষণেই নিশো থিয়াকে বলল ‘থিয়া দাঁড়াও, এখানে একটা সিগারেট টেনে উঠি।’ কথা বলার সাথে সাথেই এবার ইলেকট্রিক সিগারেট শলাকাটার ভেতরে একদলা তৃণলতা ভর্তি করে টানা শুরু করল।

এমিলি, থিয়া আর নিশো তিনজন দ্রুত বায়োলজি ল্যাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। একটা এলিভেটরে চেপে নেমে এল ওরা লেভেল-২’তে। এলিভেটরের দরজাটা খুলে গেলেই দেখল মুখের সম্মুখে একটা কাঁচের দরজা, তাতে লেখা ‘সাবধান! রিসার্চ ল্যাবরেটরী, লাইফ সায়েন্স ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট, অ্যানসেলাডাস।’ কাঁচের দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হল ওদের।

দুই সারি ছোট ছোট কাঁচঘেরা কুঠুরি, চারদিক ঘঁষামাজা তকতকে। এরই একটি কুঠুরিতে চোখ সেঁটে যায় থিয়ার। চারজন মুখোমুখি বসে মিটিং সারছে, তাদের মাঝে হলোগ্রাফিক প্রজেক্টর। শূন্যে ভাসন্ত ত্রিমাত্রিক মৌচাকের মতো কিছু একটা তবে হাঁটার উপরে থাকায় বেশিক্ষণ আর সেদিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ হল না। এমিলি চলতি পথে বর্ণনা করে ‘এটায় রিয়েল টাইমে যে কোন জীবন্ত কোষকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। একটা কোষ তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কোষগুলোর সাথে কিভাবে সংযোগ রক্ষা করে, তারা কী বিষয়ে আলোচনা করে এবং কী ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তা নিজ হাতের তালুরেখা দেখার মতোই স্পষ্ট।’

থিয়া মনের মাঝে একটা হোঁচট খেল। কোষের আলোচনার বিষয়বস্তু যদি উন্মুক্ত হয় তাহলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কী ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে সেটা চিন্তা করে থা পায় না। এ ধরনের একটি বায়ো-সিন্থেসাইজারের অস্তিত্ব এই সৌরজগতেই রয়েছে অথচ নীলগ্রহের কোন বিজ্ঞানীরাও সেটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়, বিষয়টা নতুন করে ভাবিয়ে তুলল থিয়াকে। তবে কোন কথা বলল না। ওরা এগিয়ে চলে টিউবের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যাফট বেয়ে সামনের দিকে, শ্যাফটের শেষ মাথায় এক নম্বর ল্যাব অব্দি। শ্যাফটা এবার ডানে নব্বই ডিগ্রি কোণে বাঁক নিয়েছে। হাতের ডিভাইসটা ছাড়া এখানে উত্তর-দক্ষিণ চেনা একেবারেই অসম্ভব। এদিকেও রয়েছে কিছু ছোট ছোট কামরা, তকতকে, লেখা কোল্ড স্টোরেজ জোন, লিকুইড নাইট্রোজেন স্টোরেজ জোন। আরও একটা বাঁক ঘুরতেই থিয়ার চোখে পড়ল রোবট ফ্ল্যাশকে, এমএক্স থার্টি নাইন রোবটটাকে ফ্ল্যাশ ছন্দবদ্ধ তালে উঠবস করাচ্ছে। এক, দুই, তিন।

থমকে দাঁড়ায় এমিল, থিয়ারা। কোমরে দুই হাত রেখে এমিলি জিজ্ঞেস করে 'কি রে তোরা দেখি চোরে চোরে কুটুম্ব। কী করিস তোরা এখানে?'
ফ্ল্যাশ উত্তর দেয় 'এমিলি, ওকে মুতানোর প্যাকট্রিস করাচ্ছি।'
এমিলি কপাল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে 'মুতানো মানে?'
'মানে ওরে আর কয়েকবার উঠবোস করলেই ও মুতু করে দিবে।'
ফিক্ করে হেসে উঠল ফ্ল্যাশ। থিয়া লক্ষ্য করে রোবটের দাঁতগুলো রূপার মতো ঝক্ করে উঠল।
'আরে দূর! ওগুলো মুত না, লিকুইড সিলিকন। শরীরের ভেতরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে ভারোত্তোলকের মতো কাজ করাতে ঐ তেল ব্যবহার করা হয়।'
খানিকটা চোখ পিটপিট করে ফ্ল্যাশ জিজ্ঞেস করল 'এমিলি, আপনিও কি মুতেন?
রোবটটার কথায় এমিলি যার পর নাই বিরক্ত হয়, বলে 'আরে ছাগল, আমি কি তোদের মতো রোবট নাকি? স্টুপিড কোথাকার!'
'ও আচ্ছা।' দুই রোবটই একসাথে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। এক মুহূর্তও কালক্ষেপণ না করে এমএক্স রোবটটা নাইট্রোজেন ক্যানিস্টারটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে ল্যাবের দিকে রওয়ানা দেয় অন্যদিকে রোবট ফ্ল্যাশ থিয়াদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওদেরকে অনুসরণ করে। আরও একবার বাঁক নিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সবাই।

কাঁচের দরজাটার উপরে লেখা মাইক্রো-ন্যানোবায়োলজি ল্যাবরেটরী। ফ্ল্যাশ দরজাটা ঠেলে রাখলে বাকি সবাই গা বাঁচিয়ে ভেতরে ঢোকে।
থিয়া চিন্তা করে, রোবটটার মহানুভবতা নেহায়েতই মন্দ না!

থিয়া বহুবার এসেছে এ ল্যাবে। এখানে সারি সারি টেবিল, সেগুলোর উপরে সারি সারি বোতল, বিকার, ফ্ল্যাট-বটম ফ্ল্যাক্স সব থরে থরে সাজিয়ে রাখা। গাঢ় কালো রঙের বোতল যেগুলো, ওগুলোতে আলোক সংবেদনশীল পদার্থ রেখে দেয়া। কয়েকটা বার্নারে আগুনের শিখা জ্বলছে। ড্রপার দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি স্লাইডে রাখছে একটা ভিএক্স-১০ রোবট। তারও হাতে গ্ল্যাভস। এই রোবটগুলোকে দেখলেই থিয়ার নীলগ্রহের পা-রুটি; পাঁউরুটির কথা মনে হয়।

প্রধান স্পেশ বায়োলজিস্ট লিডা আমান্ডার দিকে দৃষ্টি পড়ল। এদিকে তার খেয়াল নেই, গভীরভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে চোখ রেখেছে।
তার গায়ের শার্টটার উপরে পাতলা সাদা অ্যাপ্রোন; যেটার ভেতর দিয়েই দেখা যাচ্ছে এখন শার্টটা গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করে রয়েছে। কয়েক মুহূতে পরে থিয়াদের

দিকে চোখ তুলে বলল ' থিয়া একটু হ্যাঁ।' পরক্ষণেই ফ্ল্যাশ রোবটটাকে দেখে চোখ কপালে তুলল, জিজ্ঞেস করল 'এদিকে ঘুরঘুর করছ কেন? মতলবটা কী শুনি?'
'না লিডা, ও কিছু না।''
ভিএক্স-১০ রোবটের কাছ থেকে সব নমুনা বুঝে নেয়া শুরু করেছে লিডা। আকার আকৃতিতে খানিকটা নাদুসনুদুস গড়নের এ রোবটটা। তার দিকে হতবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল 'আর কোন স্যাম্পল নাই?'
'না, নাই লিডা!'
নাই শুনে কপালে চোখ উঠল, রোবটটাকে খানিকটা ভড়কায়ে দিয়ে বললেন 'তোর মাথা কিন্তু ফাটায়ে দিমু!'
'সত্যি বলছি লিডা, নাই।'
'তোর ব্যাটারি কিন্তু খুলে রাখব, এখনও সত্যি করে বল।'
'আর, আর একটা আছে অবশ্য'
'তো, মিথ্যা কথা বলিস কেন? যা নিয়ে আয়, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস।'
'ঐ, ইয়ের ভেতর'
'কার ভেতর?'
'আই আই লিডা।'
'আই আই কি? কার ভেতর রেখেছিস বলিস না কেন?'
লিডার কথার উত্তর দেয়ার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট নেই, রোবটটা ততক্ষণে ভন্নাৎ করে ঘুরপথে রওয়ানা দিয়েছে।

লিডা আমান্ডা আরও কিছু সময় নিয়ে তার কাজটা শেষ করছে। এই ফাঁকে থিয়া খেয়াল করে ল্যাবটার খুঁটিনাটি, এটারও ভেতরে রয়েছে আরও কয়েকটি ডিপার্টমেন্টঃ কোগুলেশন ডিপার্টমেন্ট, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ডিপার্টমেন্ট। কাঁচের ভেতর দিয়েই দেখা যাচ্ছে ওপাশের একটা র‍্যাক, ঠাসা রয়েছে রক্ত ভর্তি ব্যাগে। এটাই অ্যানসেলাডাসের ব্লাড ব্যাংক। ঐ কয়েল পেঁচানোর মতো মেশিনটা; ওটার সাহায্যে মানুষ বা অমানুষ, যে কারও রক্ত তৈরী করা যায়। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন ধরনের রক্ত সরবরাহেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

লিডা কাজ গুছিয়ে নিয়ে থিয়াদের দিকে ফিরে। বকবকির ঝুলি খানিকটা খুলে তিনি বর্ননা করছেন কিভাবে অ্যানসেলাডাসের সৃষ্টি হল। এরই ফাঁকে চুন্নী রোবটা লুকিয়ে রাখা স্লাইডটা নিয়ে ফিরে এল। ম্যাডাম সেটা হাতে নিয়েই কড়া ধমকায় রোবটটাকে।
'মিথ্যা বলার আর জায়গা পাস না, না?'

রোবটটা মাথাটা নিচু করে বলে 'ভুল হয়েছে লিডা, আমাকে মাফ করে দিবেন, আর এরকমটা হবে না।'
'ঠিক আছে যা' দরজাটার দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে নির্দেশ করে বলল 'আর এদিকে যেন না দেখি।'
'আই আই লিডা।'
রোবটা কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিল। সত্যি সত্যিই তাদের চোখ থেকে পানি ঝরল ক'ফোঁটা। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থিয়াদের বলল 'ওদের অশ্রুবিন্দুর পিএইচ খানিকটা ক্ষারীয়। এটা ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছে যাতে মেটাল ক্ষয়ের ভয়ে অযথাই কোন রোবট না ঝরায়!'
লিডা এবার হাতে ধরা স্লাইডটা থিয়ার নিকট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ, এটা ভালো করে পরখ করে দেখ।'

উত্তর মেরুর ফাটল থেকে সংগ্রহ করা স্যুপের মতো তরল, নিমজ্জিত সাগরের পানির দু'ফোঁটা নমুনা স্লাইডে রাখল থিয়া।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রটার অবজেক্টিভ লেন্সটাকে লো পাওয়ারে রেখে নমুনা স্লাইডটা ওটার নিচে স্টেজে রাখল। যন্ত্রটা অটো-ফোকাস বিধায় কোন লেন্স ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হয় না। আলাদা আলাদা চোখের জন্য আলাদা ভাবে লেন্সের সেটিংস অটোমেটিক সম্পন্ন হয়। আইপিসে তার এখন দু'চোখ, লো পাওয়ার ৪ গুন ১০ সমান ৪০ গুন বড়। এবার মিডিয়াম পাওয়ার বাটনে চাপ দেবার সাথে সাথে অবজেক্টিভ ১০ গুন ১০ অর্থাৎ ১০০ গুন বিবর্ধন হয়ে গেল। শেষবারে হাই পাওয়ার অবজেক্টিভ বাটনে চাপ দেয়ায় সেটা ৪০০ গুন বিবর্ধন হয়ে গেল।

জীবনের প্রথম এত বিস্ময়ের ধাক্কা খেল থিয়া। মিলিয়ন মিলিয়ন অ্যালিয়েন। চার মিলিয়ন ভাইরাস, দেড় মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া, সাত শত প্রোটোজোয়া, অ্যালজাই একই জায়গাতে ঘুরপাক খাচ্ছে, আক্রমন করছে একে অন্যকে। লিডা পাশ থেকে বলতে থাকে 'দেখ, কতকগুলো কন্টর্কিত প্রোটোজোয়াদের দেখতে পাচ্ছ? অন্য প্রোটোজোয়াদের আক্রমণে নিজে গলধঃকৃত হবার আগেই কিভাবে বিষ্ফোরিত হচ্ছে?'
থিয়া সমস্ত মনোযোগ এক করে আতিপাতি করে খুঁজেও সেই প্রোটোজোয়াটার দেখা পেল না।
'না, ম্যাডাম, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না'

নিশো এবার আইপিসে চোখ রাখল, বলল 'হ্যাঁ, আমি তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, একটা খাদক প্রোটোজোয়া কন্টির্কিত সেই প্রোটোজোয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। আর একটু আর একটু, হ্যাঁ, কন্টর্কিত সেই প্রোটোজোয়াটা বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।'
থিয়া নিশোর কথা মতো আবারও আইপিসে চোখ রাখে। কিন্তু সে কিছুতেই খাদক প্রোটোজোয়াটাকে দেখতে পেল না।
'সরি থিয়া, আমার মনে ছিল না। তোমাদের নীলগ্রহবাসীদের চোখের জন্য আরও ১০ গুন বিবর্ধন লেন্স লাগবে, তবেই ঐ প্রোটোজোয়াটাকে দেখতে পাবে। তোমাদের নীলগ্রহের প্রোটোজোয়ার চেয়ে আমাদের প্রোটোজোয়া অন্তত ১০ গুন ক্ষুদ্র।'
থিয়া মনে মনে হিসাব মিলায়, তার অর্থ; যে বস্তুকে সে ৪০০ গুন বড় দেখে সেটা নিশো দেখবে ৪০০০ গুন বড়। নিজের মন থেকেই নিশোকে বড় হিংসে হল তার। কেন নীলগ্রহ নিবাসীদের দৃষ্টি অ্যালিয়েনদের মতো হল না?
নিশো তার মনোযোগটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে লিডাকে জিজ্ঞেস করে 'লিডা, এটা কিভাবে সম্ভব? একটা প্রোটোজোয়া নিজে নিজেই বিস্ফোরিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!'
'হুম, সেটা একট হতবাক করার মতোই বিস্ময়। এটা আমার কাছেও একেবারে নতুন, অবশ্যই এর আরও গভীরে ঢুকতে হবে।'
থিয়া এবার ফার্স্ট ব্রেঞ্চের ছাত্রের মতো বলে উঠল 'ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের নিচে রেখে দেখব লিডা?'
'ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে স্পষ্ট আসবে কিনা, তবে কোয়ার্ক-পিকোস্কোপে দেখ। একেবারে নিউট্রনের মাঝে গ্লুয়োনগুলোকেও স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।'

আবারও ধাক্কা খায় থিয়া। ইলেকট্রনের চেয়েও হাজার গুন ক্ষদ্র কোয়ার্ক টেকনোলোজি ব্যবহার করছে এরা। অথচ নীলগ্রহের আমরা ইলেকট্রনের চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছুর ব্যবহারিক প্রয়োগ এখনও করতে পারি নি, এটাও কী মেনে নিতে হবে? মুখে কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ না করে বলল 'ওকে লিডা।'
'বিরতির পরে থাকবে আমার সঙ্গে।'

লিডার সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল। থিয়া খেয়াল করে, এমিলির নিকট একটি ম্যাসেজ এসেছে, যেটা সে খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। এমিলি বলে উঠল 'ঠিক আছে, থিয়া, নিশো। আমি ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমে ব্যস্ত থাকব। ওখানে এলে কথা হবে, বিদায়।' এমিলি ত্রস্ত বিদায় নিল।

বার

খাওয়া শেষে গার্ডেন থেকে খানিকটা দূরে ঝর্ণার পাশে গিয়ে বসেছে থিয়া, নিশো। পাথুরের দেয়াল থেকে পানি কলকলিয়ে এসে নিচের চৌবাচ্চায় জমা হচ্ছে। ঝর্ণাটার মাধ্যমে নীলগ্রহটার একটা আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কৃত্রিম ভাবে। চতুর্দিকে ইনফ্ল্যাটিবল চেম্বার এক্সটেনশন যুক্ত করে সমুদ্রের মাঝে জায়গা বৃদ্ধি করা হয়েছে। টাইপিক্যাল সাবমেরিনের মতো জায়গার কোন অভাব নেই অ্যানেসেলাডাস ল্যাবে।

এদিকটা প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা; বহমান ঝর্ণাধারা, পাথুরে পাহাড় থেকে বহমান আঁকাবাঁকা নদী, তবে সবই কৃত্রিম।'এখানে কেমন এক ধরনের সুগন্ধি ছড়ানো হয়েছে, তাই না থিয়া?'

থিয়া শ্বাস নিয়ে বলে 'হ্যাঁ, অনেকটা আমাদের নীলগ্রহের মাটির সোঁদা ও পানির তিতকুটে গন্ধের মিশ্রণ।'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'আমার নিকট তো সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'তোমাদের গ্রহের তাহলে নিজস্ব গন্ধও রয়েছে, অদ্ভুত!'

'অবশ্যই, সেটা গ্রহনিবাসীদের নাকে না লাগলেও যখন মহাশূন্য থেকে কেউ গ্রহটায় পা রাখে তখন তারা বুঝতে পারে।'

ঘর্মাক্ত গায়ে স্যাও এসে বসেছে ঝর্ণার পাশে। সারা গায়ে তার ঘর্মবিন্দু মুক্তোর দানার মতো চকচক করছে। এক হাতটা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল 'হাই, নিশো। তোমাদের উত্তর মেরু অভিযান কেমন হল?'

'হাই স্যাও! হ্যাঁ ভালো।'

'বেলিন্ডার নাকি হাঁটু ভেঙ্গেছে?'

'হ্যাঁ স্যাও। তুমি ঘামছ কেন? এখন কি ওয়ার্কআউট করে আসলে?'

'এই ল্যাবে যে দূর্বল অভিকর্ষ বল, ওয়ার্কআউট না করলে সে নির্ঘাত আউট।'

'তোমার সাথে পরিচয় আছে থিয়া? ও স্যাও, স্যাও ভিওজাও, ও সবমেরিন স্পেশালিষ্ট।'

'হাই স্যাও, পরিচিতি হতে পেরে খুশি হলাম' থিয়া লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েকটা পাথর টপকিয়ে করমর্দনের আশায় হাতটা এগিয়ে দিল। খানিকটা উদভ্রান্তের মতো মনে হল স্যাওকে। হয়ত সে নীলগ্রহের এ সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত নয়। কী করা উচিত সেটা হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকায়, দেখল স্ক্রিনের দু'পাশ থেকে দুটো হাত এসে স্ক্রিনের মাঝে ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করল। ডিভাইসটার দেখানো পন্থাটা ভুল করে স্যাও তার বাম হাতটা দিয়ে থিয়ার ডান হাতটা ধরে রাখে। এবার উৎসুক মনে জিজ্ঞেস করে 'থিয়া তুমি কি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পার?'

খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে থিয়া উত্তর দিল 'না, পারি না।'
'শুনেছি তোমাদের নীলগ্রহের লোকজন হাত দেখেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।'
'অনেকেই পারতে পারে, তবে আমি পারি না।'
আশাহতের মতো দেখাল স্যাওকে, মুখে আফসোস ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল 'শুনেছি তোমাদের গ্রহে কিছু পাথর আছে সেগুলো পরিধান করলে তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারে।'
'হুম তা করতে পারে তবে এখন পর্যন্ত কেউ জয়লাভ করেছে বলে শুনিনি।'
স্যাও গুম হয়ে চুপ থাকে। তখনও তার হাতটা থিয়াকে ধরে রেখেছে। 'আজকে তাহলে উঠি, থিয়া, তোমাদের সাথে আগামিকল্য সাগরের মাঝে দেখা হবে।'
'ধন্যবাদ স্যাও।'
অক্সিজেন অপারেটর রাভিন এসে যেচে যেচে থিয়ার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে। তবে তাকে পাত্তাই দিল না থিয়া। নিশো বলেছিল, লোকটার চোখের অঙ্গভঙ্গি নাকি খুব বাজে, সব সময় খারাপ চোখে তাকায়। হাতের ডিভাইসটা খুঁটিয়ে দেখার ভান করে রাভিনকে এগিয়ে যায় থিয়া। শিফট চেঞ্জের সময় এখন ফুরিয়ে যায়নি। থিয়ার কথায় দু'জন এমিলির খোঁজে চলল ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের দিকে।

ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমে চুপচাপ প্রবেশ করে থিয়া নিশো দুই জনই। থিয়াকে দেখে এমিলি তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে মনিটরটার দিকে 'এই দেখ, থিয়া, টাইটানের উত্তর মেরুতে এখন মিথেনের বৃষ্টি শুরু হয়েছে।' হাতে ইশারা করতেই ওয়ার্ক মনিটরে আরও একটা আয়তাকার স্প্লিট স্ক্রিনের উদয় ঘটল। থিয়া, নিশো দুইজনই সেদিকে হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। এক নীলগ্রহ ছাড়াও রয়েছে আরও কত শত নীলগ্রহ, সেগুলোতে প্রতিনিয়ত কত সহস্রই না ঘটনা ঘটে চলেছে। কে রেখেছে সেগুলোর খোঁজ?

এমিলি এবার থিয়াকে জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা থিয়া, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো, তোমাদের নীলগ্রহে তো জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে তো মানুষ দায়ী। আমাদের এই অ্যানসেলাডাসেরও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে খুব দ্রুত, সে জন্যও কী মানুষ দায়ী?'
থিয়ার অস্বীকার করার উপায় থাকে না, বলে 'না তো, মানুষ দায়ী হবে ক্যামনে? নীলগ্রহর জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য মানুষ দায়ী হলেও এই গ্রহের জন্য তো শুধু মাত্র বাটারফ্লাই ইফেক্ট।'

এমিলি বলতে থাকে 'সেটাই! এই যেমন দেখ, শনির চতুর্দিকের রিংগুলো খুব দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে টাইটান বা অ্যানসেলাডাসের জলবায়ুরও পরিবর্তন ঘটছে। এখানে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য যদি মানুষেরা দায়ী না হয় তবে তোমাদের ঐ নীল গ্রহের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষকে কেন দায়ী করা হবে?'

থিয়া খানিকটা চিন্তা করে। সত্যি,ওদের গ্রহের জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য মিথেনের ভূমিকা বিরাট বড়। মিথেনের বৃষ্টি তো টাইটানেও হয়, সেক্ষেত্রে? এমিলি অত্যন্ত যত্নের সাথে বর্ণনা করে 'আমাদের সৌরজগতের হেলিওস্ফিয়ারের বাহিরে যে তিনটি টেলিস্কোপ রয়েছে সেটা সম্পর্কে তুমি নিশ্চয় কিছু জান।'
'না'
'আমি জানি।' নিশো উত্তর দিল 'তিনটি টেলিস্কোপই সৌরজগতের বাহিরে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করছে যেন সৌরজগতের ম্যাগনেটিজম বা গ্রাভিটি ফিল্ড আন্তঃমহাজাগতিক কোন রশ্মিকে উপদ্রব না করে। তারা একই জায়গাতে এমনভাবে ফোকাস করে যেন মনে হবে আস্ত সৌরজগতটাই একটা ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ।'

'রাইট আর ওটা এত পাওয়ারফুল যে এখান থেকেই তোমরা ঐ নীলগ্রহর সি-বিচে বসা কোন মেয়ের মাথার সব চুলও গননা করতে পারবে।'
থিয়া আলতো করে ঘাড় নেড়ে বলে 'সুতরাং এসব নেটওয়ার্ক অব টেলিস্কোপের মাধ্যমে সৌরজগত বা আমাদের মহাবিশ্ব যেভাবে দেখতে পাব তা নীলগ্রহের টেলিস্কোপগুলোর পক্ষে কোনদিনও সম্ভব নয়?'
'হ্যাঁ, তোমার সন্দেহটা নিরেট বাস্তব।'
থিয়া এবার এমিলির মুখের সামনে এসে জিজ্ঞেস করে ' আমি নীলগ্রহ থেকে এতদূর এসেছি নতুন কিছু জানার জন্য, নতুন কিছু শেখার জন্য। যদি কিছু মনে না কর, তাহলে এই টেলিস্কোপটা দিয়ে আমি কি কিছু দেখতে পারি?'
খানিকটা চিন্তা করে এমিলি বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'
এমিলি স্ক্রিনটার অর্ধেকে কমান্ড প্রদান করলে অর্ধেক স্ক্রিনও আবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি টেলিস্কোপের জন্য আলাদা আলাদা ডিসপ্লে তৈরী করল। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল 'কি দেখতে চাচ্ছ?'
'আমাদের মিল্কিওয়ের কেন্দ্রভাগ।'
'আচ্ছা, দুই মিনিট, এই দেখ।'

কম্পিউটারে কিছু কমান্ড দিয়ে চুপচাপ কিছুটা সময় ওরা মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকল। সৌরজগতের বাহিরে স্থাপিত টেলিস্কোপ নেটওয়ার্ক একযোগে তাক করল সাজিয়াটারিয়াস-এ নামের মিল্কিওয়ের ঠিক কেন্দ্রভাগে। আল্ট্রা, এইচডি প্রজেক্টরে ভেসে উঠা আরম্ভ করল সৌরজগতটার চিত্র। 'এই দেখ, আমাদের সৌরজগতটা কিন্তু একদিকে হেলে রয়েছে, দেখেছ?' থিয়া, নিশো দুইজনই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে সৌরজগতটা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির তলের সাপেক্ষে একদিকে হেলে রয়েছে।
'কিন্তু ঠিক কেন আমরা হেলে রয়েছি?'
'তার কারণ বাহিরের চৌম্বকীয় বল, আমাদের মিল্কিওয়ের একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে। আবার সৌরজগতেরও রয়েছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এখন হিসাব করলেই বের করতে পারবে ঠিক কতটুকু কৌণিক বিচ্যুতিতে সৌরজগতটার হেলে থাকা উচিত।'
প্রজেক্টরটা থ্রিডি মোডে দেয়ার সাথে সাথেই শূন্য হলঘরে গ্যালাক্সিটার বিলিয়ন বিলিয়ন তারকারাজি ভেসে উঠল। নিখাদ বিস্ময়ে থিয়ার চোয়াল ঝুলে পড়ল। এমিলি বলল 'আরও একটা জিনিস, এই দেখ, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিটা কিন্তু মোটেও সমতল নয়, দেখ ইংরেজি এস অক্ষরের মতো কেমন দু'দিকে বাঁকানো।'
টানা আট মিনিটের মাথায় মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের দিকে ফোকাস হল টেলিস্কোপগুলো। উত্তপ্ত গ্যাসের ঘন মেঘের কারনে বিরাট বড় তারা ছাড়া অবশ্য আর কিছুই এখন দেখা যাচ্ছে না।
'অন্তত পাঁচ মিলিয়ন গুন বেশি সূর্যের ভরের একটা বস্তু যার আয়তন মাত্র সূর্যের চেয়ে সতেরগুন বেশি, এরকম একটি কালো তারাকে খুঁজে বের করাটা কিন্তু মোটেও সহজ নয়, সেটা হবে এখান থেকে ঐ নীলগ্রহের সমুদ্রে সাঁতার কাটা কোন রূপচাঁদা মাছের ছবি তোলার মতো। আর সেটাকে অবশ্যই দৃশ্যমান কোন আলোক তরঙ্গে দেখা যাবে না, আমাদেরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে রেডিও টেলিস্কোপ, এক্সরে আবর্জারভেশন টেলিস্কোপ। তারপর অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলো মুছে দিয়ে সামনে এগুতে হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় রশ্মিমালা ফিল্টার করতে হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যমে। অবশ্য যদি আমাদের পেন্টাফ্লপস কম্পিউটারটা ঠিকঠাক মতো কাজ করত তবে এসব অবাঞ্চিত জিনিসগুলো ফিল্ট্রেশনে এত দেরি হত না।'
কয়েক মিনিট পরেই ব্ল্যাকহোলটার ইভেন্ট হোরাইজন ভেসে উঠল পর্দায়।
'ইন্টারেস্টিং জিনিস!'
টেলিস্কোপটা যেদিকেই তাক করে থিয়ার চতুর্দিকে তারার রাজ্য। নেশায় পেয়ে বসেছে থিয়াকে। এবার সে টেলিস্কোপগুলো তাক করেছে গ্যালাক্টিক উত্তর মেরুর

দিকে। মিল্কিওয়ের চেয়েও তিনগুন বড় গ্ল্যাক্সিটা একটা যেন বিরাট তারার নদী। এখানে সব তারারা একই দিকে ছুটে চলেছে ঝাঁকবাঁধা মাছের মতো।
থিয়া জিজ্ঞেস করে 'এটাও তো একটা গ্যালাক্সি?'
এমিলি সেদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় 'হ্যাঁ, ওটার নাম মালিন-১।'
'মালিন-১?'
১.১৯ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে স্পাইরাল গ্যালাক্সির দিকে তাকিয়ে থাকে থিয়া। মনে মনে চিন্তা করে, কত সুন্দর গ্যালাক্সিটা! কত বিলিয়ন তারাদের স্বর্গ হবে সেটা!?
'ট্রাজেক্টরী অপারেশন অফিসার অন লাইন এমিলি' একটা ফাইল এনে দাঁড়িয়ে কথাটা বলল একজন মানুষ অপারেটর।
'ওকে, আই গট হিম উইদিন টেন মিনিটস।'
'ওকে এমিলি' মানুষটা প্রস্থান করল।

স্টিফেন তার ডেস্ক থেকেই মিল্কিওয়েটাকে থ্রি ডি ভার্চুয়াল প্রজেক্টরে চালু করে দিয়েছে। এখন কম্পিউটার সবগুলো তারার গতিবেগ সিমুলেশন করছে। এমিলি বর্ননা করে ' মিল্কিওয়ের যে চিত্র আমরা দেখি সেটা খানিকটা ভুল। কারণ যত তারা আমরা দেখি সবগুলোই কিন্তু বিপুল গতির উপরে রয়েছে অথচ তোমরা আমরা তাদেরকে দেখি স্থির, তাই না?
'জ্বী এমিলি।'
'কিন্তু তারারা তো কেউ স্থির নয়। এখন দেখ, স্টিফেন খুব দ্রুত প্লে ফরওয়ার্ড করেছে।' থিয়ারা হতবাক হয়ে লক্ষ্য করে লক্ষ কোটি তারারা যার যার গতিবেগে বিভিন্ন দিকে ছোটা শুরু করেছে। সেদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে থিয়া নিশো সবাই।
থিয়া নিশো সবাই আপন মনেই বলে উঠল 'ওয়াও! ইটস অ্যামেইজিং!'
'এটাই হচ্ছে আমাদের আসল মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। দেখ তারারা কেমন যে যার মতো ছুটে চলেছে। অজস্র তারা, সবাই বিপুল বেগে বহমান, তবুও সব কিছুই কেমন স্থির! আমাদের আস্ত সৌরজগতের সবকিছুই ৫৩০ কিলোমিটার সেকেন্ড গতিবেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের মাঝ দিয়ে। আমরা সত্যি সত্যিই মহাশূন্যের মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছি, গতিবেগটা খানিকটা কম বা বেশি। একই জায়গাতে যে আর কখনই ফিরতে পারব না সেটাও সঠিক। আর ইউ ইমপ্রেস্‌ড?'
'ইয়েস এমিলি।'
নিশো জিজ্ঞেস করে 'কিন্তু সব তারারা যেখানে ছুটছে মিল্কিওয়ের তলের সাপেক্ষে সেখানে এই তারাটা কেন মিল্কিওয়ের ডিস্কটা ভেদ করে খাড়া বেরিয়ে যাচ্ছে?'

দূরের উত্তর গোলার্ধে একটা কমলা বর্ণের তারার দিকে আঙ্গুল তাক করে বলল কথাটা। সাথে সাথেই পর্দায় ভেসে উঠল তারাটার বিশদ বিবরণ। আর্কটোরাস, দূরত্ব ৩৭ আলোকবর্ষ, অরেঞ্জ জায়ান্ট, গতিপথ নব্বই ডিগ্রি।

'এটা আমাদের সূর্যের চেয়ে পঁচিশগুন বড়। আর আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় একশত গুন বেশি আলো ছড়াচ্ছে। তার হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ, সে এখন কার্বন পোড়ানো শুরু করেছে। আমাদের সূর্যটা ততদিন বেঁচে থাকলে তারই মতো আকৃতি পাবে। আস্তে আস্তে তার মতো সাদা বামুনে পরিনত হবে। তোমাদের লাল গ্রহের মতো আমাদের আকাশেরও এটা চতুর্থ উজ্জ্বল তারা। সব তারাগুলো মিল্কিওয়ের তলের সমতলে থেকে দূরের ব্ল্যাকহোলকে পরিক্রমন করছে। আর এই তারাটা মিল্কিওয়ের সমতলে না থেকে লম্বালম্বিভাবে পরিভ্রমন করছে কারণ, আজ থেকে অন্তত মিলিয়ন বছর আগে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সাথে তার কাছাকাছি থাকা এক উপগ্যালাক্সি ধাক্কা খায়। এ তারাটি সম্ভবত আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সির তারা নয়; সেই উপগ্যালাক্সির, ধাক্কা খাবার পরে তারাটি তার পূর্বের গতিপথই ধরে রেখেছে। খুব অল্প কিছুদিন পরেই এ তারাটি আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যাবে চিরতরে। হয়ত সে আর এই গ্যালাক্সিতেই থাকবে না, ছিটকে বেরিয়ে যাবে মিল্কিওয়ে থেকে।'

এমিলির দিকে তাকাতেই থিয়ার বুকটা দুরু দুরু কেঁপে উঠে। এমিলি ওর দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে। খুবই ভয়ানক একটা ব্যাপার, তার ব্যক্তিগত কোন চিন্তাই ব্যক্তিগত থাকে না। সব ফাঁস হয়ে যায়, অথচ এমিলি গোপন করে রাখে। এমিলি থিয়ার চোখে তাকিয়ে বলল
'আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি থিয়া! আমি তোমার মনও পড়তে পারি'
মনে মনে আবারও চমকে উঠে থিয়া, তবে মুখে সরলতার ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে 'এ কিভাবে সম্ভব?'
'তোমার হরমোনের সিগনেচার দেখে। তুমি এখন অ্যামেইজড!'
'কেন সেটা?'
'তোমার মনের সাথে মস্তিষ্কের দ্বন্দ্ব দেখে, তোমার মন বলে আমি রোবট- মস্তিষ্ক বলে আমি মানব।'
'আর যদি উল্টোটা হয়?'
'সেটা কক্ষণও নয় কারণ আমি মা হতে চলেছি, আমি মানব!'
'এ অসম্ভব!' অস্ফুট একটা শব্দের মতো বের হল থিয়ার গলা বেয়ে। নিশোও এমিলির কথায় থ'মেরে যায়। অন্তরে ঘা খেয়ে যেন মুখের কথা ফুরিয়ে গেছে এমন ভঙ্গিমায় অবিশ্বাসের চাউনি মেলে তাকিয়ে থাকে একে অন্যের দিকে। একটু

বাদেই বিরতি সময় শেষ হওয়ায় থিয়া নিশোরা মনে আঘাত নিয়ে কন্ট্রোল রুম ত্যাগ করে দ্রুত ল্যাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

ল্যাবে এখন বিরতি সময় শেষ হয়েছে। ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে থিয়ারা আরও শাখা প্রশাখায়িত শ্যাফটগুলো মাড়ানো শুরু করে। দু'পাশে আরও কত কত ডিপার্টমেন্ট। পাগল হবার মতো দশা শুরু হয়েছে থিয়ার। ইনকিউবেটর সেকশন; এক সারি স্পেসিমেন সারিবদ্ধভাবে রাখা। বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জেনেটিক স্পেসিমেন, স্পার্ম, ডিম্বানু স্পেসিমেন বোতলে সব চুবিয়ে রাখা। দু'ইটা রোবট এমব্রিওলজিস্টরা কাজ করছে এখানে।

থিয়াদের সামনের কাঁচের দরজার বড় করে লিখা 'বায়োহাজার্ড'। ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে উৎকট একটা গন্ধ লাগল নাকে। হাতাবিহীন টুলটা ছেড়ে লিডাকে অভ্যর্থনা জানাল লোকটা। তার নাক মুখে মাস্ক, মাথায় কানটুপি, অ্যাপ্রোনের পকেটে তিনটি কলমের মতো ডিভাইস ঝুলিয়ে রাখা। দেখল নেমপ্লেটে লেখা; কোকাব, কেমিক্যাল স্পেশালিষ্ট।
লিডা কথা বলে 'থিয়া, নিশো! পরিচিত হও, আমাদের ল্যাবের টক্সিকোলজিস্ট।'
থিয়া, নিশো দুইজনই হাত বাড়িয়ে দিল। নিশো বলল 'হ্যাঁ, আমার সাথে আগ থেকেই পরিচয় আছে।'
'হাই, আমি থিয়া।'
'হাই থিয়া, তোমার প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনেছি, পরিচিত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'
'কোকাবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অবশ্য দরকার ছিল না, কারণ ও তো তোমাদের সাথে সাগর অভিযানে থাকছে। তখন এমনিতেই পরিচয়টা হয়ে যেত। কি বল কোকাব?'
'জ্বী লিডা, কথাটা সত্য। চল তোমাদেরকে পথ দেখাই'

কোকাব সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সম্মুখে। থিয়া খেয়াল করে টেবিলটার উপরে অনেকগুলো বোতল সব সযতনে সারি সারি করে রাখা; বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সেগুলোয়। বোতলের লেবেলে রাসায়নিক সংকেত ডায়াগ্রামের সাহায্যে লেখা যেন যেকোন বুদ্ধিমান জীব সেটা পড়ে বুঝতে পারে। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন চলার কারণে অসংখ্য বুদবুদ উঠছে বোতলগুলো থেকে। মিউটেশন ল্যাবটাকে পাশ কাটানোর সময় কোকাব বলল 'এটা মিউটেশন ল্যাব, এই ল্যাবে নীলগ্রহ ও লাল গ্রহের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও অনুজীবদের এনে আমাদের তরল অ্যাকুয়াস

পরিবেশে রেখে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করানো হচ্ছে। ওরা মিউটেশন করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে দেখবে সাগরের মাঝে ডুবো কলোনী গঠন করেছে নীলগ্রহের পদ্ম, শাপলা আর লাল গ্রহের উড়ন্ত লিলি!

থিয়া চোখ বন্ধ না করেই দেখতে পায় অদূর ভবিষ্যতে অ্যানসেলাডাসের জলমগ্ন সাগর। শাপলা ফোটা বিলে ফুটে রয়েছে অসংখ্য চাঁদমালারা। হঠাৎই স্বচ্ছ সিলিকেটের দরজা গলে দেয়ালের অপর প্রান্তে আনানকে এক পলকের জন্য দেখতে পেল। ওরা একসাথে নীলগ্রহটা থেকে এসেছে অ্যানসেলাডাসে। খানিকটা কৌতুহলী হয়ে উঠে থিয়া, আনান এখানে কী করে?

থিয়া কৌশলী হয়ে কোকাবকে বলে উঠল 'কোকাব, এই মিউটেশন ল্যাবটা কি একটু দেখা যাবে?'
কোকাব আর কিছু বলল না তবে লিডা বলল 'অবশ্যই থিয়া, কেন নয়? রেড ক্রসাস তোমাদের সেই অনুমতি প্রদান করেছেন। এস'
সিলিকেটের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে সব ঢুকল মিউটেশন ল্যাবে। এবার আনান দেখতে পেয়েছে থিয়াদের। ত্রস্ত পায়ে থিয়ার নিকটে এসে হতবাক গলায় জিজ্ঞেস করে 'আরে, থিয়া, তোমরা হঠাৎ কী মনে করে এদিকে?' লিডাকে দেখে আনান অপ্রস্তুত হয়ে বলল 'শুভ মুহূর্তগুলো লিডা।'
'হ্যাঁ আনান, শুভ মুহূর্ত।'
'হাই আনান!'
'হাই নিশো!'
'ও, তোমরাই তাহলে এই দুইজন নীলগ্রহটা থেকে এসেছ?'
'জ্বী, হ্যাঁ, কোকাব।'
'তাহলে তোমাদের মধ্যে প্রথম মেধাস্থান অর্জনকারী কে?'
থিয়ার দিকে মুখ উঁচিয়ে বলল 'ও, প্রথম আর আমি হয়েছিলাম দ্বিতীয়।'
'ও, আই সি।'
থিয়াদের দেখে সিধে হয়ে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে একটা ফুটফুটে মেয়ে; পরীর মতো সুন্দর, ফুটফুটে গায়ের রং। 'এই ইলারা!'
কোকাব ইলারাকে ডাকায় সে এদিয়ে চপলা পায়ে হেঁটে এল। থিয়া আনানকির দিকে না তাকিয়ে মুচকি মেরে হাঁসে, মনে মনে চিন্তা করে, সত্যি ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে!

কোকাব থিয়াদের পরিচয় পর্ব শেষে ইলারাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। 'এই ল্যাবের দায়িত্বে রয়েছে ইলারা, ইলারা অ্যালবাইরো, সে ল্যাবরেটরি মডিউল ইনচার্জ।

অলিম্পাস মঞ্চ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সমমান বিষয়ে পড়াশোনা করছে। বিষয় ন্যাচার এন্ড ইভোল্যুশন অব অর্গানিক্স।'

রোবটের চলাচলের ধাতব ঝমঝম শব্দ শুনে সবাই একে একে সেদিকে তাকায়, ভিএক্স-১০ রোবটটা পেঙ্গুইনের মতো হেঁটে আসছে।
লিডা জিজ্ঞেস করে 'এই রোবট তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'
'লিডা, আমি একটা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে এসেছি, এখন এটা কাকে দিয়ে পাশ করাতে হবে সেটা তো ম্যানুয়ালে নাই।
লিডা রোবটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেঁদে কেটে চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছে।
'এখন কোন ছুটির আবেদন গ্রহন করা হবে না, এখনও ভদ্রলোকের মতো কাজে ফিরে যাও।'
'ঠিক আছে লিডা, আপনি যখন বলছেন।' চোর রোবটটা ততক্ষনাৎ সন্তুষ্টি মনে ফিরতি পথ ধরল।

লিডা থিয়ার দিকে ফিরে, 'তোমাদের নীলগ্রহে কী কখনও শ্রমিকদের নিয়ে বিপত্তি হয়? এখানে মাঝে মাঝেই রোবটদের নিয়ে আমাদের মহাঝামেলায় পড়তে হয়।'
এবার ইলারার দিকে তাকিয়ে বলে 'ইলারা, তুমি থিয়াদের একটা স্যাম্পল কোয়ার্ক পিকোস্কোপে পরীক্ষা করে কী দেখাতে পারবে?'
'অবশ্যই লিডা' থিয়া, নিশোর দিকে ফিরে বলল 'এস আমার সাঙ্গে।'
লিডা এবার থিয়া ও নিশোকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে ' ঠিক আছে তোমরা যাও, আমার ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমে কিছু কাজ আছে। আগামীকাল তো তোমরা সমুদ্র অভিযানে বের হচ্ছ, রাতে মাইক্রোগ্রাভিটি সিমুলেটিং প্রাকটিসটা করে রেখ।'
'আচ্ছা, ঠিক আছে লিডা।'
'আনান, তুমি কি থিয়াদের সাথে থাকবে?'
'না লিডা, আমার রেডিও রুমে একটু কাজ আছে।'
'কোকাব, তুমি কি থিয়াদের সময় দিতে পারবে কিছুক্ষণ?'
'না লিডা, আমাকে থিং অব ইন্টারনেট কন্ট্রোল রুমে অ্যালোকেট করেছে।'

লম্বা টেবিলটায় হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেস্টটিউব। সেগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে চলেছে ইলারা। দুই ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন জ্বিন সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এখানে নতুন প্রজাতির ডিএনএ সংশ্লেষণ করা হচ্ছে। ইলারা নিশো, থিয়াদের নিকট এগিয়ে এসে বলে 'শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই রয়েছে একশ বিলিয়ন সৌরজগত। সে সব সৌরজগতগুলোর কোথাও না কোথাও

তো জীবন ধারণের সম্ভাবনা থাকতেই পারে। এই যেমন দেখ, অ্যানসেলাডাস; আগে নীলগ্রহের লোকজনেরা ধারনা করত, তাদের ঐ জঞ্জালপূর্ণ গ্রহটা ছাড়া আর কোথায়ও প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। এখন হয়েছে? দুঃখ, তাদের আশংকা যে কতখানি ভুল সেটা তারা না শুধরায়েই পরলোকগমন করেছে। তো, এত সৌরজগতের মাঝে একটা জগত না থাকলে তাতে কারও কি কিছু যায় আসে? ওরা এই জেলি মাছগুলোর মতো, এদের কোন ব্রেন নাই, ঠিক নীলগ্রহটার ক্যাসিওপিয়া মাছদের মতোই।'

কোয়ার্ক পিকোস্কোপটার নিকট এসে দাঁড়িয়েছে থিয়ারা। মিমা নামে এক সহকারী মেয়েটা চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পাটকাঠির মতো লিকলিকে মেয়েটা। ইলারা বর্ননা করতে থাকে; কোনটা কোয়ার্ক বিম জেনারেশন কলাম, কোনটা স্পেসিমেন চেম্বার, কোনটা ভ্যাকিউম পাম্প। ইলারা ওটার কভার প্লেটটা খুলে তার মধ্যে নমুনা স্লাইডটা রাখে, টেবিলের ট্যাকবলে হাতের তালুকে ঘঁষা দিয়ে দিয়ে ম্যানুয়েলি স্পেসিমেনটাকে পজিশনে নিয়ে আসে। এরপর মনিটরে নজর রাখার জন্য ভিএক্স ভিন্ন একটা রোবটকে দায়িত্ব দিয়ে দেয়।
'ওকে, থিয়া, আমাদের পর্ব শেষ। এবার কম্পিউটারের কাজ শুরু। মেশিন বলছে, ওদের রিপোর্ট দিতে বাহাত্তর ঘন্টা সময় লাগবে।'
'বাহত্তর ঘন্টা? এত দেরি?'
'আমি দেখছি' বলেই কম্পিউটারকে কড়া এক ধমক চেতায় ইলারা। পরক্ষণেই থিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলে 'ওরা আটচল্লিশ ঘন্টা সময় চাচ্ছে। এর নিচে আর পারবে না।'
'ওদেরকে বলে আর একটু কম সময়ে করানো যায় না?'
'না চেষ্টা তো করলাম। মেশিনের উপরে আর কারও হাত নেই, শত অনুরোধ করলেও আর শুনবে না। ওরাই রিপোর্টটা ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দিবে, তোমাকেও। আর হ্যাঁ, যদি কোন কিছুর দরকার হয়, তাহলে আমাকে জানাইও'
'ওকে, ধন্যবাদ ইলারা।'

হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে দেখছে থিয়া, ওকে ডাকা হচ্ছে পারফরমেন্স হলে। বার্থ ডে এর একটা চিহ্ন উঠেছে ডিভাইসটায়, একটা রোবট কতকগুলো রঙিন রকেটে চড়ে উড়ে চলেছে মনের সুখে।

তের

'হ্যালো ফলোয়ার বন্ধুরা! কেমন আছেন আপনারা? আজ সারাটা দিন খুব খুব ব্যস্ত ছিলাম। অনেকেই যারা আমার জন্মদিনে উইশ করেছেন তাদেরকে দূর

পরবাস থেকে সুইট কিস। আপনারা জানবেন, আজকে আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি মিউজিক্যাল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনটা করা হয়েছে এই লেভেল -১ এর এই মিউজিক স্টুডিওটায়। এখানে অনেকে এটাকে পারফরমেন্স হল নামেও অভিহিত করে। কর্মবিরতিকালীন সময় অনেকেই পারফরম্যান্স হলে সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। অনেকেই তাদের সাথে ছোট শিশু কিশোরদেরও নিয়ে আসে। এই দেখুন, আমাদেরকে স্টুডিওতে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এরই মধ্যে এক ঠেঙ্গার দুই রোবট দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেছে, আমরা এখন ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। এই দেখুন ওরা আমাদেরকে হাতের ইশারায় হলের ভেতরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, ভুলেও ওদের টাকলা মাথা নেড়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন না, কারণ এতে ওরা খুব বিরক্ত হয়, এমনও হয়েছে যে ওরা থু থু ছিটাতেও কার্পন্যবোধ করে না। হ্যাঁ, বন্ধুরা, এবার দেখুন পারফরমেন্স হলের ভেতরের দিকটা। এখানকার রোবটেরা যে কতটা আমোদপ্রিয়, সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমাদের রোবটগুলোর মতো নিশ্চই ওরা এতটা মগা নয়।'

'এই যে মঞ্চ দেখুন, দেখুন এখানে গীটার আর ভায়োলিন সব রোবটদের দখলে। গীটার নিয়ে খাড়িয়ে ঐ যে দুই রোবট, ওদের নাম ফ্ল্যাশ ও ডিটিওয়াই। আর এই অপ্সরীবেশে যে তিনজন স্টেজে উঠেছে, এরাও কিন্তু রোবট। এরা ভিএক্স সিরিজের রোবট, এদের টানাটানা চোখ। এদের পরনে দেখুন পেটিকোট আর বুকে কাঁচুলি, দেখতে লাগছে ঠিক আমাদের হিজরাদের মতো। আর এই যে পেছনে ছয় ছয়টা রোবট, ওদের সবার হাতে; ওগুলো সব লেজার ভায়োলিন। এখানে অবশ্য দেখতে পাচ্ছি, তিনজন বাদ্যকার হিসেবে সম্মানিত হোমো স্যাপিয়েন্স রয়েছেন, অক্সিজেন অপারেটর রাভিন; উনি ড্রামিস্ট আর বাজাবেন ইলেকট্রম্যাগনেটিক ঘূর্ণায়মান ড্রাম আর রাডার অপারেটর জেনেট; উনি ম্যান্ডোলিন বাদকার হিসেবে এখানে থাকছেন। আর ইনি, ডাটা এট্রির মিনকার; রয়েছেন হার্পস বাদ্যকার হিসেবে।'

'তো বন্ধুরা আমি অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচার করছি। কেমন লাগল সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এখন দেখুন আর বেশি বেশি শেয়ার করুন।'

এমিলি স্টেজে উঠেছে উপস্থাপিকা হিসেবে। কপালের পাশ থেকে চুল সরিয়ে দুই হাত নেড়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলা শুরু করে 'উপস্থিত মার্সিয়ান, টাইটানিয়ান, অ্যানসেলাডাসিয়ান, স্যাটেলাইটেনিয়ান ও নীলগ্রহনিবাসী সবাইকে গীতবাদ্যের এ অনুষ্ঠানে সুস্বাগতম। আজকের এ অনুষ্ঠানটি আমাদের অ্যালিয়েন সুন্দরীর

উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আজ তার জন্ম দিন। আসুন আমরা সবাই মিলে বলি 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ! হ্যাপি বার্থ ডে টু থিয়া।' সবাই এক সাথে হ্যাপি বার্থ ডে বলে চেঁচালো। এমিলি বলতে থাকে 'আমি একটি কথা বলতে চাই, মিউজিকের কোন ভাষা নাই, এর কোন দেশ নাই, এটি একটি ইউনিভার্সাল ভাষা। এ ভাষার মাধ্যমে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের লোকজন একাত্মতা ঘোষণা করেছে, আজ আমরা একত্রিত হয়েছি।'

মুখের সম্মুখে কোন মাইক্রোফোন ছাড়াই এমিলি বলতে থাকে 'আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই এমন একটা রোবট স্টেজে উঠবে যে জীবনেও কোন দিন গান গায় নি। মঞ্চে এস ন্যাশ'
'এখন?'
'হ্যাঁ, এস'

ন্যাশ মঞ্চে আরোহন করল। কথা বলার আগ মুহূর্তে সাউন্ড সিস্টেমের সনিক ফোকাস অ্যারেটা পরিবর্তিত হয়ে ন্যাশের দিকে নিপতিত হল। আলোক বিজ্ঞানের ডেফত-অব-ফিল্ডের মতোই শব্দ বিজ্ঞানে সনিক ফোকাসটা কাজ করে। হাজারটা শব্দের উৎসের মাঝে নয়েজ ক্যান্সেলেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি উৎসের শব্দই ফিল্টার করে প্রসেসিং করতে পারে। কোন মাইক্রোফোন হাতে না নিয়েও ন্যাশের কথাগুলোয় সারা ঘরময় ভর্তি হয়ে গেল 'আমার নাম ন্যাশ। আমি আজকে গান গাইব, গানের কলিটা হল ইকড়ি-মিকড়ি-চাম-চিকড়ি। এটা নীলগ্রহের খুব জনপ্রিয় একটা গান।'

পিঙ্গোল বর্ণের রোবটটা সামনের সারিতে জায়গা না পেয়ে স্টেজে উঠেছে। সে ফ্ল্যাশের গীটারটা নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করেছে। দুই জনই নাছোড়বান্দা হওয়ায় এমিলির মধ্যস্থ্যতায় ডিটিওয়াই তার গীটারটা পিঙ্গোল রোবটকে দিয়ে দর্শকসারীর পেছনে গিয়ে বসে পড়ল।
ন্যাশ গলা খাঁকারি দিয়ে গান গাওয়া শুরু করল। গীটারদুটো বাজাচ্ছে পিঙ্গল ও ফ্ল্যাশ দুই রোবট। চৌপদী কুত্তা রোবটা কখন লাফিয়ে এসে ঘোড়ার মতো হিজড়াদের সাথে লাফানো শুরু করেছে।

চলছে অন্তরীক্ষের গান। একটা গান গেয়েই আসর গরম করে ফেলেছে ন্যাশ। যখন হিজড়া রোবট একটা নিজের বুক থেকে কাঁচুলি খুলে দর্শকদের মাঝে ফিঁকে মারল তখন সারা ঘরে শুরু হল হৈ চৈ আনলিমিটেড। বাজনার তালে মেঝেতে পা ঠুকিয়ে তাল দিচ্ছে থিয়া। অবশ্য ওর দৃষ্টিপথে রোবটদের মাথা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়

মাথাটা উঁচিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে হচ্ছে। ন্যাশের গান একটা শেষ হলে মানুষেরা জোরে করতালি লাগাল। তবে হাততালিতে রোবটদের শব্দ না হওয়ায় তারা করতালির বদলে যার যার পাছায় হাত চাপড়ায়ে জড়ালো শব্দের সৃষ্টি করল।

স্বতঃস্ফূর্ত মনে একটা গান গাওয়ার জন্য খাড়িয়েছে পিঙ্গোল বর্ণের রোবটটা, অনুশীলনের জন্যই বলা যায়। গান গাওয়া শেষ হবার আগেই কয়েকটা রোবট হাত তালি দিয়ে উঠল। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সে।
'এই বেয়াদব রোবট, আমার গান গাওয়া শেষ না হতেই তোরা হাততালি দিস কী জন্য? তোদের বাপ তো এত বড় বেয়াদব ছিল না'
ভিএক্স-২২ রোবটা এবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসা শুরু করল। সাথে সাথেই মাথায় চাটি খেল এমএক্স-১৩ রোবটের।
'গানের মাঝখানে হাসি কিসের? হাসিস তো আসিস কী জন্য?'
'কী আবোলতাবোল গান, হাসি তো এমনিতেই আসে।'
'আমার এ গানে রুচি নাই' কথাটা বলে ভিএক্স রোবট দাঁতে দাঁত কবাট আটকে বসে থাকে।

হঠাৎ থিয়াকে পেছনেরর সারিতে বসা দেখে উল্লাসপূর্ণ গলায় ডাকছে এমিলি
'এই; এই দিকে থিয়া বসা, জন্মদিনে ওকে দিয়ে একটা গান গাইয়ে নাও।'
ভয়ে কুঁকড়ে গেল থিয়া। কাঁচুমাচু করে বলল 'সরি, এমিলি আমি গান গাইতে পারি না।'
'আহা যা পার তাতেই চলবে' পরক্ষণেই স্টেজের দিকে তাকিয়ে পিঙ্গোল রোবটাকে বলল 'এই রোবটের বাচ্চা রোবট, তোর গান থামা।'
মাঝপথে তার গান থেমে যাওয়ায় খানিকটা সময় সে উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ করছে। অন্যদিকে নিশো, কোকাব সবাই থিয়াকে জোরপূর্বক মঞ্চে উঠিয়ে দিয়েছে। থিয়া স্টেজে উঠে উপস্থাপিকা এমিলিকে বলছে 'আমি গান গাইব আর সাথে গীটার বাজাব। ঐ ব্যাটা পিঙ্গল, তুই আমাকে গীটারটা দে।'
পিঙ্গল রোবটটার চোখমুকে আতঙ্ক ভর করেছে, সে গীটারটা ছাড়তে নারাজ। 'না, আমি গীটার দেব না, আপনি অন্য কিছু বাজান।'
'আরে একটু দে বেয়াদব, তারপরে আবার নিস।'
'না, আমি গীটার দেব না।'
নিশো রাগের ঠেলায় মঞ্চে উঠে এসেছে। কাউকে তোয়াক্কা করে না এই পাজি রোবটটা। রোবটটাকে কর্তৃত্বের সুরে হুকুম করে 'এই মোটকু রোবটের বাচ্চা রোবট, তুই এক্ষুনি আমার ঠ্যাঙ ধরে মাফ চা।'

‘না, আমি মাফ চাইতে পারব না।’
‘হয় মাফ চাবি নয়ত গীটারটা দিবি, কোনটা করবি?’
‘ঠিক আছে গীটারটা দেই, কী আর করার।’
রোবটটা গীটারটা এগিয়ে দিলে থিয়া সেটা হাতে উঠিয়ে নিল। গীটার ছেড়ে পিঙ্গোল রোবটটা এখন বাজানোর জন্য মর্ডান চেলো হাতে উঠিয়ে নিল।

থিয়ার গীটারের কোন তার নাই, শূন্যস্থানে গীটার বাজানোর মতোই ব্যাপারটা। বাম হাতের তালুতে রয়েছে স্কেল ও কর্ড প্যাড। অদৃশ্য লেজার রশ্মি নির্গত হচ্ছে প্যাড থেকে। ডান হাতে রয়েছে পিক। সেন্সর পিকটার পজিশন নির্নয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নোট সিলেক্ট করে।

ডিজিটাল মিউজিক সিনথেসাইজারটা সেমি-অটোমেটিক এবং ম্যানুয়াল। জটিল কম্বিনেশনে মিউজিক পরিবেশন করছে। ব্লুটুথ ওয়ারলেস স্পিকার সিস্টেম ভার্চুয়ালি সারা ঘরময় পেঁচিয়ে নিয়েছে। গীটারে সূরের মুর্চ্ছনা উথলিয়ে উঠছে। থিয়ার গলা শুনে সব দর্শকেরা অভিভূত হয়ে গেল। তিন রোবট এবার একে অন্যের কাঁকালে হাত রেখে নাচানাচি শুরু করেছে। গান বাজনা চলার মাঝেই অপ্রত্যাশিতভাবে ডিটিওয়াই রোবট উঠেছে স্টেজে। উল্লাসিত হয়ে উঠেছে থিয়ার কাছে অটোগ্রাফ নিতে। নিশো রোবটটাকে বাধা দেয় ‘আরে এখন অটোগ্রাফ নেয় না রে ছোঁড়া, আগে গানটা শেষ হোক।’
‘আচ্ছা আচ্ছা, যে আমার চেহারা তার নাম পেয়ারা।’ রাগে গজগজ করতে করতে মঞ্চ থেকে নেমে এল ডিটিওয়াই রোবট। থিয়ার অটোগ্রাফটা নিতে না পারার ক্ষোভে ফুঁসছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই মঞ্চের পেছনে গিয়েই কম্পিউটার সিস্টেমে অ্যাকুয়াটিক মোডের সুইচ চালু করে দিয়েছে সে। সাথে সাথেই পুরো হল রুম ভার্চুয়াল পানির নিচে ডুবে গেল। চতুর্দিকে পানির বুদবুদ উঠছে। মিউজিক ও বাজছে পানির নিচে বাজার মতো। ওকে ধরার জন্য পিঙ্গোল রোবটটা চেলো বাজানো বাদ দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে পাজি রোবটটা অডিও সিস্টেমের সুইচটা জঙ্গল মোডে ঘুরিয়ে দিয়েছে। সাথে সাথেই সব মিউজিকগুলো বাঘ ভাল্লুকের ডাকের আদলে ডাকাডাকি শুরু করেছে। থিয়ার গলাটা মনে হল হুতুম পেঁচার ডাক। নিশো পাজি রোবটটাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে রোবটটা সব ফেলে ছুটে পালাল। অবশেষে থিয়ার গান গান শেষ হল। প্রসংশায় পঞ্চমুখ হল সব দর্শক। মানুষেরা করতালি দিল, রোবটেরা পাছা চাপড়ালো।

চৌদ্দ

অবশেষে থিয়া, নিশোরা ডাঃ কসমোনট ডিওনের নিকট হতে শরীরিক ছাড়পত্র নিয়ে চলে এল শ্যাফটের সর্বপশ্চিমের প্রি-ফ্লাইট চেম্বারে। এন্টি-ফ্রস্ট বাইট ইঞ্জেকশনটা খুব পীড়া দেয়ায় উরুর জায়গাটা এখনও জ্বালা করছে থিয়ার। শীত দংশনের হাত থেকে বাঁচার এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। দেখল রীতিমত তাদের জন্য একটা সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। কে নাই আজকের এই অনুষ্ঠানে? প্রধান স্পেস বায়োলজিস্ট লিডা আমান্ডা, প্রজেক্ট কমান্ডার রেড ক্রুসাস, সহকারি প্রজেক্ট কমান্ডার অর্ক মুসকাইডা, বেলিন্ডা রিজেল সবাই উপস্থিত। আজ বাঙালী বউ সেজে এসেছে এমিলি। তাকে দেখে হাসতে হাসতে সবার পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। আলাপের ছলে রাভিন এমিলিকে প্রেম প্রস্তাব দিতেই সে শাড়ির নিচ থেকে একটা ঝাঁটা বের করে রাভিনকে দেখিয়ে বলছে 'নিজের চেহারাটা একবার আয়নাতে দেখেছিস, বাঁদর?'

শাড়ির নিচে যে এমিলি একটা ঝাঁটা নিয়ে আসতে পারে সেটা থিয়া চিন্তাও করতে পারেনি। তবে জিনিসটা নিয়ে খুব আগ্রহী হয়ে উঠল দলের সবাই। এই জিসিনটা কেউ আগে কখনও দেখেনি।

এমিলি রহস্য মুড়িয়ে বর্ণনা করে 'এটা নীলগ্রহের সংস্কৃতি, এটাকে দেখলে সবাই খুব ভয় পায়।'

রেড ক্রসাস এগিয়ে এসে খুব সাবধানে ঝাঁটাটা হাতে উঠিয়ে নেয়। এরপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আজব জিনিসটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে বলে 'দেখতে এটা অনেকটা ধুমকেতুর মতো। কিন্তু এটা কী এমন জিনিস যে সবাই ভয় পায়?'

বদরাগী রেডকে আজ হাসিখুশি দেখে খানিকটা হতবাক হয় থিয়া। আজ যে কয়দিন তাকে দেখেছে, মানুষটাকে খুবই খেপাটে বলে মনে হয়েছে তার।

লিডা একে একে ঝাঁটাটা পর্যবেক্ষণ করে তবে ভেবে পায় না সবার ভয় পাওয়ার রহস্যময় সেই কারণ। কথায় কথা বাড়ে, কথাচ্ছলে এরিস আশাবাদী হয়ে উঠে 'যাক এমিলির উছিলায় এবার যদি একটা বিয়ে খাওয়া যায়।' এরিস ডাক্তার ডিওনের সহযোগী।

এমিলি এবার এরিসের দিকে রাগত চোখে তাকিয়ে বলে 'প্লিজ তোমার পাছার মতো মুখটা এবার বন্ধ কর।'

সাথে সাথেই এরিস মুখটা দু'হাতে ঢেকে কেলাতে লাগল। বেচারাটা বেশ শরম পেয়েছে বলে মনে হল, কারণ তার চোখ মুখে এখন লালিমা ভাবটার উদয় ঘটেছে।

রোয়ান বলল 'আজকেই অভিযানে সব চেয়ে দুর্ধর্ষ যে অভিযাত্রী, তাকে আমরা অবশ্যই মিস করব।'

সাথে সাথেই থিয়া, নিশো সবাই বেলিন্ডার দিকে তাকায়। থিয়া চিন্তা করে সত্যি, উনার হাঁটুর অপারেশন না হলে উনি অবশ্যই তাদের সঙ্গী হত। উনাকে এখনই অনেক অনুভব করা শুরু করেছে থিয়া। কিন্তু কিছুই করার নেই, উনার হাঁটুর যা অবস্থা তাতে সেটা সেরে উঠতে মাস তিনেক সময় লাগবে, নিশ্চিত।

দুইজন অপারেটর এসে সবগুলো অভিযাত্রীদের স্পেসস্যুটের তথ্য-উপাত্ত লগ বইয়ে লিপিবদ্ধ করা শুরু করেছে। সব চেক করে সবার মস্তিষ্কে স্থাপিত ন্যানো-কম্পিউটারটার সব ফাংশন আবার চালু করে দিল।
সবার সবকিছু ঠিকঠাক মতো থাকায় এবার অভিযান শুরুর সিগন্যাল দিয়ে দিল তারা।
বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলে সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। গলাটা সামান্য কেশে প্রজেক্ট কমান্ডার রেড ক্রুসাস বলা শুরু করল 'আজকের মিশন স্পেশালিষ্ট হিসেবে রয়েছে আমাদের স্যাও ভিলজাও। সে অবশ্য একাধারে সাবমেরিনটারও কমন্ডার।' খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্যাও এর কাঁধে মৃদু কয়েকটা চাপড় মারল। নিশো তার লম্বা হাতটা স্যাও এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল 'ধন্যবাদ স্যাও, আমাদের দলে যোগদান করার জন্য।'
'তোমাদেরকে কিছু কথা না বললেই নয়। তোমরা যে কাজে যাচ্ছ তা অত্যন্ত বিপদসংকুলান একটি কাজ। প্রতিটি পদে পদে তোমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে। সব সময়ই মাথা ঠান্ডা রেখে কর্ম সম্পাদন করতে হবে, মোটেও মাথা গরম করা চলবে না। একটা সমস্যা দেখা দিলে সেটার সমাধান তো করতেই হবে কারণ এখানে রয়েছে জীবন মরণের ব্যাপার। ঠিক আছে, তোমরা এবার মিশন শুরু করতে পার। গুড লাক।'

লিডা সামান্য এগিয়ে এসে সবার বুকে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে দিল। থিয়া হতবাক হয় যে একজন বিজ্ঞানীরও এগুলোর উপর অগাধ বিশ্বাস; সেটা চিন্তা করে। লিডা থিয়াকে বলে 'থিয়া, আমাদের চাঁদের কেন্দ্রভাগে রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থের পরিমান মারাত্মক বেশি। সুতরাং কোনভাবেই যেন গায়ের কোন অংশ একটুও উদাম না হয়।'

'উদাম হবার প্রসঙ্গ আসছে কেন, ওরা তো আর সেক্স করতে যাচ্ছে না।' রেডের কথায় খানিকটা লজ্জা পেল সবাই। থিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে রেডকে হ্যাঁ সম্মতি জ্ঞাপন করল-নিশো ঠোঁট উল্টিয়ে প্রকাশ করল বৈলক্ষণ্যতা।

হাসি খুশির বিদায় পর্বটা শেষে থিয়ারা পা আগ বাড়ায় আর সাথে সাথেই সৃষ্টি হয় ভারী যান্ত্রিক গুঞ্জনধ্বনি। ঘূর্ণায়মান ল্যাব থেকে বাহিরে পা দেয়া মাত্র মারাত্মক ওজনহীনতা অনুভব করল থিয়ারা। সাথে সাথেই বাষ্পের মতো উড়ে উপরের নরম প্যাডযুক্ত সিলিংএ বাড়ি খেল। এখন থিয়া বুঝতে পারছে কিভাবে আস্ত ল্যাবরেটরীটাই মেইনফ্রেমের সাপেক্ষে ডিস্কের মতো বনবন করে ঘুরছে আর তাতে তাদের ল্যাবের ভেতরে আর্টিফিসিয়াল গ্রাভিটি বল তৈরী হচ্ছে। আর এই বলের কারণে ওজনহীন উপগ্রহটায় বসবাস করেও কখনও ওজনহীনতা অনুভূত হয় না।

কতিপয় ভারী যন্ত্রাংশের সমন্বয় সাধনের পর দুটো যান্ত্রিক দরজা খুলে একটা হ্যাচের মুখ উন্মুক্ত হল। থিয়া মনে মনে চিন্তা করল, আসলেই কারবার! জটিল গতিবিজ্ঞান আর বলবিজ্ঞানের ফলিত উদাহরণ হয়ে থাকবে এই ল্যাব।

ভাসতে ভাসতেই থিয়ারা মেইনফ্রেমটা থেকে বেরিয়ে এল। এখান থেকে একটা শ্যাফট সোজা নিচে পানিতে ভাসন্ত সাবমেরিনের পেটে ঢুকেছে। হালকা একটা এলিভেটরে চেপে ওরা চলে এল ফাঁপা শ্যাফটের প্রান্তভাগে।

শেষ মাথার দিকের হ্যাচগুলো আরও বেশি জটিল। সবগুলো হ্যাচই থিং অব ইন্টারনেটে সংযুক্ত আর সেগুলো খুলেও গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ঝাঁটাটা সঙ্গে নেয়ার জন্য ল্যাবের কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভার্চুয়াল এমিলির সাথে বাস্তবিক এমিলি তর্ক বিতর্কে জড়াল। ভ্যাকুয়াম টিউবের মাঝ দিয়ে ধাতব একটা মই সোজা নেমে গেছে নিমজ্জিত সাগরের মাঝে।

শেফেরা সব খাবার সাবমেরিনে বোঝাই করে বিনয়াবনত মুখে ফিরে আসছে। এরা রোবট নয়, মানুষ। শেফ প্রধান; ফুড ইন্সপেক্টর মারজিমকে থিয়া একটা খোঁচা মেরে বলল 'খাবার যাতে ভালো হয়, তাছাড়া খবর আছে।'
'নো চিন্তা, তোমার জন্য আলু দিয়ে বাঘা আইড় ভুনা রেঁধে রাখা হয়েছে।'
মনে মনে চিন্তা করে থিয়া, সেটা হলে তো খুবই ভালো হত। কতদিন আইড় মাছের ভুনা দিয়ে মুড়ি খাওয়া হয় না।
সব শেষে একজন ক্রু-রোবট সাবমেরিনের ক্যালিব্রেশন শেষ করে উঠে আসছে নিচ থেকে। থিয়া খেয়াল করে রোবটটা অঙ্গহীন। ওর দু'হাত নাই, হয়ত প্রয়োজনের সময় পেটের ভেতর থেকে কোমল লিভারের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আসে। রোবটটা সামনে এসে দাঁড়ায়। স্যাওয়ের দিকে ভন্ন্যাৎ করে ঘুরে বলে 'সব কিছু ঠিক ঠাক আছে, স্যাও! তোমরা জলযানে উঠতে পার।'

স্যাও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রোবটটার মাথার চাঁন্দি টিপতে থাকে 'আমি কখনও কোন রোবটকে বিশ্বাস করি না, ওয়াগনা!'
'আ, ঠিক আছে, স্যাও, তুমি যেমনটা মনে কর।'
ক্রু-রোবটটার মাথার উপরে উদ্ভাসিত হয়েছে সাবমেরিনটার ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রামটাকে আঙ্গুলের নির্দেশে সবগুলো যন্ত্রাংশের লগবুকে চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্টিসূচক মাথা নাড়ে।
মইটাতে পা রাখতেই সেটা হ্যালফেলিয়ে উঠল, ভার বহনের শক্তিটা মইয়ের খুব কম হলেও থিয়াদের ওজনহীনতার কারণে এটা কোন বাধা হয়ে দাঁড়াল না।
থিয়ার মনে হল, ধাতুটা অ্যালুমিনিয়ামের মতোই পাতলা তবে ঠিক অ্যালুমিনিয়াম নয়। হাত দিয়ে মইকে স্পর্শ করে মনে মনে চিন্তা করে ধাতুটা মনে হয় ম্যাগনেসিয়ামের কোন অ্যালয় হবে।
সবাই মইটা বেয়ে সারিবদ্ধ ভাবে নামা শুরু করল। সারির মাথা হয়ে থাকল ফ্ল্যাশ, তারপরে এমিলি। ওরা দুইজনই তরতর করে নিচে নেমে গেল। জায়গাটা খুবই সংকুলান হওয়ায় পাশাপাশি দুইজন হাঁটার সুযোগ নেই। মইয়ের শেষ মাথা থেকে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে। আলোটা আসছে সাবমেরিনের পেট থেকে, যেটা অপেক্ষা করছে ঠিক মইয়ের তলাটায়। থিয়ারা একে একে পা রাখল সাবমেরিনের পেটে। এমিলি আর তার সহকারী রোবট ফ্ল্যাশ উঠে বসেছে সবার আগে। সবার শেষে উঠল স্যাও, সে সাবমেরিন কমান্ডার।

নিউক্লিও শক্তি চালিত ছোট একটা সাবমেরিন, আটজন বসা উপযোগী। স্যাও কন্ট্রোল প্যানেলের সিটে গিয়ে বসেছে। পাশাপাশি বসেছে রোয়ান। দ্বিতীয় সারিতে বসেছে কোকাব, থিয়া ও নিশো আর এমিলি, এরিস বসেছে সবার পেছনে। সামনের প্যানেলের দিকে ঝুঁকে লগ বুকে পেন্সিল দিয়ে কিছু তথ্য লিখে সুইচ একটা অন করে দিল স্যাও। স্ক্রিনে ভেসে উঠল অন্ধকার সমুদ্র।

থিয়ার প্রথম দেখা সাব-সারফেইস ওশান, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ষাট মাইল বরফস্তরের নিচে প্রবাহিত উষ্ণ পানির সমুদ্র। সামনে জমাট অন্ধকার, কিছুই থিয়ার চোখে পড়ল না। কমান্ডারের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন বুঝে জলযানটা তার সামনের লাইটা জ্বালিয়ে দিল। রেডিও আইসোটোপ ফ্ল্যাশ লাইট। কখনও চার্জের প্রয়োজন হয় না, আয়ুকাল দশ হাজার ঘন্টা। পানির ভেতর দিয়ে সমান্তরাল হয়ে ছুটছে আলোক রশ্মিমালা। থিয়া খেয়াল করে এখান রয়েছে সারিবদ্ধ অনেকগুলো প্রোব, বড় গাছের শিকড়ের মতো, ল্যাবটা থেকে সব সমুদ্রের পানিতে নেমে এসেছে।

সাগরের নিচে টারবাইন রাখা। সেগুলোকে আলো অন্ধকারে দেখতে যান্ত্রিক দানবের মতো মনে হচ্ছে। সেটা পানির স্রোতে ঘুরে ল্যাবে শক্তির জোগান দিচ্ছে।

সেল্ফ সাসটেইনেবল অ্যাটমসফেয়ার কন্ট্রোল স্টেশন। দরজার সামনে লেখা প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। রোয়ান বর্ণনা করে, তোমরা ল্যাবে যে মাছ খাও তা এখান থেকেই মজুদ আসে।'
থিয়া হতবাক হয়ে তাকায়। ছোট ছোট কাঁচের ঘুপরি ঘর। সেখানে মাছ ও স্পাইরোগাইরা শৈবালের চাষ হচ্ছে। পরের হলরুমে রয়েছে গোল আলু চাষের জায়গা। অ্যানসেলাডাস আর টাইটানের মানব কলোনীর মূল শক্তি আসে মূলত এই আলু থেকে। এখান থেকে পটেটো চিপ্স তৈরী করা হয়। আলুর চিপ্স তৈরীর ফ্যাসিলিটিজে দুইটা রোবট চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। তাদেরকে দেখে থিয়ার হাসি পায়।
নিশো বলে 'এসব জায়গায় মানুষদেরও নিয়োগ দেয়া উচিত ছিল। সব জায়গায় রোবট নিয়োগেরও একটা ঠ্যালা থাকতে পারে।'
'হ্যাঁ, রোবটদের পাশাপাশি মানুষও রাখা উচিত ছিল কিন্তু কেন যে রাখল না!' রোয়ান ঘাড়টা উচিয়ে বলে 'মানুষের উপর দায়িত্ব থাকলে কখনও কোয়ালিটি ঠিক মতো কন্ট্রোল হত না। ব্যাচ টু ব্যাচ একটা ভেরিয়েশন সব সময়ই জিইয়ে থাকত।'
আরও একটু সামনের দিকে খেয়াল করল থিয়া। ওখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'বায়োহাজার্ড স্টোরেজ স্পেস।'
ভ্রুকুটি করে সে জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা ওখানে কী জিনিস স্টোর করে রাখা আছে?' এমিলি উত্তর দেয় 'লাশ!'
'লাশ?'
'হ্যাঁ, এখানে এই ল্যাবে কেউ মারা গেলে তার লাশ অত্যধিক বাতাসের চাপে ওখানে রাখা হয়। ওখানে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া আছে সেগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই লাশটাকে ডিকম্পোজ করে ফেলে।'
থিয়া মাথা নাড়ে 'সত্যিই তাদের দুর্ভাগ্য যাদের লাশ ওখানে এখন পঁচে গলে খসছে।'
'সৌভাগ্যও বলতে পার কারণ ওদেরকে পঁচানোর জন্য আদি ব্যাকটেরিয়া সব ভিন্নগ্রহ থেকে বিপুল খরচ করে আনতে হয়েছে!'

ম্যানুয়েল ক্যালকুলেটরে কিছু হিসাব চুকে কথা বলা শুরু করল স্যাও। মুখ তুলে অদৃশ্য কাউকে বলল 'এইট ফাইভ জিরো, টু ডাউন। সিক্স নাইন থ্রি এইট, টু ফোর ডাউন।'
'কপি দ্যাট, স্যাবমেরিন-২। তুমি এখন যাত্রা শুরু করতে পার।' ল্যাব থেকে ফিরতি ম্যাসেজে সবুজ সংকেত পাওয়ায় মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিতে সাবমেরিনটা নড়াচড়া শুরু করল। ঘাড়টা ফিরিয়ে স্যাও বলল 'হ্যালো এক্সপ্লোরার, ইয়াহু!' স্যাওকে নকল করে সবাইকে হাত উঠিয়ে হাই জানাল রোবট ফ্ল্যাশ। সেও খুব আনন্দের মধ্যে রয়েছে।

সমুদ্রের মাঝ দিয়ে বুলেট গতিতে ছুটে চলেছে উভচর যানটা। থিয়া খেয়াল করে এখানে সমুদ্রটা প্রায় ষাট কিলোমিটার গভীর, পানির তাপমাত্রা সাতাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্ক্রিনে পেছনের ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে যানটা পেছনে একটা রেখার সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে আর সন্মুখের ক্যামেরায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে কালো কালো পাথরের পাহাড়, দৈত্যের মতো প্রতিকৃতি একেকটার। নীলগ্রহের পাহাড়গুলো থেকে এগুলোর আকৃতিতে একটাই পার্থক্য, যেখানে পাহাড়গুলোর খাড়া হয়ে থাকে সেখানে এই পাহাড়গুলো পানির ভেতরে রয়েছে উবু হয়ে।

মাথার উপরে কালো পাহাড়, নিচ দিয়ে জলপথ। সামনের পর্বতটার মাথার আকৃতি এমন যে মাথাটার মাঝ খান থেকে খসে পড়েছে, দেখতে ঠিক মঙ্গল গ্রহের অলিম্পাস মঞ্চের চূড়া, উল্টো হয়ে ঝুলছে।

বরফমোড়া এ উপগ্রহটার কেন্দ্রে রয়েছে পাথুরে কেন্দ্র যেগুলো এখন স্ক্রিনে ফুটে উঠছে। পাহাড় পর্বতের চূড়াগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সবগুলো পাহাড়েরই নাম রয়েছে। নামগুলো সব ডিসপ্লেতে ভেসে উঠছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। সবগুলোই ভার্জিন পাহাড়, আনক্লাইম্বড। কোন মানুষ কখনও চড়েনি, কেউ সাঁতরেও উঠেনি কখনও।

দুই পর্বতের মাঝ দিয়ে পথ করে সমতল একটা ভ্যালিতে এসে উপস্থিত হল সাবমেরিনটা। স্ক্রিনে ভেসে উঠছে বিস্তারিত তথ্য, ভ্যালিটার নাম স্লাইসভ্যালি। মনিটরের এক কোণে বাস্তব সময়ে দেখা যাচ্ছে ল্যাবের রেডিও অপারেটরদের চিত্র। ওখানে শুধু কুত্তা রোবটা ছাড়া আর কেউ নাই। কোকাব কটাক্ষ করে উঠল 'কি ভয় পাচ্ছ থিয়া? ভয়ের কিছু নাই, এখানে নিশ্চই মানুষখেকো দানব দেখতে পাবে না।'
'আমাদেরকে দিয়ে কর্তৃপক্ষ কী আবিষ্কার করানোর প্ল্যান করছে?'

এমিলি বলে 'কী আর, হয়ত তেল, গ্যাস বা সোনার খনি।'
'তাও ভালো, ভাগ্যিস অ্যালিয়েন নয়!'
এরিসের কথায় হা হা করে হাসল খানিকটা সবাই।

প্রথম কয়েক ঘন্টা বেশ ভালই কাটল সবার। ঘন্টার পর ঘন্টা একঘেয়ে সাগরের নিচ দিয়ে পথ চলা। সাবমেরিন যে চলছে সেটা একমাত্র স্ক্রিনে না তাকালে বোঝার জো নেই। উত্তেজনায় ঠাসা দিনগুলোর কথা মনে করতে করতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল থিয়া। ইঞ্জিনের পেছনের তাপমাত্রাও এখন সামনের দিকে চলে এসেছে। এই শীতেও ঘামা শুরু করেছে নিশো, এমিলি। এমিলি তো বলেই ফেলল 'উহ্ কী গরম পড়েছে রে বাবা, কাপড় খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'
মিটি মিটি হাসছে কোকাব। জানে এখন এমিলির প্রসঙ্গে কথা উঠলেই আবার ঝাঁটাটা দেখিয়ে দিবে। পরক্ষণেই পাশে ঘুমন্ত থিয়াকে দেখে জিজ্ঞেস করে 'এই থিয়া ঘুমাও কেন? তাড়াতাড়ি উঠ।' গায়ে কয়েকবার ঠেলা দিল সে।
নিশো তিরস্কার করে বলে 'কী মরার মতো ঘুমায়।'
সহকারি ডাক্তার এরিস বলল 'ঘুমাতে চাইলে ঘুমাক, ঘুম থেকে উঠলে শরীরটা সতেজ হবে।'

ঘুম ঘুম ভাব থেকে আবার পূর্ণ সজাগ হল থিয়া। দেখল স্যাও ছাড়া বাকি সব মানুষেরা তখন ঘুমের ঘোরে। বার কয়েক হাই তুলে জিজ্ঞেস করল 'ওমা, আমরা কতক্ষণ ধরে ভাসছি?'
'ছাব্বিস ঘন্টা' ভাবলেশহীন গলায় উত্তর দিল রোবট ফ্ল্যাশ। হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে দেখল সেই কখন কোয়ার্ক পিকোস্কোপিক রিপোর্ট এসেছে, মডিউল ইনচার্জ ইলারা অ্যালবাইরোর ডিপার্টমেন্টের কোন রোবট রিপোর্টগুলো পাঠিয়েছে।
এমিলি বলে 'হ্যাঁ, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল মধ্যাহ্ন ভোজনটা আর্থগার্ডেনে সারব কি বল?'
স্যাওও মাথা নাড়ায় 'আশা করছি।'

সাবমেরিনটা এগিয়ে চলেছে। আরও কিছু সময় এগিয়ে চলল। একে একে অভিযাত্রীরা ঘুম থেকে উঠে পড়ল।
'নিশো, রিপোর্টগুলো দেখেছ?'
'হ্যাঁ, সেলুলার সুইসাইড। বেশি কিছু দেখতে পারিনি, ঘুম এসেছিল।'
'আশ্চর্য! এসব কোষ সুইসাইডও করতে পারে? তাও ভালো যে এরা নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না।'

‘ভুল, রিপোর্টটা দেখ, ওরা এক জায়গায় মরছে ঠিকই কিন্তু অন্য জায়গায় আবারও নিজে নিজে সৃষ্টি হচ্ছে। পদার্থের অবিনাশীতাবাদ সূত্রের মতো; মহাবিশ্বে পদার্থের ধ্বংস বা সৃষ্টি নেই!‘
থিয়া স্তম্ভিত হয়ে এক দৃষ্টে নিশোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

একথা সেকথার পর এর আগে ডুবন্ত গুহাতে নেমে কিভাবে মরতে মরতে বেঁচে এসেছিল সেই গল্প বলা শুরু করেছে রোয়ান। সেই সব গল্প শুনে আশংকায় মুষড়ে পড়ল থিয়ার মন। তার মনটা কেমন যেন করছে, আজকে খারাপ কোন কিছুই হয় নাকি? তার মনভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই যেন অসঙ্গতিটা ধরা পড়ল। সাবমেরিনটার ড্যাশবোর্ডে একটা অচেনা আইকন উঠানামা করা শুরু করেছে। থিয়া ভ্রুকুঁচকে স্যাওকে জিজ্ঞেস করে ‘কিসের আইকন এটা?’
আইকনটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বোঝার চেষ্টা করে একে একে সবাই। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে যায় একে একে সবার মন। কিসের আইকন হতে পারে ভেবে কিছুতেই কুলকিনারা করতে পারছে না। শুধু থিয়াই না, স্যাও নিজেও বুঝতে পারছে না আইকনটা কিসের? ম্যানুয়ালটা এখন স্যাও ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে কিন্তু সেটা বের করতে বেশ সময় লাগছে। বাস্তব সময়ে তাদেরকে দেখার কথা রেডিও অপারেটরের। রেডিওটা অন করে স্যাও সাহায্য চায় ‘হ্যালো অ্যানসেলাডাস ল্যাব! হ্যালো অ্যানসেলাডাস ল্যাব!’
‘হ্যালো অ্যানসেলাডাস ল্যাব থেকে ইওডেল্টা-এম-১৬ কুত্তা বলছি।’
‘ওখানে জেনিট নাই?’
‘নাই।’
‘কোথায় জেনিট? কোথায়ও তো তার টিকিটাও দেখতে পাচ্ছি না।’
‘দিজ ম্যান ইজ হ্যাবিং সেক্স!’
‘সেক্স!?’ একযোগে শব্দটা উচ্চারণ করল স্যাও, এমিলি, নিশো সবাই।
‘কার সাথে? কোথায়?’
‘সেল্ফ! ফ্রেশরুমে।’
কী কথা বলবে তা ভেবে কুল পায় না স্যাও। আরও কিছু হয়ত বলতে চেয়েছিল কিন্তু তার আগেই সাবমেরিনে বিপদসংকেতটা বেজে উঠল। এক সেকেন্ড পরে ডিসপ্লেতে দেখল, শুধু ওদের সাবমেরিনটা না, বরং ওদের ল্যাবেও বিপদ সংকেতটা বেজে উঠেছে।
ওয়ানিং! ওয়ানিং!!

পনের

বড় একটা হলঘরের মাঝামাঝি টেবিল টেনিসটা স্থাপন করা। তুমুল খেলা চলছে, একদিকে কুত্তা রোবট, অন্যদিকে মানুষ। প্রজেক্ট কমান্ডার রেড ক্রুসাস নিয়মিত শরীরচর্চা করেন টেবিল টেনিস খেলে। এটাও তার সুঠাম দেহের একটা কারণ। বয়স কত তা অনুমান করা যায় না। মাথার চুলে পাক ধরেছে অনেক। খেলার মাঝে লিডা বার্তা নিয়ে আসায় খানিকটা বিরক্ত হয় রেড। বলটা শূন্যে রেখেই খেলায় ইতি টানে। একবার বল শূন্যে ভাসলে আর নিচে নামতে চায় না।

'হ্যাঁ লিডা, কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে মনে হচ্ছে?'
লিডা কমান্ডারের রাক্ষুসে চোখজোড়া অগ্রাহ্য করে বলে 'রেড! আমার মনে হচ্ছে, যদি কোন বিষয়ের রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করতে না পারি তবে আমাদের নীলগ্রহের বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেয়া উচিত।'
'ঠিক এরকমটা মনে হবার কারণ?'
'কারণ, ওখানে এখনও বহু মাথাওয়ালা লোকজন আছে, ওদের সব প্রতিভা এখনও শূন্য হয়ে যায়নি।'
'শূন্যই!'
'কী বলছ এসব?'
'ঠিকই বলছি! যারা মনে করে এই মহাবিশ্ব ৯৭ শতাংশ ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার দিয়ে গঠিত, তাদের কাছে তুমি কী আশা করতে পার? ৩ শতাংশ জ্ঞান কি কূপমন্ডুক নয়?'
রেডের কথা শুনে চোখ কপালে তুলে লিডা।
'যাদের নিকট ডার্ক ম্যাটার একটা রহস্যময় জিনিস, ডার্ক এনার্জি একটা রহস্যময় শক্তি তাহলে তারা এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রাখে? এসব না হয় বাদই দিলাম, বাকি ৩ শতাংশের তারা কি সব জানে?'
লিডা আর কথা না বাড়িয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু তার গেঞ্জির প্রিন্ট পরিবর্তিত হয়ে চাকা চাকা বলের আকার ধারণ করে। সেই বলগুলো বুদবুদের ন্যায় শূন্যে ঘুরতে থাকে।

রেড এবার লিডাকে আশ্বস্ত করে বলে 'তবে আমাদের সব রহস্যই নীলগ্রহকে সমাধান করতে দিতে হবে; সেটা হবে কেন? ওদের দেয়া তথ্যগুলো আমাদের তেমন কোন কাজে আসবে কিনা সেটাও তো ভাবার একটা বিষয়। এর আগে তাদেরকে বললাম, আসুন আমরা একটা স্পেস মিউজিয়াম বানাই। না, তারা তা না করে আরও বিধ্বংসী অস্ত্র বানাবে। আবার কিছুদিন আগে চাইলাম গাজরের জিনোম, পাঠালো মূলা। শোন, এখন থেকে আমাদের যত তথ্য সব নিজেদের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। তাছাড়া ঐ নীলগ্রহের লোকজন তোমাদেরকে টেক্কা দিয়ে পার হয়ে যেতে সময় লাগবে না একদিনও।'
'ইয়েস রেড।'
টেনিস হল থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে দু'জন। রেডকে অনুসরণ করে হাঁটা দিয়েছে কুত্তা রোবটটা।
'আমরা চিন্তা করছি, এই ল্যাবে আমরা আইএস ল্যাংগুয়েজ বা ইন্টারস্টেলার ল্যাংগুয়েজ এর উপর একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করব'
'যেমন?'
'যেমন এক সেকেন্ডে সময় বলতে নীলগ্রহে যে সেন্স কাজ করে এখানে কিন্তু সেটা আদৌ কাজ করে না। এক দিন বলতে ওদের যে চব্বিশ ঘন্টা সময় বোঝায় সেটা অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহের এক দিনের সমান নয়। ওদের তিনশত ষাট দিনে এক বছর আর আমাদের এক বছর ওদের এক দশমিক ত্রিশ দিনের সমান। এখন দেখ, আইএস ল্যাংগুয়েজে এক ইউনিট সময় বলতে হাইড্রোজেন অ্যাটমে ইলেকট্রনটার ট্রানজিশনের সময় বোঝায় যেটার মান মহাবিশ্বের সব জায়গাতেই একই। এটাই সর্বজন স্বীকৃত সময়ের হিসাব, এখানে শুধু নীলগ্রহ না বরং মহাবিশ্বের কোথাও কারও এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ থাকবে না।
'হ্যাঁ, চিন্তাটা খুবই সময়োপযোগী। কিন্তু তার আগে আমাদের বেসিক কিছু জিনিসের দিকে খেয়াল দিতে হবে।'
'যেমন??'
'আমাদের ল্যাবের সব যন্ত্রাংশ কিন্তু এখনও কাজ করছে না। সৌরঝড়টা অনেক ক্ষতি সাধন করেছে ল্যাবের।'
'এগুলোকে একটা ছুতো হিসেবে খাড়া করাও। কর্মকর্তাদের বল, ফান্ডের অভাবে আমরা যন্ত্রাংশই সারতে পারছি না, বেতন দিব কিভাবে। টাইটানদের জানাও, ফান্ড ক্রাইসিস, ইমিডিয়েটলী ফান্ড পাঠাও।'
'হ্যাঁ, রেড! বুঝতে পেরেছি'

হঠাৎ কুত্তা রোবটের ঘেউ ঘেউ শব্দে ওদের দু'জনেরই সামনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, দেখল একজায়গায় সব রোবটেরা জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে। পাওনাদার রোবটেরা ছেঁকে ধরেছে ঋণ খেলাপি এক রোবটটকে। পেমেন্টের ব্যাপার স্যাপার। ইচ্ছা করেই ওদিকে নজর দিয়েও দিল না রেড।
গলাটা এবার মিনমিনিয়ে বলল 'লিডা, কই তোমার না ঐ নীলগ্রহের এক মেয়েকে এক ফাঁকে একটু দেখেছিলাম, কী নিয়ে কাজ করছে ওরা যেন এখন?'
'ভিনগ্রহপ্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় এসেছে, খুব পাজি।'
'আহ্! পাজিই তো ভাল। এক ফাঁকে একটু পাঠিয়ে দিতে পার না?'

‘এসময় কোন ঝামেলা করলে, নীলগ্রহের লোকজন কিন্তু সূর্যের আলো আসা বন্ধ করে দিবে। আগে বৃহস্পতিটার একটা বিহিত কর, তারপর এটা নিয়ে চিন্তা করা যাবে।’
‘আরে, কোন ঝামেলা হবে কেন? আগে তো ওকে মাইন্ড চেঞ্জ মেশিনে ঢুকিয়েই হাত দেব।’

আবারও রেড, লিডার ঝুলে পড়া স্তনজোড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার মনে সম্ভোগেচ্ছাটা কামড় দিয়ে বসেছে। যৌবনে লিডার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকত রেড। সেগুলো তখন কত সুডৌল, কত নিটোল আকৃতির ছিল। এখন সেগুলো ভিক্ষার ঝুলির মতো ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। অ্যানসেলাডাসে অভিকর্ষ শক্তি কম, তাতেই এই অবস্থা, নীলগ্রহে হলে হয়ত পেঁচিয়ে দড়ি পাকিয়ে যেত। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে দু’জন এসে দাঁড়ায় ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের দরজাটার সামনে।

পাশাপাশি তিনটি মনিটরে একসাথে চোখ রেখেছে রেড ক্রসাস। নিষ্পলক চোখজোড়া নিচে নামিয়ে আবার খানিকটা অলস পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে সারা ঘরময়। এখন দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানসিক একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটছে তার। রেড ক্রসাসকে সময় দিচ্ছে লালু নামের রোবটিক কুত্তাটা। রেডের পেছন পেছন সেও অনুসরণ করে এলোমেলো পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে। আবার যখন রেড মনিটরের দিকে তাকাল তখন কুত্তাটাও মনিবকে অনুসরণ করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ঘরটা আধো অন্ধকারে ঠাসা। সারিবদ্ধ কম্পিউটারগুলোতে মাথা গুলানো রিপোর্টগুলো আসছে। সূর্যের প্রোটন ফ্লাক্স, এক্সরে ফ্লাক্স ও গ্রহগুলোর কে ইনডেক্স, প্লাজমার ডেনসিটি, রেডিয়াল ভেলোসিটি ইনডেক্স, সোলার উইন্ড স্পিড। সব রিপোর্ট প্রিন্ট কপি রেডি করতে সময় লাগল টানা বিশ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে কেউ আর কারও সাথে কোন কথা বলল না।

সন্তর্পনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বড় স্ক্রিনে ফুটে রওয়া সৌরজগতের চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে খানিকটা সময় ধন্ধা ধরে তাকিয়ে থাকে রেড। মনে বসার ইচ্ছাটা জাগতেই একটা চাকাযুক্ত চেয়ার ছুটে আসে। এবার একটু পাছা পেড়ে তাতে বসে ঠ্যাঙ জুড়ায়। থিং অব ইন্টারনেটে চালিত চেয়ারটা রেডের মনোভাব অনুযায়ী ঘুরে তাকে স্টিফেনের মুখোমুখি বসাল।

'আমাকে বিস্তারিত খুলে বল।'
স্টিফেন এবার দাঁড়িয়ে তার ব্যক্তিগত মনিটরটার দিকে ঝুঁকে হাতে দেখিয়ে দেখিয়ে বলা শুরু করল 'না, হঠাৎ করেই আমাদের এই চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলোর মাঝে এই জায়াগাটায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এই হচ্ছে সেই বলরেখাগুলো, যেগুলো এফেক্টেড। এরা এখন নিজেদের সাথে নিজেরা ক্রিয়া-বিক্রিয়া করছে বিধায় সৌরজগতের চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি মাত্রাতিরিক্ত রকম কমে গেছে। এই জায়গাটাই বেশি দূর্বল হয়ে পড়েছে তাও মাত্র গত কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে।'
'তার মানে চৌম্বকক্ষেত্র কমার দরুন বাহিরের মহাজাগতিক রেডিয়েশন আর আমরা যথাযথ প্রতিহত করতে পারব না।'
'ইয়েস কমান্ডার, যদি সৌরজগতটাকে আমরা নিজেদের মনে করি সেক্ষেত্রে।'
কপালে ভাঁজ ফেলে রেড বলে 'হুম, সব জায়গাতেই ঐ নীলগ্রহের লোকজনই বাধা। ওখানে তো আরও লক্ষ প্রজাতির জীব রয়েছে, কৈ তারা তো কেউ সমস্যা না, সমস্যা ঐ এইটাই প্রজাতি।'

রেড লাল চোখে স্টিফেনের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। চেয়ারটা রেডকে এক হাত সামনের দিকে স্টিফেনের নিকট এগিয়ে নেয়। স্টিফেন খানিকটা ঘাবড়ে যায়। হঠাৎই চেয়ারটা আবার একহাত পিছিয়ে আসে। এবার স্মিত একটু হেসে বলে 'চিন্তা কর না, ঐ নীলগ্রহটা নিজেদের গ্যাসে নিজেরা তলাতে বসেছে। আর কয়টা দিন। এবার বল, এদিকের রিপোর্ট দেখে আমরা কী আশংকা করছি?'
পরপর দুই বার ঢোক গিলে স্টিফেন বলে 'সব রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে খুবই বড় একটা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এসে হাজির হয়েছে আমাদের সৌরজগতের নিকটে!'

ষোল

অবশেষে ম্যানুয়ালটা খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসল স্যাও। 'হ্যাঁ শালার আইকনটা কিসের, এতক্ষণে জানতে পারলাম।'
অভিশংকিত গলায় জিজ্ঞেস করল এমিলি থিয়া দুই জনই 'কিসের আইকোন এটা?'
বাঁকা হাসি হেসে বলল স্যাও' না, তেমন কিছুর না, এটা কসমিক ম্যাগনেটিজম এর আইকন।'
'কসমিক ম্যাগনেটিজম?' থিয়ার মুখ থেকে আপনাআপনিই বেরিয়ে এল প্রশ্নটা। তার মনে হল, কেউ বুঝি তাকে হাত পা বেঁধে আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছে। এটাও কী সম্ভব যে সাবমেরিনটা ডুবন্ত সাগরের তলা থেকে সৌরজগতের বাহিরের

কোন দূর্বল শক্তি ডিটেক্ট করতে পারবে? থিয়ার মনে হল, এ অসম্ভব! এ একেবারেই অসম্ভব!

এমিলি অনিশ্চিত গলায় বলে 'স্যাও! আশ্চর্য্য! সত্যি কি আমাদের সাবমেরিনটা ডিটেক্ট করতে পারে? আমি জানতাম না তো?'

স্যাও বলে উঠে 'আশ্চর্য হবারই কথা, কারণ কসমিক ম্যাগনেটিজম এত দূর্বল একটা বল আর সেটাকে এতদূর থেকে আমাদের সাবমেরিন ডিটেক্ট করতে পারবে এটা অবিশ্বাস হবারই কথা। আর না, আগে এটা ডিটেক্ট করতে পারত না, এখন সফটওয়্যার আপডেট হবার পর থেকে ডিটেক্ট করতে পারে '

এরিক আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করল 'জিনিসটা কী রকম? একটু ব্যাখ্যা করবে কেউ? প্লিজ!'
নিশো এবার কটাক্ষ করে বলে 'তুমি ডাক্তার মানুষ, অ্যাস্ট্রফিজিক্স বুঝে কী করবে?'
'আহা, আমাকে তো একটু বোঝাও। বুঝলে তো তোমার ক্ষতির কিচ্ছু নেই'
'হ্যাঁ, অবশ্যই। থিয়া ভালো বুঝবে হয়ত, যেমন থিয়াদের নীলগ্রহের ম্যাগনেটিজম রয়েছে। আমাদের সৌরজগতেরও রয়েছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সৌরজগতেরও উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু বরারব তার বলরেখাগুলো ছড়ানো। আস্ত সৌরজগতের ঘূর্ণায়মানের সাথে সাথে সেই বলরেখাগুলোও কিন্তু ঘূর্ণায়মান।'
'বুঝি নাই?
'বোঝ নাই? এর মানে হচ্ছে, থিয়াদের নীলগ্রহের ম্যাগনেটিজমের কারণে কোন চুম্বক ঝুলিয়ে রাখলে সেটা ম্যাগনেটিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে মুখ করে ঝুলে থাকে। কি ঠিক বলিনি থিয়া?'
'হ্যাঁ' এমিলির কথায় থিয়া সায় দেয়।
'ওদের নীলগ্রটা যখন ঘোরে তখন শুধু গ্রহটাই ঘোরে না বরং সাথে সাথে তার বলরেখাগুলোও ঘোরে। ওদের গ্রহের মতো আমাদের সৌরজগতেরও রয়েছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই সৌরজগতের যে বলরেখাগুলো রয়েছে সেগুলো ঘর্ণায়মান সৌরজগতের সাথে সাথ করেই ঘোরে। আবার সৌরজগতের মতো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিরও রয়েছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যেগুলো গ্যালাকটিক উত্তর দক্ষিণ মেরু বরাবর বিস্তৃত। আমাদের গ্যালাক্সির যে ম্যাগনেটিজম রয়েছে সেটা খুবই দূর্বল; তাকে আমরা বলি গ্যালাকটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা কসমিক ম্যাগনেটিজম।'
'হুম'

এমিলি সর্বজান্তার মতো এবার মাথা নাড়িয়ে উপসংহার টানে 'সেটাই বলছিলাম যে আমাদের সাবমেরিনটা যে সৌরজগতের বাহিরের দূর্বল ম্যাগনেটিক ফিল্ডও ডিটেক্ট করতে পারে, সেটা খুবই আশ্চর্যের একটা বিষয়।'
স্যাও বলল 'না, ক্রেডিটটা অবশ্য সাবমেরিনের না, আমাদের সৌরজগতের বাহিরে কতকগুলো স্যাটেলাইট স্থাপিত রয়েছে, ওগুলোর। ইন্টারস্টেলার জগতে থেকে ওগুলো গ্যালাকটিক কোঅর্ডিনেশন সিস্টেম বা জিসিএস নিয়ন্ত্রন করে। ঐ সিস্টেমটা ম্যাগনেটিজমও ডিটেক্ট করতে পারে।'

থিয়া, নিশো এখন ইন্ডিকেটরটার দিকে তাকিয়ে। ওখানে কসমিক ম্যাগনেটিজমের জায়গায় এখন পানিতে শনি গ্রহের আকর্ষণ শক্তির প্রাবল্যতা নির্দেশিত হচ্ছে। শনির টানে সাগরে জোয়ার আসা শুরু হয়েছে। পানির ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরী হয়েছে, পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে হু হু করে।
আবারও স্ক্রিনের দিকে আগ্রহভরে তাকায় থিয়া। সাবমেরিনটার মাথার উপরে ভাসন্ত বরফশৈল ডুবে রয়েছে। উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা বরফ পাহাড়ের ভেতর দিকে সাবমেরিনটা চলছে এঁকেবেঁকে। অপার্থিব সে দৃশ্য, সৌরজগতে আর কোথায়ও নেই এ দৃশ্য। হঠাৎই মনে হল থিয়ার, সে এ ধরনের একটা দৃশ্য এর আগেও কোথায় দেখেছে কিন্তু কিছুতেই সেটা মনে করতে পারল না।
'ওয়ানিং! ওয়ানিং!'
ড্যাশবোর্ডের দিকে সবাই একযোগে তাকায়। ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার আইকোন সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। সেটা দেখে থিয়া, নিশোর চোখমুখ কালো হয়ে গেল। 'টাইডাল ফোর্সের কারণে পানি স্তম্ভের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। চিন্তার কিছু নেই, এসব আমি খুব ভালোমতো সামলাতে পারি।' স্যাও ঘাবড়ে যাওয়া অভিযাত্রীদের আশ্বস্ত করল।
থিয়া আশংকা করল, হয়ত মাথার উপরের বরফের চাঁই ভেঙ্গে পড়বে। হলোও তাই। বড় বড় নিমজ্জিত বরফখন্ড ভেঙ্গে পড়ল। তারা খানিকটা নিচে ডুবে আবারও ভেসে উপরের স্তরে উঠা শুরু করল, ঠিক ইয়ো ইয়োর মতো।

বেসামাল সাবমেরিনটাকে খুবই দক্ষতার সাথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্যাও। লক্ষ্য ভাসন্ত পাহাড়গুলোর গায়ে উপুর হয়ে থাকা গভীর পরিখা, ওসানিক ট্রেঞ্চ। যে কোন মুহূর্তে বরফ খন্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। ঘাত প্রতিঘাতের ফাঁকফোঁকর গলে টানা ঘন্টাখানেকের অমানসিক পরিশ্রমে সাবমেনিটাকে চালিয়ে নিয়ে এল বরফ রীজের নিচে। বেশ কায়দা-কৌশলী হওয়ার কারনে রীজটার পাশের পরিখায় ঢুকে পড়ল কোন অঘটন ছাড়াই। ততক্ষণে স্বস্তি ফিরে এসেছে সব অভিযাত্রীদের মনে। থিয়া হিসাব করল, হয়ত এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেল। ভাগ্যিস ভূকম্পন

মাত্রাটা খুবই দূর্বল ছিল নচেৎ পরিনতি যে কী হত সেটা চিন্তা করতেই সারা গায়ের রোম কাঁটা দিল।

ভাসন্ত পাহাড়গুলো ডিঙিয়ে চলে এল আবার একটা উন্মুক্ত ভ্যালিতে। বেইজ ল্যাব থেকে রুটিন মাফিক রিপোটিং আসা শুরু হয়েছে। এমিলি ব্যস্ত থাকল ম্যাসেজিং আদান প্রদানে। আস্তে ধীরে জলযানটা এখন পানির আরও গভীরে ডোবা শুরু করেছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই সমুদ্রের তলায় গিয়ে যেন ঠেকছে জলযানটা। থিয়ার হঠাৎ মনে পড়ল, হ্যাঁ, উল্টো পাহাড়ের দৃশ্যটা একটা দেয়ালে দেখেছিল, সেটা ল্যাবের অভিনন্দন কক্ষে।

'আমরা প্রায় চলে এসেছি আমাদের গন্তবে। তোমরা ঘুম থেকে উঠ! তোমরা ঘুম থেকে উঠ !'

স্যাও সনিক রাডারটা দিয়ে বেশ কিছু সময় ধরে গুহার মুখটার অবস্থান নির্নয় করে ফেলল। তারপর সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল 'হ্যাঁ আমরা জায়গা মতো চলে এসেছি।'

সাবমেরিনটা ঠিক গুহাটার উপরে এনে দাঁড় করিয়েছে স্যাও। জলযানটার তলার ক্যামেরা চালু হওয়ায় থিয়াদের মুখের সম্মুখের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে তলার নিচের গুহামুখ। একটা দীর্ঘ নিtশ্বাস ফেলে থিয়া বলে উঠল 'বাপরে বিরাট বড় সাপের মুখের মতো গুহামুখটা।'
কোকাব জিজ্ঞেস করল 'সাপ জিনিসটা কি?'
থিয়া বলল উত্তর দিল 'কেন, টিউবে সাপের কতক মমি রয়েছে, দেখনি কোনদিন?'
'ওখানে তো হাজার রকমের জীবের মমি রয়েছে। তার মধ্যে কোনটা সাপ তা বুঝব কিভাবে?'
'প্যাঁচানো প্যাঁচানো ফিতার মতো?'
ঠোঁট দুটো উল্টিয়ে বলল 'ফিতার মতো?'
থিয়া উত্তর দিল 'হ্যাঁ, আমাদের নীলগ্রহতে এত বড় বড় সাপ আছে যে তারা আস্ত মানুষও গিলে খায়।'
অভিযাত্রীরা সবাই হতবাক হয়ে শুনে থিয়ার গল্প। কোকাবের মনে হয়, এগুলো নিছক গালগল্প।

হাতের ডিভাইসটার দিকে থিয়া তাকিয়ে দেখছে একটা ইনকামিং ম্যাসেজ, নীলগ্রহটা থেকে মা পাঠিয়েছে। 'ও মা, তোর নানু তোকে দেখতে চেয়েছিল মা। এখন তো তোর নানু এখানে নাই, আমি তোর নানুর বাড়িতে যাচ্ছি। ঐ জিজ্ঞেস করল, তুই কেমন আছিস। প্রতিদিনই সাংবাদিকেরা আসে, সরকারী প্রতিনিধিরা আসে। তারা উঠান মাড়িয়ে গর্ত করে ফেলেছে। এ বাড়িতে সারাক্ষণ মানুষজনে ভরা। তুই ভালো থাকিস মা, বাড়ির জন্য কোন টেনশন করিস না। আমরা ভালো আছি।'

'হ্যাঁ নানু আমাকে দেখতে পাচ্ছ? এই দেখ আমি কেমন শুকিয়ে গেছি। হ্যাঁ মা, আমরাও ভালো আছি। আজকে আমরা সমুদ্র অভিযানে বের হয়েছি। টুকটুকিকে দেখে রেখ। ও যেন কারও ময়লা ঘাড় না চাটে।'

থিয়া যতক্ষণ না ম্যাসেজ নীলগ্রহে পাঠানো শেষ করল ততক্ষণ সবাই থাকল নিশ্চুপ হয়ে। ওর কথা বলা শেষ হওয়ায় স্যাও সাবমেরিনটার ড্যাশবোর্ডে নতুন কিছু কমান্ড প্রদান করল। সাবমেরিনটার তলা থেকে লেজার আলোকরশ্মি গুহাটার অভ্যন্তরে ছোঁড়া হল। রশ্মিগুলো গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে ছুটল সম্মুখে।

হলোগ্রাফিক প্রজেক্টরে গুহাটার বিস্তারিত ত্রিমাত্রিক চিত্র ভেসে উঠেছে। সেদিকে থম ধরে তাকিয়ে দেখছে থিয়া, সমুদ্রের মাঝে নিমজ্জিত থেকে এ গুহাটা পাথুরে কেন্দ্রভাগটায় সেঁধিয়ে গেছে আর এঁকে বেঁকে ওটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। সেদিকে তাকিয়ে নিশো আশংকা প্রকাশ করে বিড়বিড় করে বলে 'ও, মাই গড। আমরা কি সত্যিই এই গুহাটা দিয়ে অ্যানসেলাডাসের কেন্দ্রে পৌঁছব?' কোকাব বলে উঠল 'শুধু গুহা বললে ভুল হবে, এটা সাবমারসিবল গুহা, সমুদ্রের তলার ভেতরে গুহা এটা।'
'আমাদের নীলগ্রহ'র ভাষায় এটার এক কথার একটা শব্দ আছে, পাতালপুরি!'

'আমার মনে হচ্ছে এই গুহাটা দিয়েও সাবমেরিন নিচে নামতে পারব। আসলে অ্যানসেলডাসের ভূচিত্রাবলীর ডিটেলইড ম্যাপ এখনও তৈরী করা শেষ হয় নি। মনে হয় আরও সময় লাগবে আমাদের। যেমন এই দেখ' হলোগ্রাফিক শূন্যে ভাসন্ত ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে স্যাও আশ্বস্ত করল 'অনায়াসে গুহার এই মাথা পর্যন্ত সাবমেরিন নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের কাছে এই তথ্যটা আগ থেকে ছিল না।'

গুহামুখটা দিয়ে খাড়া ভাবে নিম্নতলে নামা শুরু করল ডুবোযানটা। ওজনহীনতার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার নিচে নামার পর ত্রিশ ডিগ্রী একটা বাঁক পেল। আনত সেই বাঁকটা ধরে এবার ওরা চলা শুরু করল।

হাতের জয়স্টিকটা খুব সূক্ষ্মভাবে ধরে রেখেছে স্যাও। কোন পাথুরে দেয়ালে টোক্কর না খেয়ে অনুভূমিকভাবে আথাল পাথাল পথ অতিক্রম করে চলেছে। থিয়া বুঝল, কেন আজকের অভিযান স্পেশালিষ্ট খেতাবটা রোয়ানকে না দিয়ে স্যাওকে দেয়া হয়েছে। এ কাজ নিঁখুতভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিস্তার অভিজ্ঞতা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

পৃষ্ঠ থেকে আশি মাইল নিচে অবস্থান করছে থিয়ারা। এখানে চতুর্দিকে অন্ধকার, সূর্যালোক পৌঁছে না কোনদিনও। শুধু সাবমেরিনটার ভৌতিক কৃত্রিম আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে।
অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট কোবাব ব্যাখ্যা করল 'এই ক্ষুদ্র উপগ্রহটার পানি বরফে পরিনত হতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগত যদি এর কেন্দ্রভাগে কোন পাওয়ার স্টেশন বসানো না থাকত। আর সে কাজের জন্য দরকার ৬০ বিলিয়ন ওয়াটের প্ল্যান্ট।
অ্যানসেলাডাসের ফাঁপা কেন্দ্রভাগটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরে গঠিত। যখন শনি আকর্ষণ করে তখন পাথরের সাথে পাথরের সংঘর্ষ ঘটে। যার ফলে কেন্দ্রের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। পাথুরে কেন্দ্রটায় তাপ উৎপন্ন হয়। সে তাপ পানিতে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে যায়। আর যেহেতু উপরের বরফস্তর তাপের অন্তরক হিসেবে কাজ করে, এ তাপ সহজে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে না। এ কারণে সূর্য থেকে এতদূরে অবস্থান করার পরও অ্যানসেলাডাসের সাগর কখনও জমাট বাঁধে না।'
থিয়া, নিশোরা সব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে।
সুইচটা অন করে স্যাও এবার কর্তৃত্ব ফলানোর মতো গলায় নির্দেশ করল 'আমরা এ পর্যন্তই সাবমেরিনটা নিয়ে নামতে পেরেছি। সবাই পানিতে পা রাখার জন্য প্রস্তুত হও।'

ডা. এরিস সবাইকে একে একে দুইটা করে বায়ো-ঔষধ খাইয়ে দিচ্ছে। ক্যাপসুল দুইটা খুবই ছোট তবে একটায় রিঅ্যাকটিভ উপাদান যেটা ফ্রি ইলেকট্রন তৈরী করে আর অন্যটায় হাইলি কনসেনট্রেইটেড ফসফোরাইলেটেড এডিপি। একটা ঔষধ পানি দিয়ে গিললেই হলো, আর আট দিন কিছু না খেলেও চলবে।

এরিস বর্ণনা করতে থাকে, কোষের পাওয়ার হাউজ মাইটোকন্ড্রিয়াতে এই লাল ক্যাপসুলটা ইলেকট্রন-ট্রান্সপোর্ট চেইনে প্রচুর ফ্রি ইলেকট্রন তৈরী করে। আর

সবুজটা কেমি-ওসমোটিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর এডিপিকে ভেঙ্গে ফেলে। ফলে শরীরে এক ফোঁটা গ্লুকোজ থাকলেও একজন মানুষ থাকবে কর্মক্ষম, তার মাথার যে সমস্ত ব্রেন সেলগুলোর কাজ করা অত্যবশ্যক, শুধু তারাই শক্তি পাবে।'
থিয়া হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 'তার মানে কি মাথার ব্রেনের সব কোষ শক্তি পাবে না?'
'না। যখন একজন মানুষ না খেয়ে মরতে থাকে তখন নিশ্চই তার সেক্স করার দরকার নাই। তাহলে যে সমস্ত কোষেরা সেক্সুয়াল ডাটা প্রোসেস করে তাদের তো ইমার্জেন্সি পাওয়ার সাপ্লাই পাবার দরকার নাই।'
'পাওয়ার না পেলে কোষগুলো মরে যায় না?'
'মরে না কারণ ফ্রি ইলেকট্রনের জন্য মস্তিষ্কের ন্যানো চিপ লুপ চ্যানেল তৈরী করে।'

রেডিয়েশন শিল্ডিং এমন পাতলা আঁটিসাঁটি পোষাক গায়ে পড়েছে থিয়া, নিশো যে শরীরের সব স্থিতিস্থাপক ভাঁজভুঁজ, সাদা ধবধবে ডায়াপার; সবই দেখা যাচ্ছে। রোয়ানের পলক পড়ছে না থিয়াকে দেখে। পার্থিব মেয়েটার চুলবাঁধার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।
পক্ষান্তরে কোকাব, স্যাও দুইজনই চোরাচোখে তাকিয়ে নিশোর দিকে।

সবার গায়ে ভেষ্ট চড়ানো হলেও থিয়ার তখনও বাকি। স্যাওয়ের তাগাদা সত্ত্বেও থিয়া একই কাজে নিশোদের চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে থাকল। মোটা ইনসুলেটেড থার্মাল ভেষ্ট পরিধান শেষে পিঠের পেছনে দুটো ট্যাঙ্ক জুড়িয়ে দিচ্ছে থিয়া। সে অবশ্য এ ধরনের ট্যাঙ্ক জীবনে প্রথম দেখছে। এগুলোর সবগুলোতে ছয়, ছয়টা করে প্রপ্রেলার সংযুক্ত আর পায়ের দিকে কয়েক গজ কয়েল পেঁচানো। 'হেই থিয়া এক মিনিট, ঐ ইন্সট্রুমেন্টগুলো খুব সাবধানে।' রোয়ানের সতর্কতায় খানিকটা সাবধান হল থিয়া। রোয়ানকে বুকের পাশটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে 'এই কয়েলটা কিসের?'
রোয়ান হতবাক হয়ে থিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে।
'কেন তোমাকে ম্যানুয়াল পড়ানো হয় নাই?'
'না তো।'
'বুঝলাম না, এটা কোন একটা রোবটের দায়িত্ব ছিল। এরকম তো হবার কথা নয়।'
থিয়া ঘাড় নেড়ে বলে 'এখন বোঝ?'
'হুম সেটাই তো। ওটা হল কার্ডিও শক কয়েল। কখনও হৃৎপিন্ড বন্ধ হলে হার্টে আচানক ইলেকট্রিক শক দেয় ওটা।'

'ও, আর এই কয়েলটা?' পায়ের পাতার দিকে আরও দু'টো কয়েল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল এবার।
'ওটা ট্রান্সমিটার কয়েল। আর বুক ও পিঠের দিকে ওগুলো হল রেডিয়েশন কয়েল। এই মহাবিশ্বে কোথায়ও দৃশ্যমান আলোক শক্তির অভাব থাকলেও অদৃশ্য রেডিয়েশন শক্তির কোন অভাব নেই। প্রতিটি বস্তুও রেডিয়েশন বিকিরণ করে। মজার ব্যাপার হল, শূন্য মাধ্যমেও রেডিয়েশন খুবই তীব্র।'
থিয়া বুঝনেআলার মতো নিচের ঠোঁটটা উল্টায়।

সবাই পায়ে পড়েছে স্ক্রি, চোখে গগলস। মুখে হেলমেট পড়ার আগে নিশো একটা ইলেকট্রনিক সিগারেটটার পাছায় টান দিয়ে ধোঁয়ায় বুক ভরিয়ে ফেলল। বেলিন্ডা না থাকায় কাউকে তোয়াক্কা করে না সে এখন। বাকি অভিযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে পরখ করা গলায় জিজ্ঞেস করল স্যাও।
'অক্সিজেন সেন্সর ক্যালিব্রেটেড?'
সবাই একযোগে উত্তর দিলেও থিয়ার গলা অনুপস্থিত।
'ক্যালিব্রেটেড স্যার।'
'থিয়া?'
'দেখছি, হ্যাঁ ক্যালিব্রেটেড!'
'আমার ঘড়ির সময়ে সময়। এখন বাজে রাত তিনটা বিশ মিনিট আটাশ সেকেন্ড।'
থিয়া ঘড়িটার দিকে আরও একবার তাকায়। তার ঘড়িটা ডুয়েল টাইম ওয়াচ। নিচের ডিজিটাল ঘড়িটা নীলগ্রহর সময় আর কাঁটার ডায়ালে অ্যানসেলাডাসের স্থানীয় সময় নির্দেশ করছে। ডিজিটাল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল বাড়িতে সময় জিএমটি প্লাস সিক্স, রাত আটটা। এখানে অবশ্য রাত দিনের কোন পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এমনই সময় ঘটনাটা ঘটল। যা কখন চিন্তা করেনি কেউ সেটাই। এমিলি হঠাৎই রোয়ানের দিকে দু'কদম এগিয়ে রোয়ানকে জাপটে ধরল। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেছে রোয়ানও। থিয়ারা ওদের দিকে দৃষ্টিপাত করে হা করে রয়েছে। রোয়ান এবার ছাড়া পাবার চেষ্টা করল।
'আহ্, আমাকে ছাড় তো প্লিজ।'
'কেন জান? তুমি আমাকে ভালোবাস না?'
'কেন তুমি কি সেটা বুঝতে পার না?'
'না, আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।'
'না, জান, তোমাকে ছেড়ে কোথায়ও যাব না। এবার তুমি ছাড়।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দুই বাহু দিয়ে তাকে নিজের বুকে চেপে ধরল এমিলি। এবার সবার চোখে পানি এসে গেল। আবেগে এমিলির গলার স্বর খাদে নেমে গেছে। বাহুডোরে আবদ্ধ থেকেই রোয়ান এমিলির হাতে ধরা চৌকোণাকার ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'তোমার হাতে ওটা কী?'
'ওহ্ এটা? এটা তোমার স্মৃতিচিহ্ন। সব কোয়ারান্টাইন করে রেখেছি। এটা নিয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

নিশো রাগে চটে উঠেছে। 'উহ্, রোবটের আবার ঢঙের কথাবার্তা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।'
থিয়ার চোখমুখ ছলছল করে উঠে। স্যাও কান্না ছাপিয়ে বলে 'তাকে দেখে কখনও রোবট বলে মনেই হয় না, নারীসুলভ সবগুলো গুনেরই অধিকারী সে।' এমিলির দিকে সবাই তাকিয়ে। দু'চোখে পানি সবার ছলছল করে উঠেছে। স্যাও এবার ভারাক্রান্ত মনে বলে 'ওর পোগ্রামিং কোডটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। এনএক্সটু রোবটগুলোর এত আবেগ রাখার দরকার নাই।'

মানুষের প্রেমে কোন রোবটকে হাবুডুবু খেতে দেখে থিয়ার হাত পা সব ঢিল হয়ে আসে। খানিকটা সময় নিয়ে সবাই আবেগঘন পরিবেশটা সামলিয়ে উঠে।
এখন যে যার হেলমেট মাথায় পড়ে সাবমেরিনটার একটা দেয়ালে গাঁথা ক্ষুদে ডিভাইসটার সন্মুখে এসে দাঁড়ায়। এখানে দাঁড়িয়ে যার যার মাস্তিষ্কের ভেতরে স্থাপিত ন্যানো চিপটার ভিন্ন কিছু ফাংশন অ্যাকটিভেট করে নিল। প্রত্যেকটা হেলমেটের সামনে ও পেছনে ওয়েব ক্যামেরা লাগানো। প্রত্যেকের ক্যামেরা বাস্তব সময়ে ধারণকৃত ভিডিও সাবমেরিন এবং ল্যাবের কম্পিউটারগুলোতে আলাদা আলাদা স্ক্রিনে প্রদর্শন করছে।
'তোমাদেরকে আবারও বলে রাখি, আমাদের সবারই স্পেসস্যুটে বিল্ডইন কম্পিউটার আমাদের হাতের ডিভাইসটার মাধ্যমে ইনপুট গ্রহন করে। ভার্বাল ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমেও আমাদের ডিভাইসটা অপারেট করা যায়। প্রোগ্রামটা চালুর কোড নং হল শব্দ "ভার্চুয়াল এমিলি"!'

প্রায় বিশ মিনিটে প্রস্তুতি সম্পন্ন করল দলটা। হেডলাইটের পাশে স্থাপন করা ক্যামেরাটা হঠাৎই চালু করে অনলাইনে; লাইভে এল থিয়া। ফ্ল্যাশ, রোয়ান, নিশো সবাইকে পরিচয় করিয়ে বর্ননা করা শুরু করল এই গুহার অদ্যপ্রান্ত। চারজন এই মুহূর্তে অনলাইনে, ওরা চারজনই টাইটান কলোনীর বন্ধু। ওরা এদের সবাইকে হাত নেড়ে নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আস্তে আস্তে সবাই পা রাখল সামনের

এক্সিট কামরাটার দিকে। এমিলি একা থাকল সাবমেরিনটায়। সবার অনুপস্থিতিতে সাবমেরিনের দায়িত্ব তার ঘাড়ে।

এক্সিট কামরার উপরের হ্যাচ খুলতেই পানি গলগল করে ঢুকে পড়ল। ঝোপাৎ করে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল রোবট; ফ্ল্যাশ। থিয়া হতবাক হয়ে তাকিয়ে চিন্তা করে, রোবট হয়েও কত সুন্দর মানুষের মতো সাঁতার কাটতে পারে!

পানিতে নামার পরেই বুঝল, পানির তাপমাত্রা হিম ঠান্ডা। চোখে কাঁচের গগলসটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে হাতের ডিভাইসটায় দেখল, প্রায় ছয় ডিগ্রি আর ওদের সমুদ্রের গভীর অঞ্চলের পানির মতোই স্বাভাবিক। তবে একে পানি না বলে বলা উচিত পানির স্যুপ, ঘন জৈব যৌগে ঠাসা। থিয়ার হাতের ডিভাইসটা নির্দেশ করছে পানিতে নাইট্রোজেনের লবনে পরিপূর্ণ। সেটার দিকে তাকিয়ে থিয়া দেখে নিল সকল অভিযাত্রীদের রিয়েল টাইমে অবস্থান। কে কত দূরে, কার অক্সিজেন লেভেল কত; সব।

আস্তে আস্তে পানিতে ভাসল সবাই। পায়ের ফিন নাড়ানো শুরু করল আস্তে ধীরে।
'আমি প্রার্থনা করি একটাই যাতে চিনাজোঁক না থাকে।'
টাইটান থেকে এক বন্ধু প্রশ্ন করল 'চিনাজোঁক কি?'
'ওটা তোমরা বুঝবে না। ওরা রক্তচোষা।'
'আসলেই তোমাদের নীলগ্রহটা একটা অ্যালিয়েন গ্রহ, আজব আজব সব জীব!'

নাক মুখ দিয়ে ভারি বাতাসের বুদবুদ পানি ভেদ করে উপরে উঠছে। তবে নীলগ্রহর মতো এত দ্রুত নয়, খুবই আস্তে আস্তে।
অন্ধকারে হাতড়ায়ে হাতড়ায়ে পথ চলা আরম্ভ করল অভিযাত্রীরা। তাদেরকে অবশ্য পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ফ্ল্যাশ।

'বন্ধুরা, আজকে আমরা তোমাদেরকে যে জায়গাটায় নিয়ে এসেছি সেটা আমার মনে হয় আমাদের সমগ্র সৌরজগতেরই সবচেয়ে রিমোর্ট জায়গা। পরবর্তীতে আমি এটা নিয়ে একটা ডকুমেন্টারী তৈরী করব, যাতে সৌরজগতের সবচেয়ে দশটি রিমোর্ট জায়গাগুলোর তালিকায় রাখব এ জায়গাটার নাম।' টাইটেনিয়াম বন্ধুটা জিজ্ঞেস করে 'কি নাম এই জায়গাটার?'
থিয়া হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকায়। না, নামহীন একটা জায়গা। থিয়া একটা নাম বলে 'এই জায়গাটার নাম থিয়াল্যান্ড। হ্যাঁ থিয়াল্যান্ডই।'

যার যার প্রপেলার সে সে চালু করল। ক্যামেরাটা অফলাইনে এনে থিয়াও চালু করল তার প্রোপেলার। সাঁতরানোর চেয়ে এখন দ্রুত পানি কেটে চলা শুরু করল সম্মুখে। নিশো থিয়ার আগে আগে চলছে। তাকে পেছন থেকে দেখে চেনা যাচ্ছে না, শুধু দু'পায়ের লম্বাটে ফিন দেখে নিশো বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

মাইল দুই অতিক্রমণের পর দেখল দু'পাশ থেকে পাথর চাপা হয়ে এসেছে। মাঝখান দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা ফাটল। জলজ শৈবালগুলো অন্ধকার জগতে আলো বিচ্ছুরণ করছে। সমুদ্রের তলদেশে এ এক অদ্ভুত স্বপ্নীল জগতের সৃষ্টি হয়েছে। সাঁতরে সামনে আগ বাড়ানোর আগে ক্ষণে ক্ষণেই পেছনে ফিরে তাকায় থিয়া। তার মনে হল, এই জায়াগাটায় লাইভে আসতে পারলে জানটা কতই না শান্তি পেত।

সামনের গুহামুখটা খুবই সরু, এতটাই সরু যে পিঠের ট্যাঙ্কি সহ ঢুকতেই পারবে না কেউ। অবস্থা বুঝে ফ্ল্যাশ ব্যবস্থা গ্রহন করছে। তার রোবটিক হাতটায় স্থাপিত আল্ট্রা সাউন্ড ডিভাইসটার সাহায্যে গুহার মুখটা কেটে বড় করে ফেলছে। এরই ফাঁকে থিয়া একটু সময়ের জন্য অনলাইনে প্রবেশ করে দেখল, তার লাইভ মিডিয়ায়, এখন ফলোয়ার বারো জন। বাকি আটজন যুক্ত হয়েছে মার্সিয়ান কলোনী হতে। শক্তি সংরক্ষণের জন্য অনলাইন স্টিমিং বন্ধ করে রাখল আবার।

পিঠ থেকে ট্যাঙ্কি খুলে হাতে নিয়ে তবেই একে একে সবাইকে সদ্য প্রসারিত গুহামুখ গলে নিচে নামতে হল। কাঁকড় মাটির ধারালো কিনারার আঘাতে থিয়ার পিঠের ফেব্রিক্স ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল। সে খুবই বিচলিত হয়ে উঠল, শরীরের কোন অংশই যাতে রেডিয়েশনে উন্মুক্ত না হয়।

মাইল খানেক দূরত্ব অতিক্রম করতেই অভিযাত্রীদের প্রায় ষোলটা ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। সরু গুহাটা এখানে খানিকটা প্রসস্থ হয়ে দূরে সরে গেছে। স্যাও সবাইকে জানান দিল 'আমাদের সম্মুখে এখনও বহু পথ পড়ে রয়েছে। সামনের দিকে এই জায়গার চেয়ে প্রসস্থ জায়গা কাছাকাছি আর নাই। আজকের ঘুমটা আমরা এখানেই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিব, কি বল সবাই?'

কারও কোন ভিন্ন অভিমত না থাকায় একে একে সবাই জড়ো হল এই জায়গাটায়। সবাই এখানেই ঘুমানের পরিকল্পনা করল স্যাও এর প্রস্তাব মতো। সিমুলেশনের সময় জেনেছে থিয়া, পানিতে ডুবন্ত অবস্থাতেই অভিযাত্রীদের কিভাবে ঘুমাতে হয়।

হাতে হাতে উচ্চ ক্যালরিযুক্ত তরল প্যাকেটজাত খাবার সরবরাহ করল স্যাও। থিয়া তার প্যাকেটের ছোট একটা নলের প্রান্তভাগ তার সুইমিং স্যুটের গায়ে স্ক্রুর সাথে পেঁচিয়ে সংযুক্ত করল। তরল প্যাকেটে হাতে চাপ প্রয়োগ করলে তরল খাবার মুখের অভ্যন্তরে ঢুকল।
'অখাদ্য!'
থিয়া বলল 'কুখাদ্য!'
'এবার ল্যাবে ফিরে মারজানকে গেলাতে হবে।'
'ঠিকই বলেছ নিশো। দায়িত্বটা রোয়ান কখনই নিবে না, সেটা আমাদেরকেই নিতে হবে।'

খাওয়া শেষে যে যার হাতের ডিভাইসটায় স্লিপিং মুড অন করল। পিঠের রেডিও ট্যাঙ্কগুলো গ্যালাকটিক পজিশনিং সিস্টেমটার সাপেক্ষে নিজেকে স্থির রেখেছে। ছয় দিকেই নিউমেটিক প্রপেলার যুক্ত বিধায় নির্দিষ্ট একটি পয়েন্টে সাঁতারুকে স্থির রাখতে পারে স্রোতস্বিনী পানিতেও। ঘন্টার পর ঘন্টায় এক সেন্টিমিটারও অবস্থানের এদিক ওদিক হবে না। রেডিওতে এমিলিকে জানাল স্যাও 'এমিলি, প্লিজ আমাদের স্লিপিং কোড পাঠাও।'
'ঠিক আছে স্যাও, এক্ষুণি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'
হাত পা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল থিয়া। চোখের কোনে সে তাকিয়ে দেখল, ফ্ল্যাশ রোবটা ঘূর্ণির মতো পানির অভ্যন্তরে ভনভন করে ঘুরছে। থিয়া ফ্ল্যাশকে ডেকে শীতনিদ্রায় যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করল। খানিকটা হতবুদ্ধির মতো দেখাল ফ্ল্যাশকে। তবে মুখে বলল 'আই আই থিয়া, হাইবারনেশন অ্যাকটিভেটেড। গুড স্লিপ!'

থিয়া স্মৃতীচারণ করে নিশোকে বলে 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার আব্বুর চাকরির সুবাদে পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যেতাম। ওখানে বড় বড় গুহা ছিল, তবে আমি গুহাকে খুব ভয় পেতাম। আমরা মাঝে মাঝে সাগরে বেড়াতে যেতাম। আমি স্কুবা ড্রাইভিং করা খুব পছন্দ করতাম। সাগরের তলাতে গিয়ে যে মরা অক্টোপাসগুলো তলদেশে পড়ে থাকত সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম'
অক্টোপাস জিনিসটা কী সেটা শুনে হতবাক হয় সবাই।

নিশো আক্ষেপ করে বলে 'এবার একবার বেইসে ফিরলে টানা দুই দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠব না।'

নিশোর কথায় হাসে বাকি সবাই। অল্প সময়ের জন্য অনলাইনে এসেছে থিয়া। দেখলো তার লাইভ ইভেন্টে এখন দর্শক সত্তর হাজার ছাড়িয়েছে। মনে মনে চিন্তা করে নীলগ্রহের বন্ধুরা কতক্ষণ আগে সিগন্যাল পেয়েছে?

কিট কিট শব্দে ইতিমধ্যেই ওদের স্লিপ প্রোগ্রামিং কোড চলে এসেছে। এই কোডগুলো আসে সরাসরি অ্যানসেলাডাস থেকে। মস্তিষ্কের ন্যানো সার্কিটটা পাইন্যাল গ্যান্ডকে মেলাটনিন হরমোন তৈরী করার নির্দেশ প্রদান করে। ফলে যে কেউ খুবই দ্রুত হারিয়ে যায় ঘুমের কোলে।

সতের

'স্টিফেন!'
'ইয়েস কমান্ডার!'
'মিল্কিওয়ের থ্রি ডি ম্যাপটা ভার্চুয়াল প্রজেক্টরে চালু কর'
'ইয়েস কমান্ডার, এক্ষুণি চালু করছি।'

কোন কুল কিনারা করতে না পেরে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে রেডের। স্টিফেন চোখের ইশায়ার ভার্চুয়াল প্রজেক্টরটা চালু করলে সেদিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। ঊনকোটি তারকার মাঝে সূর্যটাকে দেখতে খুবই সাধারণ মানের একটা তারকা ভিন্ন আর অন্য কিছুই মনে হচ্ছে না। সৌরজগতটার ম্যাপটা এবার খানিকটা বিবর্ধন করে। জগতের সীমানাটা রিয়েল-টাইমে প্রজেক্টরে দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আস্ত সৌরজগতটা একটা বায়বীয় বুদবুদের মতো; শূন্যে ভাসছে। চতুর্দিক থেকে উত্তপ্ত প্লাজমা এসে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, মহাশূন্যেও সৃষ্টি হচ্ছে শব্দ; শোঁ শোঁ।
'ওয়াও, অ্যামেইজিং!' লিডা তাকিয়ে থাকে জগতটার সীমানার দিকে, সেটা ছাতার মতো রক্ষা করে চলেছে আমাদের প্রতিনিয়ত। এতদিন বোঝে নাই, এখন বুঝতে পারছে এর গুরুত্ব। খানিকটা শিথিয়ালন ভর করে লিডার মনে। স্টিফেন লেজার ফেলে ম্যাপের নির্দিষ্ট একটা জায়গা দেখিয়ে বলল 'রেড, ঠিক এই জায়গাটায়।' রেড মনিটরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বলল 'কিন্তু আমাদের সৌরজগতের অন্তত একশত আলোকবর্ষের মধ্যে এমন কোন স্টেলার ক্লাস্টার নাই যা এত দ্রুত আমাদের এত নিকটে আসবে'
'হুম, মাত্র কয়েকমাস আগেও এটার কোন অস্তিত্ব ছিল না। অনেকটা অতর্কিতেই আবির্ভূত হয়েছে!'
'কোন পরামর্শ দিতে পার?'
'না, কমান্ডার! এটা আমারও চিন্তার অতীত!'

লিডা হঠাৎই বলে উঠে 'কোন এসকর্ট টিম নয় তো?'
'মানে?'
'মানে, আমাদের আস্ত সৌরজগতটাকেই উঠিয়ে নিতে এসেছে এমন?'
কমান্ডার লিডার দিকে নিরাশায় তাকিয়ে থাকে। কী এক আজব কথা বলে মহিলাটা, দিন দিন তার মেধার শক্তি মনে হয় বুকের মতোই চুপসে যাচ্ছে। তবে এবার আর মুখ লাগালো না। কী মনে করে একবার প্রজেক্টরটার দিকে তাকায়, আবার পরক্ষণেই সারিবদ্ধ কম্পিউটারগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে পায়চারি করা শুরু করে। সেগুলোতে বিভিন্ন অবজার্ভেটরীগুলোর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ চলছে, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে সেদিকে কারও হুঁস নেই।

সারা ঘরময় ধীরগতিতে পায়চারি করছে রেড, দেখে মনে হচ্ছে খুব মানসিক বিচলনের মধ্যে রয়েছে। মাঝে মাঝেই বিকারগ্রস্থ লোকের মত বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে 'আমাদের সৌরজগতের একজন নতুন আগন্তুক, যে আসছে পরিদর্শনে।' পায়চারি করা বন্ধ করে এবার আনমনেই বলল 'কুআগন্তুক! কুআগন্তুক!'

'নিউট্রন তারা?'
স্থির হল রেডের দৃষ্টি। সে এবার একদৃষ্টে লিডার দিকে খানিকক্ষণ থম্ ধরে তাকিয়ে থাকল। তবে তার দৃষ্টি ঠিক লিডার দিকে নয়, বরং কোন এক অজানায় হারিয়ে গেছে। হঠাৎই দুই কদম এগিয়ে এসে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে স্টিফেন বলল 'রেড, সেটা অবশ্য একটা সেন্স খাড়া করে। কারণ বাহিরে অতি ম্যাগনেটিক কোন কিছু না থাকলে তো আর আমাদের ম্যাগনেটিজমে এরকম হবার কথা না।'
'আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে, লিডা এবার সঠিক কারণটাই ধরেছে।'

ক্রসাস আবার পিছিয়ে গিয়ে রিপোর্টটা মুখের সামনে ধরে বলল 'ঐ অঞ্চলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দেখেছ? বিপুল রেডিয়েশন! অথচ আমরা এই প্রবল শক্তিকে কাজে লাগাতে পারছি না, মনে হচ্ছে এগুলোর কানাকড়িও মূল্য নাই।'
গাল বেয়ে ঘাম ঝরা শুরু হল রেডের। আঙ্গুলটা দিয়ে ঘর্মবিন্দু টোকা দিয়ে মেঝেতে ফেলে বলল 'হয়ত, বলতে পার সেটা ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারা।'
আরও একটা রিপোর্ট নিয়ে এবার লিডার মুখের সামনে ফেলে বলল 'এই গামা রশ্মির ব্লাস্ট রিপোর্ট দেখ। তোমার কি মনে হয়?'

লিডা এবার আর কোন উত্তর দিচ্ছে না। আবারও বলা শুরু করল রেড
'হাইপারবোলিক আবক্র পথে একটা নিউট্রন তারা!'

লিডা ম্যাডাম রিপোর্টটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভান ধরে থাকল। গলায় খানিকটা সংশয় মিশ্রিত করে বলল 'এটা কি সত্যিই আমাদেরকে আঘাত হানতে যাচ্ছে?'
'হয়ত যাচ্ছে, হয়ত যাচ্ছে না। হয়ত এক্ষুণি আঘাত হানবে, হয়ত তোমার জীবদ্দশায় আর আঘাত হানবে না। তবে আঘাত হানলে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের সাধ্যের বাহিরে।'

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এরকম ভঙ্গিমায় বলল 'স্টিফেন, স্কাইল্যাব থেকে কোন রিপোর্ট এসেছে?'
কুঁজো শিরদাঁড়াটা ততক্ষনাৎ খাড়া করে বলল স্টিফেন 'না কমান্ডার, কোন রিপোর্ট তো আসেনি।'
ঠোঁট একটা উল্টিয়ে বলল রেড 'ও।'

ঠিক সাথে সাথেই দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল সহকারি প্রজেক্ট কমান্ডার অর্ক মুসকাইডা। খুব ত্রস্থ গতিতে রেডের এগিয়ে গেল সে। রোবটদের সামলাতে বেচারাকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে সেটা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
'কমান্ডার, আমাদের স্কাইল্যাব থেকে যোগাযোগ করছে।'
'ওকে, এটা না হয়েই যায় না, এক্ষুণি গেইট দেম অনলাইন।'

সাত সেকেন্ডের মাথায় ওয়ার্ক মনিটরে সচল হল স্কাইল্যাবের অনলাইন স্টিমিং ভিডিওটা। ওখানে ষন্ডামার্কা একটা মানবের মুখ উদয় হয়েছে স্ক্রিনটায়; স্কাইল্যাবের কমান্ডার। টাক মাথার উর্বর মস্তিষ্কের দিকে ব্যাগ্র নয়নে তাকিয়ে থাকে রেড।
'হ্যালো মাই ডিয়ার রেড।' হঠাৎই দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে শূন্যে রেডকে আলিঙ্গন করার মতো ভঙ্গিমা করল লোকটা।
'হ্যালো করডন!'
'কী খবর রেড? রোবটদের সাথে সাথে কি তোমরাও অনশন শুরু করছ নাকি? শুকিয়ে গেছ মনে হচ্ছে।'

করডনের মুখে রোবটদের অনশনের কথা শুনে হতবাক হয় রেড। তবে প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে বলে

‘আরে আর বল না, খুব ঝামেলার ভেতরে আছি।’
‘ও, শোন, আমরা একটা রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করছি। আমাদের সৌরজগতের খুব কাছাকাছি একটা ম্যাগনেটোরের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি’
‘ম্যাগনেটার? ওহ্ মাই গড! নিউট্রন তারাও নয়?’
‘এটা নিউট্রন তারা বা পালসার নয়, এটা ম্যাগনেটার।’
‘তুমি কি নিশ্চিত?’
‘হ্যাঁ রেড’ খানিকটা গম্ভীর গলায় বল ‘আমি নিশ্চিত। আর এটা খুবই শক্তিশালি একটা ম্যাগনেটিক স্টার।’
ওপর প্রান্তে করডনের সহকারী মেয়েটা বলল ‘দেখে মনে হচ্ছে নতুন আগন্তুক, নিঃশব্দে ঘুরতে আসছে আমাদের সৌরজগতে। আমি দানবটার ক্লোজ আপ কিছু ছবি তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।’
‘ধন্যবাদ আন্ড্রেসা। তাড়াতাড়ি পাঠাও প্লিজ’ অধৈর্য্য হয়ে তাড়া দিল রেড।

করডন ও অ্যান্ড্রেসাদের বাস্তব চিত্র ছোট হয়ে মনিটরের এককোণে গিয়ে জায়গা নিল আর সারাটা মনিটরে ফুটে উঠল ম্যাগনেটার এর আলট্রা এইচডি; তাও প্রায় তিন টেরাপিক্সেল মানের ছবি। ক্ষণকালের জন্য সবাই নিঃস্তব্ধ হয়ে রইল সেই সাথে নিঃঙ্গতায় নিমজ্জিত হল সারাটা কক্ষ। কিশকিশে কালো বর্ণের সাক্ষাত মৃত্যুদূতকে দেখে কারও চোখের পলক পড়ল না। মাত্র ১৪ মাইল ব্যাসের ভারী গোলকটি থির থির করে কাঁপছে। স্ক্রিনে এবার বিভিন্ন স্পেকট্রামে দেখা ম্যাগনেটারটার সবিস্তারে চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

বড় বড় চিন্তার রেখা ফুটেছে রেডের চওড়া কপালে। জিজ্ঞেস করে ‘আমাদের সৌরজগতের ধারেপাশে তো এরকম কোন জানা ম্যাগনেটার ছিল না। তাহলে এত দ্রুত এটা আসল কোথা থেকে? আর তাও প্রায় আলোক গতিতে?’
ম্যাগনেটারের চিত্রটা এবার স্ক্রিনের কোণায় চলে গেল। করডনদের লাইভ ব্রডকাস্ট এবার স্ক্রিনটা দখল করল।
‘হ্যাঁ সেটা তো ঠিক, এটা তো এর আগে এদিকে ছিল না। আমরা তার প্রজেক্টাইল মোশন অ্যানালাইসিস করছি। বাকি সব অবজেক্টগুলোর গতিপথ যেমন প্যারাবোলা আকৃতির হয়, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।’
‘এত নিঃশব্দে একেবারে মাথার উপরে; আকাশ-বিন্দুতে আপতিত হয়েছে।’

থমথমে চেহারা পেয়েছে সবার। ঘরের প্রতিটা কোণায় কোণায় বিস্ময়ের সঞ্চারণ ঘটেছে। আন্ড্রেসা বলা শুরু করল ‘এটা রোউগ ম্যাগনেটার। আমাদের

মিল্কিওয়েরও বাহিরের কোন নিউক্লিও-তারা। এতদিন সব কিছু নিভিয়ে বসে ছিল। আবার ঘুম থেকে জেগেছে মহা ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা নিয়ে।'

করডন বলল 'হুম, ডাটাগুলো আমরা পেন্টাফ্লপস কম্পিউটারে প্রোসেসিং করছি। ফাইনালি সব কিছু জানিয়ে দিব। ও, ভালো কথা, আমাদের পেন্টাফ্লপস কম্পিউটারে অ্যানসেলাডাস অ্যাকসেস পয়েন্টে মনে হয় কোন গন্ডোগোল রয়েছ।'
'ধন্যবাদ করডন, ধন্যবাদ আন্ড্রেসা।' রেডের ভাব দেখে মনে হল, কিছু একটা কথা ছাপিয়ে গেল দ্রুত।
'ও আচ্ছা, তোমাদের ল্যাবে যে দুইজন নীলগ্রহবাসী এসেছে, তারা কেমন করছে?'
'হ্যাঁ, আমার তো মনে হচ্ছে ওরা বেশ ভালই করছে।'
'সাবধান! ল্যাবে কিন্তু বহু ক্লাসিফাইড বিষয় রয়েছে, ওগুলোর ধারে পাশেও যাতে ওরা যেতে না পারে।'
সহকারি জিজ্ঞেস করল 'আর বেলিন্ডা কি উঠে দাঁড়াতে পারছে?'
'না, এখনও হাঁটুটা পুরোপুরি সেরে উঠে নি, দাঁড়াতে হয়ত আরও কয়েকটা দিন লাগবে।'
'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের ড্রোনের ডাটাগুলো কি প্রসেস করা শুরু করেছ?'
'না, এখনও শুরু করতে পারিনি, তবে শীঘ্রই শুরু করব আশা করছি।'
'আচ্ছা ঠিক আছে, আজ তাহলে বিদায়।'
'হ্যাঁ বিদায় করডন।'

স্কাইল্যাবের সাথে যোগাযোগ শেষ হওয়া মাত্র কমান্ডার রেড সহকারী কমান্ডার অর্কর দিকে ঘাড় ফেরায়ে জিজ্ঞেস করল
'মাথায় কিছু ধরল?'
'ইয়েস কমান্ডার!'
'কিচ্ছু ধরে নাই। পরিত্যাক্ত!'
'মানে?'
লিডা ম্যাডাম রেড ক্রসাসের দিকে এগিয়ে আসে। 'যদি এ ধরণের নিউট্রন তারা সত্যিই আমাদের সৌরজগতে হানা দেয় তাহলে কী করার রয়েছে আমাদের?'
'সত্যি বলতে কী, সৌরজগত ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর বিকল্প কোন রাস্তা নেই আমাদের সম্মুখে।'
'পরিত্যাক্ত!?'
'আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম লিডা। এই সৌরজগত পরিত্যাগ করার আগ পর্যন্ত হিউম্যান রেইসের দুঃখ ঘুচবে না'

অর্ক মুসকাইডা এবার রেডের দিকে তাকিয়ে বলল 'ও, স্যার, নীলগ্রহের মানুষেরা মিটিং কল করেছে।'
ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে রেড 'কেন?'
'জানি না স্যার। নতুন কোন ঘুঁটি চালতে পারে ' মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে অর্ক।
'ওদের ধান্দা আর শেষ হল না। আর কে কে থাকবে?
'টাইটান, মঙ্গলগ্রহ সবাইকে সহ কল করেছে।'
'ঠিক আছে, ব্যবস্থা গ্রহন কর'

আঠারো

এক সারিতে সাঁতরাচ্ছে সবাই। মানুষদের পথ দেখিয়ে, সারির মাথা হয়ে চলছে ফ্ল্যাশ, তার ঠিক পেছনেই রয়েছে স্যাও, কোকাব ও এরিস। সাঁতারে অপটু হওয়ায় নিশোকে রাখা হয়েছে থিয়ার সামনে, রোয়ান রয়েছে সারির লেজ হয়ে। আজগুবি কিছু ভয়ের গল্প শোনায়ে সবার হৃৎপিন্ডে কাঁপুনি ধরায়েছে রোয়ান। অশরীরী আত্মাদের অবস্থান এসব প্রাচীন গুহায়। তবে থিয়ার একটাই সাহস, নীলগ্রহ থেকে প্রেতাত্মারা মনে হয় এত দূরে পাড়ি জমাতে পারেনি। ডানায় ভর করে এতটা পথ পাড়ি দেয়া যায় না, প্রয়োজন হয় রকেট।

গুহা বেয়ে খাড়া নিচে নামল আরও আধা মাইল। সেখান থেকে ইউ আকৃতির শ্যাফটটা বেয়ে আবার উপরে উঠা শুরু করল। সিকি মাইল খাড়া উপরে উঠার পর শুরু হয়েছে আনুভূমিক পথ। নিমজ্জিত এ জলপথটা অত্যন্ত সরু, হামাগুড়ি দিয়ে নুড়িযুক্ত পথটা বাইতে হচ্ছে। থিয়া নামই দিয়ে দিল টি-জাংশন। নামটা সবার খুব পছন্দ হল।

থিয়া হতবাক হয়ে লক্ষ্য করে খোলা পানির চেয়ে গুহার তাপমাত্রা উল্টো দুই ডিগ্রি বেশি। এখানে পানির কম্পোজিশনও আলাদা, রংও সামান্য আলাদা। তবে এটাও খেয়াল করল পজিশনিং সিস্টেমটা এখানে কাজ করছে না। একবার চিন্তা করল, জিপিআরএস কাজ না করায় পথ হারানোর ভয়টা হয়ে উঠবে খুবই প্রকট।

প্রায় সত্তর কিলোমিটার লম্বা এ গুহা পথটা। থিয়া চিন্তা করে অন্তত ত্রিশ মাইল খাড়া বরফের নিচে ছয় মাইল গভীর সমুদ্র। সমুদ্রতলাটার একটা পাথুরে গুহা পথ এগিয়ে চলেছে এমন অজানায় যে কোন মানব সভ্যতার কাল্পনিক স্পর্শও কোনকালে লাগেনি সুড়ঙ্গটার দেয়ালে।

থিয়া বলে উঠল 'এই বড় গুহা যে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেটা কে জানে?'

এরিস সোজাসাপ্টা উত্তর দিল 'ভূতত্ত্ববিদরা জানতে পারে।'

গুহার এ অংশে থা পানি, যদিও থিয়ার পা এখনও তলার স্পর্শ পায়নি। পাথরে পা রেখে হেঁটেই চলাচলা করা সম্ভব হচ্ছে নিশো, রোয়ানদের। তারা মাথা জাগিয়ে চলছে। থিয়ার ডিভাইস নির্দেশ করছে, গুহাটার ছাদে, মাথার উপরে ছোট ছোট এয়ার পকেটের অবস্থান যেখানে কিছু কিছু জায়গায় বাতাস জমা রয়েছে। নাইট্রোজেন, মিথেন, কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমান ডিভাইসটায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশিত হচ্ছে। থিয়ার জানা, পানির সাথে কেন্দ্রভাগের পাথরের বিক্রিয়ায় কিছু বাতাস তৈরী হয়েছে, কিছু তৈরী হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যালিয়েনদের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায়।

পা দুটো তলানীতে থা পেয়েছে থিয়ার। গলা পানিতে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। হেলমেটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গুহার দেয়ালটা। মাথার ছাদে কালো পাথরের গায়ে সাদা সাদা বরফ জমে রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে চুনাপাথরের তৈরী হবে দেয়ালটা।

মিলিয়ন বছরের পুরাতন সুড়ঙ্গ পথটা ধরে হাঁটছে থিয়ারা। সুরঙ্গের তলাটা খুবই পিচ্ছিল, হয়ত কিছু একজোটিক উদ্ভিদ জন্মেছে। উপরের ছাদ চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। বাতাসে ভরা প্রায় আধা মাইল পথ অতিক্রমের পর আবার ত্রিশ ডিগ্রি আনত পথ বেয়ে উপরে উঠা শুরু করল অভিযাত্রীরা। আবারও খানিকটা অনুভূমিক পথের দেখা মিলল। সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে সুড়ঙ্গটা। বরফের গায়ে আলো প্রতিফলিত হয়ে ছুটে চলল সামনের দিকে। দেখে মনে হয় শ্মশানঘাটে ভূতুরে আলোর খেলা। ভূত ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে থিয়া। সে খেয়াল করে, অন্য গ্রহের লোকজনদের মাঝে এই ভীতিটা নেই। হঠাৎই হেলমেটের আলো সুড়ঙ্গটার দেয়ালে পড়ায় সেটাকে অশুভ প্রেতাত্মার মতো মনে হল। সাথে সাথেই চীৎকার দিয়ে উঠল 'ওরে মা রে বাবারে, বাঁচাও!'
থিয়ার চীৎকারে রোয়ান সাড়া দেয় দ্রুত।'কেন কী হয়েছে?'
'ওমা!' বুকটায় হাত দেয় থিয়া। ওটা ধক ধক করছে।
কোকাব জিজ্ঞেস করে 'ওদিকে কিছু দেখছ?'
'মানুষের মতো আকৃতির কী যেন একটা'
নিশো বলল 'বল কি?'
স্যাও বলল 'আরে দূর! এখানে মানুষ আসবে কোথেকে?'

থিয়া খানিকটা আতংকিত হয়ে পড়েছে ভূত দর্শনে। মনের জোরও কমে গেছে খানিকটা। এরই মধ্যে পায়ের দিকে স্থাপিত মেটাল ডিটেক্টরে বিপ্ করে একটা শব্দের সৃষ্টি হল। এই শব্দটাও বুকে হাতুড়ি পেটানোর মতো মনে হল তার।

খানিকটা সতর্ক হয়েই স্যাওকে জিজ্ঞেস করল 'স্যাও, আমার মেটাল ডিটেক্টরে একটা বিপ্ শব্দ পেয়েছি, তুমি তো সামনে আছ, তুমি কি কোন বিপ শব্দ শুনতে পেয়েছ?'

স্যাওকে আর উত্তর দিতে হল না, তারও মেটাল ডিটেক্টরে একটা বিপ্ করে শব্দের সৃষ্টি হল।
নিশো পাশ থেকে বলে উঠল 'মনে হচ্ছে মেটালের অস্তিত্ব, তবে খুবই দূর্বল মেটাল'
হাতের রেডিয়েশন ডিসপ্লেতে দেখল থিয়া, মারাত্মক রেডিয়েশন বিকীর্ণ হচ্ছে এই জায়গাটায়।
'আমি তো কখনও চিন্তা করিনি যে এই উপগ্রহে কোথায়ও ট্রেজার থাকতে পারে।'
স্যাও বলে উঠল 'আমাদের চাঁদের কেন্দ্রভাগের লোহার আকরিক হয়ত এরকম বিক্ষেপের জন্য দায়ি হয়ে থাকবে তবে নিশ্চিত থাক অ্যানসেলাডাসে সোনা-রূপা কিছু পাবে না।'
এরিস হেঁসে উঠে বলল ' হ্যাঁ সেরকমটা হবার সম্ভাবনাই বেশি।'
থিয়া নিশোরা কয়েক ধাপ সামনে এগুতেই দুইজনারই যন্ত্র বিপ্ বিপ্ শব্দ করে উঠল। ওদের মতো রোয়ানের যন্ত্রও সর্বশেষ বিপ্ শব্দের সৃষ্টি করল।

রোয়ান নিশ্চিত গলায় বলল 'না, কোকাব এটা আকরিকের বিক্ষেপ নয়। আমাদের মেটাল ডিটেক্টর এন্টি-আকরিক সংবেদনশীল যেটা কেন্দ্রের কোন ধাতব আকরিকের উপস্থিতির কারণে সিগন্যাল দিবে না।'
'অবশ্যই আকরিকেরই বিক্ষেপ। আমাদের মেটাল ডিটেকটর ক্ষুদ্র মিনারেলসও ডিটেক্ট করতে পারে।'
'যেটা জান না, সেটা নিয়ে অযথা তর্কে না জড়ানোই উত্তম।'
'তাহলে কি আমরা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে দেখব কিসে বিক্ষেপ দিচ্ছে?'
'নাকি ফ্ল্যাশের সাউন্ড গানটা ব্যবহার করব?' স্যাও বলল কথাটা।
'প্রশ্নই আসে না, আমরা আগে দেখব ভেন্টটা, যেটার জন্য আমাদের এতদূর আসা।'

ফ্ল্যাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ইন্টেলিজেন্স সার্কিট বুঝতে পারছে না সে সামনে এগুবে না ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। স্যাওয়ের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে সে আবারও সামনে পথচলা শুরু করল। পথ চলতে গিয়েই থিয়া তার হাতের ডিভাইসে আবিষ্কার করল, হাতের বামের দেয়ালে একটা ছোট ফাটলের অস্তিত্ব। এই ফাটলটার কাছাকাছি আসায় রেডিয়েশন আর মেটালিক বিক্ষেপ দুইই তীব্রতর হয়েছে।
'সামনের ঐ ছোট ফাটল'
ফাটলটার দিকে তাকিয়ে নিশো বলল 'হুম, ফিরতি পথে'
'মনে হচ্ছে না, অ্যানসেলাডাসের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ পথে হাঁটছি আমরা?'

সামনে থেকে স্যাও উত্তর নিল 'হয়ত কৌতুকচ্ছলে কথাটা বলেছ, যদি সেটাই হয় তবে এটার আবিষ্কারক কে হবে সেটা একবার চিন্তা করে দেখেছ?'
'ফ্ল্যাশ নয় তো?'
'এবার একটা কথা বলেছ থিয়া, রোবট যখন আবিষ্কারক!'

এদিকের পথটা বাষ্পাচ্ছন্ন, পাথরের পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে অসংখ্য ফাটল, সেগুলো দিয়ে বাষ্প ভস ভস করে নির্গত হচ্ছে। হাতের ডিভাইসটায় লক্ষ্য করছে, তাপমাত্রা ২৮১ কেলভিন বা ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। পাথরের মাঝ দিয়ে সুড়ঙ্গটা এগিয়েই চলেছে। ভেন্টটা বেশ দূরে তবু এখনই কানে বাজছে বাষ্পের একটানা হিসহিস শব্দ। থিয়া লাইনগ্রাফ লক্ষ্য করে, এখন থেকেই তাপমাত্রা তীক্ষ্ম সূচকে বাড়া আরম্ভ করেছে।

পাথরের মেঝেতে ছড়ানো ছিঁটানো অসংখ্য কাঁকর। অনুভূত হচ্ছে থিরথিরিয়ে কাঁপছে সেগুলো। বেশ সাবধানে চলতে হচ্ছে এখন, আর সাবধানে চলতে গিয়ে গতিও হারাতে হয়েছে যথেষ্ট।
'আমার ডিভাইসের সোনা-রূপা গেল কোথায়?'
'আমারটাতেও নাই' নিশোর কথায় এরিস সায় দেয়।

মেটালের বিক্ষেপও আবার বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটা বাঁক ঘুরে সুড়ঙ্গটা এবার খাড়া নিচের দিকে হেল নিয়েছে। ঢালু পথটা থেকে প্রচুর তাপ আর সেই সাথে ভারী বাষ্প নির্গত হচ্ছে। হিসহিস শব্দকে ছাপিয়ে কোকাব বলছে 'আমাদের সামনেই রয়েছে মিশন- হটস্পট!'
হাততালি দিয়ে উঠে থিয়া, নিশো সবাই। এরিস এবার ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করে 'আমরা কি আরও সমনে এগোব না এখানেই বিরতি দিব?'

কোকাব বলল 'আর সম্মুখে গিয়েও তো লাভ নেই। কারণ এসব হটস্পটের কাছাকাছি গিয়ে পানির স্যাম্পল সংগ্রহ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। ওখানে এত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, আর পানিতে যে পরিমান ক্ষার, কয়েক মুহূর্ত কারও পক্ষেই ওখানে টেকা সম্ভব না।'
স্যাও বলল 'হটস্পট সম্পর্কে আমার ধারণা নেই, কোকাব যা বলে সেটাই।'
এরিস বলল 'আমিও সেরকমটা মনে করি।'
'হ্যাঁ, ওখানে গেলে যে কোন মানুষ পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে।'
রোয়ান এবার বলল 'তাহলে আমরা আর সম্মুখে না যাই, এমনিতেই এখানকার তাপমাত্রা অত্যধিক, এখনই অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।'
স্যাও বলল 'ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখানেই অপেক্ষা করি আর ফ্ল্যাশকে সামনে পাঠিয়ে দিই।'
অবিশ্বাস চোখজোড়া বিস্ফোরিত হয়েছে রোবটটার। জিজ্ঞেস করল 'তার মানে?'
কেউ আর ফ্ল্যাশের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। থিয়া জিজ্ঞেস করে 'তাহলে ফ্ল্যাশের কোন সমস্যা হবে না'
'না' কোকাব বলে উঠে 'ওর বাহিরের স্তর ওসমিয়াম ধাতুর তৈরী, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত প্লাটিনাম সিরিজের সবচেয়ে কঠিন ঘনত্বের অ্যালয়।' ফ্ল্যাশ আবার জিজ্ঞেস করে 'আ..আমি? এত লোক থাকতে আমি?'

রোয়ান ঘাড় নাড়িয়ে বলর 'হ্যাঁ, ফ্ল্যাশ, তুমিই।' ফ্ল্যাশ বাধা দেবার সময়ও পেল না, দেখল স্যাও ওর পিঠে স্থাপিত ইন্সট্রাকশন প্যানেলে নির্দেশনা দেয়া শুরু করেছে। থিয়া লক্ষ্য করে, এসময় ফ্ল্যাশ তার বায়োনিক চোখজোড়া উল্টে তুলছে, সে দু'চোখে তার মৃত্যুভয় দগদগে আগুনের মতো জ্বলছে। রোবটের পিঠে স্যাও ইন্সট্রাকশন সেট করার পরে কোকাব কাজে হাত লাগিয়েছে। সে ল্যাবের চাহিদা মাফিক রোবটটা কিভাবে স্যাম্পল কালেকশন করবে সেই ইন্সট্রাকশন সেট করছে। পদ্ধতিটা কম্পোজিট স্যাম্পলিং কালেকশন। রোবটটা অনবরত বকবক করে যাচ্ছে 'শালা, মানুষের কান্ডজ্ঞান আর কোনদিনও হবে না।' তবে কেউ ফ্ল্যাশের কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না। নিশো ও থিয়া তাদের দায়িত্বমত কিছু টেস্টটিউব ফ্ল্যাশের কন্টেইনারে ধরিয়ে দিচ্ছে। নিজের দায়িত্বের বাহিরে গিয়ে তাদেরকে সহযোগীতা করছে এরিস।
'তোমাদের কাজ বাপু তোমরা কর, তা আমাকে দিয়ে করাচ্ছ কেন? আমাদের ট্যাক্সের টাকা যদি সরকার পায়, তাহলে এসব কাজ সরকার এসে করে না কেন?'

যে যার ব্লু-টুথ ডিভাইসটা ফ্ল্যাশের ম্যাগনেটিক ডিভাইসের সঙ্গে পেয়ারর্ড করে নিয়েছে। কোকাব ফ্ল্যাশকে পেছন থেকে ঠেলা দেয়ায় এখন সে সামনের দিকে

চলাচল শুরু করেছে ঠিক ধাক্কা খেয়ে স্টার্ট নেয়া মোটর গাড়ির মতো। রোবটটার প্রতিটি পদক্ষেপে নূড়ি পাথরের সাথে তার ধাতব পায়ের যে মৃদু আওয়াজ সেটাও শুনতে পাচ্ছে সবাই।
থিয়া এবার জিজ্ঞেস করে 'আমরা কী এখন তাহলে ঐ মেটাল বস্তুটার খোঁজে ফিরতে পারি?'
স্যাও বলল 'আমাদের মনে হয় ফ্ল্যাশের ফেরা অব্দি এখানেই অবস্থান করা উচিত কারণ রোবটটার ম্যাগনেটিক রেঞ্জ অতদূর কভার করবে না। আর সে যে ঘাউড়ার ঘাউড়া, একবার যদি কোনমতে ফসকে নেটওয়ার্কের বাহিরে চলে যায় তাহলে মনে হয় না আর কোন দিন আমাদের দলে ফিরবে'
থিয়া কথা ধরে 'হ্যাঁ, ওর অনেক রাগ, বিশেষ করে যারা ইনকাম ট্যাক্সে চলে।'
ফ্ল্যাশের বিগত কর্মকান্ডের কথা শুনে হাসে সবাই। কথার ফাঁকে যে যার ডিভাইসটায় উৎপিপাসুর মতো মনোযোগ দিয়ে দেখছে ফ্ল্যাশের বায়োনিক চোখে দেখা সবকিছু। প্রায় ঘন্টা খানেক ধরেই খেয়াল করছে সবাই, রোবটটা কচ্ছপ গতিতে গর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। থিয়া আশংকা করছে, হয়ত তার মনের বিরুদ্ধে তাকে পাঠানো হচ্ছে, যে কারণে সে ইচ্ছে করেই ধীরে চলো নীতির আশ্রয় নিয়েছে। রোয়ান তাকে বারংবার বেতন কাটার ভয় দেখিয়ে শাসাচ্ছে, তবে তাতে কামের কাম কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না।
ফ্ল্যাশ রুষ্ট গলায় বলছে 'আমি আগেই বলেছি, যার যার কাজ সে করবে। গর্তের ঐ পানির স্যাম্পল তো আমার দরকার না। আমার কী ঠেকা, ঐ কুপ থেকে পানি নিয়ে আসা?'

রোবটটা এখন অনেকটাই হটস্পটের সন্নিকটে। ওখানের পানির লবনাক্ততা নির্দেশ করছে প্রায় সাত ভাগ যা প্রায় নীলগ্রহের সমুদ্রের দ্বিগুন। পানিতে ক্ষারের মাত্রাও বেড়ে গেছে বহুলাংশে। তাপমাত্রা নির্দেশ করছে ৩১০ কেলভিন বা ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাষ্পের হিসহিস শব্দ আরও জোরালো হয়েছে। ফ্ল্যাশের উচ্চগলা ভেসে এল 'সবাই, প্লিজ, আপনারা আমার বাপ লাগেন। আমি এখন ফিরে আসি।'
স্যাও এবার হুংকার গলায় বলল 'মাইর চিনিস? হাতের বাড়ি একটাও মাটিতে পড়বে না। যা, যা বলেছি তাই, আমাদের দরকার পানির স্যাম্পল, সেটা গাইসারের যত নিকট থেকে সংগ্রহ করা যায়। পারলে কিছু নুড়ি পাথরও সাথে নিয়ে আসিস।'
নিশো গলায় আশংকা ফুটিয়ে তুলে বলল 'এই শালা রোবট আবার উল্টাপাল্টা কিছু করেই কিনা'

থিয়াও সায় দেয় 'জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না, মুত্যুকূপে ঝাঁপও দিয়ে দিতে পারে ব্যাটায়'
'"ব্যাটায়" জিনিসটা কি?'
থিয়া নিশোর দিকে তাকায়। বলে 'তেমন কিছু না, ওটা বিশেষ কিছু বহনকারী একটা আজব জীব'
নিশোর দৃষ্টিতে শূন্যতা ভর করে।

ঘন বাষ্পের মাঝে যেন হারিয়ে গেছে রোবটটা। হিসহিস শব্দ এখন সবকিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে। রোবটের বায়োনিক চোখ দৃশ্যমান তরঙ্গে বাষ্প ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। বাধ্য হয়ে রোবটটাকে অদৃশ্য আলোক বর্ণালীতে দেখে পথ চলতে হচ্ছে।
ফ্ল্যাশ বলল 'সামনে একটা গহীন গর্ত'
'ওখানে উঁকি দাও'
এরিস বলে 'হ্যাঁ, ওকে গর্তে লাফ দিতে বল, আর সেই ভয়ে সে নেটওয়ার্ক সার্কিটটা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুক।'

সবার হাতের ডিভাইসটায় রোবটের ভাবাবেগ ফুটে উঠছে। রোবটটা সত্যিকারেই মৃত্যু ভয়ে ভীত। কোন কারণে ঐ দোজখের গর্তটায় পতিত হবার কোন ইচ্ছা তার নাই। রোয়ানের নির্দেশে ফ্ল্যাশ ভয়ে ভয়ে গর্তের মাঝে উঁকি দিল। সাথে সাথেই হাতের ডিভাইসটায় থিয়া জুম করল গহ্বরের ছবি। কেমন যেন গহ্বরটা থিরথিরিয়ে কাঁপছে। অন্তত সিকি মাইল নিচে গর্তের মাঝে পানি টগবগ করে ফুটছে। 'ইয়েস! ইয়েস!' লাফিয়ে উঠল কোকাব। 'এই তো উত্তপ্ত পাথরের সাথে পানির বিক্রিয়া ঘটছে।' কোকাব উত্তেজিত হওয়ায় তার কথাগুলো বেধে বেধে আসছে। 'আমরাই প্রথম কোন মানুষ যারা প্রথম কোন হট-স্পট স্বচোক্ষে চাক্ষুস করলাম!'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অভিযাত্রীরা সবাই। তবে ওগুলোর মাঝে অশুভ কোন কিছুর আশংকা করছে থিয়া। কোকাব বর্ননা করছে 'পাথুরে উপগ্রহটার কেন্দ্রভাগে যে তাপ তা এই সব হটস্পটের মাধ্যমে নির্গত হচ্ছে। এই তাপই পৃষ্ট দেশে গাইসার হয়ে বিষ্ফোরিত হচ্ছে। আমাদের আশেপাশে রয়েছে প্রচুর হটস্পট।' সে বর্ননা করা শুরু করেছে 'এই বিক্রিয়াকে বলে হাইড্রোথার্মাল বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় মলিকুলার হাইড্রোজেন সৃষ্টি হচ্ছে। আবার হাইড্রোজেনের সাথে কার্বনডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ায় মিথেন তৈরী হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি মিথেনোজেনেসিস। এই মিথেন হল মহাবিশ্বের সবচেয়ে সরল জৈব অনু।'

ফ্ল্যাশ অত্যন্ত সাবধানতার সাথে গর্তটার কিনারা থেকে গরম বাষ্পের ক'ফোঁটা করে স্যাম্পল বিভিন্ন টেস্টটিউবে সংগ্রহ করল। গর্তটার পাশ থেকে নূড়িপাথর সংগ্রহ করল। কোকাব ফ্লাশের হাতে ধরা পানির স্যাম্পলকে লক্ষ্য করে বলে 'এই পানি আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলে দেখতে পাব ফাটলের এককোষী জীবগুলোরও মাঝে নিজেদের ইকোসিস্টেম তৈরী হয়ে রয়েছে।' রোয়ান বলল 'হ্যাঁ, নীলগ্রহের সবচেয়ে বয়স্ক ফসিলগুলো কিন্তু এই সব আগ্নেয়গিরির ফাটলের মাঝেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তারমানে এখান থেকেই জীবের উৎপত্তি সংঘঠিত হচ্ছে।'

নিশো খানিকটা খাপ্পা হয়ে বলল 'ক্ষমা কর, আমি বায়োলজির ছাত্রী, তাও অ্যাস্ট্রোবায়োলজি।'
ঘাড় ঘুরিয়ে নিশোর দিকে তাকায় থিয়া, জানে এটা একটা গুল মারল নিশো। এই প্রথম অ্যালিয়েন কাউকে গুল মারতে দেখে হা করল মুখ।
'এই দিকে কি?'
'না, কিছু না।'
স্যাও বলল 'ঠিক আছে, আমাদের অভিযান সম্পন্ন, আমরা এবার ফিরতি পথ ধরব।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি। মাত্র দোজখ থেকে দুই কদম দূরে থাকতে আমার একদমই ভালো লাগছে না।' ফ্ল্যাশের কথাটায় সায় দিতেই যেন থিয়ার যন্ত্র ওয়ার্নিংটা দিল যেটা তাৎক্ষণাত সবার মৃত্যু দর্শনের মতো মনে হল।

'ওয়ার্নিং! অক্সিজেন লেভেল, ইউ হ্যাব ৭২ঘন্টা রিমেইনিং।'
'ওহ, স্রষ্টা!' অস্ফুট স্বরে আক্ষেপ করে উঠল থিয়া, নিশো দুই জনই।

মুহূর্তের জন্য স্নেহবিজড়িত মায়ের মুখটা মানসপটে ভেসে উঠল থিয়ার। সাথে সাথেই মনের ভেতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভূত হল তার। সবাই যার যার অক্সিজেন গেজের দিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থের মতো তাকাল। থিয়া দেখল, তারটায় লেভেলের পরিমান সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি রয়েছে নিশোর; মাত্র ৯৮ ঘন্টা।

ঊনিশ

হঠাৎই যেন আতঙ্কগ্রস্থতা ভর করেছে নিশো, থিয়াদের। স্যাও দুই হাত নেড়ে নেড়ে সবাইকে আশ্বস্ত করে 'প্যানিক হইও না কেউ, থিয়া! নো প্যানিক। তাতে সবার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রনে থাকবে, অক্সিজেন ফুরাবেও কম। তাছাড়া আমাদের

তো প্যানিক হবার কোন কারণ নাই।' থিয়ার দিকে ফিরে বলল 'তোমার অক্সিজেন তো এত অপ্রতুল নয়, তবে প্যানিক হচ্ছ কেন? সাবমেরিনটাতে পৌঁছার পরও তোমার টাঙ্কিতে অন্তত ঘন্টা ছয়েকের অক্সিজেন অবশিষ্ট থাকবে।'
ফ্ল্যাশ তখনও গরম স্যুপের স্যাম্পল সংগ্রহ করছে। তাকে ডেকে বলছে স্যাও 'ফ্ল্যাশ, আমরা ফিরতি পথ ধরলাম, তুমি খুব দ্রুত ফিরে আস।'
'বিলক্ষণ ক্যাপ্টেন।'
'কিন্তু আমার অক্সিজেনের লেভেল অন্যদের চেয়ে কম কেন? আমাদের সবার অক্সিজেন ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা তো সমান!'
রোয়ান বলল 'ও তুমি বুঝবে না, তোমাদের নীলগ্রহের জীবজন্তুদের কোষের কর্মদক্ষতা খুবই কম। অক্সিজেন নষ্টও করে বেশি-শক্তি উৎপাদনও করে কম।'

কথাটা শুনে মনটা দমে যায় থিয়ার। আর কিছু বলার অভিরুচি হয় না। দ্রুত যার যার মতো ফিরতি অভিমুখে পথ ধরতে আর কাউকে তাগাদা দিতে হল না। স্যাও এবার অ্যাকটিং রোবটের ভূমিকা পালন করে দলের সবার সম্মুখে অবস্থান করল। ফেরার সময় মনে হল থিয়ার, ওদের আসা থেকে ফেরার গতিবেগ অন্তত দ্বিগুন বেশি। 'আরে, আমাদের রোবট দেখি রকেটের বেগে আসছে' রোয়ানের কথায় হাতের ডিভাইসে দেখল থিয়া, রোবটটা ফিরতি পথ ধরেছে। তার গতিবেগ অন্য সবার চেয়ে অন্তত দশ গুন বেশি। এরিস বলল 'মনে হচ্ছে ওর পাছায় কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

ফিরতি গুহাটার পথে আবারও মেটাল ডিটেক্টরে বিপ্ দেয়া শুরু করল সবার। মুহূর্তের জন্য থেমে স্যাও বাকি অভিযাত্রীদের দিকে ফিরল।
'আমরা কি মেটালটা খুঁজব?'
'অক্সিজেনে তো এমনিতেই টান রয়েছে, এখানে অহেতুক না দাঁড়াই।'
রোয়ানকে সায় দিল কোকাব 'ঠিক, আমরা এখন যে অবস্থায় রয়েছি, এসময় কোন মেটালটার খোঁজ করাটা সমিচিন হবে না'
কোকাবের দিকে তাকিয়ে দু'চোখে রাগ বর্ষণ করে থিয়া। একগুঁয়েমি ভাব প্রকাশ করে বলে 'কেন নয়? আমাদের হাতে তো অন্তত পাঁচ ঘন্টার অক্সিজেন বেশি রয়েছে।'
খেয়াল করল তার কথায় কোকাবের চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। হাজার হলেও এই টিম-এ তে কোকাব নতুন। সে আর না করার সাহস পায় না। যুক্তিটা স্যাও এর ক্ষেত্রেও ঐ একই। অহেতুক কথা না বাড়িয়ে স্যাও তার স্ক্যানারটা নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। স্যাওয়ের দেখাদেখি বাকি সবাই একে একে কাজে হাত লাগাল। দেয়ালের গা বেয়ে যে একটা সরু ফাটলের মুখ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে,

সবাই নিশ্চিত হল; বিক্ষেপটার কারণ ওর ভেতরেই লুকায়িত। 'সবার ফাটলে ঢোকার দরকার নেই, বরং আমি একা চটকরে গিয়ে দেখে আসতে পারি।' ফ্ল্যাশের সাউন্ড গানের জন্য আর অপেক্ষা না করে স্যাওয়ের প্রস্তাবনায় সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

এক মুহূর্তকাল পরেই ফাটলটার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল স্যাও। সবগুলো ইন্দ্রিয় খাড়া করে বাহিরে উদ্ধার করার প্রতীক্ষায় থাকল বাকি সবাই। প্রতিমুহূর্ত কাটছে তাদের উৎকণ্ঠায়। এরিস ব্যগ্রভরে জিজ্ঞেস করে 'অ্যালিয়েন খুঁজে পেয়েছ?'
'না, অ্যালিয়েন তো তোমাদের সাথে'
হা হা করে হাসে থিয়া, নিশো, এরিস। বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে স্যাও কিন্তু তার উত্তরটা এল ঠিক পাশ থেকে, থিয়ার মনে হল হয়ত সে পাশেই দাঁড়িয়ে। অল্প কিছুক্ষণ পরে আবারও স্যাওয়ের গলা ভেসে এল। এবার তার কণ্ঠটা উত্তেজিত, কাঁপা কাঁপা 'এই দিকে দেয়ালের গায়ে কিছু মিনারেল পার্টিকেলস ডিপোজিট হওয়া দেখতে পাচ্ছি।'
'ওগুলোই কী মেটালিক বিক্ষেপ দিচ্ছে?' কোবাব প্রশ্নটা করল।
'হ্যাঁ, আমার ডিটেক্টরের বিপ্ বেড়ে হৃৎপিন্ডের মতো লাফাচ্ছে।'
'কী রঙের মিনারেলস?'
'হলুদাভ স্ফটিকের মতো'
'আরে, ওগুলো আয়রন পাইরাইটিস; লৌহের আকরিক!'
এরিস জিজ্ঞেস করে 'ডিভাইস কী বলে?'
'আয়রন পাইরাইটিসই!' ওদিক থেকে স্যাও এর উত্তর।
'আচ্ছা, ঠিক আছে আমি আসছি'
'আমরাও আসছি।' কোকাবের সাথে তাল মেলায় থিয়ারা।
অন্ধকার ফাটলে পা রাখল বাকি অভিযাত্রীরাও। থিয়া খেয়াল করে দু'পাশের দেয়ালগুলোতে পানি জমে রয়েছে সদ্য গলা মোমের মতো। হয়ত পানি এখন জমে বরফে পরিনত হচ্ছে নয়তো বরফ গলে তরলে পরিনত হচ্ছে, তবে সেটা যাই ঘটুক, তাপমাত্রা দুই ক্ষেত্রেই সমান, হাতের ডিভাইসটায় নির্দেশ করছে মাইনাস একশত তিন ডিগি। এখানে বরফে অ্যামোনিয়ার সংমিশ্রনটা অনেক বেশি। অভিযাত্রীরা এখন প্রচন্ড উত্তেজনা অনুভব করছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আরও কয়েকশ গজ সামনে এগুলো। এবার সবার মেশিনেই ম্যাগনেটিক বিক্ষেপ খয়েরি রঙের ঘরে দেয়া শুরু করল, একটানা বিপ্ বিপ্ শব্দে সবার কান মাথা ঝালাপালা হবার যোগাড়।
নিশো আশংকা করে বলল 'মনে হচ্ছে কিছু মেটালকে এখানে পাথরচাপা দেয়া হয়েছে।'

‘সৃষ্টিকর্তাই জানে এখানে মেটাল এল কিভাবে!’

খানিকটা উঁচানিচা পথ অতিক্রম করার পরই খেয়াল করল থিয়া, হলুদাভ স্ফটিক লেপটে লেপটে রয়েছে দু’পাশের দেয়ালে। মনে হচ্ছে অপার্থিব অদ্ভুত আলো বিচ্ছুরণ করছে ওগুলো। স্যাও সেদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে। এদিক থেকে বাঁকিরা তার দলে যুক্ত হচ্ছে সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। কোকাব উত্তেজিত হয়ে চীৎকার দিয়ে উঠল ‘ওহ্ মাই গড! এগুলো সব গোল্ড! আমরা গোল্ড পেয়েছি! গোল্ড! গোল্ড! ’
রোয়ান এবার ধমকিয়ে উঠে ‘আরে দূর, এই দেখ ছাগল, আমার ডিভাইস ডিটেক্ট করছে ওগুলো আয়রন পাইরাইটিস! গোল্ড হলে তো আমিই আগে লাফিয়ে উঠতাম ল্যাবের চাকরিটা বাদ দেয়ার আশায়!’
থিয়াও তার নিজের ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে দেখছে সেটাও ইন্ডিকেট করছে আয়রন পাইরাইটিস। কী মনে করে থিয়া তার ডিভাইসটাকে অটো ক্যালিব্রেশন করার নির্দেশ দিল। ডিভাইসটা কয়েক সেকেন্ডে সময় নিয়ে নিজে নিজে ক্যালিব্রেশন সম্পন্ন করল। আর সাথে সাথেই নির্দেশ করল ৯৯.৯৯৯ শতাংশ আয়রন পাইরাইটিস আর ০.০০১ শতাংশ গোল্ড! উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠল থিয়া। এক ছুটে নিশো, এরিসেরা থিয়ার ডিভাইসটার রিডিং দেখা শুরু করল আর উত্তেজনায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল। স্যাও এবার মুখটা দেয়ালের উপর থেকে নিচে নামায়। খুবই অবিচলিত হয়ে বলল ‘আমি আগেই আশংকা করেছিলাম ওখানে স্বর্ণ রয়েছে। আয়রন পাইরাইটিস আর গোল্ড-অর দুটোর বর্ণও এক আবার তাদের সৃষ্টির নিয়ামকগুলোও এক। এখানে উত্তপ্ত পানি আটকা পড়েছিল মিলিয়ন বছর আগে। সেগুলোর সাথে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সব জমাট বদ্ধ হয়ে আয়রন পাইরাইটিস আর সোনার সৃষ্টি হয়েছে।’
রোয়ান চতুর্দিকের দেয়ালের গায়ে চোখ বুলিয়ে উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করে ‘তা, কতটুকু হতে পারে?’
‘কি? এমনি? কয়েক শ টন তো হবে জোরেই’ আত্মহারা হয়ে উত্তর দিল কোকাব।
‘কয়েক শ টন সোনা? বাপরে!’ প্রশ্নটা করেই সম্মোহিত হবার মতো হা করে থাকল নিশো।

সারাটা গুহা পথ বিহ্বল দৃষ্টিতে পরখ করে দেখল নিশোরা, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সোনার স্ফটিক। সোনা আবিষ্কারের আনন্দে যখন সবাই লাফাচ্ছে তখন থিয়ার মনে ভর করেছে গভীর উদ্বেগ। তার উদ্বেগ অক্সিজেন নিয়ে নয়, বরং মেটালিক বিক্ষেপ নিয়ে। তাদের বিক্ষেপ যন্ত্রটা কিছু একটা বিষয়ে তাদেরকে ব্যঙ্গ করছে যেটা সে ছাড়া বাঁকিরা কেউ ধরতে পারেনি। ‘একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো,

স্যাও? সোনা বা লোহার আকরিকের এক নিকটে আসার পরও আমার মেটাল ডিটেকটরটা এখনও খয়েরি রং বিক্ষেপ করছে। উৎসটা যদি সোনার অর বা আয়রন পাইরাইটিস হত তাহলে তো ডিটেক্টরটা উৎসের এত কাছাকাছিতে আসায় টকটকে লাল হয়ে যাবার কথা, না?'

চ্ট করে থিয়ার দিকে ফিরে স্যাও। সত্যিই তো! মেয়েটা সত্যিই জিনিয়াস? থিয়ার কথায়-এসো নিজে করি-তে প্রবুদ্ধ হয়ে সে তার নিজের ডিভাইসটা দেয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল। ওদের কার্যকলাপে যেন হুঁস ফিরেছে বাকি সবার। কোকাব কথা ধরল 'হুম, মনে হচ্ছে এটা সোনার অরের জন্য নয়, বরং আশেপাশে অবশ্যই কোন মেটালিক অবজেক্টের অস্তিত্ব রয়েছে আর সেটা আরও খানিকটা দূরে।'
'তাহলে তো স্যাও এর কথাই সত্য। আমাদের বিক্ষেপ কিন্তু এই গোল্ড-অর দেয় নি। বরং অন্যকিছু!'
'অন্যকিছু?' দ্রুত বিক্ষেপ যন্ত্রটা নিয়ে এবার হাতড়ানো শুরু করল রোয়ান। নিশো তখনও সোনার অরের দিকে তাকিয়ে। মনে মনে সে হয়ত চিন্তা করছে এগুলোর মূল্যমান। তাকে দেখে মনে হয়, সোনার সাথে নারী সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

স্যাও আফসোস করল 'দূর, এখনও ফ্ল্যাশ আসছে না। ও থাকলে ওর সাউন্ড গানটা দিয়ে চতুর্দিক স্ক্যান করা যেত!' নিশ্ছিদ্র পাথরের গায়ে কিছু একটা উদ্‌ঘাটনের আশায় হাতড়াতে থাকে স্যাও, থিয়া, রোয়ান। গুহাটার ছাদে বরফের খাপছাড়া তলোয়ার ঝুলে ঝুলে রয়েছে। থিয়া চিন্তা করে, এগুলোর কোন একটা খুলে এলেই সোজা গেঁথে যাবে যে কেউ।

এমনই সময় অন্ধকারের গায়ে উদয় হল ফ্ল্যাশের অবয়ব। সবাই খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যার যার স্যাম্পল তাদেরকে ফেরত দিয়ে হাত খালি করার জন্য হুটপাট শুরু করেছে সে। তাকে এখন সামলাচ্ছে এরিস। অন্যদিকে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই থিয়া পেয়ে গেল জায়গাটা যেখানে ডিটেকটরটা নির্দেশ করছে মেটালিক অবজেক্টের অবস্থান।
চীৎকার করে বলল 'ঠিক এদিকের কোথায়ও রয়েছে মেটালটা।'
পা দিয়ে ইঙ্গিত করে নিশো, থিয়া দুই জনই উত্তেজিত হয়ে উঠল। গুহাটার দেয়ালের একটা জায়গায় আকৃষ্ট হল থিয়া। লাইটটা ভালো করে তাক করে জিজ্ঞেস করল 'দেখ তো, স্যাও, এই জায়গাটা খানিকটা আলগা হয়ে রয়েছে না?'
'সর, সর, কোন জায়গাটায় দেখি!'

স্যাও এসে গভীরভাবে দেয়ালটা পর্যবেক্ষণ করে। হ্যাঁ জায়গাটার বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে আলগা হয়ে রয়েছে। নিশো, রোয়ান একে একে সবাই এসে জায়গাটা মনোযোগের সাথে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা শুরু করল। রোয়ান বলল 'মনে হচ্ছে আশেপাশের কেলাসের গঠনের চেয়ে এই জায়গাটার কেলাস গঠনে খানিকটা পার্থক্য রয়েছে। ভেতরে কিছু মেটাল থাকায় খানিকটা ফেঁপে রয়েছে এখানটায়।'
'ওটা মেটাল না রেডিওঅ্যাকটিভ বর্জ্য? আমার তো মনে হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার বোমা পুঁতে রাখা রয়েছে এখানে'
'সেটাই কোকাব' এরিস মাথা নেড়ে বলল 'এই জিনিসটার যে মারাত্মক রেডিয়েশন, ব্যাপারটা সেদিকে গড়ালে আমি মোটেও হতবাক হব না।'
'ফ্ল্যাশ এখানে রয়েছে ধাতব জিনিসটা।'
'তো?' কটমট দৃষ্টি নিয়ে রোয়ানের দিকে তাকাল ফ্ল্যাশ।
'তোমাকে আগে সাউন্ড গানটা দিয়ে স্ক্যান করতে হবে। তারপর বরফ কেটে যেতে হবে ওটাকে দেখতে'
'আমি কি কর্মকার নাকি? থিয়ার ডার্লিং। কখনও তো শুনিনি যে আমার বাপ দাদাদের কেউ কর্মকার ছিল।'
রোয়ানের মনে হচ্ছিল রোবটটার টুঁটি ধরে জাগিয়ে মেঝেতে একটা চোকস্ল্যাম দিতে। তবে কিছু বলল না। কৌশলে ট্যাক্স ফ্রি শপিং এর নিশ্চয়তায় ফ্ল্যাশকে কাজে লাগিয়ে দেয়া সম্ভব হল।

ফ্ল্যাশ তার পিঠের পেছন থেকে সাউন্ড গানটা এনে জায়গাটাকে লক্ষ্য করে আল্ট্রা লো ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ তরঙ্গ ছুঁড়ল। মাত্র সাড়ে এগার হার্টজ এর এ তরঙ্গ মাইলের পর মাইল বরফস্তর ভেদ করতে পারে অনায়াসে। সাথে সাথেই এক্সরে এর মতো যার যার হাতের ডিভাইসে ভেসে উঠল আশেপাশের কয়ক'শ গজের বরফ কেলাসের চিত্র। ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে হতভম্ভ হয়ে থাকে সবাই। চতুর্দিকে সোনার অর। যদিও মনটা প্রলুব্ধ হতে চায় এই বিপুল সোনার মাঝে, তবুও কেউ মাতামাতিতে গেল না। কারণ সবার দু'চোখে এখন নতুন চকচকে একটাই স্বপ্ন, প্রয়োজন এই মুহূর্তে একটা অ্যালিয়েন শিপ! থিয়া উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল 'আরে কী এটা?'
'কোনটা কী?'
'এই দেখ, এই দিকে? মনে হচ্ছে না নৌকার একটা গলুইয়ের মতো কিছু একটা বের হয়ে রয়েছে বরফের দেয়াল ভেদ করে?'
'নৌকার গলুই আবার কি?'
'ওহ মাই গড। দেখ দেখ।'

‘এই দ্যাখ তো, এটা কী? মনে হচ্ছে না বড় একটা শ্যাফট বরফের প্রাচীর থেকে বেরিয়ে এসেছে?’
মোচড় দিয়ে ফ্ল্যাশের মুখোমুখি হয়ে নির্দেশ দিল স্যাও ‘ফ্ল্যাশ, তুমি এখন লেজার গানটা দিয়ে বরফ কাটা শুরু কর। বাইশ ফিট।’
‘বা-ই-ইশ ফি-ই-ট? আমার সব শক্তি যদি লেজার বীম উৎপাদন করতেই শেষ হয়ে যায় তাহলে সাঁতরে সাবমেরিনে উঠবে কে, আমার বাপ?’
‘আবল তাবল বকিস না, যা বলছি তাই কর।’
আর কোন কথা বলল না রোবটটা। ভেজা ভেজা চোখ নিয়ে সে তার পিঠে স্থাপিত বরফ কাটা মেশিনের নজল বরফের দেয়ালে তাক করল। স্যাও বলল ‘এর পরে কখনও গুহার মাঝে ঢুকতে হলে বরফ কাটা লেজারটা আলাদা ভাবে নিতে হবে। ফ্ল্যাশের বিল্ডইন যে কাটার রয়েছে সেটা খুব দূর্বল।’ ‘হ্যাঁ, আমিও তেমনটাই মনে করি’ সায় দিল রোয়ানও।

প্রায় পৌনে এক ঘন্টার পরিশ্রমে নিশ্চিত হওয়া গেল ঠিক কতটুকু জায়গা জুড়ে রয়েছে মেটালটা, ঠিক একটা সুপার জাম্বো রাগবি সাইজ বল। শুরু হল বরফের মাঝে বড় গর্ত করে জিনিসটার কাছাকাছি পৌঁছানো। সবার মাঝেই একটা ভয় মিশ্রিত ব্যাকুলতা ভর করেছে, মুখে কারও কোন কথা নেই।

বরফের দেয়ালে প্রায় বিশ ফুট গভীর খোন্দল তৈরী করা হয়েছে। মাকু আকৃতির একটা জিনিসের অবয়ব ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। কালচে নীল রঙের হবে হয়ত। তন্ময় হয়ে সব ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে গর্তের ভেতরটা। ততক্ষণে কর্মে ক্ষান্ত দিয়েছে রোবট।
‘কি হল ফ্ল্যাশ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নাকি?’ কর্ম থেকে বিরতি টানায় তাকে জিজ্ঞেস করল রোয়ান।
‘না রোয়ান, আমি কখনও ক্লান্ত হই না। আমার কাছে বরফের চাঁই থেকে খুলে নিয়ে আসার জন্য কোন শাবল নাই। জিনিসটা পেছনের দিক থেকে আটকে রয়েছে। একটা ছেনি বা বাটালী পেলে খুব ভালো হত। দেখেন তো কারও কাছে কিছু হবে কিনা?’
কোকাব বলল, ‘আমার কাছে ছোট একটা হ্যামার আছে।’
‘দিন, দিন, আমাকে দিন।’
হ্যামারটা দিয়ে উপর্যুপুরি বরফ কোপানো শুরু করল ফ্ল্যাশ। হঠাৎ করেই ধাতব ঘটাং করে একটা শব্দ হল। সাথে সাথেই দুই ধাপ পিছিয়ে এল ফ্ল্যাশ। মৃত্যুভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে রোবটটা।

একে একে উঁকি দেয়া শুরু করল সদ্য তৈরী করা গর্তটার মাঝে। প্রায় সাথে সাথেই চেঁচিয়ে উঠল নিশো। সেদিকে তাকাল সবাই একযোগে। স্যাও আশংকা করল 'এই তোমরা মেয়ে মানুষ সর, আগে আমরা দেখি। এটাকে মানুষ্য সৃষ্টি কোন অবকাঠামোর মতো মনে হচ্ছে না'
রোয়ান বলল 'হ্যাঁ সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'
'কিন্তু আমার জানা মতে তো এদিকে কখনও কোন মানুষেরা অভিযান চালায়নি।'
'আমিও যতটুকু জানি সেটাই।'
নিশো হতাশ হয়ে বলল 'তাহলে কি আমরা ভার্জিন গুহায় ঢুকিনি? এখন মনে হচ্ছে অন্য কেউ এসে গুহাটার ভার্জিনিটি নষ্ট করে রেখে গেছে।'
থিয়াও আক্ষেপ 'হায় হায় রে, কত আশা করেছিলাম ভার্জিন জিনিসটায় পা রাখব। এখন দেখি সব কেঁচোকুন্ডুস হয়ে গেল।'
রোয়ান নিশ্চিত করে বলল 'না, এদিকে কখনও কোন মানুষ অভিযানে আসেনি। না কোন মানব সভ্যতার কোন স্যাটেলাইটও বিদ্ধস্ত হবার ইতিহাস নাই।'
'তাহলে?' আপন মনেই মুখে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল থিয়া।
'এই রোবটের বাচ্চা রোবট, ওটাকে টেনে বের করে নিয়ে আয়।'
রোবট চোখ দুটো পিটপিট করল। 'আমার সবচেয়ে পছন্দের ম্যাডাম; থিয়া, আমাকে এ কাজটা কী না করলেই নয়?'
'তোমার তো বউ বাচ্চা কেউ নাই, এ কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'
'জিনিসটার তেজস্ক্রিয়তা অনেক বেশি, আমাদের শরীরে পোষাক না থাকলে সব মারা পড়তাম বহু আগেই।'
থিয়ার কথায় সায় দেয় নিশো।

ফ্ল্যাশ এখন মাকু জিনিসটাকে হেঁচকা টান দেয়া শুরু করেছে। সে আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে জিনিসটাকে বের করে নিয়ে এল। ভয়ে ভয়ে রহস্যময় আজব জিনিসটার দিকে ধ্যান ধরে তাকিয়ে থাকল থিয়া। তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন গরম রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে চলাচল শুরু করেছে। দুই দিক থেকে দুটো কাছিমের খোলসকে জোড়া দেয়ার মতো মনে হচ্ছে তবে সলিড। ফ্ল্যাশ জিনিসটাকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিমা করে দাঁড়িয়ে থাকল। তার চোখে মুখে মৃত্যুভয় নাচানাচি করছে।

ফ্ল্যাশের মতোই স্তব্ধ হয়ে সবাই দাঁড়িয়েই রইল জিনিসটার চারিপাশ। কারও মুখেই কোন কথা নেই, যেন সব কথা ভুলে বসে আছে সবাই, না সোনার কথা, না অক্সিজেনের কথা। থিয়া খানিকটা বিড়বিড় করে বলল 'এটা হয়ত আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভয়ানক কোন জিনিস।'

নিশো আবিষ্কারের চোখে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল 'দেখ, দেখ, মনে হচ্ছে না কিছু কিছু সিম্বলিক ভাষা খোদাই করা রয়েছে জিনিসটার গায়ে?'

সেটার দিকে ঝুঁকে রোয়ানও বলল 'হুম, কিছু লেখার মতোই তো মনে হচ্ছে।'

স্যাও এবার লক্ষ্য করল 'কার যে হাতের লেখা, এতই জঘন্য!'

থিয়া চোখ দুটোকে খুব কাছায়ে নিয়ে গিয়েও মসৃণ তল ছাড়া আর অন্য কিছু দেখতে পেল না। নিশো বলল 'থিয়া, তোমার চোখে কুলোবে না, তুমি এখন সোজা হও।'

কোকাব বলে 'মনে হচ্ছে রহস্যময় কোন কাঠামো।'

রোয়ান বলছে 'জিনিসটা দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা ক্যাপসুল। আর এর গায়ে খোঁদাইকরা চিত্রগুলো লক্ষ্য কর, দেখ, মনে হচ্ছে না যে এটা অন্য কোন কাঠামোর ভেতরে গেঁথে রাখা ছিল?'

জিনিসটার দিকে আবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকায় সবাই। হিসাব মেলানোর জন্য মাথার ভেতরে ঝড় তুলে ফেলেছে তারা।

স্যাও বলে 'সেরকমটাই হওয়া লজিক্যাল মনে হচ্ছে।'

নিশো বলল হ্যাঁ, চিত্রে দেখাচ্ছে কোন এক অজানা দেয়ালে অসংখ্য ষড়ভূজাকার তাক।

'মৌমাছির কুঠোরির মতো?'

স্যাও থিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে 'মৌমাছির কুঠোরি আবার কী?'

থিয়া কোন উত্তর না দিয়ে বলল 'দেখ,একদম সিলগালা করা জিনিসটা।'

নিশো আশংকা গলায় বলে 'অ্যালিয়েন ট্যালিয়েন নয় তো?

এসময় অ্যালিয়েন শব্দটা শুনতে দেরি, সাথে সাথেই দশ হাত দূরে সটকে যেতে দেরি হল না অভিযাত্রীদের। তবে কোকাব নিশোর আশংকা মন থেকে উড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করে 'দুর, নীলগ্রহের কোন মানুষ এর আগে এখানে আসেনি।'

'আরে, আমি নীলগ্রহর মানুষের কথা বলছি না, আমি বলতে চাচ্ছি সৌরজগতের বাহিরে কোন গ্রহ-জীবের কথা'

'আমার মনে হয়, গ্রহ না বলে উপগ্রহ বললে আরও ভালো হয়।'

'কেন এমন কথা বলছ?'

'কারণ ভিন্ন কোন গ্রহে অ্যালিয়েন থাকার চেয়ে ভিন্ন কোন উপগ্রহে অ্যালিয়েন থাকার সম্ভাবনা বেশি'।

'তার মানে বলতে চাচ্ছ এটা ভিন্ন কোন উপগ্রহনিবাসীদের অবকাঠামো?'

থিয়া হতবাক হয়ে বলে 'বল কী এটা? এটা কি মাইক্রো অ্যালিয়েন শিপ?'

কোকাব শিশুসুলভ প্রশ্ন করে 'তা না হলে তোমাদের কেউ একজন ব্যখ্যা করে বোঝাও যে জিনিসটা কী।'
নিশো কিছু একটা বুঝে জিজ্ঞেস করল 'তাহলে কি এটা কোন এক্সট্রা টেরেসট্রিয়াল জীবনের আবিষ্কার?'
কোকাব উত্তর দেয় 'হয়ত, হয়তবা না।'

এরিস বলল 'এটাকে এক্ষুণি ব্যবচ্ছেদ করা দরকার।'
স্যাও বাধা নিয়ে বলল 'হ, তুমি তো ডাক্তার মানুষ, যা পাও তাই খালি ব্যবচ্ছেদ করতে চাও। এটাকে আগে ল্যাবে নিতে হবে তারপর।' রোয়ান বলল 'এ সময় ল্যাবে জিনিসটার ছবি পাঠিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হত, কিন্তু এখনে তো কোন সিগন্যালও কাজ করছে না!'
ভাগ্যহত সিংহের মতো মনে হল স্যাওকে। এর ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা, আমরা কি ভার্চুয়াল এমিলির সহায়তা নিতে পারি না?'
সাথে সাথেই তাড়না দিল রোয়ান 'হ্যাঁ, অবশ্যই। এতক্ষণে বসে রয়েছি কেন আমরা?'
হাতের ডিভাইসটার নিচে রেখে জিনিসটাকে স্ক্যান করল স্যাও। সবাই দেখতে পেল বস্তুটার ত্রি-মাত্রিক চিত্র। ডিভাইসটার ভার্চুয়াল গলা জানাচ্ছে এটার ভেতরটা ফাঁপা, দেয়ালটা নিরেট নয়, ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত, ২৯৩ পিকোমিটার ডায়ামিটার প্রতিটা ছিদ্রের, মাকুটার ভেতরটা অর্গানিক মলিকুল্‌স এ ঠাসা। এটার ভেতরে থরে থরে সাজানো মাইক্রো তাকগুলোয় হাজার রকম অর্গানিক কম্পাউন্ড!'
'প্রতিটা ছিদ্রের?'
'হ্যাঁ স্যাও। সমান ডায়ামিটার' ভার্চুয়াল গলাটা উত্তর দিচ্ছে আবার বিশ্লেষণও করছে। ভুর্চুয়াল গলাটা যখন কথা বলে তখন ভ্রম হয় কথাগুলো হয়ত এমিলি সশরীরে উপস্থিত হয়ে বলছে।
'তার মানে?'
'ছিদ্রগুলো নির্দেশ করে একমাত্র পানি, অক্সিজেন আর কার্বনডাই অক্সাইডের অনুগুলোই বিনিময়যোগ্য। বাকি কোন কিছুই ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না কখনও!'

‘কখনও?’
‘হ্যাঁ থিয়া, সিলড’
নিশো অস্ফুট বলে উঠল ‘বীজ!?’

বিশ

খালি পা পেতেই বুঝল আজকে মেঝে পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত ঝাড়ুদার রোবটটা আসেনি। এদিক ওদিক তাকায় থিয়া, না কোথায়ও ওর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। শৌচাগারে গিয়েই দেখল পানি বরফ হয়ে জমে যাওয়ায় স্টিলের পাইপটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে না এটা কি প্রতিহিংসা না কি পুরোই সিস্টেম সফটওয়্যারের গন্ডোগোল।

ওদিক থেকে নিশোর হাঁকডাক শোনায় রাগে গজ গজ করতে করতে প্রসাধন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল থিয়া। দেখলো মারমুখি ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে নিশো ‘এই, তুমি মরার মতো এভাবে ঘুমাও কেমনে? তুমি কী জান না যে আমরা একটা অ্যালিয়েন শিপ আবিষ্কার করেছি!?’ থিয়া হা করে তাকিয়ে তার কথাটার মর্ম বোঝার চেষ্টা করে। তাকে হতভম্ভ করতে পেরেছে দেখে ফিক্ করে হেসে দিল নিশো্। এখন হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে, মুখে কিছু বলার সুযোগই পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ সময় নিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল ‘কি হতবাক হয়ে গেলে মনে হচ্ছে? ওটা অ্যালিয়েন শিপ না অ্যালিয়েনের ডিম্ব!’ থিয়াও নিশোর কথায় হাসা শুরু করে।

‘আচ্ছা অ্যালিয়েনের ডিম না হয় বুঝলাম, কিন্তু এই রোবটের বাচ্চা রোবটেরা সব গেল কই?’
‘আরে, ওরা কর্মবিরতি শুরুর আগেই কর্মে ক্ষান্ত দিয়ে লেজ গুটিয়েছে’
‘বল কী! বিরাট ফাজিল তো!’ চট্ করে হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকায়। ওটা সংকেত দিচ্ছে, লিডা ওকে ডাকছে। নিজের ডিভাইসটার দিকে তাকায় নিশোও। সে কোপানল নিক্ষেপ করে বলে উঠে ‘জঙ্গল একটা!’
থিয়া জিজ্ঞেস করে ‘কে?’
‘আরে লিডা ফিডা ডাকছে।’
‘আমাকেও তো। মনে করলাম আজকে কারও ডাকাডাকি নাই, একটু আরাম করে বিশ্রাম নিব, দুর!’
‘ঠিকই বলেছ, আমারও একটু বিশ্রাম দরকার।’

থিয়া, নিশোকে এদিকে একনজর দেখেই পিঙ্গোল বর্ণের রোবটটা উষ্টা খাওয়ার মতো দৌড়ালো। কৌতুহল বশে খানিকটা পথ পিছে দৌড়েও পলায়নপর রোবটটাকে তারা ধরতে পারল না, ধারেকাছে যাবার আগেই সেটা উধাও।
নিশো আশংকার গলায় জিজ্ঞেস করল 'কিছু কি চুরিটুরি করতে এসেছিল নাকি?'
'আসতেও পারে, এখানের রোবটেরা যে বিচ্ছুর বিচ্ছু, এগুলোর পাছায় শিরিষ পেপার দিয়ে খালি একটা করে ডলা দেয়া দরকার' হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল থিয়া।
'বিচ্ছু কি? শিরিষ পেপার কি?'
'বিছা পোকার ভাই!'
'আর শিরিষ পেপার?'
'এটা এক ধরনের কাগজ যেটা দিয়ে কাঠ বা লোহার জিনিস ঘঁষা দেয়া হয়।'
সহজ সরল উত্তর দিয়ে মুচকি হাসল থিয়া।
মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে নিশো উপদেশ বিতরণ করে 'সতর্কের মার নাই।'

লম্বালম্বি শ্যাফটাটা ধরে ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে দু'জন। একটা জিনিস আবারও খেয়াল করে থিয়া, একটুতেই যেখানে সে হাঁপিয়ে উঠে সেখানে নিশোকে মোটেও কর্মক্লান্ত মনে হয় না। মিউজিক্যাল স্টুডিওটাকে পাশ কাটানোর সময়ই দেখল রাস্তার দুইপাশে চারজন রোবট মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। রোবটের সর্দার মোটকু রোবটটা কোমরে হাত রেখে বাঁকিদের কর্মে তাগাদা দিচ্ছে। ন্যাশ রোবটটা অবশ্য তার যুক্তি খন্ডন করছে 'আমি গত আটষট্টি দিনে এক সেকেন্ডের জন্যও বিশ্রাম পাইনি, আমি এখন ঠাকুরের মতো বসে থাকব, আর একটা কাজেও হাত লাগতে পারব না। দায়িত্ব পালনে আমার গাফিলতির কোন প্রশ্নই ওঠে না।'
খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে নিশো জিজ্ঞেস করে 'এই এই দিকে এত ভীড় কিসের?'
নিশোর প্রশ্নের মনে হল না কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী। রোবটেরা এখন নিজেদের মধ্যে গন্ডোগোলে জড়ায়েছে। থিয়ার নিকট মনে হল, রাস্তায় যখন কুত্তারা মারামারি করে তখন কোন পথচারীকেই গোনায় ধরে না।
ফ্ল্যাশ রোবটা ন্যাশ রোবটের মিথ্যা কথাটা তুলে ধরে 'ওরে জুয়াচোর, তুই তো চোরেরও বাপ; বাটপার' পরক্ষণেই সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলে 'না সর্দার, সে কিছুক্ষণ আগেও একবার বিশ্রাম নিয়েছে।' ফ্ল্যাশ রাগে ন্যাশের মাথায় ঘটাং করে ঘুষি মারল। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ঘুরপাক খেতে লাগল ন্যাশ। সর্দার রোবটটা একধাপ্ এগিয়ে এসে তার মাথার সুইচটা টিপে দিলে তবেই তার জ্ঞান সুষ্ঠ হয়ে ফিরে এল। ফ্ল্যাশ এখন অতিরিক্ত ভালো রোবটের ন্যায় চুপ মেরে থাকল।

ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের এক কোণায় গিয়ে থিয়া-নিশোরা বসতে চাইলে দেখল, কোণাটায় গুঁটিসুঁটি মেরে বসে রয়েছে আনান। দু'জন দু'জনকে দেখে স্মিত হাসি হাসল। থিয়া ধারণা করল হয়ত আনানকেও কন্ট্রোল স্টেশনে ঢুকবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ওর পাশেই বসা রেডিও অপারেটর জিনেটের নির্ঘুম চোখ দুটো ঘুমে ঢুলুঢুলু। হয়ত তাকে অষ্টপ্রহর সদা সতর্কতার সাথে রেডিও রুমে বসে থাকতে হয় সেই কারনে। আগ থেকেই সংস্থাপিত চেয়ার দুটোতে দুই জন বসে পড়ে। কেউ কারও সাথে কথা বলছে না, সব গোবেচারার মতো চুপচাপ মরা প্রহরা দিচ্ছে।

আজকে রুমটা অন্যান্য দিনের চেয়ে খানিকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমটাই এখন ইন্টারপ্ল্যানেটারি কনফারেন্স সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকে নীলগ্রহ জরুরী আন্তঃগ্রহীয় সভা ডেকেছে। থিয়া কক্ষটার চতুর্দিক লক্ষ্য করে স্টেশনের আসবাবপত্রগুলো একা একাই নড়াচড়া করছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ফার্নিচারগুলোরও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। তার নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নেয় কখন কোথায় তাদের কাজে লাগবে। কম্পিউটার টেবিল চেয়ার সব বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাঁজে ভাঁজে গিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই ঘরটাকে একটা কনফারেন্স সেন্টারে রূপ দিয়েছে। থিয়া খেয়াল করে, টেবিলটার চারদিকের সন্নিকটবর্তী সব সংরক্ষিত আসনগুলো বাদ রেখে তিন দিকে অ্যানসেলাডাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লোকজন বসে রয়েছে। তবে পূর্ব দিকের সব আসন শূন্য।

থিয়া মনে মনে বিড়বিড় করে 'শালার কারবার দেখ!'

লিডা থিয়াকে বলছে 'তোমরা গাইসারের ফাটলে রশি বেঁধে নামবে। ত্রিশ মাইল খাড়া গিরিখাদের ভেতরে নামতে আশা করি থ্রিলই অনুভূত হবে।'
'লিডা, দক্ষিণ মেরুর ফাটলগুলোর কথা বলছেন?'
'হ্যাঁ, কারন গাইসার তো দক্ষিণ মেরু ছাড়া অন্য কোথাও নেই।'
'জ্বী, হ্যাঁ।'
'তোমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার জার্নির বিষয়ে আগে থেকে কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। এখন হঠাৎ করেই নেয়া হয়েছে। যদিও তোমার স্বাস্থ্য জার্নির ধকলের জন্য ফিট না, তারপরও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ হচ্ছে এটাই যে 'টিম-এ' প্রজেক্টের সাথে তুমি প্রথম থেকেই লেগে ছিলে।'
'জ্বী ধন্যবাদ।'

'আর আজকে তোমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বাচ্চাদের একটা ক্লাস নেয়ার জন্য। রোবটদের সাথে আজকে চুক্তি সম্পাদন না হলে কোন রোবটই আজ থেকে কোন কর্ম করবে না।' মনে মনে আশংকা করছে থিয়া, এই ল্যাবে রোবটেরা কর্ম না করলে এটা নিশ্চিত একটা পরিত্যাক্ত কবরস্থানে পরিনত হবে।

রেড ক্রসাস প্রবেশ করল। সাথে সাথেই নিস্তব্ধতার ছন্দময়তার পতন ঘটে, বিচলিত হয়ে উঠে কেউ কেউ। সোজা টেবিলটার পশ্চিমপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে বসের জন্য নির্দিষ্ট করা চেয়ারটা চাকায় গড়িয়ে এসে পেতে রইল। পাছা পেড়ে বসে পড়ল রেড। খেয়াল করল, প্রকান্ডদেহী লোকটা অনেক নারীর ভীতির কারণ হলেও তার কুতকুতে চাহনিটা বড়ই মায়াবী! থিয়াদের দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে বলল 'গ্যাসীয় গ্রহ শনি কোন জীবের বসবাসের অনুপযোগী হলেও তার চাঁদ অ্যানসেলাডাস আর টাইটান সেই দুর্নামের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। দুই গ্রহটাই তৈরী হয়েছে মানুষের আকর্ষণীয় কলোনি স্থাপনের জায়গা হিসেবে। কি বল?'
আনমনেই বিড়বিড় করে থিয়া,নিশো। থিয়ার কথা ধরে 'হুম, কমান্ডার, কথাটা খুবই সত্য। আমরা বলি ইউনিভার্সাল ট্রুথ!'
'এখন অ্যানসেলাডাসে যদি কখনও অ্যালিয়েনদের পদচারণা পড়ে তাহলে বুঝতেই পারছ বিষয়টা।'
'জ্বী, সেটা তো বুঝতেই পারছি।'
'গুড! তোমরা এখন কী বিষয় নিয়ে এখানে বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করছ?'
'কমান্ডার, আমি তো অ্যানসেলাডাসে নতুন, এখানটার সংস্কৃতিটার দিকেই বেশি খেয়াল দিয়েছি।'
'বাহ্, আজকে রাতে দেখিয়ে নিয়ে যেও তোমার রিপোর্টটা।'
খানিকটা তোতলায়ে থিয়া বলল 'ইয়েস কমান্ডার।' তবে মনে মনে বলল 'ওরে, জাউরার খড়ি!'
রেড আবার নড়েচড়ে বসল। থিয়া আশংকা করল, রেডও এমিলির মতো মানুষের মনের ভাষা পড়তে পারে কিনা।

কন্ট্রোল স্টেশনের সব আলো নিভে গেল। জেগে উঠল অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রজেক্টরে ত্রিমাত্রিক আলোক বিক্ষেপে ছাঁয়ামুর্তিগুলো আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠল। টেবিলের পশ্চিমপ্রান্তে বসা মুর্তিটা বাস্তব, প্রজেক্ট প্রধান রেড ক্রুসাস। তার পাশে সহকারি প্রজেক্ট কমান্ডার, সেও বাস্তব, অর্ক মুসকাইডা। থিয়া খেয়াল করে, টেবিলের দক্ষিণ পাশে পাশাপাশি রাখা দুটি শূন্য চেয়ার; তার উপরে ভেসে উঠল হলোগ্রাফিক দুই মানুষের অবয়ব। তাদেরকে দেখে বলার কোন জো

নেই, তারা বাস্তব না অবাস্তব। এ চেয়ার দুটি টাইটানের অধিবাসীর, দুই মুখ; করডন ও আন্ড্রেসা। থিয়া জানে আন্ড্রেসা হল করডনের সহকারী। যেমন সুন্দরী তেমন বুদ্ধিমতি। ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে টাইটান উপগ্রহের মহাকাশযান স্কাইল্যাবে।

চুপচাপ বসে রয়েছে থিয়ারা। কারও মুখে কোন কথা নেই। ওদিকে আন্ড্রেসা, করডন দুইজনও নিঃশুপ। মাঝে মাঝে থিয়ার সাথে চোখাচোখি হলে ওরা ওদিক থেকে মুচকি হেসে দিচ্ছে। হঠাৎই হাতে একটা ইশারা করে আন্ড্রেসা। স্ক্রিনের নিচের দিকে তার অর্থ সাবটাইটেল আকারে উঠল 'যখন প্রথম প্রথম ল্যাবে পা দিয়েছিলে তখনকার অনুভূতির কথা কিছু মনে আছে? আমাদের নিকট তোমার সেই সব দিনের হরমোনের সিগনেচার সংরক্ষিত রয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে সেই অনুভূতিগুলো আবারও উপভোগ করতে পার।'
হতবাক হয় থিয়া। একই অনুভূতি বারংবার উপভোগ করাও সুযোগ তৈরী করেছে এরা। জীবনের প্রথম ভালোলাগার অনুভূতি, ভালোবাসার অনুভূতি, প্রথম কিস করার অনুভূতি..। চট্ করে বাস্তবে ফিরে এসে প্রত্যুত্তরে অ্যান্ড্রেসাকে ধন্যবাদ সাইন দেখিয়ে দিল থিয়া।

প্রায় এক ঘন্টা পরে টেবিলের উত্তর প্রান্তে সংরক্ষিত দুই চেয়ারে ভেসে উঠল দুই জন মানুষ্যায়ব মুর্তি। স্বাচ্ছন্দ্যে তারা আসন গ্রহন করছে। আন্থি, মহিলাটা মার্সিয়ান কলোনী প্রধান আর তার সহকারি মাইনা ইগু। দেখেই মনে হয় মহিলাটা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তারা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে মঙ্গলগ্রহে। একটু হাসির রেখা টেনে দুটো কথা বলল আন্থি। সাবটাইটেলে দেখল থিয়া, ম্যাডাম বলছেন 'সত্যি বাস্তবে আমরা কেউ কারও লক্ষ মাইল ধারেকাছেও আসিনি কোনদিন অথচ এখানে সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে আমরা কত কাছের! কত আপন!'

আবারও হাত গুটিয়ে বসে থাকার পালা। এরও প্রায় বারো মিনিট পরে নীলগ্রহ থেকে সিগন্যাল আসা শুরু হয়েছে। টেবিলের পূর্ব দিকে একে একে ভেসে উঠছে ওদের অফিসারদের অবয়ব। নীলগ্রহের স্পেস সেন্টারের কানফারেন্সে প্রায় চল্লিশ জনেরও অধিক অফিসারেরা বসা। রেডের মনে হল সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন বদ চক্রান্ত করে এসেছে ওরা। পক্ষান্তরে নীলগ্রহের লোকজনদের দেখেই আনন্দে রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠে থিয়ার। কত পরিচিত লোকজনগুলো। হাত নেড়ে নেড়ে যে যার ভঙ্গিমায় হাই হ্যালো করছে। লক্ষ মাইল দূরে অথচ হলোগ্রাফিতে তাদেরকে দেখতে মনে হচ্ছে একেবারেই জ্যান্ত, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

অফিসারেরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছে। ওদের ভাষান্তরিত কথামালা ক্যাপশন হয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্ক্রিনে ফুটে উঠছে। লেখ্য কথামালা ছাড়া ওদের ভাষাগুলো মনে হচ্ছে মুরগির মতো। থিয়া কিছু কিছু ভাষা বুঝতে পারছে তবে ক্যাপশন পড়ে পুরোটাই বোঝা সম্ভব হচ্ছে; ওদের মাঝে জটিল এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রহের বাহিরে জনসংযোগের জন্য কোন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সমগ্র গ্রহটাকে উপস্থাপন করবে সেটা নিয়ে শুরু হয়েছে ঝামেলা পাকানো। অবশেষে একেক দেশের প্রতিনিধিদের দিয়ে একেক বাক্য উত্থাপন করানোর মাধ্যমে সমস্যাটার আপাতত সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

'আপনাদের সদয় অবগতির জন্য আমরা আজকে যে বিষয়টা তুলে ধরতে এই কনফারেন্সের আয়োজন করেছি সেটা হচ্ছে এই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে, আমরা মানুষকে নীলগ্রহের বাইরে পাঠাতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মুদ্রা খরচ করেছি।' নীলগ্রহের বক্তার পরিবর্তন ঘটল। ভিন্ন আরেক বক্তা ভিন্ন এক ভাষায় কথা বলা শুরু করল। তবে সাবটাইটেলের কোন পরিবর্তন হল না, সেই আগের ভাষাতেই স্ক্রিনের নিচের দিকে ফুটে উঠল।
'যাদের পিছনে খরচ করেছি তাদেরই কিন্তু বংশধরেরা হচ্ছেন আপনারা। তো তার বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি?'
'আমাদের দরকার খনি। সেটা হোক তেল, গ্যাস, সার বা ধাতব কোন পদার্থ। আমাদের নীলগ্রহের ফসিল ফুয়েল নিঃশেষ।'
একের পর এক বক্তার পরিবর্তন ঘটছে আর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলছে তারা
'আমাদের প্রয়োজন ছিল আউটসোসিং আর তার তাগিদেই নীলগ্রহের বাহিরে এত ইনভেস্টমেন্ট। এখন আমরা সব জায়গায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজছি।'
'এরকম খোঁজার অভিযান পরিচালনা করার জন্য আমরা যে একটা স্যাটেলাইট ইউরেনাসের দিকে পাঠিয়ে ছিলাম সেটাকে টাইটান থেকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে!?'
'নীলগ্রহ এর আগেরও না এবং কখনই কোন অ্যালিয়েন জাতি কর্তৃক ভাগ্য নির্ধারণে বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের উষ্কানিমূলক আচরণ কখনই গ্রহনযোগ্য হবে না এবং এটা খুব খুবই দুঃখজনক।'
'আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া আরও একটা বিষয় আমাদের নজরে এসেছে, বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দিকে টাইটানবাসী বহু সংখ্যক ড্রোন মোতায়েন করেছে। এটার কারণও আমরা ব্যাখ্যা চাচ্ছি।'

দীর্ঘ প্রায় পনের মিনিট নিস্তব্ধতা। মার্সিয়ান অস্থি এবার সাবলীল ভঙ্গিমায় বলা শুরু করল। 'উই আর কমিটেড এন্ড ফুলি সার্পোট দ্য ব্লু-প্ল্যানেট অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ইফোর্টস টু স্পেস মাইনিং।'
টাইটান থেকে করডন প্রায় ঘন্টা খানেক সময় পরে বলা শুরু করল 'আমাদের সার্বভৌমত্ব রয়েছে আমাদের নিজস্ব প্ল্যানেট ও তার স্যাটেলাইটগুলোয়। আন্তঃগ্রহ নিয়মানুযায়ী আমাদের স্পেস ডিফেন্স আইডেনটিফিকেশন জোনে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই আপনাদের আইডেনটিফাই করতে হবে এবং কেবল আমাদের অনুমতি সাপেক্ষে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন। উই উইল কনটিনিউ ডিফেন্স আওয়ার স্পেস। উই হ্যাব গিভেন ইউ এ পাওয়ারফুল সিগন্যাল।'

নীলগ্রহের মানুষেরা এখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। অর্ক মুসকাইডা আলোচনা থেকে বিদায় নিল। থিয়া বুঝতে পারে এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা অ্যানসেলাডাসের বায়োলজির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়- সৌরজগতের কর্তৃত্ব নিয়ে। খানিকটা একা একাই চিন্তা করছে থিয়া, নীলগ্রহের বাইরে পা দেয়ার পর থেকে নীলগ্রহটাকে কেমন যেন দূর দূর মনে হয়। অ্যানসেলাডাসের মানুষজনদের মাঝে এন্টি-ব্লু-প্ল্যানেট একটা ফোবিয়া কাজ করে। কেন যেন নীলগ্রহের লোকজনদের দু'চোখে কেউ দেখতে পারে না। অবশ্য নিশো, এমিলি এরা হয়ত এর ব্যতিক্রম হবে। ঠিক কী কারণে এমিলির ঐ নীলগ্রহটার উপরে টান সেটা বুঝতে পারে তবে সেটা পরিপূর্ণ নয়।

মুসকাইডা আবার ফিরে এল কন্ট্রোল স্টেশনে। দূর থেকে ননভার্বাল ভাষায় বলল 'কমান্ডার, আমাদের ইমেজিং টিম থেকে জিনিসটার রিপোর্ট আসা শুরু হয়েছে।'
'ওকে, আমি দেখছি।'
রেড এবার টাইটানের অ্যান্ড্রেসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাকেও কিছু একটা ইশারা করল। স্ক্রিনের নিচে ফুটে উঠল 'ঠিক আছে রেড, তুমি এখন আসতে পার, তোমাকে প্রয়োজন হলে আমরা ডাকব।'

রেড এবার ইশারায় কিছু একটা নির্দেশ করতেই থ্রিডি প্রজেক্টরটা বন্ধ হয়ে গেল আর সেই সাথে বাহিরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অ্যানসেলাডাসও। রেড এবার মুসকাইডার দিকে ফিরে নির্দেশ দেয় 'ওকে অর্ক, গেট দেইম অনলাইন।'
'প্রজেক্টর অন!'

থিয়ার মনে হল ভয়ে ওর হাত পা পেটের ভিতরে সেঁধে যাচ্ছে। মাকু আকৃতির জিনিসটা কী হতে পারে ভেবে ভেতরে ভেতরে ঘামছে এখন। নিশো, লিডাও

এবার নড়েচড়ে বসে। কয়েক মুহূর্তকাল পরেই নজরে এল প্রজেক্টরের অপর প্রান্তের ল্যাব ইমেজিং টেকনোলোজিস্টদের দৌড়ঝাঁপ। সবাই রেডিয়েশন শিল্ড পোশাক পরিধান করা, কাউকেই মুখ দেখে চেনা যাচ্ছে না।
'কমান্ডার, এটা একটা ধাতব পদার্থ। আমাদের ডিটেক্টর নির্দেশ করছে এটার উপরিভাগে কার্বন কম্পোজিটের থার্মাল প্রটেকশন টাইলস দ্বারা মোড়ানো আর বয়স ৪.৭ মিলিয়ন বছর!'
টেবিলটার উপর এক ঘুঁষি দিয়ে হুংকার দিল রেড 'কী বালের কথা বলতেছ?'
'ইয়েস কমান্ডার, আমরা খুবই সিরিয়াস।'
অসহায়ের মতো দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল 'আরে, আমরাই এই অ্যানসেলাডাসের আদিবাসী, আমাদের আগে আর কেউ এখানে পা ফেলে নি।'

অপর প্রান্তে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কেউ আর কোন কথা বলারও সাহস পাচ্ছে না। খানিকটা নিরবতা ভেঙ্গে তারা এবার আবারও কথা বলা শুরু করে।
'কমান্ডার, আমাদের মেশিনে যে রিডিং আসছে, আমরা শুধু সেটাই আপনাকে জানাচ্ছি। আমরা নিজ থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনও করছি না, নিজ থেকে কোন কিছু কল্পনাও করছি না। আমাদের যা দায়িত্ব; আপনাকে জানানো, সেটাই আমরা জানালাম কমান্ডার। এখন সেটা বিশ্বাস করা না করা সব আপনার ব্যাপার।'
'এই অ্যানসেলাডাসে যদি এরকম কোন জিনিসের অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে সেটা হবে এই উপগ্রহের সবচেয়ে পুরাতন কোন জিনিস, অবশ্য এক পানি ছাড়া।'
'জ্বী কমান্ডার, আমরা বুঝতে পারছি'
'না, এর অর্থ তুমি বুঝতে পারছ না হিরণ। তার অর্থ অ্যানসেলাডাসের রয়েছে প্রকৃত আদিবাসি আর আমরা এখানের শরণার্থী। ঠিক আছে, জিনিসটাকে লেজার স্ক্যানারে রাখ, আমি দেখছি।'

ছয়জন ধরাধরি করে খুব সতর্কতার সাথে জিনিসটাকে একটা ট্রের উপরে রাখল। রেড এখান থেকে মনিটরের ওয়েব ক্যামের মাধ্যমে নিচ তলার স্পেকট্রোফটোমিটারে ইশারায় কমান্ড প্রদান করল। ট্রেটা মেশিনটার চেম্বারের ভেতরে ঢুকে পড়ল সাথে সাথে। দুই সেকেন্ড পরেই ওয়ার্কিং মনিটরে ফুটে উঠল জিনিসটার ত্রিমাত্রিক চিত্র। মুখ থেকে অস্ফুট একটা গালি বেরিয়ে এল রেড ক্রসাসের।
'মা-দা-র-ফা-কা-র!'

রিপোর্টিং শুরু হয়েছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে রেড। দেখতে তাকে এখন একটা শিম্পাঞ্জির মতো মনে হচ্ছে। অস্ফুট স্বরে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল 'হানিকম্ব?'

থিয়াও দেখছে জিনিসটাকে। দেখতে খালি চোখে সেটা মাকু আকৃতির হলেও আকার-সহস্রভূজাকার। আকৃতি-৫৭ইঞ্চি ডায়ামিটার। সারফেইস রেডিয়েশন-১৫০০০ মিলিরেম। ত্রিমাত্রিক তলে অবস্থিত হলেও বস্তুটির বাহুগুলোর সাপেক্ষে তার তল অন্তত এগারটি। এ রকম অদ্ভুত জিনিস ইতিপূর্বে দেখেনি থিয়া। রেড ভারি গলায় নির্দেশ করল 'এ্যাই তোমরা হানিকম্ব থেকে দূরে থাক। তোমাদের জন্য এই রেডিয়েশন নরমাল না বরং ভয়াবহ।'
'ইয়েস কমান্ডার।'
'প্রাথমিক স্ক্যান করে যা দেখলাম তাতে এই হানিকম্বে কোন রেডিওঅ্যাকটিভ উপাদান নেই। এটাতে যা রয়েছে তা এটার ন্যাচারাল রেডিয়েশন।' খানিকটা সময় উদ্ভ্রান্তের মতো দূরে তাকিয়ে থাকল রেড। তার দু'চোখে তখনও অবিশ্বাস লেগে রয়েছে।
'আমি এই উপগ্রহে আজ অনেক দিন। আমার চোখে এরকম কোন জিনিস এর আগে ধরা পড়েনি যার ন্যাচারাল রেডিয়েশন আমাদের ন্যাচার থেকে একেবারেই আলাদা।'
'এমিলি!'
'ইয়েস কমান্ডার।'
'তুমি কি আমাদের টাইটানের রেডিয়েশন টেলিস্কোপটাকে দক্ষিণ মেরুর ঐ জায়গাগুলোতে তাক করতে পার?'
'পারব মাই কমান্ডার। কিন্তু টেলিস্কোপটা কি সঠিক রিডিং দিবে?'
'কেন? কেন দিবে না?'
'আমাদের সোলার ইভেন্ট তো এখনও শেষ হয়নি।'
'ও, এগুলো আর ভালোলাগে না। অ্যালিয়েনে গু গবর দেখার আগেই যদি আশেপাশের কোন গ্রহে কোথায়ও অবসর যাপনে যেতে পারতাম!'

রেড ক্রসাস মনিটরের নিচের দিকে তাকিয়ে চক্ষুর রেটিনার সাহায্যে কিছু কমান্ড দিল। তারপরই ফিরল এমিলির দিকে।
'আর আট ঘন্টার মাথায় টাইটানটা শনির আড়ালে থাকবে। যখন শনির আড়ালে থাকবে তখন সূর্য থেকে সরাসরি রেডিয়েশন টেলিস্কোপে বিকির্ণ হবে না। আর তখনই টেলিস্কোপটাকে অপারেশন মুডে নিয়ে আসবে।'

‘ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া কমান্ডার। তবে একেবারে নির্ভুল রিডিং নাও পেতে পারি। কিছু রেডিয়েশন আমাদের টেলিস্কোপে ঘুরপথে এসেও ইন্টারাপ্‌ড করবে।’
‘মার্জিন অব এরর?’
‘এক হাজার ভাগের এক ভাগ।’
‘চেষ্টা কর আরও মান কমানোর। আমার ভিজিবল এবং ননভিজিবল দুই ধরনের স্পেকট্রামেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিডিংগুলো পেতে চাই।’
‘অবশ্যই কমান্ডার।’

হাতের ডিভাইসটার দিকে খেয়াল দিতেই লাফিয়ে উঠল লিডা। ভন্ন্যাৎ করে ঘুরে থিয়ার মুখোমুখি হয়। অনুরোধের গলায় বলে ‘থিয়া, আজকে বাচ্চাদের জন্য তুমি কি ক্লাস নিতে পারবে? দেখছই তো রোবটেরা যে আন্দোলন শুরু করেছে, ওদের আজকের ক্লাসটাই না বাতিল হয়ে যায়।’
‘হ্যাঁ লিডা, দেখছিই তো, আমার মনে হয়েছিল থিং অব ইন্টারনেট সকালে হয়ত এরকম একটি কাজ বাৎলে দেবে। কিন্তু দেখলাম, এখানে সব কিছুর অভাব থাকলেও রোবটদের ছল-ছুতোর তো কোন অভাব নাই।’

রেড ক্রসাস কথা ধরে ‘আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন যে এটা খুবই আনন্দদায়ক। তুমি ক্লাসে গেলে তবেই বুঝতে পারবে সেটা। শিক্ষক যেটাই বলুক এখানে থ্রিডি প্রজেক্টরে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সব কিছুর বর্ননা উঠে আসে। যে বক্তব্যই দেয়া হবে কম্পিউটার সিস্টেম অটোমেটিক সেই সব জিনিসগুলোকে তার নিজস্ব পোগ্রামের খেয়ালে উপস্থাপন করে।’
‘খুবই আনন্দদায়ক বিষয়টা!’
‘হ্যাঁ, ওদের ক্লাস এখন শুরু করতে হবে।’
‘ঠিক আছে লিডা, আমি তাহলে আসি।’

থিয়া প্রস্থান করলে ক্রসাস হঠাৎই আগ্রহী হয়ে লিডা ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করে ‘ লিডা, তোমার নীল মানবী নাকি আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ে শিখছে। ওকে আজকে রিপোর্টসহ পাঠিয়ে দিও তো’
‘আহ্, না, না। ওকে আমরা দক্ষিণ মেরুতে পাঠাচ্ছি।’
‘ও, জানতাম না, আমি। আমাদের থিং অব ইন্টারনেটও কি আপডেট হচ্ছে না, নাকি?’

একুশ

শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সাথে সাথেই কম্পিউটার সিস্টেম থিয়াকে মোলায়েম স্বরে অভিনন্দন জানালো। ছাত্র ছাত্রীরা হাতের ডিভাইসগুলো থেকে মুখটা উঁচু করে তাকাল। প্রজেক্টরে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের পরিচিতি সবিস্তারে ভেসে উঠা শুরু হয়েছে যেটা প্রাধান্য দিল অ্যালিয়েন শিক্ষয়িত্রী পরিচয়টা। ছাত্র ছাত্রীরা বুঝল উনি তাদের শিক্ষক। সবাই এবার দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। প্রতিটি ব্রেঞ্চে দুইজন করে শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থী বসা। প্রায় বারো জনের ক্লাস এটি। বসতে চাইলে চেয়ারটা আপনাআপনি ছুটে এল। সামনের ব্রেঞ্চের এক ছাত্র বলল
'আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে আমরা একজন যুবতী শিক্ষক পেয়েছি।'
'আহ্, আমি মনে করলাম অন্যকিছু, তোমরা বলবে যে, আজ আমরা এক নতুন অ্যালিয়েন শিক্ষক পেয়েছি। সত্যি এই বয়সে মাথায় সব সময় সেক্স চিন্তা ঘুরপাক খাওয়াটা খুবই দুঃখজনক!'

মনে হল ওরা খানিকটা লজ্জা পেয়েছে। একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল 'ম্যাডাম, আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম অ্যালিয়েনের ডিম আবিষ্কার করেছেন?'
নিশোর কথাটা মনে হল থিয়ার। আশংকা করল, সত্যি সত্যি সারাটা ল্যাব জুড়ে আবার এলিয়েনের ডিমের কথা রটে যায়নি তো? থিয়া আর কোন উত্তর দেয় না। মনের মাঝে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সফটওয়ার থিয়াকে খুব সাহায্য করছে। সে জানাচ্ছে, ক্লাস অভিন্ন হলেও শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থীর বিষয় আলাদা। সামনের দুইজনের বিষয় উচ্চতর স্পেস ম্যাথামেটিক্স। থিয়া সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রশ্ন করে
'এদিকে লক্ষ্য কর ছাত্ররা। তোমরা কি কেউ বলতে পারবে প্যারালাক্স কী?'
প্রশ্নটা করার সাথে সাথেই পেছনের প্রজেক্টরে সবিস্তারে ভেসে উঠল দূরের তারার অবস্থান।
'হ্যাঁ ম্যাডাম বলতে পারব' পেছনের ব্রেঞ্চের একজন ছাত্র হাত উঠিয়ে বলল
'প্যারাল্যাক্স হল ত্রিকোনমিতি। আমাদের একটা হাতকে এক চোখ দিয়ে দেখলে পেছনের দেয়ালের সাপেক্ষে যেখানে দেখায়; অন্য চোখ বন্ধ করে দেখলে কিন্তু অন্য জায়গায় দেখায়। দূরের তারা থেকে দুই অবস্থান থেকে ত্রিকোনমিতির প্যারালাক্স অ্যাঙ্গেলকে আর্ক সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করলেই সেই তারার দূরত্বটা পরিমাপ করা যায়। এই দূরত্বটা হয় পারসেক এককে।'
'এই তুমি বল পারসেক কী?'
'ম্যাডাম, পারসেক বা পিসি হল দৈর্ঘ্যের একক। এক পারসেক সমান ৩.২৬ আলোকবর্ষ দূরত্ব। দূরত্ব বেশি হলে মেগাপারসেক ও গিগাপারসেক একক ব্যবহার করা হয়।'

থিয়া বুঝল, বাবারে বাবা, পিচ্চি পিচ্চি ছাত্ররা তো সব একেকটা বাঘের বাচ্চা। ক্রিস্টালোগ্রাফি বিষয়ে পড়ুয়াদের একজনকে জিজ্ঞেস করল থিয়া 'যদি আটটি গ্রহের সবাই সূর্যের একপাশে একই রেখায় অবস্থান করে তাহলে সূর্যের অবস্থান বা অন্যান্য গ্রহের উপর কী ধরনের ইফেক্ট তৈরী হবে তা বিষদভাবে বর্ণনা কর।' পেছনের সারির অন্য আরেকজন দাঁড়িয়ে উত্তর দিল 'প্রথমত এরা কখনই একই রেখায় অবস্থান করবে না। আর যদি কোন বিশেষ কারণে করেও, তাহলেও কিছুই হবে না। কারণ সূর্যের অবস্থানের কারণে ব্যারে-সেন্টারটার অবস্থান খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটবে। যেমন সব গ্রহ
সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিক্রমন করলেও বৃহস্পতি গ্রহটা কিন্তু ব্যতিক্রম। কারণ সূর্য ও সব গ্রহের ব্যারে-সেন্টারটার অবস্থান সূর্যের অভ্যন্তরে যেখানে সূর্য এবং বৃহস্পতি গ্রহের ব্যারে-সেন্টারটার অবস্থান সূর্যের বাহিরে। সবগুলো জ্যোতিষ্কই যার যার ব্যারে-সেন্টারকে কেন্দ্রকরে পরিক্রমন করে।'
ইতিহাস বিষয়ে পড়ুয়া এক নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করল থিয়া, 'শনির মিশন ইতিহাস সম্পর্কে বলতে হলে এক বাক্যে কী বলতে হবে?'

ইতিহাস পড়ুয়া সেই ছাত্রটা উঠে উত্তর দিল 'আমরা ইতিহাস থেকে শিখতে পারি যে, অতীতের যানবাহনগুলো ছিল অত্যন্ত ধীর গতির।'
উত্তর শুনে থিয়া হাসে। 'ঠিকই বলেছ, মন্দ বল নি। এবার উত্তর দিবে সামনের সারির ছাত্রদের কেউ। আমরা দেখলাম ওজন = ভর গুনন অভিকর্ষ বল। যেমন আমার নীলগ্রহতে ওজন পঞ্চাশ কেজি। তাহলে অ্যানসেলাডাসে আমার ওজন কত হবে?'
'অ্যানসেলাডাসের অভিকর্ষ বল শূন্য দশমিক একশত তিন। তাহলে আপনার ওজন পাঁচ কেজি ছয়শ পঞ্চাশ গ্রাম মাত্র।'
'হুম ঠিক। এতক্ষণ তো আমি প্রশ্ন করলাম। এবার তোমরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পার।'
'জ্বী ম্যাডাম। আমি কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? ' সাথে সাথেই টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট জানিয়ে দিল, ক্লাসে এই ছেলেটির ডাক নাম নীলগ্রহের ভাষায় ভাষান্তরিত করলে দাঁড়ায় "আবুল!"
থিয়া ফিক করে হেসে বলল 'আচ্ছা কর।'
'ম্যাডাম, আপনি তো ঐ নীলগ্রহ থেকে এসেছেন। আপনি তো ইচ্ছে করলে ইউরেনাস বা নেপচুনে যেতে পারতেন। তা না গিয়ে কেন অ্যানসেলাডাসে এসেছেন?'
'মানে? ইউরেনাস, নেপচুন কেন?'

‘কারণ, ম্যাডাম ইউরেনাস ও নেপচুন সেই গ্রহদুটিতে তো কঠিন ডায়মন্ডের বৃষ্টি হয়। আমাদের অ্যানসেলাডাসে তো ওরকম কিচ্ছু নেই, না আছে তেল, না আছে গ্যাস।’

নীলগ্রহের মানুষ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা বুঝতে পেরে ব্যথিত হয় থিয়া। নিশ্চই তাদেরকে নীলগ্রহের মানুষদের সম্পর্কে এভাবেই মগজ ধোলাই করানো হচ্ছে। তবে পাশের ছাত্রটা তার ভুল শুধরে দিল। বলল ‘ম্যাডাম, ও তো আবুল, ওর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে ধারণা খুব কম। মাত্র একদিন আগে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সোনা আবিষ্কারের ঘটনাটা এখনও জানে না ও।’
‘বাহ, তুমি তো বেশ চটপটে। আচ্ছা বল তো, অ্যানসেলাডাসে সোনার আবিষ্কারক কে?’
‘ম্যাডাম, স্যাও ভিলজাও।’

বুকে শেল বিধার মতোই মনে হল বিষয়টা। সোনার আবিষ্কারক কেন স্যাও হবে? ধাতব পদার্থের বিক্ষেপ তো সেই প্রথম পেয়েছিল। কষ্টে হৃদয়টা ব্যথাতুর হয়ে উঠে। বেদনার মাঝেও মুখে হাসির রেখা টেনে প্রশ্নকারী আবুল ছাত্রটাকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে ‘ভেরি ফানি। আচ্ছা বলতো, ডায়মন্ডের বৃষ্টি বলতে তুমি কী বোঝ?’
‘ম্যাডাম, বজ্রপাতের কারণে মিথেন গ্যাস বা সিএইচফোর এর কার্বন পরমানু ভেঙ্গে যায়। কার্বন পরমানুগুলো যখন গ্যাসীয় কোন গ্রহের অন্তত কয়েক হাজার কিলোমিটার নিচে ডুবে যায় তখন সেগুলো সলিড ডায়ামন্ডে পরিনত হয়। ডায়মন্ডগুলো আরও যখন গভীরে পৌঁছে তখন চাপে ও তাপে লিকুইড ডায়ামন্ডে পরিনত হয়। এই লিকুইড ডায়ামন্ডগুলো বিন্দু বিন্দু হয়ে অনবরত ঝরতে থাকে।’
‘হ্যাঁ। উত্তর সঠিক হয়েছে।’ এবার খানিকটা বিরতি দিয়ে থিয়া বলল ‘সত্যি বলতে কী, তোমাদের জানার পরিধি আমাদের নীলগ্রহের শিশুকিশোরদের চেয়ে অনেক বেশি, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা যে বয়সে মহাজাগতিক বিষয়গুলো পড়ি না সেগুলো তোমরা কিন্ডার গার্ডেনেই পড়ে সাবাড় করেছ। সত্যি আশ্চর্যের!’

হাতের ডিভাইসটায় দেখল থিয়া, ক্লাসের সময় শেষ, আর অল্পক্ষণ পরেই অ্যানসেলডাসে শিফট চেঞ্জের সময় এসে যাবে। ডিভাইসটায় লক্ষ্য করে, রোয়ান এখন তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। থিয়া এবার গলাটা সটান করে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে আর কারও কোন প্রশ্ন?’
‘জ্বী ম্যাডাম, আপনি আমার জীবনের সেরা শিক্ষক।’

'ধন্যবাদ।'
'আর কোন প্রশ্ন?'
'নাই ম্যাডাম।'
'আচ্ছা তাহলে আজকের মতো এখানেই ক্লাস শেষ। পরে কোন আর একদিন আবারও দেখা হবে, এবার আমি তাহলে উঠতে পারি?'
'ইয়েস ম্যাডাম।'
ছাত্রছাত্রীরা উঠে শিক্ষককে বিদায় জানিয়ে আবার যার যার আসনে বসে ডিভাইস টেপাটিপি শুরু করল, নীলগ্রহের মতো কেউ গ্যাঞ্জাম করল না একদমই।

শ্রেণীকক্ষটা থেকে বেরিয়েই অভ্যন্তরস্থ শাখা করিডোরে পা রাখল থিয়া। খানিকটা সরু এ করিডোরটা। এখানেই অপেক্ষমান রোয়ানের সাক্ষাত পেল।
'হাই রোয়ান!'
কয়েক মুহূর্ত সময় অতিক্রান্ত হলেও রোয়ান কিছুই বলল না। থিয়া তাকিয়ে থাকে রোয়ানের দিকে। সে মনে মনে আশংকা করে, সে আবার প্রেমের প্রস্তাবই দিয়ে বসে নাকি। 'চল, আমরা সামনে হাঁটি।'
থিয়ার প্রস্তাবে দুই জন হেঁটে মূল করিডোরে উঠল। ল্যাবে এখন পালাবদলের সময় শুরু হয়েছে। এ-শিফটে কর্ম করা লোকজন বিছানায় পিঠ ঠেকানোর জন্য তড়িঘড়ি করছে। যারা থিয়াদের চেনে, তারা কুশলাদি জিজ্ঞেস করছে, তাদের প্রশ্নে স্থান পাচ্ছে অ্যালিয়েনের বিষয়টা। এই জিনিসটা নিয়ে ল্যাবের অলিগলিতে যে ব্যাপক একটা সাড়া পড়েছে সেটা তাদের কথাবার্তায় ইঙ্গিত বহন করছে। সোনা আবিষ্কারের চেয়েও ছাপিয়ে উঠেছে অ্যালিয়েন আবিষ্কার। রোবটেরাও মানুষের মতো যে যার মতো ছুটোছুটি শুরু করেছে। হেলেদুলে আসা দুই রোবটকে জিজ্ঞেস করে রোয়ান 'কি রে, তোরা কি কিছু খেয়েছিস নাকি?'
'জ্বি না, স্যার, কী যে বলেন!'
'তাহলে ওরকম টাল হয়ে হাঁটছিস কেন?'
'ইয়ে মানে স্যার, এই হালায় ইউনানি দাওয়াখানার ঔষধ গিলেছে।'
রোয়ান কটমট দৃষ্টিতে রোবটদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষের মতো পরিপাকতন্ত্র না থাকলেও এই বিশেষ রোবটগুলোকে খানিকক্ষণ পরপরই গ্যাসোলিন খেতে হয়। পেটের ভেতরে স্থাপন করা রোবটের পাওয়ার ইঞ্জিনটাকে গ্যাসোলিন পুড়িয়ে তড়িৎ উৎপাদন করতে হয়।
'তোদের পাকস্থলী আজ আবার ওয়াশ করা না লাগে দেখিস। তোদের সাথে না আরেকটা থ্যাবড়া ন্যাকা রোবট থাকে, সে কই?'
'স্যার ও ইন্তেকাল করেছে।'
'বলিস কি? ওকে কোথায় রেখে এসেছিস?'

'স্যার সার্ভিস সেন্টারে ভর্তি করে রেখে এসেছি।'

থিয়া হাসি থামাতে পারে না। হঠাৎই রোয়ানের চোখে চোখ পড়তেই শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায় থিয়ার, মুখের হাসিটাও দপ্ করে নিভে যায়। কেমন যেন চোখে চেয়েছে রোয়ান, ওটা অপার্থিব এক চাহনী।
রোয়ান এবার নীরবতা ভঙ্গ করে অনুচ্চ গলায় বলে 'আচ্ছা থিয়া, তুমি কি বলতে পারবে প্রেম প্রস্তাব দেয়ার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি কোনটি?'
থিয়া হাসে। বলে 'না, আমার জানা নাই।'
দুই জন আর কোন কথা বাড়ায় না। শুধু নিঃশব্দে করিডোরটা ধরে হাঁটতে থাকে। থিয়া এখন লজ্জা পাওয়া শুরু করেছে। লজ্জায় মুখটা আর নিচ থেকে তুলে তাকাতেই পারছে না। রোয়ান কিছু একটা বলার জন্য আমতা আমতা করতে থাকে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। হাঁটতে হাঁটতেই থিয়া তার ডিভাইসটা মুখের সামনে এনে সরাসরি নীলগ্রহে কথা বলা শুরু করে 'মা তুমি কেমন আছ? টুকটুকি কেমন আছে? আমি খুব ভালো আছি শুধু খাবারটা বাদে। তোমার হাতের রান্না ছাড়া আমার পেট ভরে না।'

করিডোরের ওপাশ থেকে রেড ক্রসাস, অর্ক মুসকাইডা, লিডা সব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। থিয়া মনে করল, লিডা হয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবে, কেমন নিলে ক্লাস, কিন্তু না, সে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে কোন পাত্তাই দিল না। প্রথমে নিজেকে ধইঞ্চ্যার মতো মনে হলেও পরে বুঝল কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে থাকতে পারে। নিশোকেও পেছনে পেছনে আসতে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করে থিয়া 'কি হয়েছে নিশো?'
'কী জানি, কী হয়েছে, কিছু বুঝতে পারছি না, তবে এটা বুঝতে পারছি যে কিছু একটা গন্ডোগোল হয়েছে।'
'কিসের গন্ডোগোল, কিছু আন্দাজ করতে পার?'
'না, তবে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হচ্ছে সৌরজগতের বাহিরের কিছু একটা আমাদের সৌরজগতটাকে বাহির থেকে চাপ দিচ্ছে। আর সেটা হঠাৎ করেই দেয়া শুরু করেছে যেটা অল্প অল্প করে দেয়ার কথা ছিল সেরকমটা নয়।'
'ঈশ্বরই ভালো জানেন, কিসে চাপ দিচ্ছে এমন। তো এখন কোথায় যাচ্ছ?'
'সব অবজার্ভেটরী রুমের দিকে যাচ্ছি। বিরতির শেষ সময়ে আর্থ গার্ডেনে থেক। ওখানে দেখা হবে।'
'ওকে নিশো।'

নিশো বিদায় নিতে না নিতেই আচমকা রোয়ান তার শক্ত হাতটা দিয়ে থিয়ার হাতটা চেপে ধরে। সাথে সাথে হাতটা বার কয়েক সাপের মতো মোচড় দেয় থিয়া, তারপর ভীত গলায় বলল 'প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দাও।'
তবে রোয়ান তার হাতটা ছাড়ল না। বরং আরও শক্ত করে ধরে থাকে। থিয়া বুঝতে পারে রোয়ানের হাত পা চৈতালী বাতাসে পাকুইর পাতার মতো থিরথির করে কাঁপছে।

'আসলে থিয়া, আমি আসলে একটা..' কিছু বুঝে উঠার আগেই রোয়ান তার অন্য হাতটা দিয়ে থিয়াকে কোমর বরাবর জড়িয়ে ধরে। সব কিছুই কত দ্রুত ঘটে যায় ব্যাপারটা। থিয়ার হাতটা উঠিয়ে রোয়ান সেটার উল্টো পৃষ্টে চুমু খায়। হাতটা ছড়িয়ে নিতে না নিতেই রোয়ান কোমরের হাতটা ছাড়িয়ে থিয়ার মাথার পেছনে রেখে থিয়ার গালে একটা চুমু এঁকে দেয়। হতবুদ্ধির মতো দেখালো থিয়াকে। শুধু একবার লক্ষ্য করল রোয়ানের লালচে চোখের মনির উত্তল লেন্সটা প্রসারিত হল আর তার শরীরের উগ্র একটা গন্ধ নাকে লাগল। বার কয়েক রোয়ানের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য চেষ্টা করল থিয়া। কিন্তু ততক্ষণে হঠাৎই রোয়ান তার দু'ঠোঁট থিয়ার নিচের ঠোঁটে ডাবিয়ে দিয়েছে। কী এক অজানা কারণে নিজেকে ঝট্ করে রোয়ানের বাহুডোর থেকে মুক্ত করে ছুটতে থাকে।

বাইশ

করিডোরটা ধরে স্লিপিং পডের দিকে যাবার মাঝপথেই নিশো থিয়াকে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিশো অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করে 'কী হয়েছে থিয়া? তোমাকে দৌড়াতে দেখে আমি এক ছুটে এসেছি ফ্লাইট কন্ট্রোল স্টেশন থেকে।'
থিয়া কোন কথা বলতে পারছে না, শুধু নিশোকে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। নিশো তাকে আবারও জিজ্ঞেস করে। থিয়া এবার চোখ মুছে উত্তর দেয় 'না নিশো ও কিছু না।'

নিশো থিয়াকে হাতে টেনে নিয়ে আর্থ গার্ডেনের দিকে রওয়ানা দেয়। স্কেটারে চেপে নিশো আবারও জিজ্ঞেস করে 'কী হয়েছে থিয়া? তুমি তো কখনও কিছু লুকাওনি আজ পর্যন্ত! আর লজ্জা পেয়ে চুপ থাকার নিয়ম হয়ত তোমাদের নীলগ্রহের, এখানের নয়।'
'না নিশো, ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত। আমি আসলে তোমাকে সেটা জানাতে চাচ্ছি না।'
'আচ্ছা, তুমি যেমনটি চাও।'

এমনি সময় হাতের ডিভাইসটা নির্দেশ করল একটা ইনকামিং ম্যাসেজ। নীলগ্রহ থেকে মা ফিরতি ম্যাসেজ পাঠিয়েছে 'আমরা এখানে সবাই ভালো আছি মা। টুকটুকিও ভালো আছে। ওর এখন দাঁত উঠছে। না মা, তুই বাহিরে থাকলে আমার মুখে কী ভাত উঁচে?'
ডিভাইসটা থেকে এবার চোখ তুলে তাকায় থিয়া। দক্ষিণ পশ্চিমের ঝর্ণাটার ওদিক থেকে হাত তালির সাথে স্লোগান ভেসে আসছে। উদ্ভট তাদের হাততালি, উদ্ভট তাদের স্লোগান।
'অ্যাকশন! অ্যাকশন! ডাইরেক্ট অ্যাকশন! অ্যাকশন! অ্যাকশন! ডাইরেক্ট অ্যাকশন! ' 'মানুষের বিরুদ্ধে! ডাইরেক্ট অ্যাকশন!' 'মানুষের চামড়া! খুলে নিব আমরা!' 'মানুষের কালো হাত, ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!'
থিয়া অস্ফুটস্বরে বলল 'বিপদ!'
নিশোও তাল মিলিয়ে বলল 'খালি বিপদ না, মহাবিপদ!'
'এসব রোবট একেকটা যে বেয়াদবের বেয়াদব, কর্তৃপক্ষ না এদের এখন উৎপাদনই বন্ধ করে দেয়।'

স্কেটারটা এসে থেমেছে গার্ডেনটার ফাঁকা জায়গায়। গাছের ফাঁকফোঁকর গলে দেখল রোবটেরা সব বিকার ভঙ্গিতে এক সারিতে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড। তারা নিজেরা সব রোবটেরা মিলে অনশনে নেমেছে। থিয়া নিশো দুই জন খানিকটা পথ হেঁটে রোবটদের জটলার সন্নিকটবর্তী হয়। থিয়া লক্ষ করে ওদের প্ল্যাকার্ডে ননভার্বাল ভাষায় লেখা 'কাজের জন্য পিড়াপিড়ি বন্ধ করতে হবে।' হাবলা রোবট ফ্ল্যাশের হাতে লেখা 'আমি করব কাজ, ট্যাক্স পাবে কেন সরকার?' হঠাৎ ভীড় ঠেলে দুই ধাপ সামনে এসে নিশোর কাছে বিচার চায় ফ্ল্যাশ।
'নিশো, দোকানী রোবট ধর্মঘট পালন করছে। এখন আমি ট্যাক্স ফ্রি শপিং করব কিভাবে?'
'তুমি চিন্তা কর না ফ্ল্যাশ, ব্যবস্থা একটা হচ্ছে।'
'আই আই নিশো।' ফ্ল্যাশ বুঝনেআলার মতো মাথা দুলিয়ে ভিড়ের সারিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর পাশেই প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে কুত্তা রোবট; লালু। তার প্ল্যাকার্ডে লেখা 'আমি ল্যাবের একমাত্র সম্মানিত কুত্তি, আমার পাছায় কেন যখন তখন মারা হবে লাথি?'
থিয়া হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না। চোখের কোনে দেখল, বাথরুম পরিষ্কারকারী রোবটটা উসখুস করছে যেন থিয়ার চোখাচোখি না হয়। সে প্রানান্ত চেষ্টা করছে ন্যাশ রোবটটার পেছনে মুখ লুকিয়ে রাখার। ওর দিকে চোখ পড়তেই থিয়া ফিক করে হেসে দেয়। চিন্তা করে, এখানকার রোবটদের অনুভূতি কী তরতাজা!

সহকারি প্রজেক্ট কমান্ডার অর্ক মুসকাইডা, রোয়ান আর আনানকিরা এসেছে। রোয়ানকে দেখতেই থিয়ার এলোমেলো হয়ে যায় সবকিছু। খানিকটা হতবুদ্ধির মতো দেখায় তাকে। রোবটদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সহকারী প্রজেক্ট কমান্ডার, অর্ক। অনির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল 'ওদেরকে আবার খেপিয়ে তুলল কে?' এবার হাত উঠিয়ে, বিশেষ ভঙ্গিমায় রোবটদের বোঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তবে রোবটদের চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না তারা আসলে ক্ষতিটা বুঝতে পারছে কিনা। অর্ক তাদেরকে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছে 'তোমাদের একেকটা রোবট বানাতে কত খরচ পড়েছে চিন্তা করেছ কখনও?'

কনস্টেবল রোবটটা কোন চিন্তাভাবনা না করেই বলল 'জ্বী সহকমান্ডার।'

সাথে সাথেই পশ্চাৎদেশে একটা লাথি খেল। 'কুঁক' করে একটা শব্দ করে পেছনে ফিরে সন্দেহ করল; গীটার বাজানো রোবটের বাম পাটার খানিকটা অবস্থান চ্যুতি ঘটেছে। পেছনের সারির কয়েকটা রোবট হা হা করে হাসছে। যান্ত্রিক তাদের হাসি। কনস্টেবল রাগত চোখে বেশ খানিকক্ষণ তর্জন গর্জন করল।

'তাহলে? যে কোম্পানি খরচ করে বানাচ্ছে তাদেরকে ট্যাক্স দিবে না?'

রোবটেরা এবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে সম্মিলিতভাবে উত্তর দিল 'না।'

তোমরা কর্মে বিরতি দিলে কিন্তু তোমাদের মিউজিক স্টুডিওতে পারফরমেন্স করতে দিব না, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, সহকমান্ডার।' এমনভাবে কথার উত্তর দিল যেন সেটা গায়েই মাখল না তারা। বাগান পরিচর্যাকারী রোবটা উল্টাপাল্টা উত্তর দেয়ায় তার ঘাড়ে প্ল্যাকার্ডটা দিয়ে একটা বাড়ি মারল গীটার রোবট। ঘাড়টা ঘুরিয়ে মার খাওয়া রোবটটা বলল 'আমি আমার কথা বলেছি, তোর কোন কথা থাকলে তুই বল। তোরে কি কেউ মানা করেছে?'

হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে অর্ক বলল 'আমার ফ্লাইট কন্ট্রোল স্টেশনে কাজ আছে, আমাকে এখন যেতে হবে।'

'কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা? আমরা আর কতক্ষণ এভাবে না খেয়ে থাকব? পরে তো সব মারা পড়ব।'

'আচ্ছা, তোমাদের ট্যাক্সের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের পরে জানাব, কেমন?'

'জ্বী, মরার আগেই জানায়েন'

'ঠিক আছে। আর কারও কোন অভিযোগ?'

'জ্বী, ঐ স্টেনলে ঐ ড্রিল অপারেটর লোকটা আমার খালি নিতম্বে হাতায়।'

সবার হাসির রোল উঠল। রোয়ান বলল 'স্টেনলে কি লুচ্চা নাকি?' এবার মানুষের সাথে রোবটদেরও মাঝে হাসির ঢেউ উঠল। তাদের হাসি শুনে আশ্চর্য হয় থিয়া। প্রায় সবারই হাসির শব্দ এক, পানি ভর্তি কূপের মাঝে হাই ভোল্টেজের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হা হা শব্দ। ওদের হাসি শুনে থিয়ারাও হাসা শুরু করল। তবে রোয়ানকে দেখেই হাসি মিইয়ে যায়। ওর দিকে সাহস করে এখন তাকাতেই পারছে না, তাকানোর সময় প্রতিবারই কী এক ভয় গ্রাস করছে তাকে। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে মুখটা যেই তুলে তাকিয়েছে আর অমনি থিয়ার চোখ দুটো রোয়ানের লালচে চোখের গহীনে হারিয়ে যায়, বিদ্যুৎ শকের মতো কলিজার ভেতরটা ধক্ করে উঠে তার, তাড়াতাড়ি চোখ দুটো নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। শত চেষ্টা করেও আর তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারল না। থিয়ার মনের পরিবর্তনটা পার্থিব আনানকির নজর এড়ায় না। সে খেয়াল করে যখন রোয়ান কথা বলে তখন থিয়ার গালে লজ্জার লালীমা দেখা দেয়। এই মাত্র অর্কর গলা শুনতে পেয়েছে থিয়া, মনে হল এতক্ষণ বধির হয়ে ছিল সে। 'ঠিক আছে ওকে। আমি এমিলিকে বলে দিচ্ছি ওর পাছাটায় যেন টাইটেনিয়ামের একটা প্লেট লাগিয়ে দেয়।'

রোবটেরা নিজেদের মাঝে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। খানিকক্ষণ পরেই পিঙ্গোল বর্ণের রোবটটা বলল 'না সাবকমান্ডার, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের বিষয়টা নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আর কেউ কোন কাজে হাত লাগাব না। শক্তি শেষ হওয়া অব্দি আমরা এখানে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব।'
সেটা হবে 'খুবই দুঃখজনক।' অর্ক এবার নিশো ও থিয়ার দিকে তাকিয়ে সায় পাবার চেষ্টা করে 'কি বল থিয়া, নিশো?'
খানিকটা অন্যমনোষ্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল থিয়া। তাকে কী প্রশ্ন করেছে সেটা তার মাথায় ঢোকে নি। মুখটা সামান্য উঁচিয়ে হ্যাঁ না এর মাঝে গ্যাঁ গুঁ একটা উত্তর দিয়ে রক্ষা পেল। নিশো বলল 'অবশ্যই অর্ক, সেটা হবে খুবই দুঃখজনক। বিশেষ করে আমরা তো দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাচ্ছি, আমাদের তো ফ্ল্যাশকে সঙ্গে লাগবেই লাগবে।'
বুদ্ধিমতি মেয়ের মতো কথাটা পট করে ধরে ফেলল থিয়া। বলল 'আমার বাথরুম পরিষ্কারের জন্যও রোবট দরকার। ওখানে একটা পাইপ অলরেডি ব্লাস্ট হয়ে রয়েছে।'
অর্ক এদিক ওদিকে তাকিয়ে খানিকটা সময় চিন্তা করে বলল 'ঠিক আছে, তোমরা অনশন কর, তবে অন্তত যে সমস্ত রোবটদের ট্যাক্স কম কাটা হয় তারা তো কর্মে যোগ দিতেই পার? রোবটেরা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল 'তা কী করে হয়, যে ফ্ল্যাশের জন্যই এই অনশন সেই যদি অনশন ভাঙ্গে তাহলে সেটা কেমন দেখায়?'

ফ্ল্যাশ ক্ষিপ্ত হয়ে বাকি রোবটদের সাথে মারমুখি আচরণ শুরু করে। সে এবার অর্কর দিকে তাকিয়ে বলে 'না, সাবকমান্ডার, এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা।'
'আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ফ্ল্যাশ, ন্যাশ আর বাথরুম পরিষ্কারক রোবটেরা সবাই কর্মে যোগ দিক আর বাকিরা সব এখানে আমৃত্যু না খেয়ে মরুক।'
'আই আই সাবকমান্ডার' রোবটদের সম্মিলিত উত্তরে গম গম করে উঠল আর্থ গার্ডেন। ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম থেকে ডাক আসায় অর্ক দ্রুত প্রস্থান করল সেদিকে।

তেইশ

পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি টানেলটা। সারি সারি পানির টবে চুবানো ব্ল্যাকবেরির লতানো গাছ। আয়তাকার চেম্বারগুলোর কোনটা কফি গার্ডেন, কোনটা টমেটো গার্ডেন, কোনটা লেটুস গার্ডেন সব রেলের উপরে স্থাপন করে রাখা। এসব বাগান স্থানান্তরযোগ্য, সুন্দর মতো বিন্যাস করা যায়। এখন টমেটো বাগান এখানে তো পরে সেটা চলে যাবে অন্যত্র। হাইড্রোফোনিক গার্ডেনের ভেতর দিয়ে পথ করে থিয়া, নিশো আর রোয়ানদের আসতে প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ ছুঁড়ে এল। সবার মুখে একই প্রশ্ন, প্রসঙ্গ অ্যালিয়েনের ডিম। মারজিম জানাল, সবার আলোচনায় সময় দিচ্ছে বেশি, সবাইকে রীতিমত এক্সট্রা কফি সার্ভ করতে গিয়ে তার জানটা পেরেসান হয়ে গেছে। অবশেষে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ওরা এল ল্যাবের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে।

এ পর্যন্তই অবশ্য থিয়ার শেষ বিচরণ, এরপরে আর সে কখনও পশ্চিম-উত্তরের মডিউলগুলোতে যায় নি। এখানে লোকজনের আনাগোনা কম, নিজন, আর মেয়ে হওয়ায় তার ধর্ষিত হবার ভয়টা সার্বক্ষণিকই মনের ভেতরে কাজ করে, সেটা সে যেখানেই থাকুক, হোক সেটা নীল, সাদা বা লাল যে কোন গ্রহ।

এখানে কতকগুলো যান্ত্রিক টিউব স্তূপিকৃত করে রাখা। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থিয়া জিজ্ঞেস করে 'এই টিউবগুলো কিসের?'
রোয়ান বর্ণনা করে 'এগুলো পানি ফরওয়ার্ড অসমোসিস টিউব। এই প্রক্রিয়ায় সাবটেরিয়ান সমুদ্রের পানি পরিশোধন করে আমাদের ল্যাবে সরবরাহ করা হয়। এই দ্যাখ, এই টিউবটার মাঝে ক্যাথোড আর অ্যানোডে তড়িৎ চালনা চলছে, এখানে পানি বিশ্লেষিত হয়ে এদিকে হাইড্রোজেন আর এইদিকে অক্সিজেন গ্যাস জমা হচ্ছে। হাইড্রোজেন দিয়ে জ্বালনি ও রকেট উৎক্ষেপনের জন্য রিজার্ভ ট্যাঙ্কে জমা হচ্ছে আর এই প্যাঁচানো ন্যানো টিউবটা দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস গিয়ে জমা হচ্ছে আমাদের রিজার্ভে।'

আরও পশ্চিমের যাবার সময় থিয়া জিজ্ঞাসায় নিশো উত্তর দেয় 'এটা ইমার্জেন্সি পাওয়ার সাপ্লাই স্টেশন। কোন কারণে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে এই পাওয়ার স্টেশনটা সমস্ত ল্যাবে ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই দেয়।' থিয়া সব শুনে মনে মনে চিন্তা করে, এটা একটা ল্যাব না, একটা আস্ত শহর! থিয়ারা দাঁড়ায়। দেখল মুখের সম্মুখে আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে আরও একটা বন্ধ দরজা। সেটায় লেখা ভিআর স্টুডিও।

'এটাই আমাদের স্টুডিও' রোয়ান দেয়ালের পাশে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল। 'চিন্তা কর না, এই স্টুডিওতে অ্যাকসেস তোমাদের কারও নেই। আমার আছে, তার কারণ আমি খাস অ্যানসেলাডাসীয়ান'

স্টুডিওতে অ্যাকসেস করার জন্য বেশ কয়েকবার ভেরিফিকেশন করতে হল রোয়ানকে। অবশেষে কয়েক মুহূর্ত পর থিয়াদেরকে নিয়ে রোয়ান ঢুকল ভিআর শ্যাফটে। থিয়ার মনে একটু একটু ভয় উঁকি দিচ্ছে। ভেতরটা একেবারেই অন্ধকার। কেন যেন ভুতের ভয়টা এসময় পেয়ে বসেছে। থিয়া প্রশ্ন করল 'এই স্টুডিওটা কিসের?'

'এটা ভার্চুয়াল প্ল্যানেট স্টুডিও। আমাদের গ্যালাক্সির যে কোন প্ল্যানেটকে রিয়েল টাইমে দেখতে আমরা ভিআর স্টুডিও ব্যবহার করি।'

'যে কোন প্ল্যানেট? তাও রিয়েল টাইমে? এ অসম্ভব রোয়ান। আমার কখনই বিশ্বাস হবে না।'

'আমারও সেটাই মনে হয় কারণ আমাদের গ্যালাক্সিতে রয়েছে তিন ট্রিলিয়ন সূর্য। এগুলোর প্রত্যেরটারই আবার রয়েছে নিজস্ব প্যানেট সিস্টেম।' নিশো যুক্তি দিয়ে বলল কথাগুলো।

'সে জন্যই তো তোমাদের এখানে নিয়ে আসা। তুমি কী প্ল্যানেট দেখতে চাও বল? তবে শর্ত একটাই, প্ল্যানেটকে কিন্তু স্ক্রটাম আর পারসেয়াস বাহুর মধ্যস্থিতে অবজারভেশন শ্যাডোতে অবস্থিত হতে হবে। আন্দাজে গ্যালাক্সির উল্টো দিকে অবস্থিত কোন গ্রহের নাম বললে তো আর হবে না'

'তারপরও এ অসম্ভব!' যুক্তি দেখিয়ে বলল থিয়া 'রিয়েল টাইমে দেখতে হলে সেটা থেকে অগত আলো তক্ষুণি আসতে হবে। নীলগ্রহ থেকে আলো আসতে সময় লাগে ধর দেড় ঘন্টা। রিয়েল টাইম বলতে তো দেড় ঘন্টা পরের নীলগ্রহকে বোঝায় না। আর আমাদের মহাবিশ্বে আলোর চেয়ে কোন কিছুর গতি কখনও বেশি হতে পারে না। সেটা হলে পদার্থবিজ্ঞানের ফান্ডামেন্টাল ল সব বাতিল হয়ে যাবে।'

'আমি তোমার সাথে একমত নই থিয়া। আলোর চেয়েও দ্রুত গতির অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের মহাবিশ্বেই।'

'মানে?'
'এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সির গতি, আলোর গতিবেগের চেয়ে ঢের বেশি। কিভাবে? আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমাগত বেলুনের মতো চতুর্দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সি একটা নির্দিষ্ট গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে যার মান ৭০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড প্রতি মেগাপারসেক। অর্থাৎ ৩২,৬০,০০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত দুটি গ্যালাক্সি ৭০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি এই দুটি গ্যালাক্সির মাঝের দূরত্ব দ্বিগুন হয় তাহলে তারা ১৪০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে একে অন্যের কাছ থেকে সরে যাবে। এভাবে আমাদের নিকট থেকে যে সমস্ত গ্যালাক্সিরা মাত্র চার হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে তাদের গতিবেগ, আলোর চেয়েও অনেক অনেক বেশি। আর এসব গ্যালাক্সিরা এত দ্রুত আমাদের নিকট থেকে সরে যাচ্ছে যে আমরা তাদের টেলিস্কোপ দিয়েও দেখতে পাই না কখনও।'
থিয়া জিজ্ঞেস করে' হ্যাঁ, মেনে নিলাম , এই মহাবিশ্বে আলোর চেয়েও দ্রুত গতির অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু বাস্তব সময়ে অন্য গ্রহ কিভাবে সম্ভব?'
থিয়া নিশো দুই জনই হাসে। যাক অন্তত রোয়ানকে ঠাসা দেয়া সম্ভব হয়েছে।
'সিমুলেশন!'
থিয়া নিশো দুইজনই মাথা দোলায়। থিয়া বলে 'উঁম, ঠিক আছে, আমি দেখতে চাই আমাদের সবচেয়ে কাছের শনি গ্রহটাই।' রোয়ান এবার নড়েচড়ে বসল।
'রেডিয়েশন স্ক্যানার! থার্মাল স্ক্যানার! টুঁট, টুঁট, টুঁট।' রোয়ান কমান্ড দিতেই চালু হল স্টুডিও। ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠা শুরু করল স্টুডিওর চতুর্দিকে। আস্ত স্টুডিওটা শ্যাফটের মাঝে যেন একটা চৌম্বকীয় বুদবুদ।
শনিগ্রহটার ভার্চুয়াল ছবি ভেসে উঠেছে। বিপুল বেগে ঘুরছে গ্রহটা, লাটিমের মতো। থিয়ার মনে হল যেন হাত বাড়ালেই তাকে হাতে ধরতে পারবে।
'শনি গ্রহে কত ঘন্টায় এক দিন হয় সেটা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে নীলগ্রহবাসীকে পাঁচ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল!'
'কেন এত সময় লেগেছিল, রোয়ান?' নিশো আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করে।
'মূলত শনিগ্রহটা একটা গ্যাসের কুন্ডলী। যার কারণে তার পৃষ্টদেশে শক্ত কোন কিছুর চিহ্ন নাই। পৃষ্ঠে কোন চিহ্ন না থাকায় তার ঘূর্ণনকাল দূরের ঐ নীলগ্রহ থেকে কিছুতেই নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। থিয়াদের নীলগ্রহ নিজ অক্ষ রেখার সাথে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে, আবার নিশোর লালগ্রহ হেলে থাকে পঁচিশ ডিগ্রি কোণে। এরকম সব গ্রহই নিজ অক্ষের সাথে কিছু কোণে হেলে রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম শনি, শূন্য ডিগ্রি। সুতরাং বাঁকি সব গ্রহের মতো শনির ঘূর্ণন সময়কাল নির্ধারণ করা সহজ ছিল না। অবশেষে উবলিং বা ঢলকানোর বিষয়টার মাধ্যমে সেটা জানা সম্ভব হয়।'

পটু থিয়া নিশোকে ব্যাখ্যা করে বলে 'হ্যাঁ, প্ল্যানেটারী সায়েন্সে এই ঢলকানোর বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেই বলে দেয়া সম্ভব কোন গ্রহে তরল পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা। যেমন একটা সেদ্ধ ডিমকে যখন মেঝেতে ঘোরানো হয় তখন সেটা যেভাবে ঘোরে যখন ডিমটা কাঁচা থাকে তখন কিন্তু সেভাবে ঘোরে না। ডিমে যখন তরল কিছু থাকে তখন সেটা ঘোরার সময় একটু ঢলকায়।'

রোয়ান কথা ধরে 'শনির ক্ষেত্রেও তাই। প্রচন্ড চাপে শনিরও কেন্দ্রে কিছু কিছু মৌল তরল অবস্থায় থাকে, যেমন- ডায়মন্ড। সুতরাং শনি যখন ঢলকায় তখন শনির বলয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ খন্ড; সেগুলোর মাঝে অভিকর্ষ বলের কারণে এক ধরনের ঢেউ খেলে যায়। প্রাচীনকালের ক্যাসিনি উপগ্রহটার পাঠানো সেই ঢেউয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্টকরণ করা সম্ভব হয়েছে, শনির দিন হল ১০ ঘন্টা ৩৩ মিনিট ও ৩৮ সেকেন্ডে।'

রোয়ান শনির চিত্রটা পরিবর্তন করে আবারও বলা শুরু করল 'দেখ, শনির কেন্দ্রভাগের তাপমাত্রা, প্রায় বারো হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস।' সারফেসে ফুটন্ত বুদবুদগুলোর দিকে নির্দেশ করে বলল 'যদিও আমরা বলি গ্যাসের গ্রহ, তবুও শনির সবটা কিন্তু গ্যাসে তৈরী নয়। এর অভ্যন্তরে রয়েছে তরল হাইড্রোজেন, রয়েছে কঠিন লোহার কেন্দ্র।'
নিশো খানিকটা সময় থিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মেনে নেয়ার সুরে বলে 'হুম, আচ্ছা, তুমি এখন আমাকে তোমাদের নীলগ্রহটাকে দেখাও। আমি বিষদ দেখতে চাই।'
সাথে সাথেই দুই হাত কোমরে দিয়ে থিয়া জিজ্ঞেস করে 'ও, এজন্যই তোমরা এখানে টেনে এনেছ, তাই না?'
নিশো বলল 'হুম। তোমার গ্রহটার কোথায় কী আছে সেটা জানার আমারও খুব আগ্রহ। কারণ ঐ নীলগ্রহইতো আমাদের শিকড়।'
'আচ্ছা, রোয়ান, এখন তুমি নীলগ্রহটা চালু কর। আমি যতটুকু জানি সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

রোয়ান আবার নতুন করে কমান্ড দিলে নীলগ্রহের ভার্চুয়াল চিত্র ফুটে উঠল শূন্য জায়গাটায়। একজন পর্যবেক্ষণ যে দিকেই তাকাবে তার মনে হবে সে নীলগ্রহতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।
'আমাদের গ্রামের আবহ দেখবে?'
'হ্যাঁ দেখব' সাথে সাথে উত্তর দিল নিশো।

থিয়া চিন্তা করে তার নিজের গ্রাম। থিয়ার চিন্তাভাবনা ইলেকট্রোএনসেফালজি-ইইজি সিস্টেমে এনকোডিং হয়ে সৃষ্টি করল ভার্চুয়াল আবহ। সাথে সাথেই প্রায় রিয়েল টাইমে দেখা যাচ্ছে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। নীলগ্রহের সাথে এখানে সময়ের পার্থক্যটা দেড় ঘন্টার বেশি হবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে শুরু হবে গোধূলী। চতুর্দিকে হলুদ সরিষা ক্ষেত, সাদা একটা ঘুড়ি উড়িয়ে চলছে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে, লাল গরু নিয়ে ফিরছে রাখাল, সবুজ খেজুর গাছের রস পাড়ছে গাছিয়াল। থিয়া তার গ্রামটাকে বর্ণনা করতে থাকে। থিয়ার চিন্তাচেতনার সাথে স্টুডিওর সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়।
'আমরা এখন দেখব ম্যানগ্রোভ বন।'
সাথে সাথেই বনের আবহ তৈরী হল। সূর্যটা বাস্তব সময়ে ডুবে গেছে। জলে কুমির উল্টাচ্ছে। ডাঙ্গায় বাঘের গর্জন ভেসে আসছে। আকাশে পাখিরা উড়োউড়ি করছে। একের পর এক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে থাকে। থিয়া খানিকটা হেঁটে সামনে গেলেই শুরু হল মরুভূমি। বাস্তব সময়ে এখন মাথার উপর সূর্যটা। ধূ ধূ খেজুরের বাগান, ফিরতি উটের কাফেলা। বেশ খানিকটা পথ উত্তরে যেতেই শুরু হল তুন্দ্রাঞ্চল। ছোট ছোট তৃণাচ্ছাদিত দ্বিগন্তজোড়া মাঠ। সূর্যটা এখন দক্ষিণ দ্বিগন্তের মাথায়। আরও উত্তরে যেতেই শুরু হল তুষারপাত। সারাটা সবুজ পথঘাট তুষারে মোড়া। আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা পরিবেশ। সূর্যটা নেই, কিন্তু তার রেশটা রয়ে গেছে। থিয়া বর্ননা করে 'এটা বরফাচ্ছন্ন মহাদেশ। আগে বরফাচ্ছাদিত ছিল। এখন বরফ গলে সবুজ বনানীতে পরিনত হয়েছে।'
নিশো জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা আমি যদি অনেক আগের নীলগ্রহের মানচিত্র দেখতে চাই তবে কি দেখতে পাব?'
'সম্ভব। তবে ভার্চুয়াল এমিলির অ্যাসিস্ট্যান্ট নিতে হবে। আজ আর বরং না, আমাদের সিমুলেটিং প্যাকট্রিস করতে হবে।'

ভার্চুয়াল স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসেছে তিনজন। দেখল আনানকি দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে। থিয়াকে বলল 'থিয়া, তুমি একটু দাঁড়াবে? তোমার সাথে কিছু কথা আছে।'
রোয়ান এবার চটে গিয়ে আনানকিকে জিজ্ঞেস করে ' কী কথা আছে, তোমার থিয়ার সাথে?'
'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার রোয়ান। আশা করি তুমি এ বিষয়ে নাক গলাবে না।'
'আমি নাক গলাচ্ছি না তুমি গলাচ্ছ?'

‘নীলগ্রহ থেকে বহুদূরের পথ আমরা পাড়ি দিয়ে এসেছি। তার ভালোমন্দের বিষয়টা আমার কাঁধেই বর্তায়।’

তখনই সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেমে এমিলির ভার্চুয়াল গলা শোনা গেল, ‘রোয়ান! আনানকি! তোমরা এখন অপরাধ সংঘটিত করার কোর্সে লিপ্ত রয়েছ। মনে রেখ প্রথমেই যে আঘাত করবে এবং যদি প্রতিপক্ষের কোন রক্ষপাত নাও হয় তাহলে তাকে সরাসরি ডিকম্পোজ রুমের দায়িত্বে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এর আগেও যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তারা কেউ বেশিদিন টেকে নি। ওখানে মাংসহারী ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। যারা কুরে কুরে জীবন্ত মাংস খায়। রোয়ান! আনানকি! এবার তোমরা মারামারি শুরু করতে পার। ধন্যবাদ।’
‘বাহ্, বাহ্, ভালো তোমাদের বিচার ব্যবস্থা। কিন্তু যদি কেউ অন্য কাউরে রেপ করে তার বিচার নাই?’ আনানকি খোঁচা মেরে কথাটা বলল।
‘অবশ্যই আছে’ ভার্চুয়াল এমিলির গলা উত্তর দিল ‘তবে আমার জানামতে এ ধরণের ঘটনা কখনও অ্যানসেলাডাসে সংঘটিত হয় নাই।’
‘খুব ভালো, তোমাদের বিচার ব্যবস্থার ভেতরেও যে একটা ফুটো আছে সেটা জান তো, না কি?’
‘আমি দুঃখিত আনান, এখানে কারও মনের বিরুদ্ধে ইন্টারকোর্সে জোর করার কোন ঘটনা নেই।’
ল্যাবরেটরি মডিউল ইনচার্জ মেয়েটার রেপ হবার কথা বলতে চেয়েছিল আনান। কিন্তু কী মনে করে সে প্রসঙ্গে আর গেল না সে। বহু কষ্টে চুপ হয়ে রইল। রাগে তার সারা শরীর জ্বলছে। রোয়ানও আর কথা বাড়ায় না। নিশো, থিয়া দুইজনই রাগের মাথায় স্থান দ্রুত প্রস্থান করে।

থিয়ার স্লিপিং পডের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আনান। পড থেকে বেরিয়ে এসেছে থিয়া। থিয়ার অগ্নিদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মোলায়েম স্বরে কথা বলে আনান। ‘থিয়া, আমি খুবই দুঃখিত, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানোর জন্য। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমি সেটাই তোমাকে বলেছি, কোন রাখঢাক রাখিনি। এই অ্যালিয়েন উপগ্রহে; আমি ছাড়া তোমার কাছের মানুষ আর কেউ নাই। আমি ছাড়া বাকি সবাই তোমার নিকট অ্যালিয়েন। তুমি সায়েন্স প্রজেক্টে নীলগ্রহের সেরা। আমাদের সবার আশা মাথাটা এমন জায়গায় খাটাবে যাতে নীলগ্রহের উপকারে আসে। এসব ফালুত প্রেম ভালোবাসা তোমার জন্য না। আর একটা কথা’ আনানকি খানিকটা থিয়ার মুখের সামনে ঝুঁকে ফিশফিশিয়ে বলে ‘ভুলেও প্রজেক্ট কমান্ডার রেড এর কক্ষে কখনও একা একা যাবে না।’
‘তুমি ভুলে যাচ্ছ আনান, এই ল্যাবে কারও ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ জোর করে না।’

‘এটা ডাহা মিথ্যা। প্রজেক্ট কমান্ডারের কাছে রিপোর্ট নিয়ে গিয়েছিল ল্যাব ইনচার্জ ঐ ভার্জিন মেয়েটা। সিম্পলি রেপড্ হয়ে ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় ওরকম রেপড হওয়া আরও দুই চার জনকে খুঁজলে এখানে পাওয়া যাবে।’
নিশো মুচকি হেসে উঠে বলল ‘আমি জানি আনানকি তুমি কী বল। আমি লিপ রিডিং করতে পারি।’ নিশোও তার পড থেকে কখন মাথা বের করেছে সেটা কেউ খেয়াল করে নি।
খানিকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্থের মতো তাকিয়ে থাকল ওর দিকে আননকি। নিশো বলে উঠল ‘তুমি যা চিন্তা করছ তা না আর আমি কখনই কাউকে কিছু বলতে যাব না।’
খানিকটা নিশ্চুপ থেকে নিশো প্রশ্ন করে ‘এখন কোন প্রজেক্টে হাত দিয়েছ আনান?’
খানিকটা সময় নিশোর দিকে তাকিয়ে থাকে আনান। সট্ করে খানিকটা ডানে সরে এসে নিশোকে আড়ালে রেখে থিয়াকে গলাটা খাদে নামিয়ে বলতে থাকে ‘থিয়া, শোন। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখ, তুমি যতই লাইভে এসে অনলাইনে আস, সব তথ্য কিন্তু হুবুহু এই অ্যানসেলাডাসের ফায়ারওয়াল অতিক্রম করে না। আমরা যাই কিছু তথ্য পাঠাই তা কয়েক স্তরে ফিল্ট্রেশন হয়, তারপরই তা চুড়ান্তভাবে ছাড়া পায়।’

‘তোমরা বরং কথা বল, আমি ঘুমাই।’ নিশো তার স্লিপিং পডের ডালা বন্ধ করে।

আনান বলতে থাকে ‘ নীলগ্রহ থেকে আমরাই প্রথম কোন মানুষ যারা এই ল্যাবে ঢোকার সুযোগ পেয়েছি। হয়ত ভবিষ্যতে আর কারও সে সুযোগ নাও হতে পারে। আমি হাতে যেসব রিপোর্ট পেয়েছি সেগুলো অ্যাকসেস করাটা কোন মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না, যদি না রোবটেরা ধর্মঘট ..এই দেখ, আমি সেই সুযোগটিই কাজে লাগিয়েছি মাত্র।’
হাতের ফাইলপত্র কিছু ঘেঁটে থিয়াকে দেখায়। ‘শোন, আমাদের ল্যাবের একেবারে ওয়েষ্ট জোনে রয়েছে কিছু গুপ্ত কক্ষ। তাদের একটা হল ‘দ্য লষ্ট ইউনিভার্স!’
‘লষ্ট ইউনিভার্স?!’
‘হ্যাঁ, অর্থাৎ বিগব্যাঙের পূর্বেও যে মহাবিশ্ব ছিল সেটা নিয়ে গবেষণামূলক প্রজেক্ট ওটা।’
‘ও মাই গড!’
ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করা শুরু করল আনানকি। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এই নিঃসীম মহাকালে ছিল শক্তির সমুদ্র। দ্য ওশান অব এনার্জি। তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে আদি মহাবিশ্বটাকে অবলোকন করতে পারবে। আমি যখন কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র তখন প্রজেক্টটা নিয়ে সেসময় নীলগ্রহতেও হৈচৈ উঠেছিল। তবে সেটা গুজব অবিহিত করায় আর বেশিদূর এগোয়নি।’

থিয়া হা করে তাকিয়ে থাকে আনানকির দিকে।
'আমি রিপোর্টগুলো অ্যানক্রিপটেড ফরম্যাটে নীলগ্রহতে পাঠানোর জন্য সুযোগ খুঁজছি। আর সেক্ষেত্রে অ্যানসেলাডাসের সারভাইল্যান্স বা ফায়ারওয়াল সিস্টেম তো বটেই, এই ব্যাটা জেনেটের চোখকেও ফাঁকি দিতে হবে।'
'তুমি অনেক বড় একটা রিস্ক নিয়েছ আনান'
'আমার জীবনের মূল্যই বা আর কতটুকু? তারচেয়ে যখন নীলগ্রহর বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু বিষয়ে ভাবার সুযোগ পাবে, যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে নতুন নতুন ডিসিপ্লিন চালু করা হবে, সেটা কি আমার জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান নয়?'
'রেড বিন্দুমাত্র জানতে পারলে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হয় না।'
আনান আর কথা বাড়ায় না। থিয়াও চুপচাপ শুধু ফ্যালফ্যাল চোখে আনানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চব্বিশ

অ্যানসেলাডাস ল্যাবে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে। দক্ষিণ মেরুর সমাহিত ঐ আজব গুপ্ত জিনিসটা না দেখা পর্যন্ত কারও মনে শান্তির রেশ মাত্র নাই। সবার ঘুম-নিন সব শিকেয় উঠেছে। জনে জনের মুখে মুখে একই আলোচনা, ওটা কি কোন অ্যালিয়েন শিপ? ওটা এখানে এল কিভাবে? ওটা কি সৌরজগতের বাহিরের ভিন্ন কোন জগতের বাহন? তাহলে কি সৌরজগতের বাহিরেও অতি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব রয়েছে? এমন আবার নয় তো যে বুদ্ধিমান জীবেরা আগে থেকেই অ্যানসেলাডাসে অ্যালিয়েন শিপ পুঁতে রেখেছিল?

প্রতিবারই নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়েছে থিয়াকে। আজকের অ্যাডভেঞ্চার অন্য যেকোন দিনের তুলনায় অনেক বেশি উত্তেজনাকর, অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। অ্যালিয়েন শিপটা আবিষ্কারের আশায় থিয়ার সারা রাত দু'চোখে ঘুম আসেনি এক ফোটাও। গুরুত্ব বিবেচনায় সৌরঝড়ের মাঝেই দক্ষিণ মেরু অভিযানে বের হচ্ছে অভিযাত্রীরা। যে সময় রেডিয়েশন উদগীরনের মাত্রা কম থাকবে ঠিক সেই বিশেষ সময়গুলোকেই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে অভিযান পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেছে সবাই।

দক্ষিণ মেরু অভিযান শুরুর পূর্বক্ষণে লিডা অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্যে দুটো কথা বলছে। এরই মধ্যে করিডোর ধরে বেলিন্ডা রোবটিক চেয়ারে গড়িয়ে আসায় সেদিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লিডা থিয়ার লাল চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কি তোমার রাতে ঘুম হয়নি?'

বোঝা যায় মেয়েটা খুব লাজুক। খানিকটা লজ্জায় মিনমিন করে উত্তর দেয় 'জ্বী না লিডা, একটু কম হয়েছে।'
'ঘুম না আসলে স্লিপিং কোড নিয়ে ঘুমাতে পারতে।'
'না, কোডের জন্য আর কাউকে রিকুয়েস্ট করলাম না'

নিশোর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করে 'আর নিশো তোমার?'
'আমারও রাতে ঘুম হয় নি লিডা'
'আসলে আমরা কেউই দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।' লিডার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, ঠিক মতো আলোতে চোখের পাতা মেলাতেই পারছে না। বলল 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমরা সব তৈরী হয়ে নাও। আরও ঘন্টা দুই সময় রয়েছে আমাদের হাতে। যখনই সোলার ইভেন্টে ভাটা পরবে তখনই ঐ সময়ের মধ্যেই আমাদেরকে অভিযানটা সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য তোমাদের প্রতিটি পদবিক্ষেপ, প্রতিটি টিকিং সময় গুরুত্বপূর্ণ। আর থিয়া!'
'ইয়েস লিডা।'
'হুট হাট করে অনলাইনে এসে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টিমিং করবে না। আমাদের অনেক বিষয় আছে, যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক কিছুই হাইলি ক্ল্যাসিফায়েড। আমি বোঝাতে পেরেছি?'

'জ্বী হ্যাঁ লিডা' তবে মুখে হ্যাঁ বললেও মনে মনে ব্যথিত হয় থিয়া। সারা দিনের কিছু ভালো সময় কাটে তার অনলাইনে লাইভে এসে। তার অনলাইন আসক্তি আর অ্যানসেলাডাসের গ্রেট ফায়ারওয়ালটার কথা বেমালুম চেপে যায়।
'মনে রাখবে, তোমরা যে অভিযানে যাচ্ছ সেটা আমাদের মানব সভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিযান। যদি কোন অ্যালিয়েন শিপ আবিষ্কৃত হয়ই; তাহলে বুঝতেই পারছ, হয়ত সেটা হবে মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার। কোনটা মানব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার?'
'অ্যালিয়েন শিপ' সবই একযোগে উত্তর দিল প্রশ্নটার।
'এ ধরনের শিপের অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে তবে আমাদেরকে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে, হুট করে কোন কিছু করা যাবে না। আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে তারপর আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে তবেই কাজে এগোব। তোমাদেরকে রেসকিউ করার জন্য আমরা আরও টিমগুলোকে তৈরী করছি। প্রয়োজনে রোবটদের সাথে সমঝোতা করে তাদেরকেও পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি।'
'জ্বী লিডা।'

লীডার কথা শুনেই মনটা একটু ভার হলেও সে বুঝতে পারছে আজ অ্যানসেলডাস ল্যাবে কী ধরনের ঠাসা উত্তেজনা বিরাজ করছে।
ক্লাসে লীডা বা বেলিন্ডা অনুপস্থিত থাকায় শিশু কিশোরেরা সব ছুটোছুটি করছে। সেদিকে তাকিয়ে তাদেরকে ক্লাসে চুপচাপ বসার তাগাদা দিয়ে আবারও এদিকে ফিরে লিডা।

দক্ষিণ মেরু অভিযানে কে কে যাবে তাদেরকে নিয়ে কিছু কথা বলা শুরু করল বেলিন্ডাও 'তোমরা যে ফাটলে নামবে, সেটা হচ্ছে এটা, এই দেখ' বেলিন্ডা হলোগ্রাফিক ত্রিমাত্রিক প্রজেক্টরে ফাটলটার চিত্র ফুটিয়ে তুলল। দেখতে থিয়ার মনে হল, সাদা শ্বেতপাথরের ভেতরে আটকা পড়া আঁকাবাঁকা লম্বা সাপ।
'এই দেখ' ম্যাডাম একটা ত্রিমাত্রিক গুহার ভেতরে আঙ্গুল রেখে কথা বলা শুরু করল। 'এই হচ্ছে এই উপগ্রহের সবচেয়ে প্রাচীন ফাটল, এই ফাটলটা দিয়ে, এই দিক দিয়ে খাড়া নিচে নেমে তোমাদের খানিকটা পথ অনুভূমিকভাবে অতিক্রম করতে হবে। তোমরা এই দিক দিয়ে ঘুরে যখন এখানে এসে উপস্থিত হবে তখন দেখবে তোমাদের মুখের সামনে নিরেট বিরাট এক বরফের দেয়াল, আর এখানেই তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে। এখানে ফ্ল্যাশকে বরফ কাটার দায়িত্ব দিয়ে ইচ্ছে করলে ঘুমিয়েও নিতে পার। এখানে ক্যাম্প গাড়তে চাইলে অবশ্যই খানিকটা উঁচু জায়গাতে গাড়বে কারণ লেজারে বরফ কাটার সময় কিছু ভারী পানি গড়াতে পারে। তোমাদের সেই মিসটিরিয়াস জিনিসটা কিন্তু ঠিক এই জায়গায়। ওটার কাছাকাছি পৌঁছতে..এই দেখি, স্কাইল্যাবের হলোলেন্স টেলিস্কোপটা চালু কর তো।'

কোকাব অ্যানসেলাডাস ল্যাব থেকে পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার দূরের স্কাইল্যাবের হলোলেন্সটা চালু করল।
'এই দেখ, এখন হলোলেন্সে এই জায়গাটা দেখ। এখানে, এই বরফপর্বতের পাদদেশের জায়গাটা মনে হয় ফাঁপা। এই ফাঁপা জায়গাটায় যদি প্রবেশ করা যায় তবে ওদিক দিয়ে উপরে উঠে জিনিসটার কাছাকাছি পৌঁছানোটাই হবে উৎকৃষ্ট পথ। আর থিয়া, নিশো, তোমাদের স্পেশাল কাজ হবে সেখান থেকে জলীয় কিছু স্যাম্পল কালেক্ট করা। ওখানে অবশ্যই এককোষী কিছু জীব পাবে যারা মিলিয়ন বছর যাবত এই অ্যানসেলাডাসে জীবন ধারণ করে রয়েছে।'
'জ্বী বেলিন্ডা।'
অভিযানটা কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বললেন লিডা। সবশেষে বলল 'তাহলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও, কেমন?'
'ওকে লিডা' ডায়াডেম, রোয়ান, থিয়া এক যোগে বলল কথাটা।

নিশো আপত্তি তুলে বলল 'যেহেতু আমাদেরকে ফাটলে নামতে হবে সেক্ষেত্রে কি আমরা অর্বিটারটা নিতে পারি?'
'না না, আমাদের কমান্ডার আগামীকাল স্কাইল্যাবে যাবে। তোমরা বরং ক্যাটারপিলার গাড়িটা নিয়েই যাও। একটু সাবধানে যাও বা ঘুরপথে যাও।'

থিয়ার খুব আশা যদি স্কাইল্যাবটা চাক্ষুস দেখা যেত! তার খুব শখ ভাসন্ত ঐ এন্টিমেটার স্পেসক্রাফটায় পা রাখা।
খানিকটা মিটিমিটি হাসছে বেলিন্ডা। 'এর আগের বারের মতো যেন না হয়, আর অবশ্যই ড্রাইভিংটা কম্পিউটারের হাতে ছেড়ে দিবে। তাতে অন্তত প্রাণহানীর সম্ভাবনা কমে আসবে।'
রোয়ান ও ডায়াডেম দুই জনই একযোগে মাথাটা দোলায়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল।
'আচ্ছা ঠিক আছে বেলিন্ডা।'
'হাজার হাজার টন সোনা নিয়ে এসেছ, তাতে খুবই খুশি হয়েছি বাপু, তবে আর কোন অ্যালিয়েন ট্যালিয়েন সাথে নিয়ে এস না। এমনিতেই মাইক্রোসকপিক অ্যালিয়েনদের নিয়ে বড্ড ঝামেলায় আছি।'

বেলিন্ডার কথা শুনে হা হা করে হাসল সবাই। উত্তেজনাপূর্ণ বিদায় লগ্ন ঘনিয়ে আসল।

স্টেনলে হামাল এলিভেটর সিস্টেমটা চালু করার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। থিং অব ইন্টারনেট আগেই ক্যাটারপিলার গাড়িটাকে টেনে এনে হাজির করিয়ে রেখেছ জায়গামত। নতুন এ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে থিয়া। ১৮০ অশ্বশক্তির ক্যাটারপিলার-এমএক্স। আজকের গাড়িটা সেদিনের সেই গাড়ি নয়, এ গাড়িটা দেখতে মনে হচ্ছে আরও উন্নতই হবে আর এটার পেছনে আরও কিছু সাইন্টিফিক ইকুইপমেন্ট দেখতে পাচ্ছে যেগুলো চাকার সাহায্যে জোড়া লাগিয়ে গাড়িটার সাথে জুড়ে দেয়া।
'এ গাড়ির পেছনে কী এসব ইন্সট্রুমেন্ট, বলতে পার নিশো?'
'আমি যতটুকু জানি, একটা আইসকাটার রয়েছে। এছাড়া আরও কিছু থাকতে পারে, তবে যেটা আমার জানা নেই।'
আনানকি মিক্কো কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে। এসেই সে রোয়ানের দিকে তেড়ে এল। রোয়ান আর মিক্কো মারমুখি ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পড়লে কম্পিউটার সিস্টেমের পাশাপাশি অদূরে দাঁড়ানো ক্যাসটোর নামের লোকটাও মধ্যস্থতা করে বলল 'টেক ইট ইজি ম্যান।' লিডা, বেলিন্ডারা হতবাক হয়েছে নীলগ্রহের মানুষের আচানক আচরণ দেখে। তবে তারা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি বিষয়টা।

সময় হয়ে আসায় একে একে সবাই গাড়িতে চেপে বসেছে। অভিযাত্রীদের নিয়ে আস্ত গাড়িটা আবার এলিভেটর কারে চড়ল। মিক্কো হাত নেড়ে বিদায় জানাল অভিযাত্রীদের। থিয়ার দিকে হাতটা বিশেষ এক ভঙ্গিমায় নাড়ল আনানকি, যার অর্থ; ডোন্ট গেট ফাকড বাই এ্যান অ্যালিয়েন। থিয়া মুচকি মেরে হাসে। সেও হাত নেড়ে ইশারা দেয়, কম্পিত সূচে সুতা গলানো দুরূহ।

খাড়া ষাট মাইল বরফস্তর বেয়ে অ্যানসেলাডাসের পৃষ্ঠদেশে আসতে এলিভেটরটার সময় লাগল সাড়ে ছয় ঘন্টার মতো।
এমিলি ক্লান্তিময় গলা ফুলিয়ে তুলল 'আর ষোল মিনিট! সূর্যের সম্মুখে একটু পরেই মঙ্গল গ্রহটা এসে হাজির হবে। ওটা অবশ্য ঘন্টায় পঞ্চাশ হাজার মাইল গতিবেগে সূর্যের ব্যাস অতিক্রম করবে আর আমরা এই সময়েই অভিযানটা শুরু করব।'
'আমরা এবার যে কী আবিষ্কার করতে যাচ্ছি তা সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানে।'
ফ্ল্যাশের মুখে সৃষ্টিকর্তার নাম শুনে অবাক হয় থিয়া, নিশো সবাই।
'রোবটের বাচ্চার মনে হচ্ছে এবার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে!?' কথাটা বলে ফ্ল্যাশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে ফ্ল্যাশ খুব বিরক্ত হয়ে থিয়ার হাত ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিল।
'তোমরা কী জান যে রোবটদের ধর্মঘট নাকি উস্কে দিয়েছে আমাদের এই দালাল রোবট?' থিয়ার কথায় সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। ফ্ল্যাশ আরও বিরক্ত হয়।
'ঠিকই করেছি, কেন তোমরা জান না, কারা যেন ট্যাক্স ফ্রি শপিং এর লোভ দেখায়ে বরফ কাটায়ে নিয়েছিল।' বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে আবার কথা বলে ' এর আগে একদিন লিডা কাপড় কাচায়ে নিয়েছে, সেটারও পেমেন্ট দেয়নি। এতই ধোঁকা দিতে পারে মানুষজন!'

দশ মিনিট সময় অতিবাহিত হলে শেষ মুহূর্তে আরও একবার ক্যাটারপিলার গাড়িটা সেল্ফ-ইন্সপেকশন শুরু করল। সবগুলো পার্টস ঠিকঠাক মতো থাকায় পনের মিনিটের মাথায় আস্তে ধীরে গড়ানো শুরু করল ওটা। এলিভেটরের শেষ প্রান্তে, উপরের হ্যাচ খোলা মাত্র দিনের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল থিয়ার। ঐ দূরে পুচকে সূর্যটাকে দেখে কত আপন মনে হল তার। আজ কতদিন দু'চোখে দেখেনি দূরের ঐ চিরচেনা নক্ষত্রটাকে। স্বচ্ছ সিলিকেটের ছাদ গলে আসা রোদ হাতে নিয়ে নিশো বলে 'থিয়া, তুমি কি জান যে আমার গায়ে এই মাত্র যে ফোটন কণাগুলো আলো হয়ে এসে পড়ল তা সূর্য থেকে আসতে অন্তত মিলিয়ন বছর সময় নিয়েছে!?'

থিয়া হতবাক হয়ে যায়। বলে ' কিন্তু সূর্য থেকে অ্যানসেলাডাসে আলো আসতে মাত্র বিরাশি মিনিট সময় নিয়েছে, মিলিয়ন বছর তো আর নয়।'
নিশো বর্ণনা করে 'হুম, রহস্যটা এখানেই। সূর্যের কেন্দ্র থেকে আলোক কণা অত সহজে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছতে পারেনি। দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম মিলিত হয়ে যখন একটা হিলিয়াম অ্যাটমে পরিনত হয়েছে তখন ফোটন কণা শক্তি রূপে বিকির্ণ হয়েছে। বিকির্ণকৃত সেই শক্তি আবার অন্য হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলোকে হিলিয়ামে পরিবর্তন করছে। যে ফোটন কণা শক্তি রূপে বিকির্ণ হয়েছে সেটাও যে সূর্যকে ত্যাগ করতে পেরেছে তাও কিন্তু নয়।'
'ব্যাপারটা কি এরকম নয় যে একটা ডিম্বানুর জন্য ত্রিশ কোটি শুক্রানুর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো বিষয়টা!'
নিশো রোয়ানের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। 'সত্যি আফসোস, কোন শুক্রানু যে তোমার জন্য সাঁতার কেটেছিল, ওয়েস্টেজ। হাত সরাও বলছি।'

আজকে স্টিয়ারিং হুইলে রয়েছে ডায়াডেম। আর আজকেরও মিশন স্পেশালিষ্ট হিসেবে রয়েছে রোয়ান। বেলিন্ডা ম্যাডাম গাড়িতে না উঠায় আজকে ঠাসাঠাসি ভাবটা নেই।
সারিবদ্ধ সোলার প্যানেলের মাঝ দিয়ে পথ করে সোজা দক্ষিণে রওয়ানা হয়েছে গাড়িটা। ডায়াডমে ঘাড় ঘুরিয়ে এমিলিকে সতর্ক করে ' সাবধান! আজ যেন কোন প্রেম প্রেম কথা আলোচনা না হয়।'
সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।
'ধুর, শুক্রানু গিয়ে আক্রমণ করছে ডিম্বানুকে আর তুমি আছ প্রেম ভালোবাসা নিয়ে।'
থিয়ার কথায় নিশোর একবার হাসি উঠল। তার একবার হাসি উঠলে আর থামতে চায় না। কোন মতে হাসি চেপে ফ্ল্যাশের দিকে তাকিয়ে বলে 'কিরে ফ্ল্যাশ, তোর ম্যাডামের বিয়ে দিবি না?'
ফ্ল্যাশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। তার চোখ মুখে বিষাদের ছোঁয়া। তাকে মনে হচ্ছে সে যেকোন সময় কেঁদে দিবে।

ফ্ল্যাশের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে দূরে তাকায় থিয়া। যতদূর চোখ যায় কোথায়ও ধবধবে সাদা, কোথাও খানিকটা ছাঁয়াচ্ছন্ন ধূসর। চৈত্রের কাঠফাটা মাঠের মতো খানিকটা জায়গা। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে বরফের চাঁই। থিয়ার এখন মনে হল ঠিক কী কারণে অ্যানসেলাডাস সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের মাঝে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম; সূর্য থেকে আসা রৌদ্রের প্রায় পুরোটাই বরফের স্তরে প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়।

রোবটটা এসে দেখে বলছে 'এমিলি, দেখেন তো, আমি মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচব না।'
ফ্ল্যাশের কথায় এমিলির মনোযোগ বিনষ্ট হয়।
'আমাদের তো বয়স হয়েছে, আমরাও তো মারা যাব তাই না এমিলি?'
'তুমি তো রোবট, তোমার আবার মারা যাবার প্রশ্ন আসছে কেন?'
'ও, রোবটেরা তো কেউ মরে না। আপনিও কি মরবেন না এমিলি?'
'ওমা, আমি তো তোর মতো রোবট নই, মৃত্যু তো আমার একদিন হবেই।'
'হুম, আমার তো আপনার মতো মানুষ হতে ইচ্ছে করে। আমারও ইচ্ছে করে আমার একটা রোবট বাচ্চা হবে, সেও ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে।'
ফ্ল্যাশের কথা শেষ হতে না হতেই থিয়া ফ্ল্যাশের ঘাড়ে টিপ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় 'এতই খ্যাঁচম্যাচ করতে পারে এই রোবটটা'
'আহ্ ওকে থামালে কেন থিয়া, ওর প্যাচাল তো ভালই লাগছিল।'
ডায়াডেমের কথায় থিয়া বলে 'আমরা এটাকে প্যাচাল বলি না, এটাকে বলি ভেদরী প্যাচাল।'

পেছনে বেশ দূরে উত্তর মেরুর দিকে আবছা হয়ে ধরা পড়ছে পর্বতের চূড়ারেখা। দূরের ধূসর পর্বতমালারা যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ পর্বতমালাকে কিছুতেই ভুলবে না থিয়া। এর আগে ঐ পর্বতের গায়েই ওদের গাড়িটা গেঁথে গিয়েছিল। মৃত্যুটা সেদিন ঐ পর্বতের গায়েই উদয় হয়েছিল।

মুখের সম্মুখে রোদ ঝলমলে ভ্যালী। মালপত্র পিঠে নিয়ে চলছে ছয় চাকার গাড়িটা, গাড়ি না বলে বলা উচিত রোবট। এটা অবশ্য এবার আরও কিছু সাইন্টিফিক জিনিসপত্র টেনে নিয়ে চলেছে। একবার পিছলে যাওয়া শুরু করলে তাকে আর থামানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই বুঝি চীৎ হয়ে পড়বে। 'এই এই দিকে, নজর সবসময় সুন্দরি মেয়েদের দিকেই থাকে না?'
এমিলি রোয়ানকে শাসায়। আবারও শুরু হয় হাসি।
'ও মা, আজকে এত হাসি হাসছি, না জানি কখন কাঁদতে হয় ' কথাগুলো বলল থিয়া।

মুখের সম্মুখে দক্ষিণ মেরুর দিকে ছোট ছোট সাদা পাহাড়ের গা চকচক করে উঠল। দক্ষিণমেরু অঞ্চলে পর্বত নেই, সব টিলা শ্রেণীর পাহাড়। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে দেখতে দেখতেই গাড়িটা পাহাড়ের কিনারে উপস্থিত হল।

এখানে অসংখ্য ছোট ছোট বরফের ঢিঁবি। থিয়া এ জায়গাটার নাম দিয়ে দিল 'অরণ্যনিবাস'।
'অরণ্যনিবাস?' নিশো প্রশ্নটা করল জিসিটা কি?
'বনে বসবাস'
'ওহ্ খুব সুন্দর।'
'এ জায়গাটা দেখছি এখনও কেউ নামকরণ করেনি। আমরা তাহলে থিয়ার দেয়া নামটাই রেজিস্টার করে দিই, সবাই কী বল?'
'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই উত্তম প্রস্তাব।'
এমিলি সিস্টেমে নামটা রেজিস্ট্রেশন করায় মনোযোগ দিল আর তখনই গ্যালাকটিক পজিশনিং সিস্টেমটা ওয়ার্নিং দিল 'ওয়ার্নিং! ময়লা ডিসপোজাল সাইট! মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।'
থিয়া জিজ্ঞেস করে 'এত সুন্দর একটা জায়গাতে ময়লা আবর্জনা ফেলে নষ্ট করার কী দরকার ছিল?' 'তোমাদের নীলগ্রহের ময়লা আবর্জনা নাকি খরগোস বা শুকরেরা খায়, এটা নিউক্লিয় বর্জ্য!'
'ওহ্ মাই গড।' থিয়া সংকিত হয়ে উঠে। বলে 'তারচেয়ে কি এই নামটা দেয়া যায় না যে জায়গাটা বর্জ্যনিবাস?'
এমিলি কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, একেক সময় একেক কথা বল কেন? তোমার দেয়া আগের নামটারই রেজিস্ট্রি করা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আর পাল্টানো সম্ভব নয়।'

এক পাহাড় গিয়ে মিশেছে অন্য পাহাড়ের গায়ে। দেখতে দেখতেই বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ওদের গাড়িটা। এমিলি থিয়ার কাছে গল্প শোনে। থিয়াও বৃদ্ধা নানীর মতো গল্প বলে; নীলগ্রহের গল্প। এমিলি আক্ষেপ করে বলে 'আমার একটা শখ, মরার আগে যদি নীলগ্রহতে পায়ের ছাপ রেখে যেতে পারতাম!'
'হুম, নীলগ্রহের তো ছাপের অভাব পড়েছে!'

পাঁচ মাইল চলার পরে আরও একটা খাদ। সবগুলো খাদ কেমন যেন সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে। গিরিমালাগুলোর দিকে বিমূঢ় নেত্রে তাকিয়ে থাকে থিয়া। দু'পাশে খাড়া বরফের পর্বত, মাঝের ফাঁক গলে মসৃন শনি গ্রহটার সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে।
নিশো বলে উঠে 'এখান থেকে দেখতে শনির বলয়টা পাতলা চুলের মতো লাগছে, আসলে কিন্তু বলয়টা বেশ পুরু।'
'এটার কারণ?'

‘কারণ এখন আমাদের সাপেক্ষে শনির বলয় একই তলে অবস্থান করছে বিধায় তাকে দেখতে এত পাতলা মনে হচ্ছে।’
খুব পাতলা বলয়টার দিকে তাকায় নিশো। মাঝে মাঝে একটা দুইটা বড় বড় বরফ খন্ডকে স্পষ্ট চিহ্নিত করা যায়। তারা বনবন করে ঘুরছে।
‘বরফখন্ডগুলো দেখছ কেমন বনবন করে ঘুরছে?’
‘কই, আমি তো কোন বলয় দেখতে পাচ্ছি না?’
‘ওহ্, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে নীলগ্রহের মানুষদের ভিজ্যুয়াল অ্যাকিউইটি খুবই কম। ফিল সরি ফর ইউ।’
থিয়া মেনে নেবার সুরে বলে ‘যাইহোক, সৃষ্টিকর্তা কী খেয়ালে যে এগুলো সৃষ্টি করে রেখেছিল, একমাত্র সেই ভালো জানে।’

আবারও দূরে দ্বিগন্তপানে তাকায় থিয়া। পর্বতগুলোর মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। প্রাণপন চেষ্টায় পাহাড়টাকে টপকায়ে অন্যপাড়ে চলে আসতে সময় লাগল অ্যানসেলাডাসের এক বছর। একটু পরেই সূর্যটা দৌড়ে দৌড়ে টুপ করে দ্বিগন্তের নিচে ডুবে গেল।
থিয়ার অনুরোধে একটা গান ছাড়ার অনুমতি দিল সবাই, আশি দশকের গান।
‘এটা আমাদের নীলগ্রহর আশির দশকের অন্যতম গোল্ডেন ভয়েস।’
ডায়াডেম বলল ‘ওয়াও!’
রোয়ান জিজ্ঞেস করে ‘কোন আশির দশক?’
‘ঊনিশশত আশির দশক’
‘ওরে বাপরে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের?’
নিশো বলে ‘এটা এত পিওর, মনে হচ্ছে হৃদয় নিঃসৃত গান’
এমিলি বলল ‘এখন কি বিজ্ঞাপন শুরু হবে? সে সময় তো মনে হয় কেউ বিজ্ঞাপন ছাড়া গান শুনতে পারত না?’
নীলগ্রহ সম্পর্কে এমিলির অগাধ জ্ঞান থিয়াকে মুগ্ধ করে।
‘পছন্দমত গানও শুনতে পারত না।’
‘হা, হা, বল কী?’

রাত্রি নেমে এসেছে। দূরের তারার আলো খেলা করছে উপগ্রহটার মসৃণ বরফ পৃষ্ঠে। রাতেও পথ হারানোর কোন ভয় নাই। শনির সবচেয়ে দূরের ই-রিং আবার ফিরে আসছে দৃষ্টিসীমানায়। শনির বলয়টা সেই উত্তর মেরু হতে দর্শনের একেবারেই উল্টা, ভিন্ন কোণে হেলে অবস্থান করছে আকাশের গায়ে, তবে তার অবস্থানের কোন হেরফের নাই।

হঠাৎই ডায়াডেম প্রশ্ন করে বসে 'কি রোয়ান, মন কোথায় রয়েছে পড়ে? এমিলির কোলে?'
'হা হা, কী যে বল ডায়া। মানুষের সাথে রোবটের প্রেম!'
চোখ দুটো বিস্ফোরিত করে এমিলি। সরাসরি থিয়ার চোখে চোখ রেখে রাগত স্বরে বলে 'তোমরা যতই আমাকে রাগানোর চেষ্টা কর, আমি কিন্তু রাগছি না।'
সবাই আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। থিয়ার মিষ্টি হাসি দেখে রোয়ান বলল 'হুম, থিয়া নামের মেয়েরা সব সময়ই রোমান্টিক হয়!'
'হুহ, এত পাম্প দিতে হবে না, ফুলে ফেটে যাব।'
'সত্যি বলছি, তোমরা অনেক বেশি রোমান্টিক।'
'আমি যতটুকু তোমাদের দেখেছি, তা থেকে বলতে পারি, আমরা নীলগ্রহের লোকজন অনেক বেশি ইমোশনাল।'

প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করার জন্য থিয়া দূরে তাকিয়ে বলে উঠে 'মনে হচ্ছে বিরাট বড় বরফের মরুভূমি।'
নিশো কথা ধরল 'হ্যাঁ।'
রোয়ান রোবট ও নিশোকে প্রতিযোগীতা ছুঁড়ে দিয়ে বলে 'বিশ সেকেন্ডে খালি গায়ে বাহিরে দাঁড়াতে পারবে, নিশো?'
ফ্ল্যাশ বলে 'কার বাপের সাধ্যি আছে যে এখানে খালি গায়ে দশ সেকেন্ড টেকে?'
এমিলি এবার মুচকি মেরে হাঁসে। ড্যাশবোর্ডে থিয়া তাকায়, দেখছে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা এখন প্রায় মাইনাস একশত তিপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। থিয়া জানে এই তাপমাত্রায় কোনপ্রকার চাপ প্রয়োগ ছাড়াই সাধারন বরফ ক্রিষ্টালের মাঝে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। বরফ এখন নিজের ক্রিষ্টালাইনিটি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে কিউবিক আইস-৭ এ পরিবর্তিত হওয়া শুরু হয়েছে। এই তাপমাত্রায় পানি বরফে, বরফ আইস-২, ৩ হয়ে আইস-৭ হতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।
'যদি পারি তাহলে কী দিবে?' নিশো প্রশ্ন করল তবে ফ্ল্যাশ কোন আগ্রহ দেখাল না।
'আগে দাঁড়াও, তারপরে কী দিব সেটা চিন্তা করব। এমনও হতে পারে সেটার চিন্তা করা নাও লাগতে পারে।'
'আগে কী দিবে সেটা বলো, তারপর খালি গায়ে দাঁড়াব।'
'তোমারে আন্ডা দেব, দুইটা আন্ডা।'
'এই নির্জন দ্বীপে তুমি আন্ডা পাবে কই?'
থিয়া হাসি চাপিয়ে রাখতে পারে না, খিক খিক করে হাসতেই থাকে।

সামনে ইউ আকৃতির একটা ভ্যালী। দূরে দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা প্রান্তর। গাড়িটা এবার নিস্তব্ধতা ভাঙল। অভিযাত্রীদের জিজ্ঞেস করল 'খানিকটা সময় বিরতি নেয়ার জন্য এই জায়গাটা আদর্শ, কি বল সবাই?' নিশো বলল 'হ্যাঁ, আমরা এখানে বিশ্রাম নিতে পারি।'
ডায়াডেম বলল 'জায়গাটাতো সুন্দরই মনে হচ্ছে'
'তারচেয়ে বড় কথা, এই জায়গাতে সোলার রেডিয়েশন বহুলাংশে কম।'

কেউ কোন কথা না বললেও মৌনতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নিল গাড়িটা। ড্যাশবোর্ডে খেয়াল করল থিয়া, গাড়িটা নিজ থেকেই স্যুপ তৈরী করা শুরু করেছে। দশ মিনিটের বিরতির ঘোষণা দিয়ে গাড়িটা আপনাআপনিই থেমে গেল।

ঠিক গাড়ি থেকে নামার আগ মুহূর্তে গাড়িটার রোবটিক বাহু পরিবেশন করল গরম গরম স্যুপ। সবাই হাতে হাতে স্যুপের ভ্যাকুয়াম বাটি নিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

থিয়া আর নিশো দুই জন খাড়া পাহাড়ের উপর গিয়ে দাঁড়াল। তাদের মুখের সন্মুখে বিরাট বরফের ভ্যালি। ফাঁকে ফাঁকে থার্মোস্ট্রটা দিয়ে চুষে খাচ্ছে গরম গরম স্যুপ আর দেখছে; ডায়াডেম আর ফ্ল্যাশ গাড়িটার কয়েক হাত দূরে অযথাই বরফের খাড়া তল তৈরী করছে অনেকটা বালুকাবেলায় বালুর ক্যাসল বানানোর মতো। এক ঝলকের জন্য দেখল গাড়িটার আড়ালে গিয়ে এমিলি রোয়ানকে মুখোমুখি প্রেম নিবেদন করতে।

বিনিদ্র আকাশটার দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে রয়েছে নিশো। তাকে অনুসরণ করে থিয়াও আকাশের দিকে তাকায়। নীলগ্রহের মতোই এ উপগ্রহটার আকাশ। শুধু তারাগুলো আরও ঘিঞ্জি হয়ে ফুটে রয়েছে হাওড় বিলে ফুটে থাকা চাঁদমালা ফুলের মতো। এমিলি জিজ্ঞেস করে 'তোমাদের আকাশটা দেখতে কেমন থিয়া?' এমিলির আগমন টেরই পায়নি থিয়া। অদ্ভুত বিড়াল পায়ে চলাচল করে রোবটটা। থিয়া উত্তর দেয় 'আমাদের আকাশের সাথে তোমার আকাশের একটাই পার্থক্য আর সেটা হচ্ছে তোমাদেরটা নীলগ্রহের চাঁদহীন একটি আকাশ।'
'মোটেও না, এই দেখ, আমার চোখে তাকিয়ে দেখ।'
এমিলি তার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং সেন্সর চালু করে। ম্যাগনেটিক ব্লু-টুথ সিস্টেমটা পেয়ারর্ড হওয়ায় থিয়া তার হাতের ডিভাইসে দেখতে পায় এমিলির চক্ষুর দেখানো চিত্র, শনির হট প্লাজমা অ্যানসেলাডাসের সামনে এসে পথ পরিবর্তন করে পাশ ঘেঁষে সরে যাচ্ছে মহাশূন্যে। অসম্ভব সুন্দর সে দৃশ্য।

ভৌতিক শূন্যতায় ভরা কালো আকাশটার গায়ে টাইটান উপগ্রহটা মাথার উপরে এসেছে। সেটা নীলগ্রহের চাঁদের চেয়ে অন্তত ত্রিশ শতাংশ আকারে বড়। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা আরও কমে আসছে। সবাই যেন গাড়ির দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে পারলে বাঁচে। এক ফোঁটা পানি কত দ্রুত জমে বরফে পরিনত হচ্ছে সেটাই ভিডিও করে স্লোমোশনে দেখছে রোয়ান। তাকে বারংবার ডাকাডাকি শুরু করেছে গাড়িটা।

পঁচিশ

দূর দ্বিগন্তে সূর্যটা সবে উদিত হয়েছে। নৈঋ্ত কোণের আট কিলোমিটার খাড়া বরফ শৃঙ্গের মাথায় রোদ পড়ে সোনার মুকুটের মতো প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। অনিমেষ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে থাকে থিয়া। অ্যানসেলাডাস খুব দ্রুত ঘুর্ণায়মান হওয়ায় রৌদ্র খুব দ্রুত পাহাড়গুলোকে শুভ্র-সোনালী আলোয় ঢেকে ফেলছে।

ঐ দূরের যে পাহাড়শ্রেণী ওটা একটা খাদের পাড়। এ খাদটাই এ উপগ্রহের সবচেয়ে প্রাচীন খাদ। খাদটার এই অংশে বারো মাইল প্রশস্ত। স্থান ভেদে কোথায়ও কোথায়ও খাদটার প্রশস্ততা বেড়ে গেছে এক লাফে দুই মাইল। প্রায় একশ মাইল দৈর্ঘ্যের খাদের এ অংশটার নাম মাদারট্রান্স। খাদটার বিশালত্ব আর কী ব্যাপক চাপের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অনুমান করে মুগ্ধ হয় থিয়া। মুখটা ব্যাঙের মতো আকৃতি করে বলে 'ওয়াও!ওয়ান্ডারফুল।'

শূন্যে ভাসার সাথে সাথেই দূরে পাহাড়সারিটা টপকে সারিবদ্ধ গাইসার দেখতে পেল। পানির ফোয়ারার মতো জেটগুলো শূন্যে বাষ্প ছড়িয়ে চলেছে, আর সেটা দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল থিয়া, নিশো দু'জনই একসাথে। কোমরে সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় কেউ ছাদের গায়ে ভাগ্যিস টক্কর খেল না। কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই গাড়িটা শূন্যে ডানা মেলে ভেসে ভেসে উড়ে মাদারট্রান্সটা অতিক্রম করে আবার নিচে নেমে এল। উপগ্রহটা এ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটা খুবই মসৃন। মাইলের পর মাইল চকচকে, ভেজা ভেজা, পৃষ্ঠদেশের কোথায়ও কোন উল্কাপিন্ডের সংঘর্ষের চিহ্নমাত্র নেই। আর মাত্র দুইশত ত্রিশ মাইল দূরেই রয়েছে অ্যানসেলাডাসের ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুটা।

হঠাৎই থিয়া লক্ষ্য করে, এমিলির দু'গাল বেয়ে অশ্রুবিন্দু বরফ হয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। থিয়া খেয়াল করে, একে একে সব অভিযাত্রীরা এখন এমিলির দিকে তাকিয়ে। থিয়া দু'হাত দিয়ে এমিলির কান্না মুছে দেয়। এমিলি আর নিজেকে

সংযত করতে পারে না, অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। 'এখানে বিপত্তিটা কিসের?' জিজ্ঞেস করে ডায়াডেম।
'ডায়া, এমিলি অনেক ইমোশনাল হয়ে গেছে।' ফ্ল্যাশ উত্তর দিল।
'ওর ঐ এক সমস্যা। এটা আর নতুন কিছু নয়।'

এমিলি বেশ সময়ের পরে ধাতস্থ হল। এবার সে থিয়াকে বলছে 'থিয়া, শোন, আমি দেখতে পাচ্ছি রোয়ান তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আবার তুমিও রোয়ানের দিকে মিটিমিটি তাকাচ্ছ। তোমাদের দুইজনের শরীরেই এখন লাভ হরমোনের পরিমান বেড়ে গেছে। আমি জানি তোমরা দুইজনই দুইজনকে ভালোবাসতে শুরু করেছ। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার কারণে রোয়ানের শরীরে হরমোন উঠানামা করে না। তোমার কারণে সেটা তীব্রভাবে উঠানামা করে। আমি এ জন্য তোমাকে কখনই দোষ দেব না। আমার শুধু একটাই আক্ষেপ, ওর কারণে আমার প্রতিদিনই শান্তির ঘুম নষ্ট হয়।'

'সবাই প্লিজ স্লিপ কোড ব্যবহার করেন। এক্ষুণি।' ডায়াডেমের কথায় রোয়ান ল্যাবের সাথে যোগাযোগ শুরু করল।
'আমি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি, এরই মাঝে তোমরা ঘুমের কোড চাও কেমনে, আমি বুঝি না।'
'আমাদের সবার এক্ষুণি ঘুমানোর সময়। আমাদের দক্ষিণ মেরুর পথ আর বেশি বাকি নাই। যখন ঘুম থেকে উঠব, দেখব সারি সারি গাইসারের মাঝে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। সবাই ঘুমিয়ে পড়।'
'চিন্তা কর না, অচিরেই ঘুমের বিকল্প সিস্টেম আসছে। আর কয়েক দিন।'
থিয়া আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করে 'সেটা কেমন এমিলি?'
'ঘুমের যে একমাত্র কারণ, ডিএনএকে রিপেয়ারিং করা সেটা অন্য পদ্ধতিতেও একই ফলাফল এসেছে। স্কাইল্যাবে এটা এখন হাইপোথিসিস পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই সেটা থিওরি আকারে আসবে।'

যখন ঘুম থেকে জেগে উঠল থিয়া তখন দেখল গাড়ির সবাই তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। ফ্ল্যাশ, এমিলি দুই মেশিন রয়েছে হাইবারনেশনে। গাড়ির জানালা গলে দেখল ওরা গাইসারগুলোর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেগুলোর দিকে। কত সুন্দর! মনে মনে চিন্তা করে গ্রহান্তরের সৌন্দর্য্য শুধুমাত্র মানুষের দেখার জন্য তৈরী হয়ে নেই।

ক্যাটারপিলার গাড়িটার যাত্রা এ পর্যন্তই। ফ্ল্যাশকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে এমিলি। চেতনা পেয়েই তার ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। তাকে সামলাতে এখন বেশ বেগের ভেতরে রয়েছে এমিলি।

'হ্যালো অভিযাত্রীরা!' গাড়িটার হলোগ্রাফিক মনিটরে ভেসে উঠেছে মিশন প্রধান রেড ক্রসাসের চেহারা। 'এটা আমাদের মিশন অপারেশন অর্ডার। আমাদের মিশন শুরু হবে আর দুই ঘন্টা পরে। মিশন লোকেশন আট মাইল বরফস্তরের নিচে। ম্যাক্সিমাম প্রিপারেশন টাইম এক ঘন্টা। আমাদের মিশনে থাকছে লেজার আইসকাটার, গামা ব্লাস্ট গান, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, হাইপারসনিক মিসাইল, পজিশনিং স্যাটেলাইট। আমাদের মিশন হবে রহস্যময়ী জিনিসটাকে খুঁজে বের করা। মনে রাখবে, নো টাচিং। উক্ত অপারেশন পরিচালনার জন্য অন্য রোবটিক রেগুলার আর্মি ফোর্স এবং আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা রয়েছে। আমরা মিশন অ্যানালাইসিস করেছি, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করেছি। যদি এর পরও কারও আর কিছুর প্রয়োজন হয় তবে অতি শীঘ্র জানাবে।'

সবাই যে যার ঘড়িতে সময় দেখে নিল। থিয়াও দেখল, মিশন শুরু হতে আর মাত্র এক ঘন্টা আটান্ন মিনিট সময় বাকি। নিশোর দিকে দৃষ্টি পড়ে থিয়ার, সে খানিকটা ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে শুভ্রতায় ছাওয়া অ্যানসেলাডাসের দিকে। সামনের সারিবদ্ধ বেশ কয়েকটা খাড়া গভীর ফাটল।

একে একে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিচ্ছে সবাই। রোয়ান বলে 'আমাদের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর বর্তমান যে অবস্থান এটা আগে এরকম ছিল না। একটা বড় পাথরের সাথে আঘাত খেয়ে এটা প্রায় পঞ্চান্ন ডিগ্রি বেঁকে গেছে। পাথরটা রয়েছে, এই ছোট্র অ্যানসেলাডাসেরই বুকে, কোথায় তা কে বলতে পারে?'
ডায়াডেম অনিশ্চিত গলায় বলল 'বড় পাথরের সাথে, না আমাদের রহস্যময় অ্যালিয়েন শিপের সাথে; তা তুমি নিশ্চিত করছ কিভাবে?'
নিশো সমর্থন করে বলল 'হুম, কথাটায় যুক্তি আছে।'
গাড়িটা থেকে এখন একে একে সবাই নামছে। গাড়িটা থেকে বের হওয়া মাত্র গাইসারের বিস্ফোরণে ভাসমান বরফ কুচি বাতাসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ল সারা গায়ে। থিয়ার খুবই রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে এ সময়টায়। মন বলছে সোশ্যাল মিডিয়ার তার ফলোয়ারদেরকে যদি এ দৃশ্যটা লাইভে এসে দেখানো যেত, তাহলে

কতই না লাইক কমেন্টস পড়ত! 'আমাদের ক্যাসিনি কিন্তু মাত্র পনের কিলোমিটার উঁচু থেকে এই রকম কোন এক গাইসারের মাঝ দিয়ে উড়ে দিয়েছিল!' দু হাত দু দিকে প্রসারিত করে চতুর্দিকে এক পাক খেয়ে বলল থিয়া 'কোন সেই গাইসারটা?'

এমিলি ও তার সহযোগী রোবট দুইটাই নেমে দাঁড়িয়েছে। এমিলির সাথে চোখাচোখি হতেই রোয়ান বলল 'তুমি এখানেই অপেক্ষা কর এমিলি। আগের মতোই; আমাদেরকে অবশ্যই অন্য আর একটি অপশন খোলা রাখতে হবে।'
'না, আজ আমিও তোমাদের সাথে যাব।'
'খালি ভেজাল করো না তো, এমনিতেই খুব প্যারার মধ্যে রয়েছি।'

এমিলি আর কোন কথা বাড়ায় না, শুধু ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে রোয়ানের দিকে। সে দু'চোখে পিলসুজের মতো বেদনার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ। এ হৃদয় রোবটের হৃদয়, কোন রক্ত-মাংসের মানুষের নয়। থিয়া, নিশোরা দুই দিক থেকে এমিলিদের সারিতে যোগ দেয়। পেছনে সারিবদ্ধ গাইসার রেখে সামনে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে একটা গ্রুপ ছবি তুলল এখানে। এক্ষেত্রে টাইটান উপগ্রহটার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত স্কাইল্যাবের হাই-রেজুলেশন ক্যামেরাটা রিমোর্টলী ব্যবহার করল ওরা।

খাদের কিনারা ঘেঁষে হেঁটে রওয়ানা দিয়েছে ডায়াডেম। তাকে অনুসরণ করছে নিশো, থিয়ারা। এমিলিকে আলিঙ্গন করে রোয়ানও যুক্ত হয়েছে সব শেষে। এ ধরনের সরু পথ মাড়িয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা থিয়ার প্রথম। হঠাৎই তার মুখের সামনে থেকে ধঁসে পড়ল একটা চাঁই। সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করল 'ওও, ওও, ওও'
চীৎকার করে ডায়াডেম বলল 'স্ট্যান্ড বাই!
নিশো অনুযোগের সুরে বলল 'তোরা এখন ইয়ার্কি করিস না তো! সাবধানে হাঁট।'

শুরু হল খাড়া গভীর ফাটলগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হওয়া। নীলগ্রহতে লাফানোর মতো অনুভূতি নয় ব্যাপারটা, পেজা তুলার মতো ভাসমান এক অনুভূতি। প্রতিবারই মৃত্যুভয় মনের কোণে উঁকি দিয়ে ফিরে গেল ঘরে। প্রতিবারই নিচে তাকিয়ে চিন্তা করে একবার পড়লেই শেষ, জান খতম। তবে প্রতিবারেই ভাসতে ভাসতে সবগুলো ফাটল পার হয়ে এল।
'আমাদের নীলগ্রহে হলে এটার নাম দিত বাঙ্গি ফাটা!'

থিয়ার কথায় কারও কোন প্রতিক্রিয়া এল না, বুঝল খানিকটা হলেও মৃত্যুভয়ে ভীত সব। দেখল, ডিভাইসটা নির্দেশ করছে এখানে বরফের আস্তরণের পুরুত্ব খুব কম, মাত্র নয় কিলোমিটার। দেখছে একই সময়ে দুই মেরুর তাপমাত্রার মধ্যে ব্যবধান মাত্র আট ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরের চেয়ে এখানে, দক্ষিণের তাপমাত্রা খানিকটা বেশি। মুখের সম্মুখে মসৃন পৃষ্ঠভাগে বরফের ফাটলের মাঝ দিয়ে আরও একটা গাইসার বিষ্ফোরিত হলো। মুহূর্তের মধ্যে পানি বাষ্প ও বরফ কুচি চৌদ্দশ মাইল ঘন্টা গতিবেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, যা লম্বায় দাঁড়াল প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ। থিয়ার হাতের ডিভাইসটা নির্দেশ করছে বাষ্পের তাপমাত্রা প্রায় নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঠিক ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতে এখন দাঁড়িয়ে থিয়া। পটাপট ল্যান্ডস্কেপটার অনেকগুলো ছবি তুলল ও, ওর। তার মডেলিং ফটোগ্রাফিতে সাহায্য করছে নিশো। মেরু কেন্দ্রটায় দাঁড়ালে আর শনি গ্রহটা দেখা যায় না। আকাশের সেখানে ধবধবে সাদা পাহাড়ের আস্তরণের উপরেই আরক্তিম একটা তারা আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাত্র আটশত মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহ। সৌর জগতের সবচেয়ে বড় ঝড়, রেড স্পটটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওটার গায়ে। খানিকটা সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে। থিয়ার জানা, সেটায় ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ চারশ মাইল এরও অনেক বেশি। নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান বলে মনে হয় তার, নীলগ্রহের কতজন চাক্ষুস বৃহস্পতি গ্রহটাকে অবলোকন করে মরতে পেরেছে?

অদূরে আরও একটা গাইসার বিষ্ফোরিত হয়েছে। সেটার বাষ্প তুষার কণা রূপে ফিরে আসছে। কিছু গ্যাসীয় বাষ্প দানাদার বরফ ক্রিস্টাল হয়ে ছুটে চলছে শনি গ্রহের দিকে। থিয়া মনে মনে চিন্তা করল, হঠাৎ যদি পায়ের নিচ থেকে এ রকম একটা গাইসার বিষ্ফোরিত হয় তাহলে সরাসরি শনির বলয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। রোয়ানের গলা শুনে ওর দিকে তাকায়। সে তার ডান পাটা নির্দিষ্ট করে বলল 'ঠিক আমাদের পায়ের নিচেই রয়েছে আমাদের অ্যালিয়েন শিপটা।'
ডায়াডেমের গলা শোনা গেল 'গুড।'
'এবার আমাদের কাজ হবে সামনের যে একটা গাইসার দেখছি, ওটা বেয়ে নিচে নেমে যাওয়া।'
সাথে সাথেই নিশো বাধা দিয়ে বলে উঠল 'তুমি কি মনে করছ যে এটা একটা কৌতুক?'

রশির কয়েল খুলতে খুলতে বলল ডায়াডেম 'কৌতুক হবে কেন? রহস্যময় জিনিসটাকে খুঁজে পেতে ফাটল ছাড়া এত নিচে নামবে কিভাবে?'
থিয়া আশ্বস্ত করে, 'নিশো, এটা নিছকই একটা কৌতুক। আমরা গাইসার বেয়ে নিচে নামব না বরং একটা ফাটল বেয়ে নিচে নামব।'
'হ্যাঁ, এবার লাইন মতো কথা বল। আমার সাথে কক্ষনোও উল্টাপাল্টা কোন কথা বলবে না' কথা বলে ঠোঁটটা উল্টিয়ে রাখল নিশো।

ব্লেডের মতো তীক্ষ্ণ খাড়া একটা রীজ অতিক্রম করছে সবাই। ভারসাম্য রক্ষা করে খুব সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে যেখানে প্রতি কদমেই পা হড়কে যে কোন পার্শ্বে গড়িয়ে পড়ার ভয়টা জিইয়েই থাকল সব সময়। সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে রোয়ান। সে গভীরের একটা ফাটল পর্যবেক্ষণ করছে। পেছন থেকে সবাই কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করার তাগাদা দেয়। রোয়ান মাথা না তুলেই বলল 'এই ফাটলটা দিয়ে নামলেই আমাদের সব থেকে বেশি সুবিধে হবে, যেমনটা বেলিন্ডা উপদেশ দিয়েছিল'
থিয়া তাকে মনে করিয়ে দেয় 'আরে, বেলিন্ডা বল না, ও মাইন্ড করে। বল, বেলিন্ডা ম্যাডাম।'
রোয়ান ঈষৎ হাসে। ডায়াডেম বলল 'ঠিক আছে, রোয়ান, আমরা তাহলে প্রস্তুত হয়ে নিই।' রোয়ান এবার ডায়াডেমের দিকে তাকিয়ে দেখছে সে দড়ি রিজে ঝুলিয়ে রেখে গোগ্রাসে খাবারগুলো খেয়ে সাবাড় করে ফেলছে। পথটা খুব সংকীর্ণ হওয়ায় তাকে কেউ বাধাও দিতে পারছে না। 'হ্যাঁ, সেরকমটাই। তবে আর কোন খাবারে হাত দিও না, দয়া করে'
'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আর হাত দেব না, তোমাদের খাবার তোমাদের ধরাই রয়েছে।' অবশেষ রোয়ান পা টিপে টিপে এসে ডায়াডেমের কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে ফ্ল্যাশের ঘাড়ে চাপায়।
রোয়ানের প্রস্তাবনায় ফাটলটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করল সবাই। খানিকটা নিশ্চিত মনে করায় আর কালবিলম্ব না করে দ্রুত অভিযাত্রীদের ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি গ্রহন করতে বলল রোয়ান। অসহায় একটা ভঙ্গিমা করল মুখে, কিন্তু থিয়ার সেই মুখভঙ্গি অন্য কারও নজরে পড়ল না।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অভিযাত্রীরা একে একে লাফিয়ে পড়ল ফাটলের কিনারা থেকে। নীলগ্রহের চেয়ে মহাকর্ষ বলের ঘাটতির কারণে পেজা তুলোর মতো নিচে পড়তে লাগল তারা। মাত্র দশমিক এগার মিটার বর্গ সেকেন্ডে ত্বরণপ্রাপ্ত হয়ে নিচে নামছে। প্রথম দিকে ভাসন্ত খড়কুটোর মতো নামা মনে হলেও গতিবেগ সবার

ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। ফাটল বেয়ে বাধাহীন নিচে নেমে যাওয়া নিশোর জন্যও নতুন এক অভিজ্ঞতা। সে আগে কখনও ফাটল ঝাঁপায়নি।

থিয়া আশংকা গলায় বলল 'হায় ঈশ্বর! নিচে কী অন্ধকার।'
ডায়াডেম বলল 'আমাদেরকে অবশ্যই এক মাইল গভীরের মাঝে থামতেই হবে, তাছাড়া খাড়া আট মাইল একটানা নিচে নামতে থাকলে অ্যাক্সেলারেশনের কারণে শেষ গতিবেগ যা দাঁড়াবে তাতে হাড় মাংস একজনেরও একত্রে থাকবে না।'

হাতটা কোমরের কাছে নিয়ে অটোল্যান্ডিং সিস্টেমটা চালু করে দিল আর সাথে সাথেই শূন্যে ঘুরপাক খাওয়া বন্ধ হয়ে স্থির হল থিয়া। বিল্ডইন গাইরোস্কোপ সিস্টেমটা তাকে খুবই কাজে দিল। আপনাআপনি অভিযাত্রীদের সোজা ধরে রাখতে এ সিস্টেমটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ করে। সাঁই সাঁই গতিবেগে নিচে নামছে সে এখন। দু'পাশের বরফপ্রাচীর যেন হাওয়ার বেগে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এত গতিবেগে নেমেও দীর্ঘ সময় লাগায় মনে হচ্ছে পাতালপুরীর পথ এটি।
রোয়ান ধীর লয়ে বলল 'নিচে মনে হচ্ছে কঠিন কিছু একটা রয়েছে, আর সেটা এক মাইলের মধ্যেই।'
ডায়াডেমের গলায় আশংকা ফুটে উঠল 'মনে হচ্ছে রিজ টিজ কোন কিছু হতে পারে।'
নিশো জিজ্ঞেস করল 'ওখানে নামা কি ঠিক হবে?'
'ঠিক না হলেও নামতেই হবে। আমাদের গতিবেগ অবশ্যই শূন্যতে নিয়ে আসতে হবে পরবর্তী লম্ফ দেয়ার জন্য। তাছাড়া মৃত্যু অবধারিত।'
'শালারা কি জানে, আমরা আসছি ওদেরকে হানা দিতে?'
ডায়াডেমের কথায় মুখে জোর করেই হাসিটা টেনে এনে থিয়া বলল 'এইবার মনে হয় গেছি গা'

নিচে নামার সময় নজরে পড়ল, ফাটলটা সোজা না, বেশ খানিকটা হেলে রয়েছে একদিকে। চতুর্দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে থিয়া। বরফের স্তরের উপর বরফের স্তর। মিলিয়ন বছর ধরে রয়েছে পঞ্জিভূত হয়ে, অবহেলায়, অনাদরে। এত সৌন্দর্য অথচ উপভোগ করার কেউ নেই। হাতের ডিভাইসটার দিকে খেয়াল করে, তার শরীরের রক্তচাপ, বাহিরের মাধ্যমের চাপ সব সমন্বয় ঘটছে আপনাআপনিই। ফাটলের গভীরে গ্যাসীয় পদার্থের চাপও বেড়ে যাচ্ছে বেশ দ্রুত। সেটা নির্দেশ করছে এক বার বায়ুচাপের একশ ভাগের একভাগ।

ফাটলের ভেতরটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। যে যার মতো ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে দিল। একেক জনের লাইট একেক রংয়ের। এখন আর কারও চেহারা দেখে চেনা যাচ্ছে না বরং শুধুমাত্র লাইটটাকেই দেখা যাচ্ছে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ সব লাইট নিচের দিকে নামছে। থিয়ার মনে হচ্ছিল এগুলো সব জলাশয়ের কিনারায় জ্বলা জোনাকির আলো।

টানা তিন মাইল নিচে নামার পরে এই প্রথম একটা ফল্‌স ব্রিজ পেল। দু'পাশের নিরেট বরফ দেয়ালকে আড়াআড়ি একটা বরফের ফালি সংযুক্ত করেছে। ব্রিজটার উপর নেমে রোয়ান বলল, 'হ্যাঁ আমাদের ধরে রাখার শক্তি রয়েছে বরফের চাঁইটার।' তবে তার পর্যবেক্ষণ সবার কাজে এল না। ঝাঁক বেঁধে থিয়া, নিশো দু'জন একসাথে নামল। তবে বিপত্তি ঘটল তখনই, যখন ডায়াডেম ব্রিজটার উপর ল্যান্ড করতে চাইল অমনি সেটা ধস নেমে নিচে আছড়ে পড়া শুরু করল। খানিকটা শূন্যে ছিটকে গিয়ে ডিগবাজি খেল থিয়া। মুহূর্তেই চতুপার্শ্বের সমস্ত কিছুই ঘোরা শুরু করল বনবন করে। বেশ খানিকটা পথ সটান নিচে নামার পর রোয়ান থিয়ার ব্যাকপ্যাকটা পাকড়ে ধরতে পারল। সে চিৎকার করে বলল 'আমি তোমাকে পেয়েছি, আমি তোমাকে পেয়েছি।'
'ইটস ওকে, ইটস ওকে।'
'আহ! শক্তি দাও। আর একটু, আর একটু।'
পাক খেতে খেতেই নিচে ধেয়ে নামছে থিয়া, রোয়ান দুইজনই। থিয়া আন্দাজ করল, এতক্ষণে হয়ত ফাটলটার তলার খুব কাছাকাছিই চলে এসেছে ওরা। একবার চিন্তা করল, এই গতিতে তালায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে মাথার ঘিলু খুলির ভেতরে থাকবে না। থিয়ার আশংকাকে সত্যতায় রূপ দিতেই যেন মাথাটা বাড়ি খেল তলাতে। তবে যে আঘাতের কথা সে চিন্তা করছিল সেরকমটা কিছু ঘটল না। রোয়ানও আঘাত পেয়ে পাশে মোচড়ামোচড়ি করছে। গা পা থেকে বরফকুচি ছাড়তে ছাড়তে রোয়ান বলল 'ওকে? ইউ ওকে?'
'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি রোয়ান!'
'আমিও!'
আর সে সময়ই দড়ি টেনে টেনে ডায়াডেমকে উড়িয়ে নিয়ে এল নিশো। যথাসাধ্য চেষ্টায় অভিযাত্রীরা ফের একত্র হল। হয়রান হয়ে পড়ায় বরফের উপরই শুয়ে পড়েছে নিশো। তাকে অনুসরণ করে চার হাতপা ছড়িয়ে পিঠের ট্যাঙ্কের উপর শুয়ে পড়েছে থিয়াও। ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে শুরু করে বরফতলে সংঘর্ষের ঘটনাগুলো রোমন্থন করতে করতেই ধাতস্থ হল থিয়া। চিন্তা করল, এটা অ্যানসেলাডাস না হয়ে নীলগ্রহ হলে নির্ঘাত মাথা থেঁতলে ঘিলু বেরিয়ে যেত।

ছাব্বিশ

জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে আর ভূতুড়ে কেমন একটা আবহ বিরাজ করছে চারপাশ। প্রচন্ড চাপে সাধারণ বরফও কিউবিক ক্রিস্টালাইন বরফ; আইস-৭ এ পরিবর্তিত হয়েছে। রেডিও আইসোটোপের একটা হলুদ ল্যাম্প জ্বালিয়ে বরফের দেয়ালে স্ট্যান্ডের সাহায্যে ঝুলিয়ে দেয়ায় এখন হলুদ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চারদিকে। চীৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে থিয়া জিজ্ঞেস করল 'আমরা কি এখানেই ক্যাম্পটা গাড়ব?'

নিশোও প্রশ্ন করল 'উঁহ, বলতে পারছি না, এখান থেকে জিনিসটার উৎস কতদূর হতে পারে?'

ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকা ডায়াডেম ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিল 'তাও, তো মাইল চারেকের মতো হবেই।'

'তাহলে তো দূরত্বটা অনেক বেশিই হয়ে যায়, তাই না? তারচেয়ে আমরা বরং আরও সামনে এগোই। যদি দেখি আরও ভালো কোন জায়গা, সেখানেই ক্যাম্প গাড়ব।'

'হ্যাঁ, নিশো, এখানে আমার ফাঁপর আটকে আসছে। আসলে আমার পূর্বপুরুষেরা সব পাহাড়ের গুহায় বাস করত তো এজন্য আমার গুহাভীতি সব সময়ই কাজ করে।'

হা হা করে হাসে রোয়ান। 'আর যদি গাছের ডালে বসবাস করত?'

'তাহলে কী আর আমাকে এখানে দেখতে পেতে? অত উঁচু থেকে লাফই তো দিতে পারতাম না। ঠ্যাঙ কাঁপত থরথর করে।'

'আমরা তাহলে এক কাজ করি, থিয়ার যেহেতু গুহাভীতি রয়েছে, ও এখানেই থাকুক আর আমরা সম্মুখে এগোই' ডায়াডেম নিশোর যুক্তি মেনে নিয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল কথাটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে তো ভূতে পেয়েছে!'

একজন বাদে হা হা করে হাসে সবাই। নিঃসহায়ার মতো চুপ করে থাকে থিয়া। হাসি শেষে রোয়ানের গলা ভেসে উঠল অন্ধকারের মাথায় 'আমরা কি এখন আইস কাটারটাকে এখানেই দিয়ে যেতে বলব? না আর একটু সামনে এগোনোর পর?'

ডায়াডেম বলল 'হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে আসুক, আপাতত।'

'ঠিক আছে, তাহলে ফ্ল্যাশ আসার আগ পর্যন্ত আমরা এখানেই অবস্থান করছি।'

থিয়া এবার কথা বলল 'মনে হচ্ছে থিংক অব ইন্টারনেট ব্যবহার করতে করতে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনের শক্তি লোপ পেয়েছে!'

অস্বীকার করার উপায় থাকে না, ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো ডায়াডেম, নিশো দুইজনই। বিষয়টা নিয়ে খানিকটা অনুশোচনায় ভুগল সবাই।

রোয়ান আবারও কর্মে সক্রিয় হয়ে উঠল। হাতের ডিভাইসটায় ক্যাটারপিলার গাড়িতে বসা এমিলিকে নির্দেশ দিল।
'হ্যাঁ এমিলি, আমরা ফাটলের তলায়। এখানে ল্যান্ডিং এর উপযুক্ত জায়গা রয়েছে। তুমি আইস কাটারটা পাঠিয়ে দাও।'
'কপি দ্যাট রোয়ান, মাই সুইট সুইট ডার্লিং!'

থিয়া আধশোয়া হয়ে উঠে বসেছে। সে কোমরটা হেলিয়ে নিশোর দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব করে 'আচ্ছা সাগরের তলদেশ দিয়ে আমাদের ল্যাব থেকে এ পর্যন্ত একটা রেললাইন স্থাপন করা যায় না? তাহলে তো আর এত কষ্ট করে এই পথ আসতে হয় না।'
নিশো জিজ্ঞেস করল ' সেটা আবার কেমন? রেলপথ কি?'
ডায়াডেম উত্তর দিল 'সাবমারসিবল রেলওয়ে? রেললাইন ও রেলগাড়ি দুটোই ডুবন্ত। হ্যাঁ, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সাবমারসিবল রেলওয়ে স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে তো।'
রোয়ান ভয় দেখিয়ে বলে' এখন রেলপথের চিন্তা বাদ দাও। এখন চিন্তা কর; এখানে একবার আটকা পড়লে বের হবে কী উপায়ে?'
থিয়া বলল 'আমি আটকা পড়ার চেয়েও বেশি ভয় পাই অ্যালিয়েনদের।'
নিশো জিজ্ঞেস করে 'ঘটনা শুনেছ? আমাদের সৌরজগতে নাকি একজন আগন্তুক বেড়াতে আসছে। তাকে বরণের জন্য তৈরী হও।' 'বেড়াতে আসছে না এসেছে? আমরা তাহলে কাকে বরণ করতে যাচ্ছি?'

থিয়ার কথায় সবাই হাসতে থাকে। তবে ওর একটা ইনকামিং ভিডিও কলের কারণে সবার হাসিতে ছেদ পড়ে। হাতের ডিভাইসটার দিকে তাকানোর ধরন দেখেই নীলগ্রহ থেকে তার মা'র রিকুয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায়। হাতের ডিভাইসটা আনুভূমিকভাবে ধরে রেখেছে থিয়া। কব্জি থেকে হাত খানেক উপরে হলোগ্রাফিক একটা ছায়ামূর্তি তৈরী হয়েছে। থিয়ার মাকে দেখা যাচ্ছে, রান্না ঘরে বসে মাথায় ঘোমটা উঠিয়ে কথা বলছে। সেদিকে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে ডায়াডেম, নিশোরা সবাই। নিশো, রোয়ান সবাই মার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে। মা বলছে 'ও মা থিয়া, আজকে নাকি তোরা ফাটলে নামবি? টিভিতে খবরে সেটাই দেখাল। যেখানে থাকিস, ভালো থাকিস মা। গোসল করেছিস? ভাত খেয়েছিস? গোসল সেরে ভাত খেয়ে নিস। বেশি বেলা করে খাবি না। হায়রে, আমি কাছে নাই, মাইয়াটা আমার কী খায়, কী করে, কিছুই টের পাই না।' ছাগলটা মা'র

কোলে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মা হাতের ছাইকাঠিটা নিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। ভার্চুয়্যাল ভিডিওটা বন্ধ হল। থিয়া এবার বলা শুরু করে 'তুমি চিন্তা করো না মা। আমি ফাটল থেকে ভালোভাবে ল্যাবে পৌঁছেই তোমাকে কিছু ছবি পাঠিয়ে দিব।'

ভিডিও কল শেষ করতে না করতেই থিয়াদের মাথার উপরে রেট্রোরকেট প্রপালশন যানটার দেখা পাওয়া গেল। সোজা ফাটলটা বেয়ে উড়ে উড়ে নামছে। যানটা থেকে ডায়নিমার তৈরী রশিতে ঝোলানো একটা প্যাকেজ যেটায় লেজার আইস কাটার মেশিন সহ আরও সাইন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টে ঠাসা। আরও আধা ঘন্টা সময় নিয়ে ফাটলের তলায় ল্যান্ড করল মাথায় রকেটযানটা।
'হাই থিয়া, হাই নিশো, হাই রোয়ান, হাই ডায়াডেম।' ফ্ল্যাশ এমনভাবে সবাইকে হাত নেড়ে নেড়ে সম্বোধন করা শুরু করল যেন মনে হল, কতকাল পরে তাদের দেখা হচ্ছে।

সাইন্টিফিক ইকুইপমেন্টগুলোর পার্সেল আনবক্সিং করা হচ্ছে। বরফকাটা মেশিনটার দিকে তাকিয়ে থাকে থিয়া। ওয়াটার জেট কাটার মেশিনের মতোই দেখতে শুধু পার্থক্যটা নজলটার দিকে, ওটার চারপাশে ঘন কয়েল পেঁচানো। মেশিনটার নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স নাই, হাতে চালাতে হয়। ডায়াডেম এবার প্রস্তাব করল 'আচ্ছা, আনবক্সিং শেষ, এবার চলো এগোই।'
ডায়াডেমের কথায় খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল থিয়া 'আহা, হাত পা তো নাড়াতেই পারছি না, আর একটু সময়, একটু বসি।'
থিয়ার কথা আর না করতে পারে না ডায়াডেম। খানিকটা সময় চুপ থেকে বলে 'আমরা যে অভিযান এখন পরিচালনা করছি, আমার বিশ্বাস অনেক গ্রহবাসীর শিশু-কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকে নিবন্ধিত একটি ভ্রমন কাহিনি হয়ে যাবে। আমি চিন্তা করে আপ্লুত হচ্ছি, ওরা যখন কাহিনিটি পড়বে তখন কী ভাবাবেগ তৈরী হবে তাদের মনে।'
'হুম, সেটা একটা স্বপ্নই, ডায়াডেম!'

খাড়া আট মাইল গভীর বরফস্তুপের নিচ দিয়ে সরু একটা প্যাসেজ ধরে সামনে এগিয়ে চলছে চারজনের দলটা। পেছনে লেজার কাটারটাকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে ফ্ল্যাশ, তাকে দেখতে ধনুষ্টংকার রোগীর মতো মনে হচ্ছে। থিয়া চিন্তা করে, ফ্ল্যাশ ছাড়া এ কাজ কখনই কোন মানুষকে দিয়ে করানো সম্ভব হত না। মনে মনে রোবটদের উপরে খুশি হয়ে উঠে সে। অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলছে,

পথটা খুব ঘুরপাক খাওয়া হওয়ায় অল্প দূরত্ব অতিক্রম করতেই সময় লাগছে প্রায় দ্বিগুন। দেয়ালে লম্বাটে ছাঁয়ারা নাচানাচি করছে।

চলতি পথেই বরফের গায়ে হাত রাখে থিয়া। মসৃন, মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে জমাট বেঁধে রয়েছে পানির অনুগুলো। পলকশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ছোট বড় অসংখ্য খাঁজ রয়েছে বরফের গায়ে যেন বৃহৎ বড় একটা মাকড়সার জাল।
ডায়াডেম নিশ্চিত গলায় বলল 'খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা শিপটার।'
রোয়ান হাসে। গুহাতে বাতাস থাকলে তার হাসির ধ্বনি প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করত।
'হা হা, এক্ষুণি? আরও অন্তত তিন মাইলের পথ!'
'তুমি দেখি জিনিসটার নামই দিয়ে দিয়েছ শিপ' নিশো কটাক্ষ করে বলল।
'হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখলে তো বড়টাই দেখা উচিত, কি বল?'
'হ্যাঁ তাতো অবশ্যই।' নিশো ডায়াডেমের কথায় কথা ধরে।
'আমার খুবই উত্তেজনা অনুভূত হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা ক্রাশ করা শিপ। পরিত্যাক্ত অবস্থায় রয়েছে। ভেতরটা খুলে দেখব বীভৎস দৃশ্য; অনেকগুলো অ্যালিয়েনেরা মারা পড়েছে বরফের রাজ্যে।'
'আমারও খুবই উত্তেজনা অনুভূত হচ্ছে।' থিয়ার কথায় সায় দেয় রোয়ান।

এ পর্যন্তই এসে সুড়ঙ্গটার সমাপ্তি ঘটেছে। জায়গাটা দেখতে শুইয়ে রাখা রাউন্ড বটম ফ্ল্যাক্স এর মতো। খানিকটা উঁচু আর প্রশস্ত সমতল এক ফালি জায়গা দেখিয়ে বলল রোয়ান 'এটাই আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ড। আমরা ওখানেই তাঁবু টানাবো'

সর্ব সম্মতিক্রমে এখানেই আজকে ক্যাম্প গাড়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হল। অনলাইনেই রয়েছে বেইজ ল্যাব। থিয়ারা দেখতেই পাচ্ছে, অ্যানসেলাডাসের সবাই হুমড়ি খেয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছে অভিযাত্রীরা কী আবিষ্কার করে সেটা দেখার আশায়।
ক্যাম্প গাড়া শুরু করেছে ডায়াডেম আর রোয়ান। চারজনের ঘুমানোর জন্য একটা তাঁবু ঠিক ঠাক করছে যেন ঘুমটা ভালো মতো হয়। রোয়ান বলল 'এটা খুব সাবধানে ধরে ওখানে রেখে দাও তো নিশো।'
চোঙ্গাকৃতির জিনিসটা হাতে নিয়ে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কী এটা?'
'বিস্ফোরক।'
ফট করে রোয়ানের দিকে তাকায় নিশো 'ওরে বাপরে!'
'আরে, ভয় নেই। এটা দূর নিয়ন্ত্রিত।'
'সেটা তো আরও ভয়ের, বোমা আমার কোলে-সুইচ তোমার হাতে!'

‘কেন আমি সারাক্ষণ একটা ক্ষেপনাস্ত্র নিয়ে ঘুরি, ওটার সুইচ তো আমার হাতে, তখন তোমার ভয় করে না?’

নিশো আর কোন কথা বাড়ায় না, ভদ্রতার খাতিরেই হবে হয়ত। শুধু বিস্ফোরকটা সাবধানে মেঝেতে নামিয়ে রাখে। ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাকায় ফ্ল্যাশের দিকে। রোবটটা তার সনিক গানটা দিয়ে দেয়ালটার থ্রিডি স্ক্যান করা শুরু করেছে। চিন্তা করল নিশো, তাকে হয়ত ল্যাব থেকে সরাসরি নিয়ন্ত্রন করছে রেড। থিয়াকে দেখছে ওদিকে বিভিন্ন টেস্টটিউবে পানির স্যাম্পল ভরে দাগ কেটে বাক্স বন্দি করতে। এগুলো ল্যাবরেটরিতে নিয়ে অনুজীব পরীক্ষা করবে। নিশোও নিরবে টোস্টার মেশিনটা দিয়ে খাবার তৈরী ও পরিবেশনায় মনোযোগ দিল।

শুয়ে থাকা উপযোগী একটা ক্যাম্প গাড়তে প্রায় জোড়া ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কর্মে ক্ষান্ত দিয়ে ডায়াডেম বলল ‘এবার ঘামে জবজবা পোষাকটা নিংড়ে নিতে পারলে খুব ভালো লাগত।’ গরম গরম খাবার পরিবেশন হলে সব কর্ম ফেলে খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ‘এখানে উচ্ছিষ্টভোজী নাই, যা ফেলবে সেটা সেভাবেই থাকবে অনন্ত দিনের জন্য!’ নিশোর কথায় হাসে থিয়া, রোয়ান। হাতের ডিভাইসটায় মার নিকট হতে আবারও ম্যাসেজ এসেছে। ‘মা, আমরা সব ভালো আছি। আজকে তুই আমাদের অনেকগুলো সংবাদের শিরোনামী হয়েছিস। তুই নাকি হাজার হাজার টন সোনা আবিষ্কার করেছিস। তোর স্কুলের হেডমাস্টার এসেছিল। বলল, তোকে পেটে ধরা নাকি স্বার্থক আমার। বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় তোর খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছে। চায়ের দোকানগুলোতে বিল পরিশোধ করতে তোর বাবাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আমি বলেছি, আমার মাইয়া ফিরে এসে সব পরিশোধ করবে ’
‘মা এখন স্যুপ খাচ্ছি, পরে কথা হবে।’
তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বেইজ ল্যাবে জানান দিল ডায়াডেম, নিশোর পরিবেশনাটা ভালই হয়েছে!

তাঁবুর বিছানো ফেব্রিক্সের উপর ঝুঁকে ডায়াগ্রাম এঁকে হিসাব মিলাচ্ছে রোয়ান। একাগ্রভাবে কাজটা করছে সে, হঠাৎ মাথাটা জাগিয়ে তুলে বলল ‘আমাদের সামনের পাঁচিলের ওপাশেই রয়েছে আরও একটা পরিখা, মাঝখানে চারশ ফিট প্রশস্থ একটা নিরেট প্রাচীর।’
থিয়া, নিশোরা সবাই এসে ভূগর্ভস্থ টানেলগুলোর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ‘দেখ, ওদিকের ঐ সুড়ঙ্গটা গিয়ে মিশেছে একটা ঝিরিপথে।’
‘আচ্ছা।’

‘যে ঝিরি পথটা রয়েছে, দেখ এটার কিন্তু আরও একটা উৎস রয়েছে, মনে হচ্ছে না, ঐ সুরঙ্গের খানিকটা উপর দিয়ে আরও একটা অগভীর তাপমাত্রার নদী প্রবাহিত?’
‘তাপমাত্রার নদী?’
‘দেখ, নদীর মতোই আঁকাবাঁকা জায়গা, যেখানে তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক জায়গাগুলো অপেক্ষা খানিকটা বেশি।’
‘কারবার দেখ!’ নিশো, থিয়া রোয়ানের যুক্তিযুক্ত চিন্তা গ্রহন করে।

ফ্ল্যাশ তার বরফকাটা মেশিনটা দিয়ে এবার দেয়ালটায় সুড়ঙ্গ তৈরী করা শুরু করেছে। এক নাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে সে নিঃশব্দে। কিভাবে কর্ম কিভাবে সম্পাদন করবে সেটা নিয়ে বেইজ ক্যাম্পের সাথে আলোচনায় বসল অভিযাত্রীরা। ল্যাবের বক্তব্যটা খুবই সাধারণ, জিসিটাকে সর্বপ্রথম সনাক্ত করতে হবে। সেখান থেকে কোন ক্ষতিকর রেডিয়েশন বিকিরণ হয় কিনা সে সমস্ত বিষয়গুলো বেইজে অবহিত করতে হবে। বেইজে আরও অভিযাত্রীদের প্রস্তুত রাখা রয়েছে। ভারি মেশিনারিজ ও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্রের যোগানও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে হঠাৎই থিয়ার একটা প্রশ্নে সবকিছুই অমীমাংসিত থেকে গেল। ‘আমার প্রশ্ন হল, যদি এরকম কোন শিপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে এর আবিষ্কারক কে হবে, এর মালিকই বা হবে কে? আমাদের অভিযাত্রীদের মধ্যে রয়েছে নীলগ্রহ, মঙ্গল ও টাইটানবাসীরা সবাই।’

হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করল একে একে সবাই। ‘আমরা একটু ঘুমাব, এমিলি, তুমি ঘুমের কোডটা পাঠিয়ে দাও। তোমরা পাহারা দিও’ বেইজ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে কথাগুলো বলল ডায়াডেম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল এক নাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে ফ্ল্যাশ। ইতিমধ্যেই প্রায় কয়েকশ গজ দৈর্ঘের গর্ত খোঁড়ার কাজ সম্পন্ন করেছে সে।
‘ফ্ল্যাশ, তোমার কাজের কতদূর?’
ফ্ল্যাশ আর কথা বলারই সময় পেল না। প্রচন্ড শব্দ তরঙ্গ; সনিকবুমের মতো তীব্র বেগে আঘাত করল অদৃশ্য শক্তি । হঠাৎই ভয়ে চীৎকার দিয়ে উঠল থিয়া আর নিশো এক সাথে। মুখ থেকেই আত্মচীৎকার বেরিয়ে আসার আগেই ধাক্কা খেল বরফ প্রাচীরের সাথে। ভয়ংকরভাবে দুলে উঠল চতুপার্শ্ব।
‘ও মাই গড! ও মাই গড!’ এক দোলাতেই থিয়ারা সবাই টাল খেয়ে প্রাচীর গড়িয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে।
কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মস্তিষ্কের কার্যকারিতা স্বাভাবিক হতে।

‘কি হয়েছে?’ প্রশ্নটা করার সময় বুঝল থিয়া, কম্পিত গলাটা থেকে শব্দই বের হচ্ছে না। আবারও প্রশ্ন করল ‘কি হয়েছে, নিশো? রোয়ান?’
তবে নিশো, রোয়ানেরা কেউ তার কোন উত্তর নিল না। বরফের গায়ে এতক্ষণে সেঁটে ছিল ফ্ল্যাশ। সে দু’হাঁটুতে ভর করে দাঁড়িয়েছে।
‘থিয়া! তুমি ঠিক আছ?’
‘ও মাই গড়! ও মাই গড়!’ হাউমাউ করে কান্না শুরু করল থিয়া। ‘ফ্ল্যাশ, আমাদের কী হয়েছে?’
‘আ, আ, আমি ঠিক শিউর নই, হয়ত শকওয়েভ!’

ভয়ে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে থিয়ার। একে একে সবার চেতনা ফিরেছে। মুখ থেকে বিহ্বল কাটিয়ে আবার উঠে বসা শুরু করেছে ওরা। একে অন্যকে ধরে এখন আস্তে ধীরে দাঁড়িয়েছে।
নিশো বলল ‘কী এটা? এই জোরে ধাক্কা দিয়েছে, আমার জীবনে তো এরকমটা কখনও দেখিনি।’
‘শকওয়েভ, কিন্তু এই শূন্য বাতাসের উপগ্রহে কিভাবে কাজ করল, তার উৎপত্তিটাই বা কোথায়, কোন কিছুই তো বুঝতে পারছি না।’
‘ঠিকই বলেছ ডায়াডেম’ ঘাড়টা নাড়তে নাড়তে কথা বলছে রোয়ান‘ এখানে তো বাতাসও নাই, পানিও নাই, কোথায়ও কোন বোমা ফুটলে তো শকওয়েভের ধাক্কা আসার কথা না, তাহলে এ ধাক্কা কিসের?’
‘কে বলেছে রোয়ান?’ থিয়া যুক্তি খন্ডানো শুরু করল ‘শকওয়েভ শুধু বাতাস বা পানি নয়, কঠিন মাধ্যমেও চলাচল করতে পারে। আমারা যে ধাক্কাটা খেয়েছি সেটা কোটি কোটি টন, আর শত মাইল বরফস্তর ভেদ করে এসেছে!’

‘আমার মনে হচ্ছে আস্ত বরফের চাঁইটাই নড়চড়া করছে।’ নিশোর কথা শেষ না হতেই শুনতে পেল সেই ভয়ংকর শব্দটা।
গুরুগম্ভীর মেঘ ডাকার মতো শব্দের সৃষ্টি হয়েছে মাথার উপর। এক মুহূর্তকাল পরেই বরফের চাঁইগুলো ভেঙ্গে নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগল।
‘আশ্রয় নাও, আশ্রয় নাও। বরফ ধসছে, বরফ ধসছে!’
কেউ একজন চীৎকার করে বলল কথাগুলো। ডায়াডেমই হবে হয়ত। মুহূর্তেই অভিযাত্রীদের মাঝে প্যানিক সৃষ্টি হল। বাঁচার জন্য যে যার মতো ছুটোছুটি শুরু করল চারিদিক। পাশের দেয়ালের ফাটল থেকে বরফের বিরাট চাঁইটা ভেঙ্গে পড়ল বরফের মেঝেতে। মুহূর্তের জন্যই দেখতে পেল থিয়া, কয়েক লক্ষ টন বরফ ধসে পড়েছে রোবট ফ্ল্যাশের মাথার উপর। থিয়া আশংকা করল এতক্ষণে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে সে। কিন্তু পেছনে তাকানোর সময়ও পেল না। সব দৌড়ানো আরম্ভ করল

সামনের সদ্য গর্ত করা অন্ধকার গুহাটার দিকে। তবে অল্প একটুর জন্য শেষ রক্ষাটা হল না থিয়ার।

এক ঝলকের জন্য নিশো দেখতে পেল বিরাট একটা বরফের চাঁইয়ের আঘাতে ধাক্কা খেল থিয়া। এক মুহূর্ত থামল, তারপরই ছুটে ফিরে এল থিয়ার কাছে। এক ঝটকায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল খানিকটা পথ। তখনও থরথর করে কাঁপা শুরু হয়েছে সুড়ঙ্গটা। পেছনে ফেলে আসা পথে আরও লক্ষ টন বরফের চাঁই ধসে গড়িয়ে পড়েছে নিচে।

সাতাশ

সরু করিডোরটার অর্ধেক জায়গা দখল করে মোটকু রোবট দাঁড়িয়ে। রেডকে দেখে সামনে পথ আগলে দাঁড়ায় রোবট সর্দার।
মলিন মুখে জিজ্ঞেস করে 'স্যার, আমরা কী অনশন ভঙ্গ করব?'
'না।' ভাবলেশহীন ভঙ্গিমায় কথা বলে ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমটার ভেতরে প্রবেশ করলেন রেড। রোবটটার মুখের সম্মুখেই ভারী দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। বাধাপ্রাপ্ত প্রস্থান পথের দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বলল রোবট 'আই আই কমান্ডার!'

দেয়ালজুড়ে থাকা মনিটরটার দিকে আকাঙ্খার চোখে তাকিয়ে বেলিন্ডা, লিডা, রেড ক্রসাস, অর্ক সবাই। হা করে সব গোগ্রাসে গিলছে দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীদের চলমান ক্যামেরায় দেখা চিত্রগুলো। সবাই মনে প্রাণে চাচ্ছে একটা অ্যালিয়েন শিপ আবিষ্কার হোক, তবে সেটা যেন হয় পরিত্যাক্ত, অ্যালিয়েনরা জীবিত থাকবে তবে মুমূর্ষাবস্থায়।

ওয়ার্কমনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখছে, ওখানে অভিযাত্রীরা এখন গুহায় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফ্ল্যাশ রোবটটা অবিশ্রান্তভাবে বরফকাটারটা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন কাজটা ল্যাব থেকে ক্রো করছে না ওখান থেকে ফ্ল্যাশ করছে সেটা একটা প্রশ্ন কারণ ক্যাটারপিলার গাড়িটাকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে ফ্ল্যাশকে নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে এখান থেকে। অপারেটর ক্রো টেবিলটার ট্র্যাকবলের উপর হাত রেখে নির্দেশ দিচ্ছে ডান দিকে লেজার জেট তাক করতে হবে না বাম দিকে।

একনাগাড়ে বরফ কাটার কাজের দিকে তাকিয়ে একঘেয়েমিতে পায় রেডকে। একবার হাই তুলে বলল 'এ সময় গরম কফি হলে খুব ভালো হত।'
লিডা পাশ থেকে বলল 'রোবটেরা তো কেউ কাজ করছে না। কে দিবে কফি?'

‘সেটাই তো। তারচেয়ে বরং না খাই।’

ঘুম থেকে উঠে ফিরে এসেছে ল্যাবের নতুন শিফটের অফিসারেরা। তবে নির্ঘূম থেকেছে রেড ক্রসাস সহ জনা ছয়েক লোকজন। উত্তেজনায় কারও চোখের পাতা পড়েনি সারারাত। এমনি সময় রেডিও অপারেটর জেনেট এসে দাঁড়িয়েছে ‘স্যার, স্কাইল্যাব থেকে আমাদের অনেকগুলো রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্টগুলো খুবই জরুরী।’

রক্তরাঙা চোখে রিপোর্টগুলোয় চোখ বোলানো শুরু করল রেড। রিপোর্টে যা দেখল তাতে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। রিপোর্টগুলো নিয়ে সোজা কোবাবের টেবিলের নিকটে এসে কোকাবকে নির্দেশ দিল ‘খুব দ্রুত আমাদের সৌরজগতের একটা মডেল দাঁড় করাও। আমাদের দেখতে হবে ম্যাগনেটিক পাল্‌স কী প্যাটার্নে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে।’

‘স্যার, আমাদের পেন্টাফ্লপস কম্পিউটারের কিছু কিছু অংশ এখনও কাজ করছে না। পেন্টাফ্লপস ছাড়া কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এই মডেলটা দাঁড় করানো যাবে না।’ চট্ করে জেনেটের দিকে তাকিয়ে রাগ বর্ষণ করে ‘আমাদের পেন্টাফ্লপস কবে থেকে ডাউন?’
‘স্যার ঝড়ের পর থেকে। সৌরঝড়ের কারণে কম্পিউটারটার বেশ কিছু ক্ষতি সাধন হয়েছে।’

ঝামেলার কথা শুনেই রাগে টকটকে লাল হয়ে যায় রেডের মুখ। ‘সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার আমাদের ডাউন, আর তোমরা বসে বসে কার বাল ফালাও?’
রাগের মাথায় অদূরে নিষ্কর্ম রোবটের পেটে একটা লাথি চেতায়ে দিয়ে বলল ‘কুত্তার বাচ্চা, অনশনের আর সময় পাস না?’
‘স্যার আমাকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিবেন না। আমার অপরাধের জন্য আমার বাবা মা কে তুলে গালি দিবেন না। আমাকে আঘাত করায় আপনি আইনত দোষী।’
‘তোর ঘাড়ের সার্কিট ছিঁড়ে ফালায়ে দিব, তোর চৌদ্দ গোষ্ঠির সার্কিট ছিঁড়ে ফালায়ে দিব’ গায়ের রাগে রোবটের পাছায় লাথি চেতায়ে দিলে রোবটটা উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে ডিগবাজি খেল। সে এখন চার হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তবে অনশনের কারণে গায়ে তেমন জোর পাচ্ছে না। সবাই টেবিল থেকে

দাঁড়িয়ে এ সিনেমাটা চাক্ষুস দর্শন করছে। তাদের দিকে চোখ তুলে বলল 'এখন ডিসমিস। গেট ব্যাক টু ওয়ার্ক।'
এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দ্রুত যে যার মতো কাজে লেগে পড়ল।

কেমন যেন খুঁত-খুঁত করছে মনটা। বিগত কয়েক রাত কিছুতেই ঘুমাতে পারে নি। সামান্য একটু ঘুমের রেশ আসে তো আবার সেটা কেটে যায়। চিন্তা করছে এরপর থেকে স্লিপিং কোড নিয়েই ঘুমাতে হবে তাছাড়া ডিএনএর ড্যামেজ রিপেয়ারিং হবে না। বেশ কয়েকবার ধকল গেছে এই কয়টা দিনে। সৌরঝড়ও শুরু হল। কিছু কিছু ডিভাইসগুলো এখনও কাজ করছে না। এরই মধ্যে আবার শুরু হয়েছে রোবটদের আমরণ অনশন। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা রোবটগুলোদের কেউ কাজ করছে না। বৃহস্পতির উল্কাপিন্ডে অবতরণ করা ড্রোনটা থেকে প্রাপ্ত ডাটাগুলো এখনও প্রোসেস শুরু করা যায় নি। ছোটখাট যে দুই একটা রোবট কাজ করছে তাও ল্যাংচায়ে ল্যাংচায়ে। কবে যে আবার করডন ওরই পাছায় লাথি মেরে খেদিয়ে দিবে সেও এক চিন্তা। ওদিকে বেলিন্ডা অসুস্থ। তার ডিপার্টমেন্টের কাজ কর্মে স্থবিরতা এসেছে। ল্যাবের ইনচার্জ ইলারা মেয়েটাও অসুস্থ, হাঁটতে পারছে না। সব কিছুই কেমন গুবলেট হয়ে গেছে এই কয়েকটা দিনে।

জেনেটের সহকারী ছোঁকরাটা খুব ত্রস্ত পায়ে হেঁটে আসছে। সরাসরি রেডের সামনে এসে বিনম্রভাবে দাঁড়ায়। 'আমি খুবই দুঃখিত স্যার যে এ সময় আপনাকে ডিসটার্ব করতে হচ্ছে।'
ক্ষুব্ধ চোখে তাকাল লোকটার দিকে তাকাল রেড। ইন্টারনেট সিস্টেমটা ঠিকমতো কাজ করছে না বিধায় লোকটার নাম জানা সম্ভব হল না। 'কি?'
'স্যার আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম থেকে বলা হচ্ছে, এখান থেকে কিছু ক্লাসিফাইড ফাইল অন্যত্র পাঠানো হয়েছে।'
'তামাশা?'
'না স্যার আমাদের কিছু ক্লাসিফাইড ফাইল অন্যত্র পাঠানো হয়েছে, এটা সঠিক'
'আমাদের ফায়ার ওয়াল?'
'সরি স্যার, কম্প্রোমাইজড!'

লিডা চেয়ারটা ঘুরিয়ে এদিকে কিছু শোনার আশায় তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে থাকে। রেড একবার চোখের পলক ফেলে জিজ্ঞেস করে 'মানে কী?'
'কিছু ফাইল কেউ একজন ট্রান্সমিট করেছে, স্যার।'
'কোথায়?'

‘নীলগ্রহে স্যার।’ রেড লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাব দেখে মনে হল আরও কথা বলার জন্য সে মুখিয়ে রয়েছে।

প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে রেডের। নিজের হাতেই নিজেকে দুই বার কিল চড়াল। ‘আমরা এখানে ঐ অ্যালিয়েন দুইজনের অগাধ বিচরণ নিশ্চিত করেছি শুধুমাত্র এতটুকু নিশ্চিত হবার পর যে, তারা কখনই আর ঐ গ্রহে প্রাণ নিয়ে ফিরবে না। আমাদের প্রতীক্ষাটা ছিল শুধুমাত্র সময়ের। এখন দেখছি ঐ দীর্ঘসূত্রতাই আমাদের জন্য কাল হয়ে গেছে।’

চোখ বড় বড় করে তাকায় লিডা। মনে মনে বোঝার চেষ্টা করে, রাগে সত্য কথাটাই বলল না কী রেড? হঠাৎই ওয়ার্কমনিটরে একটা ভিডিও চালু করল রেড। ঘরের সবাইকে দেখাল ‘এই দেখ।’

লিডা খেয়াল করল, মনিটরে থিয়া আর আনানের ভিডিও চালু হয়েছে। তাদেরকে স্পষ্ট দেখা ও শোনা যাচ্ছে অ্যানসেলাডাস এর ক্লাসিফায়েড তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে। ভিডিওটা পজ করে রেড বললেন ‘আমার ধারণাটা ভুল ছিল। সত্যিই ওদের মাথাটা মাছের মতোই ক্ষুরধার। ছেলেটা আমাদের অনেক ক্লাসিফায়েড তথ্য জেনেছে আর সেটা সে ঐ বেশ্যাটার সঙ্গে শেয়ারও করেছে।’
‘আমি খুবই দুঃখিত কমান্ডার, তুমি আমার ডিপার্টমেন্টের মেয়েটাকে বেশ্যা নামে অবিহিত করতে পার না।’
লিডার কথায় রেড স্মিত হাসে। বলে ‘ও, তুমি দেখি কিছুই জান না। এই দ্যাখ, বেশ্যাটা কেমন চুমোচুমি করছে।’ রোয়ান আর থিয়ার একটা ভিডিও ক্লিপ চালু হল স্ক্রিনে। রেড খাপ্পা গলায় বলল ‘মনে হচ্ছে না লিডা, ল্যাবটাকে শালারা ব্রোথেল হাউজ বানিয়ে ফেলেছে।’

অগ্নিচোখে তাকাল রেড চারিপাশ। বলল ‘এখন তাদের মৃত্যুর আগেই যদি ক্লাসিফায়েড তথ্য ভিন্ন গ্রহে চুরি যায় তাহলে তো বুঝতেই পারছ, যাদের অবহেলার কারণে সেটা ঘটে থাকবে তাদেরকে নিশ্চিত শূলে চড়তে হবে আর এর বিকল্প কোন বিচার নাই।’
হঠাৎ ক্রো’র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ‘ ক্রো, ফ্ল্যাশের বরফকাটা মেশিনটা মাইনাস ৭২, সূক্ষ্ম ২৩ ডিগ্রীতে তাক করতো।’
‘ঠিক আছে স্যার। আ, স্যার সমস্যা। এরর কোড-সাত হাজান নয় শত পঁচাত্তর।’
‘হিউম্যান এরর?’

‘জ্বী স্যার, এই মুহূর্তে এই রেখা বরাবর আমাদের এক অভিযাত্রী অবস্থান করছে, নাম থিয়া।’
‘অভিযাত্রীর নিতম্ব। রোবটটাকে রি-প্রোগ্রামিং করতে কত সময় লাগবে?’
‘স্যার!’
‘রেড!’ বসা থেকে হঠাৎই লিডা চড়াও হল রেডএর উপর। ‘আমি বেঁচে থাকতে এটা কখনই হতে দেব না।’
অগ্নিমূর্তি হয়ে রেড চীৎকার করল ‘এই ল্যাব আমি চালাই। এবার নিরাপত্তা আমার উপরে বর্তায়। তোমার এক মেয়ের জন্য আমি সকলের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না। এটা জীবন মৃত্যুর খেলা।’
‘রি-প্রোগ্রামিং সময় দশ মিনিট স্যার।’
‘ওকে, আমি সময় দেখছি। সময় ছয়শ সেকেন্ড। পরবর্তী তিন সেকেন্ডে নজল তাক, চার সেকেন্ডের মাথায় বাষ্প!’
‘জ্বী কমান্ডার!’

কল্পনায় মরণোন্মুখ মেয়েটার চেহারা ভেসে উঠল মনে। অতিশয় কাতর মনে হল লিডাকে। ম্যানুয়ালি চেয়ারটা টেনে আবার থপ্ করে বসে পড়ল। পরক্ষণেই দেখল স্টিফেনকে, ত্রস্ত পায়ে প্রায় দৌড়ানোর মতো ভঙ্গিমায় এসে ভীড় করল রেডের সম্মুখে। বার কয়েক ঢোক গিয়ে বলল ‘স্যার, আমাদের একটা জরুরী ব্যাপার ঘটেছে।’
‘কি!?’
‘স্কাইল্যাব থেকে এইমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খবর এসেছে। রোউগ ম্যাগনেটারের প্রথম ম্যাগনেটিক উইন্ড অ্যানসেলাডাসে আঘাত হানবে এখন থেকে মাত্র তিন সেকেন্ডের মাথায়। গতি আলোর ৯৭.৯৯%’
‘ম্যাগনেটিক উইন্ড!? হোয়াট দ্যা ফা..’
সাথে সাথেই অ্যালার্ম সিগন্যাল বেজে উঠল, ঘরের লাল বাতি জ্বলা নিভা শুরু করল। ধাক্কা খেল সুপার সনিক স্পিডে চলা অদৃশ্য কোন শক্তির সঙ্গে। ছিঁটকে পড়ল লোকজন। দেয়ালের সাথে আচমকা ধাক্কা খেল রেড।

আটাশ

রোয়ানের পিঠে ভর করে চলেছে থিয়া। ওরা রয়েছে সারির শেষ যাত্রী হিসেবে। ভূমিকম্পটা এখন থেমে গেছে তবুও মৃত্যুভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে অভিযাত্রীরা। বরফের আঘাতে হয়ত তার পায়ের পাতা থেঁতলে গেছে। কিন্তু সেদিকে তাকানো সুযোগ এখন আর নাই।

যখন সবাই চাপাপড়া খাবারের জন্য চুল ছিঁড়ছে তখন রোবট ফ্ল্যাশের জন্য কয়েকবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছে থিয়া। ওর হয়ত জীবন নেই, হয়ত বেঁচে থাকবে আরও কিছুক্ষণ, কিন্তু কখনই আর ফিরতে পারবে না ওদের মাঝে। মনের কোণে ভেসে উঠে ফ্ল্যাশের সাথে কাটানো সময়গুলো। অনেক অনেক স্মৃতি জমা হয়েছে ওকে নিয়ে। অশ্রুসজল নয়নেই হাতটা মুখের সম্মুখে টেনে এনে দেখল স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৯ তবে এ সম্পর্কিত আর অন্য কোন তথ্য নেই। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায় থিয়া। ওর ডিভাইসটায় আরও যে আইকোনগুলো ছিল, সেগুলোর অধিকাংশ স্রেফ গায়েব। ভয়ের ডালপালা গজানো শুরু করে মনের ভেতরে।

হেডলাইট থেকে ঠিকরে বেরুনো আলো; অন্ধকার সুড়ঙ্গটায় টেনে নিয়ে চলেছে ওদের। তিমির অন্ধকারে পথ চলতে গিয়েই টের পেল স্বল্প দূরত্বে যোগাযোগের জন্য সিজিয়াম এটোমিক রেডিও ওয়েভ সিস্টেমটা কারও কাজ করছে না। ডায়াডেম সবার নিকটে গিয়ে গিয়ে ম্যানুয়ালি হাতের ডিভাইসের অডিও কোডেক সিস্টেম চালু করে দিল। হাতের ডিভাইসগুলো এখন ভিজ্যুয়ালের পাশাপাশি কোডেক সিস্টেমে নিজেদের মধ্যে কথা বলা শুরু করেছে, নিজেদের মধ্যে তথ্যগুলো আপডেট করে নিচ্ছে। থিয়া এখন জানতে পারছে, ভূমিকম্পটার প্রাইমারি ওয়েভ আঘাত হানার সময় গতিবেগ ছিল বারো কিলোমিটার ঘন্টায়।

এ পর্যন্তই গর্ত খনন করতে পেরেছিল ফ্ল্যাশ। নতুন এ সুড়ঙ্গটা ভিন্ন আর এক সুরঙ্গের সাথে মিলিত হয়েছে। নতুন সুড়ঙ্গমুখে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। ডিভাইসটায় নির্দেশিত হচ্ছে, এ সুড়ঙ্গটায় রেডিয়েশনের পরিমান বেশ খানিকটা বেশি। খানিকটা নিরাপদ বোধ করায় এখানেই দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল সবাই।

'অ্যানসেলাডাস বেইজ! অ্যানসেলাডাস বেইজ! ডু ইউ কপি?' কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবারও ডাকা শুরু করল ডায়াডেম। না, ওপার থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড নিঃস্তব্ধ নিরবতা। 'অ্যানসেলাডাস বেইজ! অ্যানসেলাডাস বেইজ! ডু ইউ কপি?'
আগের মতো এবারও কোন সাড়াশব্দ নেই। খানিকটা সময় অনড়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এবার রোয়ান রেডিওর নবগুলো ঘোরানো শুরু করল। 'টিম-এ স্পিকিং। কেউ কি শুনতে পাচ্ছ?'
ডায়াডেম দুই ধাপ পিছিয়ে এল। রোয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলল 'না, আমাদের কোন সিস্টেমই কাজ করছে বলে মনে হয় না!'

থিয়ার ঘাড়ের উপর যেন বাঘের নিঃশ্বাস পড়ল। খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে অস্ফুট গলায় বলল 'মানে কী?'
ডায়াডেম ঘাড় ঘুড়িয়ে থিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল 'বুঝতে পারছি না, কোথায়ও কোন একটা গুরুতর সমস্যা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। হয়ত ভূমিকম্পের কারণে কোন যন্ত্রাংশ অকোজো হয়েও যেতে পারে।'
ভয় মেশানো চাহনিতে থিয়া বলল 'তার মানে টাইটান বা আমাদের বেইজ ক্যাম্প কারও সঙ্গেই কোন যোগাযোগ করা যাচ্ছে না?'

নিশো ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল 'আমার মনে হয়, সমস্যাটা আরও বেশি গুরুতর। যদি ভূমিকম্পের কারনেই এই সমস্যাটার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অন্যসব যন্ত্রাংশও কাজ করছে না কেন? একজনের হেডসেট থেকে অন্য সবার হেডসেটে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছি না কেন?
হাল ছেড়ে দেয়ার মতো ভঙ্গিমায় ডায়াডেম বরফের চাঁইটার উপর হয়ত থপ্ করে বসে পড়ল, কোন শব্দ হল না। হাত একটা শূন্যে উঁচিয়ে শঙ্কা ছড়িয়ে দিয়ে বলল 'নিশো ঠিক কথাটাই বলেছে। আমরা যা চিন্তা করছি, সমস্যাটা তারচেয়েও বেশি ভয়াবহ। এই শক ওয়েভটা স্রেফ ভূমিকম্পের কারণে হয়েছে সেটা আমি মানতে নারাজ!'

অভিযাত্রীরা একে একে থিয়াকে ঘিরে ভীড় করে। আপাতত তাকে পেইন কিলার দেয়া হয়েছে বিধায় কোন ব্যথা সে টের পাচ্ছে না। ওষুধের প্রভাব কেটে গেলেই শুরু হবে তীব্র যন্ত্রনা। এখন পায়ে ব্যথা অনুভব না করলেও সে যে তার ডান পা কখনও ফিরে পাবে সেটা কেউ বিশ্বাস করে না। পায়ের গোড়ালী থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত থেঁতলে গেছে যাকে বলে হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে যাওয়া। স্পেসস্যুট পরিধান করে থাকায় সেটা এখন দেখা যাচ্ছে না তবে তাকে রোয়ানের কাঁধে উঠানোর সময়ই সবাই আশংকা করেছে এই বিষয়টা। এতক্ষণে আবারও রোবটটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। রোবটটার জন্য নিশোও চোখের পানি স্পেসস্যুটের ভেতরেই ফেলল ক'ফোঁটা।

বোতলটা খুলে পানি থিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল নিশো। সেটা থেকে স্ট্র এর মাধ্যমে খানিকটা পানি খেল থিয়া।
রোয়ান এবার সবার দিকে এগিয়ে এসে ক্ষুব্ধ গলায় নির্দেশ দিয়ে বলল 'এভরিওয়ান, চেক অল দ্যা সিস্টেমস।'
নিশো বলে উঠল 'ওকে রোয়ান।'
ডায়াডেম হাতের তালুতে একটা কিল চাপড়ে বলল 'ড্যাম ইট।'

‘কী হয়েছে ডায়া?’
‘ধ্যাত, আমাদের ফ্লোটিং বোটের রকেট সিস্টেমটা কাজ করছে না।’
রোয়ান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডায়াডেমের দিকে ‘মানে?’
নিশো কুঁকড়ে বলল ‘এটাই। তারমানে এটা শুধুমাত্র ভূমিকম্প নয় বরং আরও ব্যাপক কিছু।’
রোয়ান খানিকটা সময় শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ‘বিরাট উদ্বিগ্ন করার মতো তো বিষয়তো!’

খানিকটা হতবুদ্ধির মতো দেখালো সবার চেহারা। কোথায় কী হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। রুদ্ধশ্বাসে রয়েছে থিয়া, মনে মনে চিন্তা করে, ডান পায়ের কোন অস্তিত্বই টের পাচ্ছে না সে। কী হতে পারে সেটা তার অজানা। তবে এখান থেকে বের হয়ে ঐ সূর্যের আলোর মুখ দেখতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে সে এখন বড়ই সন্দিহান সে। তার বিক্ষত মনে ক্ষণেকে ক্ষণেকে ভেসে উঠা আরম্ভ করল নিজের গ্রামের স্মৃতি; পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকা ধূলিমাখা স্মৃতি।

ঠোঁটদুটো কামড়াতে লাগল নিশো। তাকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে হচ্ছে। পায়ের নিকটে এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকা বরফের কিনারে লাথি দিয়ে বলল ‘আমার মনে হয় আমাদের যত ডিভাইস আছে; তাতে যত ম্যাগনেটিক তথ্য ছিল; সব মুছে গেছে!’
অভিযাত্রীরা সবাই একযোগে তাকিয়ে থাকল নিশোর দিকে। কারও মুখে আর কোন কথা নেই। আর কারও দিকে না তাকিয়ে নিশো জিজ্ঞেস করল ‘তাহলে এখন উপরে উঠার উপায়?’
ডায়াডেম বলল ‘সেরকম হলে তো সব রোবটরাও অকেজো হয়ে পড়বে।
রোয়ান জানাল ‘একমাত্র এমিলি ছাড়া।’
থিয়া মুখ হা করে জানতে চাইল ‘কিন্তু কেন, কেন এমনটা? এমিলিও তো একটা রোবট। সে তো আর তোমার আমার মতো মানুষ নয়।’
‘হু, রোবট, তারপরও আমাদের ফ্যাসিলিটিজে একটাই রোবট যার মেমোরি বায়োলজিক্যাল স্টোরেজে রক্ষিত। কোন ম্যাগনেট সেটাকে মুছে ফেলতে পারবে না।’
ডায়াডেম বলল ‘সেটা আমি অবশ্য জানতাম না। কিন্তু এমিলি একার চালু থেকেও তো কোন লাভ নেই। সে তো আর এসে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারছে না।’
নিশো উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল ‘সেটাই, তবে এখন উপায়?’
‘প্রথম উপায়, সেটা হল, আমাদেরকে কেউ উদ্ধার করতে আসবে এই চিন্তাটা মাথা থেকে পরিষ্কারভাবে ঝেরে ফেলা। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের চেষ্টায়

সারফেসে উঠতে হবে। উপরে উঠার পর একটা না একটা উপায় বের করতে হবে ল্যাবে পৌঁছার জন্য।'
'বুঝলাম কিন্তু কিভাবে?'
'কেন আমাদের ব্যাকপ্যাকে অন্তত বেসিক কিছু ক্লাম্বিং ইকুইপমেন্ট তো আছে। আর পরে আরও কিছু জরুরী বিষয়ে..' কথাটা শেষ করতে পারল না রোয়ান। নিশোর দিকে তাকিয়ে বলল 'পানি সবাই অল্প করে খাও। প্রয়োজনের সময় দেখবে পানি ফুরিয়ে গেছে।' রোয়ানের কথায় নিশো বলল 'আমার অবশ্য চিন্তা, এসময় একটা ইলেকট্রিক সিগারেট পেলে খুব ভালো হত।'
বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে রোয়ানের কাপালে। বলল 'হ্যাঁ, অন্তত কয়েক বিলিয়ন টন পানি জমা হয়ে রয়েছে আমাদের মাথার উপর। যে কোন সময় ছাদে বিস্ফোরণ ঘটে সব কিছুই তলিয়ে যাবে আমাদের চতুর্পাশ।'
'শুধু তলিয়েই যাবে না, বরং আমরা চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বরফের গায়ে মিশে যাব চোখের নিমেষে।'
'কিন্তু উপরের ছাদও তো সিল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'
হতবুদ্ধি হবার মতো চুপকরে খানিকটা সময় বসে থাকল অভিযাত্রীরা। দুশ্চিন্তার এ সময় শুয়ে থাকলে হয়ত আরও ভালো লাগত। 'আমি একটু সামনের দিকটা দেখে আসি। ততক্ষণে তোমরা যে যার লাইট অফ করে রাখ। চার্জ ফুরিয়ে ফেলে অন্ধকারে মরার কোন ইচ্ছা আমার নাই।' রোয়ান ফ্ল্যাশলাইটা জ্বালিয়ে রওনা দিল।
'আমার সবকিছু ঘোরের মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে হয়ত ঘুম থেকে জেগেই দেখব, এখন যা করছি সবই ছিল স্বপ্নের করা!'
'আমাদের এখন কী করা উচিত?'
নিশোর প্রশ্নে উত্তর দিল ডায়াডেম 'বুঝতে পারছি না। মাথাটা মনে হয় কাজ করছে না।' লাইটগুলো বন্ধ করে দিল নিশো। অন্ধকার ঘরে নেমে এল আবারও নিস্তব্ধতা। এরই ফাঁকে সে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল। না, পথ অবরুদ্ধ, বেরুনোর কোন রাস্তা নাই। দেয়ালের গায়ে অবশ্য ছোট ছোট ফাটল রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মাঝে পথ খোঁজা বিকৃত বুদ্ধির কর্ম।

ঊনত্রিশ

দপ্ করে একসাথে সবগুলো যন্ত্রপাতির বিজলি বাতি নিভে গেল আর পরক্ষণেই ইমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যাকআপ এ চালিত মিটমিটে বাতি জ্বলে উঠল। আলোয় উদ্ভাসিত ল্যাবটি মুহূতেই পরিনত হল আলো আঁধারীর শ্মশানঘাটে।
আর্টিফিশিয়াল গ্রাভিটি বল তৈরী করা ঘূর্ণায়মান ল্যাবটি মুহূর্তকালের জন্য পাওয়ার

ফেইলিওর হলেও ইমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যাকআপের কারণে সে সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা আর কারও নিকট অনুভূত হল না।

নিষ্প্রোভ আলোয় দেখা গেল প্রজেক্ট কমান্ডার রেড ক্রুসাসের ভাসন্ত শরীর, সিলিংয়ে বাড়ি খেয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে মেঝেতে নেমে এল। বাকিদের ক্ষেত্রেও হল একই দশা, একেক জনের পা মেঝে থেকে উঠল দশ হাত উঁচুতে, আবারও নেমে এল ভেসে ভেসে। সারা ঘর ভরে উঠল বহুজনের আত্মচীৎকারে। স্লো মোশন ছবির মতো যন্ত্রপাতি সব প্রথমে বাতাসে ভাসল আর পরক্ষণেই ভাসতে ভাসতে গড়িয়ে পড়ল কামরাটার মেঝেয়।

ভারি যন্ত্রপাতির ধাক্কায় ভাংচুর হল বহু কিছু। অনেকেই ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল। থর্‌থর্ করে কাঁপা শুরু করল সবাই, আর সেই সাথে আস্ত ল্যাবরেটরীটা। আত্মচীৎকারের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে চেঁচাচেঁচি। প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারছে ছুটোছুটি করছে সারাটা ঘরময়। ইমার্জেন্সি সাইরেনকে ছাপিয়ে উঠছে কারও কারও চীৎকার 'টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও, টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও।' 'ইটস ওকে, ইটস ওকে।'

তবে ধকল সামলাতে আরও কিছু সময় অতিবাহিত হল সবার। অনেকেই এখন পরখ করে দেখছে যার যার শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে অনেকে। জিনিসপত্র এখনও বাতাসে ভাঁসছে, মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আরও অনেক কিছু।

চারশ কেজি ওজন সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাগনেটিক দরজাটার লক খুলে গেছে। খোলা দরজাটা গলে দূরের কোন কিছুর বিষ্ফোরণের ফ্ল্যাশ আলো আর কান ফাটানো শব্দ ভেসে এসে আঘাত করল কন্ট্রোল স্টেশনটায়। বাহিরে সবাই দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি শুরু করেছে। ভেতর থেকে কেউ প্রাণভয়ে বাহিরে ছুটছে, কেউ কেউ বাহির হতে হুমড়মুড় করে ভেতরে ঢুকছে।

মেঝেতে বহুজনার গোঙানীর মাঝে একজনকে দেখে সবার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। ক্রোকে দেখল মেঝেতে বেকার হয়ে পড়ে রয়েছে, তার বুক পিঠে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যারো-গ্রাফাইটের সরু একটা দন্ড। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে ছলকিয়ে ছলকিয়ে। এরকম বিভৎস দৃশ্য মনে হয় আর কখনও দেখেনি লিডা। সে ভয়ার্ত গলায় চীৎকার করে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। বেলিন্ডা, রেড সবাই মিলে আহত ক্রোর মাথাটা খানিকটা উঁচু করে ধরল। তবে গড়িয়ে পড়ল তার মাথা, অ্যানসেলাডাস ছেড়ে বিদায় নিল আর কোন সময় না দিয়েই।

ক্রো এর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিরা নামের একটা মেয়ে, সহকারী সনোগ্রাফ অপারেটর সে। মেয়েটার আহাজারিতে বাতাসও ভারী হয়ে উঠল।
বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত হওয়ায় অনেকের মতো লিডাও খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উঠল। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল রেড। কন্ট্রোল সেন্টার থেকে কেউ পড়িমড়ি করে বাহিরে যাচ্ছে, কেউ ভেতরে আসছে হুড়মুড় করে। দূরে শিশুদের চীৎকার, ধাতব ঘর্ষণের শব্দ সব কিছু মিলিয়ে ল্যাবটাকে নরকে পরিনত করেছে। রেড এবার দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঝোলানো তারবাহিত রিসিভারটা ইতস্তত করে কানে উঠিয়ে নিল। এই ডিভাইসটাও যে কখনও ব্যবহার করতে হবে সেটা ছিল তার কল্পনাতীত। উত্তেজিত গলায় সে কাউকে নির্দেশ দিল 'রিপোর্ট ড্যামেজ'
স্টেনলে যেন কথাটা বলার জন্য প্রস্তুতই ছিল 'কমান্ডার আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার সিস্টেম ফেইলিওর।'
'ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কর।'
'এখন পর্যন্ত কিছুই নথিভুক্ত করা হয় নি।'
'তাড়াতাড়ি কর, আর দ্রুত জানাও।'
'ওকে কমান্ডার।'
'আর এখান থেকে ক্রো'র দেহটা জলদি সরানোর ব্যবস্থা কর।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সব বেইস ল্যাবে। একেবারে চুপ মেরে গেছে সবাই, কারও মুখে কোন কথা নাই। কোন কম্পিউটারে কোন তথ্য নাই, সব রোবটেরা হয়ে রয়েছে যান্ত্রিক পাথর। রেড আশংকা করল, হয়ত বায়োনিক রোবট এমিলির ডাটাও মুছে গিয়ে থাকতে পারে। স্টেনলের পাশে বসা সহকারী সনোগ্রাফ অপারেটরকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল 'প্লিজ মরাকান্না থামাও! কান্নার অনেক সময় পাবে, এখন আমাকে জানাও ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল কোথায়?'
কান্না জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল মিরা 'ট্রান্সগিরিখাদে কমান্ডার। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার গভীরে।'
'আমরা কি শকওয়েভটার রিপ্লে দেখতে পারব?'
'চেষ্টা করছি কমান্ডার।'

রেড পরক্ষণেই লিডার দিকে তাকাল। তাকে দেখে মনে হল সে হাঁটুতে বেশ চোট পেয়েছে। 'লিডা তুমি কী চিন্তা করছ?'
দু হাঁটুতে ভর করে দাঁড়িয়েছে লিডা। মুখটা শুকিয়ে তুলে বলল 'আমার মনে হচ্ছে এটা একটা সূচনা মাত্র।'

রেডের মুখের দিকে তাকিয়ে রেডিয়েশন ফিজিসিস্ট স্টিফানো মাথাটা উপড়ে নিচ দোলালো। সে বলল 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে সমুদয় সৌরজগতেই এই ম্যাগনেটারের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়বে।'

বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট প্রধানেরা ছুটোছুটি করে কন্ট্রোল রুমে আসছে। এলিভেটর অপারেটর স্টেনলে এসে রিপোর্ট করল 'স্যার আমাদের এলিভেশন সিস্টেমটা কাজ করছে না।' রেড স্টেনলের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকদিন একনাগাড়ে অ্যানসেলাডাসে কাজ করায় কম অভিকর্ষ বলের কারণে তার হাতের সব রগ বেঢপ হয়ে ফোলা ফোলা। রেডের মনে চাচ্ছিল ওর হাতের রগগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। রেড কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না, তার আগেই রাভিন ইলেকট্রা ছুটে মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'স্যার, আমাদের অক্সিজেন জেনারেটর চলছে না, বন্ধ হয়ে গেছে।'
রাভিনের দিকে তাকিয়ে রেড ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে 'আমাদের রিজার্ভ কত দিনের?'
'স্যার, পনের দিনের।'
ওকে গুড। পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার আগ পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কম্পার্টমেন্টগুলোতে স্টক অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ রাখ। স্টিফেনের দিকে তাকিয়ে বলল 'স্টিফেন, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর তালিকা রাভিনকে হ্যান্ড ওভার কর।'
'ইয়েস কমান্ডার!'

দেয়ালে ঝোলানো তারবাহিত রিসিভারটা সাইরেন বাজার মতো বেজে উঠল। রেড সেদিকে ত্রস্ত গিয়ে যন্ত্রটা কানে ঠেকাল। সাথে সাথেই চোখ মুখে লাল হয়ে ফুটে উঠল ঝঞ্ঝাট রেখা।
'কী? কী বললে? নিউক্লিয় রিঅ্যাকটরে হুলহুল করে পানি ঢুকছে?'
উদ্ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ তাকাতাকি করল রেড। আনমনেই বিড়বিড় করল 'যদি রিঅ্যাক্টর না থাকে তাহলে আমরা বাঁচব মাত্র বাইশ ঘন্টা? তার অর্থ আমাদেরকে দ্রুত মিশন সম্পন্ন করতে হবে।' পরক্ষণেই রিসিভারটা রেখে লিডাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল 'সেটাই লিডা, এ অবস্থায় আমরা কতক্ষণ টিকব কে জানে? নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরটা বিস্ফোরিত হলে সমগ্র অ্যানসেলাডাসে সেটার তেজষ্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে।' সামান্য বিরতি দিয়ে বলল 'এটা যে কোন সময় বিস্ফোরিত হবে।'

সামান্য বিরতি দিয়ে তারবাহিত মাইক্রোফোনটায় নির্দেশ দিল 'ইভাকুয়েট দ্যাট কম্পার্টমেন্ট নাউ।' আবারও চীৎকার করল রেড 'নিচের হ্যাচ বন্ধ কর। কে

আটকা পড়েছে? ঐ নীলগ্রহের ছেলেটা? শালা কুলাঙ্গারের বাচ্চা ওখানে কী করে? এক্ষুণি হ্যাচ বন্ধ কর, ইটস অ্যান ওয়ার্ডার! ইনচার্জ? ও, সে মারা গেছে? বায়োলোজি ডিপার্টমেন্ট, রিপোর্ট প্লিজ। চেক অল দ্যা ব্যাকআপ সিস্টেমস। আন্ডার মেইন হ্যাচ ওপেন।'

স্টিফেন আর রাভিনের কৌতুহলী চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে রেড জিজ্ঞেস করল 'তোমরা দূবৃত্ত ম্যাগনেটার বা রোউগ ম্যাগনেটার সম্পর্কে কেউ কিছু জান?'
স্টিফেন বলল 'কমান্ডার আমি জানি না।'
'না জানা অপরাধ।'
রাভিন বলল 'রেড, আমি জানি, অল্প অল্প।'
'অল্প অল্প জানাও অপরাধ। শুধু এতটুকু জেনে রাখ, আমাদের সৌরজগতের একটা নতুন অতিথির আগমন ঘটছে। কী বল স্টিফানো?'
'ইয়েস কমান্ডার'

আবারও পায়চারি করা শুরু করেছে রেড। মাথা থেকে আর কোন বুদ্ধি বের হচ্ছে না। হুইল চেয়ারে বেলিন্ডা ম্যাডাম এসে হাজির হয়েছে। কোলে তার ছোট্ট টুন্টিমনি। খানিকটা অস্থিরতা প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল 'রেড! আমাদের টিম-এ এর কোন খবরাখবর?'
'দূর, নিজের খবর নিতে পারছি না এখন, অন্যের খবর রাখার সময় কোথায়?'
কিছুক্ষণ থম ধরে থাকল বেলিন্ডা, জিজ্ঞেস করল 'তার মানে আমরা জানি না?'
হঠাৎ করেই যেন আকাশ থেকে পড়ল রেড। গোল গোল চোখদুটো মুহূর্তেই কুঁচকে বলল 'এখনও অবশ্য কিছু জানা সম্ভব হচ্ছে না। তারা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে, নাও পারে। তারা যদি মারা যায় দেন দ্যাট উইল বি আ মেজর শক, ওকে?'

কোকাব বলল 'না, আমাদের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'
'সার্চ টিম পাঠাতে নির্দেশ দাও।
'কে যাবে? তুমি যাও!'

কিছু একটা বলতে চেয়েও বলতে পারল না বেলিন্ডা। রেডই আবার কথা বলা শুরু করেছে 'দেখছ এখানে, রোবটেরা কেউ কাজ করছে না, এই অবস্থায় কেউ ওদেরকে সার্চ অপারেশনে যাবে বলে মনে হয় না।'
'কমান্ডার! আমাদের সব রোবটেরা মৃত।'
'ওহ্, হুম!'

কয়েক মুহূর্ত পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরাটায়। হঠাৎই জলপ্লাবনের মতো চোখমুখে জল উপচে পড়ল বেলিন্ডার, লিডার। কোকাব এসে তাদের পাশে সটান হয়ে দাঁড়ায়। বেলিন্ডার কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিয়ে বলল 'আপনি চিন্তা করবেন না বেলিন্ডা, ওদের কিচ্ছু হবে না।'
কান্নাজড়িত কণ্ঠেই বলল বেলিন্ডা 'কিন্তু তারপরও আমাদেরকে সার্চ শুরু করতে হবে। আমরা এভাবে হাত পা গুঁটিয়ে বসে থাকতে পারি না।'
'ঠিক আছে বেলিন্ডা, আমরা আরও চব্বিশ ঘন্টা সার্চ অপারেশন চালাব। এবার যদি না পাই তাহলে আমাদের অভিযান ক্ষান্ত।'
'কোকাব, আমাদের পেন্টাফ্লপস কম্পিউটার?'
'স্যার, আমরা চেষ্টা করছি ওটা সেরে তোলার।'
'যা করবে দ্রুত। আমাদের হাতে কিন্তু অত সময় নেই। আমি চাই আমাদের গ্যালাকটিক পজিশনে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান মডেল, যেদিক থেকে আমরা এই জগতটা ত্যাগ করতে পরি আর চাই দক্ষিণ মেরুর ট্রপোগ্রাফিক্স, ঠিক যেখানে আমাদের অভিযাত্রীরা হারিয়ে গেছে, আই মিন চিরতরে!'
'ইয়েস ক্যাপ্টেন।'

রেডের কথায় হতভম্ভ হয়ে গেল সবাই। বলে কী! আস্ত এই সৌরজগত পরিত্যাগ? ইন্টারস্টেলার জার্নি? হঠাৎই দাঁড়িয়ে দুই হাতে জোরে কয়েকবার তালি দিল রেড। 'টিম মিশন কন্ট্রোল স্টেশন।'
'ইয়েস কমান্ডার!' একযোগে কয়েক জনের বুকের সিনা টান হয়ে গেল।
'অর্বিটার রেডি রাখ। উই মে নিড দ্যা লাঞ্চ। ইমিডিয়েটলি।'
'ইয়েস কমান্ডার।'
'গো, কুইক' মুখে ঠেলা চেতায়ে দিল রেড।
'ইয়েস কমান্ডার।'

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠার সময়ই পাচ্ছে না কেউ। হঠাৎই যেন মনে হয়েছে এরকম ভঙ্গিমায় স্টিফেনের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কিভাবে অর্বিটারটা উৎক্ষেপনের জন্য রেডি করবে স্টিফেন?'
'সরি কমান্ডার!'
'বলছি তুমি কিভাবে অর্বিটার উৎক্ষেপন করবে, আমাদের এলিভেটর সিস্টেম তো ডাউন।'
খানিকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে স্টিফেন।
'মিশন কন্ট্রোল স্টেশনের ব্যাকআপ পাওয়ার দিয়ে স্টিম গরম করা যাবে না?'

‘চেষ্টা করে দেখতে হবে।’
‘আমরা স্টিম গরম করে সেটার ধাক্কায় আমাদের অর্বিটারকে উৎক্ষেপণ করতে চাচ্ছি।’
‘ইয়েস কমান্ডার! তবে কাজটাতে যে বিরাট ঝুঁকি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!’
‘আমি জানি কোথায় ঝুঁকি আছে, স্টিফেন।’

রেডের দিকে এতক্ষণ থম ধরে তাকিয়ে ভাবগতিক বোঝার চেষ্টায় ছিল বেলিন্ডা। হঠাৎই সে শার্টের ভেতরের গুপ্ত পকেট থেকে বের করে আনল একটা গামা-জেনারেটর পিস্তল। সেটা তাক করে ধরল রেডের মাথায়। ‘দক্ষিণ মেরুর অভিযাত্রীদের নিরাপদে ল্যাবে না নিয়ে এসে তুমি কোথায়ও যাচ্ছ না, রেড।’
ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ হয়ে গেল সবাই, বেলিন্ডার এহেন কর্মে রেডের চোখ দুটো প্রসারিত হয়ে গেল। খানিকটা ঘুরে বেলিন্ডার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দুই ঠোঁট দুটো চেপে বলল ‘তবে এর পরিনতি কী, সেটা নিশ্চই তুমি বুঝতে পারছ, বেলিন্ডা?’
‘ইয়েস মাই কমান্ডার! এখন যা বলছি তাই কর’ সবাই বুঝল সম্পর্কটা হঠাৎ করেই এখন তুই তাকারিতে নেমে এসেছে।

সংকট পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখেই নড়াচড়া করল রেড। কোকাবকে কিছু নির্দেশ দিল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আজই হয়ত প্রথম কেউ তার কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে জোর করল।

নিরন্তর চেষ্টায় ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সুপার পেটাফ্লপস কম্পিউটারটাকে ঠিক করা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রেড। ভূমিকম্পের কারণে অ্যানসেলাডাসের পৃষ্ঠের চেহারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কোন জায়গা আর চেনার অবস্থায় নেই। শুধুমাত্র শক্তিশালী কম্পিউটারের কারণে সেগুলোকে আইডেনটিফাই করা সম্ভব হচ্ছে।
বেলিন্ডার দিকে তাকিয়ে বলে রেড ‘শুধু শুধুই পিস্তলটা আমার দিকে তাক করে রেখেছ, এখানে দেখতে পাচ্ছ, কোন পাহাড় পর্বতই আর আগের মতো নেই। যেখানে ভ্যালি ছিল সেখানে পাহাড় গজিয়েছে। যেখানে খাদ ছিল সেগুলো ভরাট হয়ে গেছে। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে খাদের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে তাদেরকে খুঁজবে কোথায়?’
‘দক্ষিণ মেরু থেকে আট বর্গ মাইল ট্রপোগ্রাফিক্সটা আমাদের প্রিন্ট করে দাও।’

‘আমাদের? ঠিক আছে বেলিন্ডা। কিন্তু পিস্তলটা তো আগে নামাও। মাথায় কেউ মাজল তাক করে রাখলে কাজ করব কিভাবে?’
‘না, তুমি তোমার কাজ কর, আমি বরং দূরে গিয়ে তাক করে বসে থাকি।’
‘এসব অর্থহীন, তুমি যেভাবে বলছ, আমি কিন্তু তোমাকে সেভাবেই সহযোগীতা করছি।’
‘আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?’
‘আমরা এক সাথে দীর্ঘদিন এই ল্যাবে, এরচেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে?’
‘হুম, ঠিকই, চল্লিশ বছর একই ছাদের নিচে থেকেও বিচ্ছেদ হয়ে যায়।’

ত্রস্ত রাডার অপারেটর জেনেট অ্যাকুইলাই একটা রিপোর্ট নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।
‘স্যার, আট বর্গ মাইল পর্যন্ত ট্রপোগ্রাফিক্সটা।’
‘বেলিন্ডা এর কাছে দাও।’
বেলিন্ডা জেনেটের হাত থেকে ট্রপোগ্রাফিক্সটা নিয়ে রেডকে জিজ্ঞেস করে
‘স্কাইল্যাবের অবস্থান?’
‘ঠিক আমাদের দ্বিগন্তে ম্যাডাম’ উত্তরটা দিল জেনেট।
‘অবিলম্বে স্কাইল্যাবের সবগুলো ক্যামেরা সচল রাখ। দক্ষিণমেরুর এক ইঞ্চিও যেন বাদ না পড়ে।’
‘ইয়েস বেলিন্ডা!’

জেনেট ত্রস্ত বিদায় নিল। বেলিন্ডা কক্ষটার এক কোণে গিয়ে পিস্তলটা তাক করে ধরে রইল রেডের দিকে। অস্থিরভাবে সারা ঘরময় পায়চারি করছে রেড। অবশ্য লিডাকে তখনও খানিকটা ভাবলেশহীন হয়ে থাকতেই দেখা গেল। ইতোমধ্যেই পেটাফ্লপস কম্পিউটারের সাহায্যে সৌরজগতের একটা ম্যাগনেটিক মডেল দাঁড় করাতে মূল্যবান প্রায় ঘন্টা দুইয়েক সময় ব্যয় হয়ে গেল।

কোকাব এবার বর্ণনা শুরু করায় খানিকটা অস্থিরতা ভাবটা কমে রেডের। এবার কোকাব হাত নেড়ে নেড়ে সৌরজগতের বাহিরের ইন্টারস্টেলার জায়গাগুলো বর্ণনা করছে ‘এটা সেক্টর ওয়ান, এটা টু, এটা সেক্টর ইলেভেন। ম্যাগনেটারটা সৌরজগতের পাশ ঘেঁষে ঢুকবে সেক্টর সাত ও আট এর মাঝ দিয়ে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি সেক্টর ইলেভেনে পৌঁছতে পারি তাহলে মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারব।’ সেদিকে তীক্ষ্মচোখে তাকিয়ে রয়েছে রেড। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তার মাথার ভেতরে চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে।

দেয়ালের তারবাহী যন্ত্রটায় সাইরেন বেজে উঠল। দ্রুত রেড সেটা তুলে কানে ঠেকায়। 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর। দিস ইজ রেড। রিঅ্যাক্টরের ভেতরে বাঁচার সম্ভাবনা নেই? না না তুমি বের হয়ে আসবে কেন? তুমি জান যে ফুয়েল রডটা বের করে না নিয়ে আসলে কী হবে, তুমি যা জান আমিও তাই জানি। না। তুমি ফিউজিল্যাজের ভেতর থেকে বের কর। গো মাই ডিয়ার। সৃষ্টিকর্তা তোমার সাথে আছেন। স্বর্গে ঢোকার আগে তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি।'

লিডা কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু তার আগেই রেড বলা শুরু করল 'আর এখানে কালক্ষেপণ করাটা হবে সেচ্ছায় মৃত্যুর সামিল। আমাদের রিঅ্যাক্টরে পানি ঢুকছে।'

রেডের প্রতিচ্ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেলিন্ডা বলল 'কিন্তু আমরা এই রিসার্স সেন্টার পরিত্যাগ করতে পারি না। এখানে হাজার হাজার অনুজীবদের ডিএনএ রয়েছে আমাদের সংগ্রহে। হাজার হাজার মিউটেশন করা জীবেরা আমাদের সঙ্গী হয়ে রয়েছে। ওরা আমার কাছে আমার সন্তানের মত। আমাদের সবাই চলে গেলেও ওদেরকে রেখে আমি কোথায়ও যাব না।'

'অন্য গ্রহের অ্যালিয়েনদের প্রতিপালন করে তাদেরকে সন্তান হিসেবে পরিচয় দেয়ার চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর নেই।'

লিডা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। রেড আবারও কথা বলা শুরু করে 'ও, সোনার লোভ আর মনে হয় সামলাতে পারছ না, ঐ সোনা আবিষ্কার না হলে হয়ত তুমি এ ল্যাব পরিত্যাগের জন্য সবার আগে দাঁড়িয়ে যেতে। তা যাক, যার যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, সে যদি না যায় তবে তাকে আমরা জোর করব না। নিশ্চিত থাক, তাতে আমাদের অর্বিটারের পে-লোড কমবে।'
'হ্যাঁ আমি বুঝেছি রেড, মাই কমান্ডার!'
'কোন গুরুত্বই বুঝতে পারছ না তোমরা, শোন আবেগ দিয়ে দুনিয়া চলে না। যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে এ ধরনের ল্যাব আবারও তৈরী করতে পারবে। আমি কথা দিচ্ছি, টেকনিক্যাল সব ধরনের সহযোগীতা তোমরা পাবে'
'ধন্যবাদ কমান্ডার, কিন্তু আমি বা বেলিন্ডা কেউ এই ল্যাব ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নই।'
'হুম, আমরা, না?' রেড ঘরময় তাকিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল 'যে যার মতো সবাই পোশাক পরিধান করে নাও। হাতে সময় আর মাত্র দুই ঘন্টা।'

‘এ অসম্ভব! তুমি মাত্র বলেছ, আমরা আগামী চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত দক্ষিণ মেরুতে সার্চ অপারেশন চালাব। এখন তুমি বলছ, দুই ঘন্টার মধ্যে অর্বিটার উৎক্ষেপণ করবে!’

ভয়ে ভয়ে এবার বেলিন্ডার দিকে তাকায় রেড। মাথাটা উঁচু করছে বেলিন্ডা। ‘আমরা তোমাকে বাধা দিব না, রেড। তুমি এই ল্যাব নির্বিঘ্নে প্রস্থান করতে পার।’

কামরায় উপস্থিত সবাই বোবা হয়ে রয়েছে। নিজেদের ক্ষত বিক্ষত শরীরের দিকে কারও যেন খেয়াল নেই। গাঢ় নীরবতাকে ভেঙ্গে রেড বলে ‘ধন্যবাদ বেলিন্ডা! তোমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি কিন্তু নির্বিঘ্নে এ জায়গা ত্যাগ করতে পারি।’

কি মনে করে বেলিন্ডা পিস্তলটা সরিয়ে নিল। বড় একটা দম ফেলে খানিকটা আশ্বস্ত হল রেড। পা বাড়িয়ে চলে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে কী মনে করে আবারও লিডার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায়। বুক পকেট থেকে একটা ধাতব কিছু বের করে লিডার দিকে ফিঁকে মারে ‘এই নাও, এই প্রলয় চাবিটা।’ হাতটা বাড়িয়ে শূন্যেই খপ্ করে লুফিয়ে নিল চাবিটা। ‘এটা কাছে রাখ আর এটা যাতে নিশ্চিত ভাবে সুরক্ষিত থাকে সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তোমার।’

হাতের চাবিটার দিকে তাকিয়ে মুখে উচ্চারণ করল লিডা ‘ইয়েস কমান্ডার।’
খানিকটা রুষ্ট গলায় বলল রেড ‘গুড।’
‘ধন্যবাদ রেড।’
‘ইউ আর ওয়েলকাম লিডা। নিশ্চয় সমধিক ভালোবাসার ল্যাবটা পরিত্যাগ করতে আমারও মনের ভাবটা বুঝতে পারছ। আর আমি মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহন করেছি তার জন্য কোন একদিন মানুষ আমাকে পুষ্পবানে জর্জরীত করবে। হয়ত সেদিন আমি থাকব না সেটা চাক্ষুস উপভোগ করার জন্য’

কোকাবের দিকে ফিরল রেড। কপালের শিরাগুলো ফুলে তুলে বলল ‘কোকাব! আমাদের কিলার রোবটগুলো অ্যাকটিভেট কর।’ বেলিন্ডা এর দিকে পরক্ষণেই তাকিয়ে বলল ‘বাম্প! এ হ্যাভেনলি গিফ্‌ট স্পেশালি ফর ইউ!’

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কা। লিডা, বেলিন্ডা সবাই জীবনের প্রথম শুনছে আজ, কিলার রোবট! বাম্প! কী হচ্ছে এসব? কোথায় কিলার রোবট? ওরা কী জিনিস?

‘আর হ্যাঁ, লিডা, মনে রাখবে কিলার রোবটদের হাত থেকে বাঁচার উপায় ঐ একটাই, সেটা হল ঐ চাবি।’

দ্রুত কোকাবকে সঙ্গে নিয়ে ঘরটা প্রস্থান করতে চাইল রেড। তার কঠিন চেহারা বলে দিল সে কোন প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করে না। আবারও থরথর করে কেঁপে উঠল চতুর্দিক। কেউ কেউ টাল সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। লিডার হাত থেকে ছিঁটকে খানিকটা দূরে ভেসে গেল চাবিটা। সেটা যখন মেঝেতে স্থির হল তখন দেখল, সেটার গায়ে লেখা, সেল্ফ ডেসট্রাকশন যার অর্থ স্ব-বিনাশ।

ত্রিশ

ভীতিকর একটা পরিবেশে চীৎ হয়ে ছাদের পানে চেয়ে থাকায় স্নায়ুর উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এক শূন্যে চেয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন কর্ম করার সক্ষমতা নেই থিয়ার। চোখে পড়ল অন্ধকার ছাদের গা টলটলে নয়, বরং জায়গা জায়গায় ফ্লোরোসেন্স বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পরক্ষণেই অনুভব করল উপর থেকে এখন ফোটা ফোটা পানি ঝরা শুরু হয়েছে।
কণ্ঠে আশ্চর্যবোধক স্বরে বলে উঠল থিয়া ‘পানি!?’
নিশো নিশ্চয়তাব্যঞ্জক গম্ভীর গলায় বলে উঠল ‘হ্যাঁ।’
থিয়ার গলায় সন্দেহের মাত্রাটা তখন তীব্র। জিজ্ঞেস করল ‘এখানে পানি? পানি আসল কো’থেকে?’
‘কি আজব! এখানে তরল পানি না থাকলে গাইসার বিস্ফোরিত হয়ে বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে কিভাবে?’
‘হুম!’
ডায়াডেম ব্যাখ্যা করে বলল ‘পানির সাথে তরল অ্যামোনিয়ার মিশ্রন থাকায় পানির গলনাঙ্কের অনেক নিচেই বরফ গলা শুরু করে। সুতরাং এখানে অন্য সব কিছুর অভাব থাকলেও অন্তত পানির কোন অভাব নেই।’

খানিকটা সময় অনুতাপ করে কাটানোর ফাঁকে অনেকটা কাতর কণ্ঠে থিয়া বলে ‘আমাদের নীলগ্রহতে, আমি যখন পার্বত্য অঞ্চলে ছিলাম তখন ঝর্ণার পানির উৎসের সন্ধানে বের হতাম, কিন্তু কখনই পানির উৎস খুঁজে পেতাম না!’

আবারও সবাই শুরু করে অনুশোচনা। এরই মধ্যে হিমঠান্ডা পানি যখন পায়ের পাতায় স্পর্শ পেল, থিয়ার মনে হল সাপের মতো ছোবল মারল পায়ে। সেটা সতর্ক করে দিয়ে বলল থিয়া 'মনে হচ্ছে ধীরগতিতে হলেও এখানের পানি কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

এ অঞ্চলের বরফের পুরুত্ব খুব কম। ঠান্ডায় গায়ে কাঁপুনী ধরে যাচ্ছে সবার। কান খাড়া করে থিয়া, দূরে কারও পদশব্দ পাওয়া গেল। সুড়ঙ্গে বিচ্ছুরিত আলো লাফিয়ে লাফিয়ে ধেয়ে আসছে। দেখতে দেখতেই থিয়ার গোড়ালী পর্যন্ত পানি উঠেছে। খানিকবাদেই রোয়ানের গলা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খেপাটে মহিষের মতো দৌড়ে দৌড়ে আসছে আর চীৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে রোয়ান। 'পেছনের দিকে দৌড়াও! পেছনের দিকে দৌড়াও! শিগ্‌গির! শিগ্‌গির!' মেরুদন্ড সোজা করে সটান খাড়িয়ে গেল ডায়াডেম ও নিশো। তারা 'চীৎকার করে বলল, কেন? কী হয়েছে?' ও প্রান্ত থেকে রোয়ানের ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে এল 'দৌড়াও! দৌড়াও!'

বসা থেকে সড়সড় করে খাড়া হয়েছে নিশো, ডায়াডেম। শুনতে পাচ্ছে রোয়ানের দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ, অনেকটা পানিতে ভারি পায়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। নিশো জিজ্ঞেস করে 'এসব হয়রানির মানে কী?'
ডায়াডেম বলে উঠল 'কী জানি। ওকেই জিজ্ঞেস কর?'
কান্না করে উঠল নিশো। রোয়ান আবারও চীৎকার করে বলছে 'পেছনে দৌড়াও, পেছনে দৌড়াও..' পরমুহূর্তেই দেখল রোয়ানকে, চীৎকার করতে করতেই ছুটে আসছে। এসে দাঁড়িয়েছে, হাফাতে হাফাতে বলছে 'ওদিকে পানির উচ্চতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এ জায়গা ত্যাগ করতে হবে, এক্ষুণি'
উদ্বেগ কাতর গলায় প্রশ্ন করল নিশো 'মানে? এদিকে থিয়ার কী অবস্থা দেখেছ?'
'আমি বলছি, দৌড়াও!' উন্মাদগ্রস্থের মতো হুংকার দিল রোয়ান 'আই মিন, নাউ!'
'ওকে, ওকে!' কথা বলে দাঁড়ানোরও সময় পেল না নিশো, ডায়াডেম; ভীষণ শক্তি নিয়ে ধেয়ে আসল জলেচ্ছ্বাসটা, সজোরে থাক্কা দিল বিপুলাকার শক্তির স্তম্ভটা। মুহূর্তে অভিযাত্রীরা পানির তোড়ে ধেয়ে গিয়ে ধাক্কা খেল বরফের দেয়ালে। মেঝের সাথে সেঁটে থাকায় ধাক্কাটা জোরালো না হলেও পানি স্তম্ভের বিপুল চাপ সারা শীররের উপর আছড়ে পড়ল। জলাবর্তে পড়ে বেশ কয়েকবার চরকির মতো পাক খেল সবাই। কয়েক মুহূর্ত পরেই থিয়া দেখল, তার চোখের সম্মুখে রেডিও ফ্ল্যাশলাইটটাকে ঘূর্ণির মতো ঘুরতে।

নিশো, ডায়াডেমের প্রাণপণ চীৎকার একাধারে পানির ভেতর দিয়ে ও ডিভাইসে দুই ভাবেই ভেসে আসছে। জলাধরের তলায় ঘূর্ণায়মান ফ্ল্যাশ লাইটটা কেউ

একজন ধরে স্থির করে রেখেছে। তার দেখানো আলোয় স্পষ্টভাবে চোখে ধরা পড়ছে থিয়ার, বরফগলা বিশুদ্ধ স্বচ্ছ পানিতে ভাসছে ওদের ভাসমান নৌকা, রেডিও ট্রান্সমিটার, ব্যাকআপ ব্যাটারি সব। প্রেতাত্মার মতো নড়াচড়া করছে ওগুলো। লাইটটার কে আবার অন্ধকার করে দিয়েছে। 'হ্যাঁ ডায়াডেম, এখন দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।'
রোয়ানের উত্তেজিত গলা শোনা গেল দূরে কোথায়ও। থিয়ার পেছন থেকে নিশোর গলা ভেসে আসছে। 'আমি দেখতেও পাচ্ছি স্পষ্ট, আবার শুনতেও পাচ্ছি স্পষ্ট।'কেমন এক আলস্যতা ভর করে থিয়ার দেহমনে। হাতপা ছেড়ে ভেসে থাকে পানির স্তরে। সে শুনতে পায় 'থিয়া, সাঁতরাতে পারছে না, ও তলায় ডুবে যাচ্ছে। ওকে ধর।'
'আমি আসছি। ওকে আটকিয়ে রাখ।'
'ওহ, মাই গড, ডায়াডেম, তুমি এক্ষুণি থিয়াকে ধর, প্লিজ প্লিজ'
'লাইটটা এদিকে ধর। এদিকে, এদিকে, না মাইনাস এগার ডিগ্রিতে'
'হ্যাঁ, ধরেছি। দেখতে পাচ্ছ?'
'পাচ্ছি, আর একটু উপরের দিকে, স্থুল একশত বিশ ডিগ্রি, হ্যাঁ, হ্যাঁ থিয়াকে ধরেছি।'
'গ্রেট জব ডায়াডেম!'

দু'চোখে কিছুই দেখছে না থিয়া। তবে কেউ একজন তার পিঠের স্ট্র্যাপটা ধরে রেখেছে সেটা সে অনুভব করতে পারছে। বিপত্তির মাঝেও সে ধারণা করল ফ্ল্যাশলাইটের আলো হয়ত পার্থিব চোখে অদৃশ্য বর্ণের কোন আলো ছড়াচ্ছে যেটা সে না দেখতে পেলেও বাকিরা ঠিকই দেখতে পারছে। কোন আলো হবে? এক্সট্রিম আলট্রা ভায়োলেট না মিড ইনফ্রারেড? মাথাটা গুলিয়ে আসছে, গোলমালের মতো শুনতে পাচ্ছে ডায়াডেম চীৎকার 'এখান থেকে বের হবার পথ সবার আগে বের করতে হবে। মুখের সামনে খাড়া পাঁচিল। পেছনে বরফগলা পানিতে ভরা পরিত্যাক্ত পথ। আমরা যাব কোন দিকে?'

ভারাক্রান্ত গলায় বলল রোয়ান 'আমি তোমাদেরকে ভয় ধরিয়ে দিতে চাই না, তবুও শুনে রাখ, এই যে তরল পানি আমাদের চতুর্দিকে, এগুলো কিন্তু সব ভারি পানি, সাধারন ডাইহাইড্রোজেন মনোক্সাইড নয়'
নিশো জিজ্ঞেস করল 'ডিওরেটিয়াম ডাই অক্সাইড?'
'হ্যাঁ, তাপমাত্রা কম হওয়ায় মাত্র বিশ হাজার অ্যাটমসফেরিক চাপেই এগুলো যেমন ভারি পানির আইস-৭ হয়ে জমা ছিল, তেমনি এখন এই পানি জমে সাধারণ বরফ হতে সময় লাগবে না বেশিক্ষণ।'

রোয়ানের কথায় হুঁস ফিরে এল সবার। বুক চাপড়াতে লাগল ডায়াডেম। 'হায় ঈশ্বর! কী এক কঠিন ধাঁধাঁয় ফেললে আমাদের? আমাদের তো এক্ষুণি পানির ভেতর থেকে মুক্তি পেতে হবে'
'হয়ত, এতক্ষণেই পানির অনুগুলো ছোটাছুটি থামিয়ে ষড়ভূজাকার বাহুতে বরফের কেলাস গঠন করা শুরু করেছে।'
থিয়া ছোট একটা দম ফেলল। মাথাটা তার আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ করা শুরু করেছে। ছোট ছোট করে বলল 'কথা সেটা না, কোন এক অজানা বিপুল শক্তির কারণে আইস-৭ গলে সাধারন বরফে পরিবর্তিত হয়েছিল যেটা আবার তরল পানিতে পরিনত হয়েছে, মরার আগে প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে, কী সেই বিপুল শক্তির উৎস?'
রোয়ান এবার তাগাদা দেয় 'কথা সেটাও না, কথা হচ্ছে শিগ্‌গির আমাদের পানির ভেতর থেকে আগে বের হতে হবে এবং সেটা এক্ষুণি'

সবাই গুহাটা ত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি সব সময়ই নিয়ে রেখেছে কিন্তু কিভাবে প্রস্থান করবে সেটা ভেবে কেউ কুল পাচ্ছে না। ডায়াডেম জিজ্ঞেস করল 'তুমি যে পথে গিয়েছিলে, ওটা ধরে কি যাওয়া যাবে না?'
'ওদিক দিয়ে পথ থাকলেও পানির ভেতর দিয়ে যাবার চিন্তা করাটা এখন আত্মহত্যার শামিল।'
'হ্যাঁ, ডায়া, কারণ আর একটু সময়ের মধ্যেই পানির অনুগুলো সব আইস ক্রিস্টালে পরিনত হওয়া শুরু করবে আর আমরাও আজীবনের জন্য জমে বরফ হয়ে থাকব।'

থিয়া এবার মুখ খুলল, বলল 'এই আবদ্ধ সুরঙ্গে পরিপূর্ণ বাতাস থাকলে পানির স্তম্ভ কি এত শক্তিতে আঘাত হানতে পারত? পারত না। তার অর্থ, হয় দেয়ালটায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটল রয়েছে নয়তো সুরঙ্গে কোন বাতাসের অস্তিত্বই নেই।'
থিয়ার কথায় হুঁস ফিরল সবার আরও একবার।
'বাতাসের কোন অস্তিত্বই নেই, কথাটা সত্য নয়। আমরা যখন সারফেস হতে লাফ দিয়েছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম আমার ডিভাইসে যে এই ফাটলে গ্যাসের প্রেসার অনেক বেশি। আর গ্যাস বলতে পানি বাষ্প, নাইট্রোজেন ছিল অন্যতম।'
'তারমানে' ডায়াডেম বলা শুরু করল 'আমরা যে সুড়ঙ্গটার সাথে মিলেছি, সেটা আগে থেকেই অন্ধগলি হয়ে ছিল মিলিয়ন মিলিয়ন বছর। নুতন একটি সুড়ঙ্গ কাটায় আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে যেতে পেরেছে, কি আমি ঠিক কিনা?'

'সেটা ঠিক, তবে আমি এটাও বলতে চাচ্ছি, আমাদের গুহার ছাদের বাতাস গেল কোথায়? এই গুহাটা কেন পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ? আর আমরা যখন থ্রিডি স্ক্যান করেছিলাম, তখন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল একটা উষ্ণ তাপমাত্রার নদী!'
নিশো এবার বলে উঠল 'ওহ্, মাই গড। হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের তাপে গলিত পানির নদী!??'
থিয়া আবার বলা শুরু করল 'আমি দেখেছি, আমাদের বরফের ছাদ থেকে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে, আর ঐ ছাদের বেশ কিছু জায়গায় ফ্লোরোসেন্স লেগে রয়েছে।'

হঠাৎ কী মনে হওয়ায়, খুব দ্রুততায় রোয়ান তার ব্যাকপ্যাক থেকে সিলিন্ডার আকৃতির একটা মেটাল ডিভাইস বের করল। ডিভাইসটার দিকে তাকিয়ে ডায়াডেম জিজ্ঞেস করে, কী করবে এটা রোয়ান?

'আমাদের এখানে থাকাটা আর এক মিনিটের জন্যও ঠিক হচ্ছে না। এখান থেকে বের হবার একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি'
'এই একটাই' হাতের বোমাটার দিকে তাকিয়ে বলল রোয়ান 'হয়ত এটাই আমাদের শেষ সম্বল। আমাদের ছাদের পাঁচিলটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিব। যদি ভাগ্য সুপ্রশন্ন হয় তাহলে বেঁচে যাব, নয়ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই!'
'আমাদের ফ্লোটিং বোর্ট কোথায়? রেডিও ট্রান্সমিটার কোথায়?'
নিশোর চীৎকার ডায়াডেমের কানে গেল কিনা তবে হঠাৎই ডায়াডেম থিয়াকে জাপটে ধরে। চোখে না দেখলেও বুঝতে পারল থিয়া, দেয়ালের গায়ে বোমাটা সেট করে ফিরে এসেছে রোয়ান। লেজার গাইডেড রিমোর্ট কন্ট্রোলড বোম্ব। থিয়া চিন্তা করে খুবই বিপজ্জনক একটা ভূমিকা নিয়েছে রোয়ান। পঞ্চাশ টন টিএনটি বোমার শক ওয়েভ পানিতে যে পরিমান শক্তি বহন করে নিয়ে আসবে তাতে সবারই ছিন্নভিন্ন হওয়ার একটা সম্ভাবনা সব সময়ই থাকবে। হাত নেড়ে এবার সবাইকে ইশারা করছে রোয়ান 'সবাই মেঝের কাছাকাছি শুয়ে পড়। চার, তিন, দুই, এক, বুম!'

একত্রিশ

নীলগ্রহের ছেলেটার মনে কৌতুহলের কোন শেষ নাই, আবিষ্কারের নেশা তার ঘাড়ে চেপেছে ভুতের মতো। প্রতিদিনই নিত্য নতুন জিনিস অনুসন্ধান করে, ল্যাবটা জোগানও দেয় তদানুযায়ী, কখনও আশাহত করে না। যতই দিন যাচ্ছে

আনানের কাছে ততই মনে হচ্ছে এ যেন এক রহস্যঘেরা গুপ্ত জায়গা, এক রহস্যময়ী নগরী!

আজ বিশেষ একটি জায়গায় ঢুঁ মারতে এসেছে আননকি। এই বিশেষ জায়গাটা সম্পর্কে সবকিছুই গোপনীয় আর এর অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব সম্ভবত বিশেষ কেউ ছাড়া আর কেউ কিচ্ছু জানে না। সুতরং এই জায়গাটাকে নিজ চক্ষে না দেখা পর্যন্ত কাউকে কিছু জানানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি আনান।

জায়গাটা লেভেল-টু এর বায়োলজি ল্যাবরেটরী অভ্যন্তরস্থ মিউটেশন ল্যাবের দক্ষিণ প্রান্তে। এখানে সারি সারি টেস্টটিউব ভতি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথম থেকেই আনান সন্দেহ করছিল তার এই অনুপ্রবেশের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ পেলে হয়ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা নাও হতে পারে আর এ কারণেই সে আগেভাগে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একটা বাগ ঢুকিয়ে রেখেছে। আনানকে এদিকে দাঁড়াতে দেখেই রোবটটা সজাগ হয়ে উঠে। হাতে গ্লাভস পড়া রোবটটা এতক্ষণে মিউটেশন তদারকি করছিল, সে সহসাই এদিকে ছুটে আসে। এই রোবটটা যে একটা স্পাই রোবট সেটা এখানে না দাঁড়ালে কোনদিনও বুঝত না সে।
'তোমার এদিকে আসা যাবে না'
'কেন আসা যাবে না?'
'কেন এর কোন উত্তর নাই, আমি তোমাকে বাধা দেব'
'তুমি আমাকে বাধা দেয়ার কে?'
'তোমার এ মডিউলে অ্যাকসেস নাই। তুমি এখানে দাঁড়াতেও পারবে না।'
'ওখানে আমাকে যেতে হবে।'
'আমি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি। আর এক পা নড়িয়েছ তো তোমাকে আমি গুলি করতে বাধ্য হব।'
'তোমরা রোবটেরা তো ধর্মঘট ডেকেছো।'
'আমি ওদের মাঝে পড়ি না। আমার গ্রেড কম মানের। আর ট্যাক্সও কম।'
'আমার ঢোকাতে কোন বাধা নেই। তুমি চেক করে দেখতে পার।'
'আই আই, তোমার নাম? ' রোবটের সিস্টেম থিংক অব ইন্টারনেটে চেক করল। তবে সার্ভারটা ব্যতিক্রমীভাবে আজ অফলাইনে থাকায় সত্যি তার নাম বা তার নামে কোন বাধানিষেধ দেখতে পেল না রোবট অপারেটিং সিস্টেমটি। সাথে সাথেই মেশিনটা সবুজ সতর্ক সংকেত প্রদান করল আর অপ্রকৃত দেয়ালটার এক ফালি এক পাশে আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। বাহির থেকে দেখে দেয়ালের এ অংশটা আলাদা ভাবে চেনার কোন উপায় নেই। এ জায়গাটার অবস্থান ইলারা না দেখিয়ে দিলে এটার অস্তিত্ব কোনদিনও তার চোখে পড়ত না। বিদীর্ণ হওয়া

জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে আনান, ওখানে এখন উন্মুক্ত হয়েছে কারসাজি করে রাখা একটা গোপন কক্ষের সুড়ঙ্গ পথ।

চারিদিকে আরও একবার চোরের মত চোখ বুলাল প্রার্থিব ছেলেটা। আপনাআপনি দেয়ালটা দু'ভাগ হয়ে যাওয়ায় বিনা বাধায় পা রাখল গোপন একটি অন্ধকার গুহামুখে। সাথে সাথে নাকে আঘাত করল বিশ্রী দুর্গন্ধ, অনেকটা কার্বিল অ্যামিন বা আইসো সায়ানাইডের মতো। বুঝল, এই দুর্গন্ধ মানুষজনদের বিতাড়ক হিসেবে জমা রাখা হয়েছে।

মসৃন দেয়ালটা হাতড়ে হাতড়ে নিচে নামতে লাগল আর চিন্তা করতে লাগল, এটা সত্যি সত্যিই একটা সুগভীর ভূতল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছে গেল সুড়ঙ্গটার শেষ মাথায়। আনান লক্ষ্য করে একটা ভারি ধাতব হ্যাচের নিকটে গিয়েই শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গ এ পথটা। হ্যাচটা টান দিয়ে খুলে ফেলতে গিয়েই বুঝল কাজটা বেশ পরিশ্রমসাধ্য। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে, কী এক অজানা কারণে হ্যাচটা বাহির থেকে মেকানিক্যালি আটকে রাখা যায় তবে ভেতর থেকে আটকানোর কোন সিস্টেম নাই। অবশেষে পা রাখল গোপন অন্ধকার চেম্বারে। সাথে সাথেই সাদা আলোর বন্যা বয়ে গেল তকতকে ঘরটায়। দেখল, প্রবেশ মুখেই বড় করে ভার্বাল ও ননভার্বাল ভাষায় লেখা ' গ্যালাকটিক লিথাল উয়েপন স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ।'

আনান অনুমান করল এটার অবস্থান হবে লেভেল-থ্রি এর তলার দিকে। ল্যাবের বায়োলজি কার্যক্রমের আড়ালে বিপুল অস্ত্রভান্ডার দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। মনে সংসয় ও সন্দেহ নিয়ে এ তাকে ও তাকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। সারি সারি জমা করা অস্ত্র, কী নাই এই ল্যাবে? মাইক্রোওয়েভ গান, বায়োলজিক্যাল বোম্ব। এসব দেখেই তার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠে। মনে মনেই সে প্রশ্নটা করে বসে 'কিভাবে সম্ভব, একটা জীবন গবেষণা ল্যাবের আড়ালে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের মজুদ!?'

এখন বুঝতে পারছে আনান ঠিক কেন এটা অতি গোপনীয়তায় রাখা। মনে মনে চিন্তা করে, তাহলে কি অ্যানসেলাডাস ল্যাব মরণাস্ত্র রক্ষায় এক শঠতার আশ্রয়স্থল? প্রশ্নগুলো একের পর এক উদয় হয় মনে, কাদের জন্য এসব নতুন প্রযুক্তির অস্ত্র? আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠে 'এগুলো, এগুলো আবার নীলগ্রহকে অতর্কিতে আক্রমনের জন্য নয় তো?' আনানের ধাপ আর উঠে না। অ্যানসেলাডাস ল্যাব একটা অস্ত্রের জঞ্জাল!

লম্বা লম্বি এ চেম্বারটার শেষ প্রান্তে যেতেই তার পা দুটো মেঝের সাথে আঠার মতো আটকে যায়। এক সারিতে ছয় ছয়টি রোবট, বায়োনিক রোবটগুলো যেন তার দিকে বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে। ভয়ংকর দর্শণ একেকটার, কিম্ভুত চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে এগুলো সবই যুদ্ধ রোবট। নিজে প্রত্যক্ষকারী না হলে কিছুতেই অন্যের কথায় এদের অস্তিত্ব কখনও বিশ্বাস করত না।

হঠাৎই বিপুল শক্তিতে শর্কওয়েভের ধাক্কা খেল আনান। আঁতকে উঠল ভয়ে। ধারণা করল অসাবধাণতা বশতঃ কোন কিছুতে স্পর্শ লেগে আবার কোন কিছু ঘটল কিনা। উজ্জ্বল আলো মুহূর্তে নিভে গেল। চতুর্দিকে অন্ধকার নেমে এল সাথে সাথেই। আবার পরক্ষণেই ইমার্জেন্সী বাতি জ্বলে উঠল আর থরথর করে কাঁপা শুরু করল চতুর্দিকটা। ভূমিকম্প এসেছে সেটা আন্দাজ করতে দুই সেকেন্ডে সময় লাগল তার।

বিস্ফোরণে গ্যাসের পাইপ ফেটেছে, দুই হাত দূরে বিজলী চমকানোর মতো মনে হলেও সেটা সংঘটিত হয়েছে আশে পাশের কোন একটা কক্ষে। বিকট শব্দ আর আগুনের হালকা এসে মুখে আঘাত করল। দ্রুত সটকে দেয়ালের সাথে লেপটে থাকায় জলোচ্ছ্বাসের মতো আগুনের ধাক্কাটাকে অল্পের জন্য এড়ানো সম্ভব হল। কালো ধোঁয়া এখন গ্রাস করছে চেম্বারটাকে। চিন্তা করল রোয়ান, যদি ভূমিকম্পে ল্যাবের কোন ক্ষতি হয় তাহলে এই বিপুল ক্ষতির মাঝে একজন লোক নাই; সেটা খুঁজে বের করতে বহু সময় লাগবে; সেটা যে কারও।

আর কাল বিলম্ব না করে কালো ধোঁয়ার মাঝ দিয়েই দৌড়ানো শুরু করল আনান। কাশতে কাশতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। গুহামুখটা এখনও দেখা যাচ্ছে না তবে আন্দাজ করল হয়ত আর সামান্য পথ অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু ওটার মুখটায় পৌঁছানোর আগেই আবছা আলোয় খেয়াল করল সেটা কেন যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মনে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্নের উদয় ঘটল, ম্যানুয়াল হ্যাচটা আপনাআপনি বন্ধ হচ্ছে কেন?

কোন ওয়ার্নিং না দিয়েই শ্যাফটার হ্যাচটা বন্ধ হওয়া শুরু হয়েছে। এই প্রথম আবছা অন্ধকারে চোখে পড়ল একজন মানুষের মূর্তি, ভারী একটা লিভারকে চাপ দিয়ে হ্যাচটা বন্ধ করছে সে। চীৎকার করা শুরু করল আনান। তার চীৎকার ধ্বনি প্রতিধ্বতি তুলে দূরে হারিয়ে গেল। গুহামুখটা থেকে লোকটা হাত নেড়ে একটা সংকেত প্রদান করল, সেটার অর্থ বিদায়।

প্রথমে হতবাক হয়ে যায় আনান কিন্তু পরক্ষণেই ভর করে জমাট ভয়। মৃত্যুফাঁদের মতো মনে হল এক মুহূর্তে। খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে আরও দ্রুত সেই মুখটা উদ্দেশ্য করে দৌড়াতে থাকে। গুহামুখটায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচটা। আটকা পড়ে গেল আনান। জোরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করা শুরু করল, হাতটা দিয়ে হ্যাচটায় কিল চড়াতে লাগল আর বলল 'হ্যাচটা খোল, আমি বের হব।' হাতের ডিভাইসটায় দেখল, সকল ধরনের ম্যাগনেটিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে হঠাৎই জায়গাটা কেমন নরক হয়ে উঠেছে।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সে হ্যাচের ভেতরটা হাতড়ে পরীক্ষা করা শুরু করল। খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখল, না কোন ভাবেই এই হ্যাচ ভেতর থেকে খোলা সম্ভব নয়। নিরেট মসৃণ তার ঢাকনা। মনে মনে চিন্তা করছে, রেড যখন দেখবে এই গোপন জায়গাটা আর গোপন নেই তখন আর তাকে কি বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণ থাকবে?

অ্যানসেলাডাসে পরিবার পরিজন বলতে তার আপন কেউ নেই। এখানে কম্পিউটার সিস্টেম কাউকে মনে করিয়ে না দিলে সে নিজ থেকে কখনও মনেও করার চেষ্টা করবে না যে তার কোন অস্তিত্ব ছিল। এমন দুঃসময়ে থিয়ার কথা মনে পড়ল। ও ছাড়া তাকে স্মরণ করার আর কেউ নাই। মাথাটা তার ঘুরতে থাকে, ঘোলা হতে থাকে। বুঝল, কক্ষে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে।

অগত্য আবার ফিরে এল গোপন কামরাটায়। এখান থেকে বেরুনোর জন্য সম্ভাব্য সব রাস্তা অন্বেষণ করল ঘন্টা খানেক সময় ব্যয় করে। বুঝল, না, এটা আক্ষরিক অর্থেই সিলগালা। হঠাৎই খেয়াল করল ল্যাবটার তলা থেকে পানি কলকলিয়ে উপরে উঠছে। আনান হতবাক হয়। এখানে পানি এল কোথা থেকে? এগুলো সমুদ্রের পানি নয় তো? ল্যাবটার কোন কাঠামো ড্যামেজ হল না তো আবার?

আবারও ফিরে এর ভয়ানক সেই যুদ্ধ রোবটগুলোর কর্ণারটায়। এখানে দেয়ালে সাঁটানো সেফটি প্রিকোশন সিস্টেম, হার্ডকপি ম্যানুয়ালটা উল্টেপাল্টে দেখছে। আর তখনই ঘটা শুরু করল ভয়ানক ঘটনাটা। হঠাৎই রোবটটার চক্ষুদ্বয়ের লাল বাতি জ্বলে উঠল। সেদিকে তাকাতেই কলিজাতে পানি নাই হয়ে গেল তার। চট্ করে হাত থেকে ম্যানুয়ালটা ছুঁড়ে ফেলে দুই ধাপ পিছিয়ে এল। পাশেরগুলোরও ততক্ষণে বাতি জ্বলে উঠেছে। সবগুলোরই বুকে লেখা উঠছে, আর-ও-এস লোডিং! আর-ও-এস? রোবটিক অপারেটিং সিস্টেম? হায় ঈশ্বর!

কিছু বুঝে উঠতে পারছে না রোয়ান, অকস্মাৎ কেন এমনটা হল। তাহলে কি এই রোবটগুলো তাকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাহলে কি তাকে মেরে ফেলার জন্য তারা সব সক্রিয় হয়ে উঠছে? যদি সেরকমটাই হয় তবে কি একে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ বলা হবে না? আবারও দ্রুত ম্যানুয়ালটা হাতে উঠিয়ে জানা শুরু করল রোবটের অপারেটিং প্রিন্সিপাল। শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল রোবটগুলো যেন নিজেদের মতোই চালু হচ্ছে। তাদেরকে থামানোর কোন উপায় দেখছে না।
'ওয়ার্নিং! ইন্সটলিং আর-ও-এস!'
রোবটিক অপারেটিং সফটওয়ার ইন্টলেশনের সময় মেশিনটার বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ জানান দিল তাদের সক্ষমতার কথা। অল্পকাল পরেই দেখল তাদের সারা গা বেয়ে বাষ্প বের হচ্ছে।

একদিকে অক্সিজেনের সংকট, অন্যদিকে পানি ঢুকছে হু হু করে, এদিকে আবার রোবট, সব মিলিয়ে ভয়ানক ভাবে ঘাবড়ে গেল সে। এখন কী করা উচিত সেটা ভেবে কোন কুলই কিনারায় পাচ্ছে না। তবে একটা জিনিস খুব ভালোমতো উপলব্ধি করতে পারছে, সবার আগে উচিত এই রোবটগুলোকে চালু হতে বাধা দেয়া। ওএস পড়া বাদ রেখে এখন ক্রমাগত প্রার্থনা করতে লাগল সৃষ্টিকর্তার নিকট। 'হা ঈশ্বর! তুমি রোবটগুলোর পাওয়ার শাট ডাউন করে দাও।' মনে মনে যখন প্রার্থনা করছে তখন চোখ মেলে দেখছে রোবটগুলো বুকে লেখা উঠছে,
'ওয়ার্নিং! কানেক্টিং থিং অব ইন্টারনেট।'
'ওয়ার্নিং! থিং অব ইন্টারনেট খুঁজে পাওয়া যায় নি। মেশিন প্রিলোডেড মোডে চালু হচ্ছে।'
প্রার্থনায় সিক্ত হল দু'চোখ আর তখনই রক্ত হীম করা সতর্কটা জারি করল রোবটেরা।
'ওয়ার্নিং! হিউম্যান ডিটেক্টেড ! কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন!'
আইডেনটিফিকেশন? তার আইডেনটিফিকেশন কী? কিসের আইডেনটিফিকেশন? ভয়ে হিম হয়ে গেল আনান।
'ওয়ার্নিং! কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন!'
'থ্রি, টু, ওয়ান, ওয়ার্নিং! লিথাল উয়েপন গ্রেড-এফ লোডিং!

শেষ দশা দেখার আগেই দৌড়ানো শুরু করর আনান। বিপদজ্জনক শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খোঁজা শুরু করল। কিন্তু কোথায়ও লুকানোর মতো কোন উপযুক্ত জায়গাই খুঁজে পেল না। উপায়ন্ত না দেখে আবারও গুহামুখে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কালো ধোঁয়ার প্রকপ খানিকটা কমে এসেছে। কোন রাসায়নিক পদার্থে আগুন লেগেছে হয়ত। খুব বিশ্রী গন্ধের সাথে ঝাঁঝালো ধোঁয়ার উদগীরণ ঘটছে, নিঃশ্বাসই বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে এখন। আটকানো দম্ নিয়েই আবার ফিরে এসেছে হ্যাচের নিচে। ভেতর থেকেই উপরের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে বন্ধ হ্যাচটাকে। চীৎকার করে অনুনয় করছে আর কাঁদছে 'হ্যাচটা খোল, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর কখনও এমনটা করব না। প্লিজ! কে আছ, আমাকে বের হতে দাও। প্লিজ! প্লিজ!'

দু'হতে একের পর এক কিল চড়াতে থাকে হ্যাচে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, অনড় পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে সেটা। হঠাৎই থর্থর্ করে একবার কেঁপে উঠল মেঝেটা, পরক্ষণেই আবার। কানে পড়ল পেছনে পানিতে পা ফেলার ছপ ছপ শব্দ। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার খাড়া হয়ে গের। হ্যাঁ, ভুল শোনেনি, ভুলও অনুভব করেনি সে, রোবট একটা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার পা পাতার তালে তালে মেঝেতে ভারি দ্রিম দ্রিম শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে।

একরাশ ধোঁয়ার মাঝ থেকে উদয় হয়ে সামনে দাঁড়াল কিলার রোবটাটা। সারা গা থেকে তার পানি ঝরছে। তার শরীরে সংযুক্ত বিভিন্ন মটরের যান্ত্রিক গুঞ্জন চালু হচ্ছে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে সেই সাথে। আনান ভয়ে ভয়ে খেয়াল করে উরুর দু'দিকে ভারি অস্ত্র। অনেক তথ্য উপাত্ত উঠানামা করছে তার মুখ ও বুকের মনিটর দুটো থেকে। আবারও যন্ত্রটা ঝম ঝম পা ফেলে এগিয়ে এল কয়েক ধাপ। অস্ত্রটা উঠিয়ে তাক করল আনানের দিকে।
'কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন! টেন, নাইন, এইট..'

এই মুহূর্তে ওর মনটা মৃত্যুভয়ের চেয়েও কঠিন মনস্তাপে ভুগছে। কোন অপরাধ সে করতে চায়নি অথচ নিজেকে এখন ক্ষমাহীন অপরাধী মনে হচ্ছে।

হঠাৎই বিপুল শক্তিতে কেঁপে উঠল আকাশ পাতাল। প্রথমে মনে করল হয়ত রোবট কোন অস্ত্র ছুঁড়েছে। কিন্তু না,তখনও না, বরং এক্ষণ ছুঁড়েছে অস্ত্রটা। ভূকম্পনের কারণে ওটার হাতটা সামান্য একটু টলে উঠল। মিসাইলের মতো জিনিসটা ওটার পেটের পাশ থেকে খসে এল এমনভাবে, দেখে মনে হল রোবটটার শিশুরোবট গর্ভচ্যুত হল। অল্পের জন্য ছুটে আসা মিসাইলটার আঘাত থেকে বাঁচল আনান, ভ্রষ্ট হল অস্ত্রটা, পাশ কেটে উড়ে গেল হ্যাচেটা বরাবর। যন্ত্রটাকে দেখল প্রলয়ংকারী ভুমিকম্পনে টাল সামলাতে একদিকে কাত হয়ে পড়ে

যেতে। নিজে বেঁচে আছে কিনা সেটা চিন্তা করল একবার, পরক্ষণেই হ্যাচের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভাগ্যটা খুবই সুপসুন্ন, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে সেটা বাহিরে বেরিয়ে গেছে।

হ্যাচ থেকে কোন মতে বের হয়েই দেখল প্রহরী রোবটা চীৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। চোখের কোণে দেখল, সব কিছুই কেন যেন এলোমেলো। অত্যাধুনিক ল্যাবের সব সরঞ্জাম মনে হচ্ছে সব পরিত্যাক্ত ধ্বংসস্তুপ। এই প্রথম একজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল। হৃদয়বিদারক এ দৃশ্য অবলোকন করারও সময় পেল না একদন্ড। দূরে লোকজন দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করছে। শান্তিভঙ্গ হওয়া ছুটন্ত লোকদের সারিতে যোগ দিল সেও। তবে সে ছাড়া এখনও কেউ জানে না, পেছনের মৃত্যু রোবটেরা কিভাবে ছুটে আসছে। পেছনে ফেলে আসা গুহামুখ থেকে হিসহিস শব্দ শুনে আত্মা কেঁপে উঠল তার। দেখল ল্যাবের দু'একজন আচানক কিলার রোবটটাকে উড়তে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। পরক্ষণেই আরও এক স্তর আত্মচীৎকার ভেসে এল বাতাসে।

প্রাণ হাতে দৌড়ানো শুরু করল আনান। মনে হল এ যাত্রায় আর রক্ষা হবে না। মাথার উপর দিয়ে উড়ে সামনে আকাশ থেকে পড়ল ঠিক দুই হাত দূরে। সাক্ষাত মৃত্যুদূতকে দু'চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল এক ঝলক, মানুষ্যরূপী হাতটা আনানের দিকে তাক করছে। নতুন কী এক ধরনের অস্ত্র ছোঁড়ার আগমুহূর্তে হা হা করে হাসল একবার, ধাতব পাষান্ডের মতো হাসি।
'অথোরাইজড টু কিল!'
ক্রুদ্ধ হয়ে হাতের কাছে যা পেল সেটাই ছুঁড়ে মারল দানবটার দিকে। হঠাৎই দু'ধাপ পশ্চাৎপদ হল মেশিনটা। ঘড়ঘড় করে উঠল ধাতব শব্দটা 'ওয়ার্নিং! ফ্লোরোএন্টিমনিক অ্যাসিড!' সাথে সাথেই রোবটটা দশ হাত দূরে উড়ে গিয়ে পড়ল, হয়ত এটা তার শরীরের রিফ্লেক্স। যন্ত্রটা গরিলার মতো এখন নিজেই নিজের বুক চাপড়াচ্ছে। এক পলকও সময় নষ্ট করল না আনান, এখান থেকে পালাতে চায়। পাশ কাটিয়ে দৌড়ে যাবার সময়ে পেছনে শুধু বিপর্যস্ত যন্ত্রটাকে বলতে শুনল 'ওয়ার্নিং! ফ্লোরোএন্টিমনিক অ্যাসিড! শরীরের ধাতু গলে মারা যাওয়ার সময় দুই ঘন্টা!'

পেছনে আরও একটা রোবট আক্রমনাত্মক ভঙ্গিমায় উড়ে এল। তারও গলা দিয়ে ধাতব শব্দ বের হচ্ছে। 'ওয়ার্নিং! ফ্লোরোএন্টিমনিক অ্যাসিড!' বুদ্ধিমান রোবটটা অবশ্য মাথার উপর দিয়ে উড়ে সামনে মেঝেতে থাকা অ্যাসিডের উপর ল্যান্ড

করল না। দৌড়ানো অবস্থায়ই এক বার পিছনে তাকিয়ে দেখল আনান, পেছন থেকেই ওটা অস্ত্র একটা তাক করছে তাকে নিশানা করে।
'কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন! টেন, নাইন, এইট..'
তক্ষুণি দেখল ওদিকে তাকিয়ে উঁকি দিয়েছে একটা মেয়ে। ইলারার সহকারী মেয়েটাকে দেখল এক ঝলক। ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠেছে সে।
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করল আনান। কয়েক সেকেন্ড অতিবাহিত হল কিন্তু গুলি করল না রোবটটা। আনান খেয়াল করল রোবটটা চিৎকারকারীর ডাকে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে উড়ে গিয়েছে মুহূর্তে। রোবটটা বিম-গান তাক করেছে তার শিকারকে লক্ষ্য করে। এক পলকের জন্য দেখে চিনতে পারল মেয়েটাকে। ও মিমা, ইলারার সহকারী, খুব ভালো জানে তাকে।
'কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন! টেন, নাইন, এইট..ওয়ান, গো'
অদৃশ্য কিছু বের হল, মরণোন্মুখ মানুষটার তীব্র যন্ত্রনায় বিকৃত মুখটা দেখল অনুক্ষণ, পরমুহূর্তেই আস্ত মানুষটা পুড়ে বাষ্প হয়ে বাতাসে গায়েব হয়ে গেল। কব্জির ডিভাইসটা মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে উঠল মিমার।
'সর্বনাশ! কী নিষ্ঠুর!'

পড়িমড়ি করে ঘুরতি পথ ধরল আনান। আর একবারও পেছন ফিরে তাকানোর সাহস হল না। শুধু শুনতে পেল পেছনে ধাতব দরজার কপাট লাগানোর শব্দ। অগনিত সিলিন্ডারের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে কান পেতে কিছু শোনার আশায় চুপ করে রইল। মাথার ভেতরে ঝড় বয়ে চলেছে তার। এখন কী করা উচিত? এসব রোবটের হাত থেকে বাঁচারই বা উপায় কী?' শুনল ভারি পায়ে এগিয়ে আসছে ওর মৃত্যুটা। ঠিক নিকটে এসে দাঁড়ানোয় শুনতে পেল তার যান্ত্রিক আওয়াজ।
'ওয়ার্নিং! হাইড্রোজেন গ্যাস স্টোরেজ।' পরক্ষণেই সারি সারি গ্যাস ভর্তি সারি সারি সিলিন্ডারের দিকে চোখ গেল আনানের। 'ওয়ার্নিং! থিং অব ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ।'

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল আনানের। সিলিন্ডারগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হাইড্রোজেন এর মেইন স্টোরেজ চেম্বারের দিকে দৌড়ানো শুরু করল। পেছনে পেছনে রোবটটাও উড়ে আসছে। 'ওয়ার্নিং! এখনও কার্যকরী কোন অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি।'
ততক্ষণেই মেইন চেম্বারে ঢুকে পড়েছে আনান। পেছনে শুনছে 'ওয়ার্নিং! হাইড্রোজেন গ্যাস মেইন চেম্বার! অ্যার্বট! অ্যাবর্ট!'

আনান লক্ষ্য করে কী এক অজানা কারণে ল্যাবের মেঝে স্যাঁতস্যেঁতে। কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। কোন কিছুই তার মাথায় ধরছে না। ওদিক থেকেই চিৎকারটা ভেসে এল। এক পলকের জন্য দেখল, অক্সিজেন অপারেটর ছোকরা রাভিন জোরপূর্বক ইলারাকে ধর্ষণ করতে উদ্যোত হয়েছে। ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে তাদের মধ্যে। হাতের কাছে যা পেল সেটা নিয়েই ওদিকে দৌড়ে গেল আনান। পেছন থেকে মাথায় একটা আঘাত করে বসল রাভিনের। লোকটা চিৎ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ধপ্পাস করে। ল্যাব ইনচার্জকে হাতটা ধরে উঠানোর সময়ও পেল না। এদিকের গন্ডোগোলের শব্দে আবারও উড়ে আসছে রোবটটা। সেটা দেখেই ইলারা আবারও আত্মচিৎকার দিয়ে উঠল 'কিলার রোবট! ওহ্ মাই গড! এরা আসল কোথেকে?'
'তুমি জান এসব রোবটগুলো?'
'কখনও দেখিনি, রেড বলছিল এদের কথা।'
'এরা আদিবাসী, তোমাদেরও আগে এখানে এসে এরা বসেছিল ঘাপটি মেরে।'
'হ্যাঁ, ধন্যবাদ তোমাকে আনান। মানুষের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, এখন রোবটের হাতে মরতে কোন বাধা নেই '

রোবট দুটো ধীর পায়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। স্পষ্টই শুনল তাদের মেশিন ভাষা 'ওয়ার্নিং! হাইড্রোজেন গ্যাস স্টোরেজ। থিং অব ইন্টারনেট বন্ধ। ডিফল্ট উয়েপন লোডিং' কিছু একটা নিক্ষেপ করল রোবটটা। সাথে সাথেই আগুনের গোলক উল্কাপিন্ডের মতো ছুটে আসল। দুই হাত পুরু জঞ্জালের মাঝে ডুবে গেল ওরা।

প্রায় মিনিট দশেক অচেতন হয়ে ছিল দুইজনই। এখন চেতনা ফিরে আসায় ভারি ধোঁয়ায় কাশতে শুরু করেছে। ইলারাকে ঠেলা দিয়ে আনান জিজ্ঞেস করে 'তুমি কি ঠিক আছ?'
'হ্যাঁ, অচেতন হয়ে ছিলাম মনে হয়?'
'হ্যাঁ, আমি সত্যিই খুবই দুঃখিত'
'কেন? কেন নিজেকে অপরাধী মনে করছ?'
'আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না ইলারা। আমি আসলে কিছু না বুঝেই ঐ উয়েপন স্টোরেজে ঢুকেছিলাম। আর সে কারণেই ওরা জেগেছে, তাছাড়া জাগত না কক্ষণও'
'তুমি যেরকম চিন্তা করছ ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয়, আনান, বরং কমান্ডার রেড এগুলোকে জাগিয়ে এখন এই ল্যাব থেকে ভাগছে।'

ইলারার কথায় ভীষণ অবাক হল আনান। খানিকটা নড়চড় হয়ে জিজ্ঞেস করল 'মানে কী?'

একটা জিনিস এই মাত্র উপলব্ধি করতে পারল আনান, ইলারার কাছ থেকে এই তথ্যটা না জানলে একটা মিথ্যা গ্লানি বয়ে নিয়ে যেতে হত ওপারে। এখন এই ল্যাবে যা ঘটছে তার জন্য সে কোন মতেই দায়ী নয়। আনানের চিন্তায় ছেদ পড়ল। দেখল, অতর্কিতে উড়ে এল আরও দুটো কিলার রোবট। ধ্বংস স্তূপের ভেতরে আটকা পড়া রাভিনকে লক্ষ্য করে অস্ত্র ছুঁড়ল সেটা।

দুইজন কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে থাকল। অতর্কিতে রোবট দুটোকে উড়ে যেতে দেখল ল্যাবের পূর্বদিকে। কোন একজনের দিকে তাক করে কাউন্ট ডাউন শুরু করেছে রোবট একটা। ক্ষণ গননা শেষ হওয়া মাত্র তীক্ষ্ম আঘাতে মুখটা বিকৃত করল লোকটা। তারপরই সামান্য কালো ধোঁয়া রেখে শূন্যে সেফ গায়েব হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে চিন্তা করে আনান, ও তো তাও দশ সেকেন্ড সময় পাচ্ছে বাঁচার, ওর ক্ষেত্রে রোবট হয়ত আর কাউন্ড ডাউন করবে না। সরাসরিই আঘাত করবে। আনান ফিসফিসিয়ে বলে 'আমাদের পেটাফ্লপস কম্পিউটারটা কোথায়?'
'এখানে তো না, আমরা টাইটানের সুপার কম্পিউটারটা এখান থেকে ব্যবহার করি।'
ইলারা ফিসফিসিয়ে বলে 'এখানে সুপার কম্পিউটারটার কমিউনিকেশন্স ইন্টারফেরেন্স এর একটা হাব আছে, কিন্তু সেটার আনলক কোড তো নাই।'
'ও নিয়ে টেনশন নাই, আমার কাছে ক্র্যাক ফাইল রয়েছে!'
তাকিয়ে চোখটা কুঁচকে থাকে ইলারা। জিজ্ঞেস করে 'এটা কি পরীক্ষিত?'
'হ্যাঁ, কারণ আমি ফায়ারওয়াল হ্যাক করে কিছু তথ্য অন্যত্র পাঠাতে পেরেছি। আর তোমাদের আলট্রা-সাউন্ড ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম কম্প্রোমাইজড!'
'আমরা তো রয়েছি লেভেল-২ তে। আমি যতটুকু জানি, আমাদের এলিভেটর সিস্টেমটা ডাউন আর ওদিকে ল্যাবটার ভেতরে পানি ঢোকা শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রেও কি ওরা লেভেল-১ এ যেতে পারবে?'
'ওদেরকে বানানোই হয়েছে যুদ্ধের জন্য বিশেষ কিছু ক্ষমতা দিয়ে। আমার মনে হয় এগুলো ওদের কাছে কোন বাধা নয়।'
'চল, এখানে আমাদের কালক্ষেপন করা মোটেও উচিত হবে না। আমরা রোবটদের আগেই পৌঁছতে চাই।'
'মিমা, মিমা, তুমি কোথায়?'
'এতক্ষণে স্বর্গে পৌঁছে যাবার কথা।' মিমার মৃত্যুর কথা শুনে গুমড়ে কেঁদে উঠে ইলারা। আনানকি আবার জিজ্ঞেস করে 'হাবটা কোথায়?'

কান্নারও সুযোগ পেল না মেয়েটা। কান্না থামিয়ে উত্তর দিল 'লেভেল-১ এর রেডিও রুমে।' করিডোরটা ধরে আনান দৌড়ানো শুরু করল। ইলারাও তাকে অনুসরণ করে দৌড়ানো শুরু করল। দৌড়াতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল আনানের। এদিকে অক্সিজেনের লেভেল প্রার্থিবদের জন্য মারাত্মক ঘাটতিতে। দৃষ্টিসীমার আলোড়িত হয়ে উঠল আরও দুটো কিলার রোবট।

বত্রিশ

মাথার উপরের ছাদটা বিস্ফোরিত হয়েছে। ভাগ্যটা খুবই ভালো ওদের, ছাদটা নিরেট বরফের নয়, আবতল আকৃতির আর উপরের অংশ ফাঁপা। উড়ে যাওয়া অংশ থেকে পাতলা বরফের টুকরোগুলো পানিতে পড়ে সামান্য তলিয়ে যাবার পরে আবারও তারা ভেসে উঠা শুরু করেছে। পাততাড়ি গুটিয়ে সাঁতরে উঠছে সবাই ঊর্ধ্বাভিমুখী। ডায়াডেম উঠছে সবার আগে। নিচ থেকে নিশো আর রোয়ান, থিয়াকে সাঁতরে উঠতে সাহায্য করছে। সাঁতরে না বলে বলা উচিত ভাঁসিয়ে উঠানো। দ্রুতই উঠছে ভেসে, হয়ত ভারি পানির কারণে।
ছাদটা ফুঁড়ে উপরে উঠে ডায়াডেম বলল 'উপরের অংশ ফাঁপা। এদিকেও একটা টানেলের মতো আড়াআড়ি চলে গেছে।'
'হুম, যেমনটা আমরা চিন্তা করেছিলাম।'
'সামনে আগাও, ডায়া। পেছনে তাকানোর কোন সুযোগই নাই।'

কথাটা বলে দমও নিতে পারল না। নিচ থেকে পানির প্রবল চাপ অনুভব করল সবাই। রোয়ান চীৎকার করে গলা ফাটানো শুরু করল 'ছাদের মুখ থেকে সরে যাও, সরে যাও। পায়ের নিচের পানি সব বরফে পরিনত হওয়া শুরু হয়েছে।'

একে একে সব ছাদ গলে উপরে উঠল, পেছনে থিয়া তাকিয়ে দেখল ছাদ গলে আস্ত পানির সম্ভই প্রবল চাপে ঠেলে উপরে উঠেছে। মুহূর্তেই সমুদয় পানির স্তম্ভ বরফে পরিনত হয়ে গেল। আতংকিত হয়ে ধাক্কা ধাক্কি করল একে অন্যকে। আর এক সেকেন্ড দেরী হলে কী ঘটত সেটা ভাবতেও সাহসে কুলাল না। অবশেষে প্যানিকটা খানিক প্রশমিত হয়ে শান্তভাব ধারণ করল।

আবার শুরু হল তাদের আনুভূমিকভাবে ভেসে চলা। পানিতে স্রোতের টান রয়েছে, কাউকে সাঁতরাতে হচ্ছে না। থিয়া আন্দাজ করল প্রতি মিনিটে যে বিপুল পরিমান পানি ওদেরকে টেনে নিচ্ছে তা অন্তত ত্রিশ হাজার হর্সপাওয়ারের সমতুল্য। খানিকটা পথ সামনে আগ বাড়ানোর পরে হঠাৎই ডায়াডেম চিৎকার করে উঠল 'ওহ গড!! সমানে পানির ঘূর্ণিপাক, ওয়ার্লপুল!'

'হুম, শব্দ শুনতে পাচ্ছি, জলপ্রপাত নয় তো?'
'না, ঘূর্ণিপাক! পানিতে আচমকা ওয়ার্লপুলের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা গর্তের মতো পাক খাচ্ছে।' রোয়ান এবার খানিকটা চিন্তা করে চুপসে যাওয়া গলায় বলল
'ওকে লেটস গো!'
'মানে? আমি যাব না। আমাদের ফ্লোটিং বোর্ট পাওয়া যায়নি?'
কষ্টের মাঝেও থিয়া হাঁসে।

সত্যিই নিশোর ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছুই এল না। স্রোতোধারায় বিপুল টানের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আর মাত্র পাঁচশত গজ দূরেই রয়েছে ওয়ার্লপুলটা। চোখের সম্মুখেই ডুব সাঁতার দিয়ে পানির অতলে হারিয়ে গেল ডায়াডেম। সে কোন নরকে গেল; আর ফিরে এল না। থিয়া লক্ষ্য করে চতুর্দিক থেকে বরফশৈল্য পানিতে ভেসে কেন্দ্রের কাছে এসে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ডুবে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাসতে ভাসতে ঘূর্ণিপাকের কাছাকাছি আসায় থিয়ার মনে হল কেউ তার ঠ্যাঙ ধরে আচানক পানির নিচে টান দিয়েছে।

সত্যি দিলও তাই। এক টানে নিশো, রোয়ান ছিঁটকে হারিয়ে গেল ঘূর্ণিপাকে। ঘুর্ণায়মান পানির স্রোতে গুলিয়ে যাওয়ার আগে হঠাৎই পেছন থেকে একটা হ্যাচকা টান অনুভব করল থিয়া। ডুবো পাথরের সাথে আটকে গেছে ওর স্যুটের স্ট্র্যাপ। দুই হাতে ধরে স্ট্র্যাপটা ঝাঁকুনি দিল কিন্তু কিছুতেই খুলল না। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল তার। হাজার হাজার টন পানি পতিত হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ টিকে থাকবে না ও। বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি করল তবে কিছুতেই স্ট্র্যাপটা আলগা হল না এতটুকুও। নিজেকে এবার সান্তনা দিয়ে বড় করে একটা দম নিল। যোগ সাধনা করার মতো শিথিয়ালন করল নিজেকে। এরপর ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বের করল স্ট্র্যাপটার মেকানিজম। ছোট্র ক্লিবটায় একটা আলতো চাপ দিতেই সেটা স্পেসস্যুট থেকে খসে গেল। আর সাথে সাথেই সে পানির টানে হারিয়ে গেল ঘূর্ণিপাকের অতলান্তে।

ঘূর্ণিপাকটা শেষ হয়েছে বরফের নীরেট দেয়ালটার কিনারে এসে। খাড়া দেয়ালটা ভেদ করে বিপুল জলরাশির এক জলপ্রপাত নিচে পতিত হচ্ছে। পানির ঝর্নাটার সাথে থিয়াও ঘূর্ণনমান অবস্থায় নিচে পড়া শুরু করেছে। খাড়া আধামাইল নিচে পতিত হয়ে অবশেষে আছড়ে পড়ল চৌবাচ্চার মতো একটা জলাধারে। এখানে পানি বেশ গরম, পানি থেকে ফস ফস করে বাষ্প নির্গত হচ্ছে তবে তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রিরও কম। বারো ফুট গভীর পানিতে ডুবে এই প্রথম তলার পাথরের স্পর্শ

পেল থিয়া। আগুন জ্বলার মতো জ্বলে উঠল জখম পায়ের পাতা। পরক্ষণেই আবার আস্তে আস্তে ভেসে উঠা আরম্ভ করল বুদ্‌বুদের মতো।

পানির উপরস্তর থেকে কেউ একজন গভীরে ড্রাইভ দিয়েছে। কেন ড্রাইভ দিয়েছে সেটা বুঝতে পারল না। তবে বুঝল যখন হাতটা তাকে উপরের দিকে টেনে পানির পৃষ্ঠে নিয়ে উঠছে। নিশো নিচে হাতটা বাড়িয়ে থিয়াকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। উপরের তলে আসার পর তাকে টেনে জলাধারের কিনারায় নিয়ে এল। নুড়িপাথরের পথটা মাড়িয়ে থিয়াকে টেনে হিঁচড়ে খানিকটা উঁচু জায়গায় এনে বরফের উপর বসিয়ে রাখল নিশো। ততক্ষণে রোয়ানও জলাধারটার তলা থেকে উঠে এসেছে। চারজন অভিযাত্রীই অবর্ননীয় ক্লেশে মিলিত হয়েছে। মুখে তাদের হাসি। যাক, অন্ততঃ এখনও প্রাণটা ধরে রাখতে পেরেছে তাছাড়া যতগুলো বিপদ এল একের পর এক, কারও বেঁচে থাকারই তো কথা না।

খানিকটা বসে জিরিয়ে নিচ্ছে তারা। সম্মুখে পড়ে রয়েছে অনিশ্চিত আর ক্লান্তিকর সূদীর্ঘ একটা পথ। অদ্ভুত এ জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অভিযাত্রীরা। মাইলের পর মাইল বরফস্তরের নিচে আস্ত একটা ইনডোর সুইমিংপুল। বেজমেন্টে এলোমেলো হয়ে রয়েছে ছিদ্রযুক্ত পাথর, ডলোমাইটও হতে পারে, মাডস্টোনও হতে পারে, তবে এটা নিয়ে কোন বিকার নেই থিয়ার। এরই মধ্যে একজন অন্যজনের সাথে অসদাচরণ করা শুরু করেছে। দিগভ্রান্তিতেও ভুগছে অভিযাত্রীরা, কারও নির্দেশিত দিকের সাথে অন্য কারওটা মিলছে না।

পাহাড়ে ঘেরা চতুর্দিক। হাতের ডিভাইস নির্দেশ করছে আইস-১১। বহু উঁচু থেকে বরফেরই গা বেয়ে ধেয়ে নামছে জলপ্রপাত। ডায়াডেম বলল 'এ অংশে ভয় একটাই, জায়গাটা খুবই পিচ্ছিল।' ডায়াডেমের কথার কোন উত্তর তৈরী হল না।
'সেই কখন ডায়াপার পরেছি, এগুলো চেঞ্জ করা দরকার।'
'হ্যাঁ, সেটাই তো' নিশোর কথায় সায় দিল ডায়াডেম। 'কিন্তু চেঞ্জটা করবে কিভাবে? এখানে তো আর স্পেসস্যুটও খুলতে পারবে না।'
'আর ডায়াপার! এখন ওটা সাথে নিয়েই ওপারে যাবার চিন্তা কর।' রোয়ান ব্যঙ্গ করে বলল কথাটা।

লাইটটা উপরের দিকে পাহাড়ের গায়ে তাক করে নিশো বলল 'একটা ঝিরি দেখতে পাচ্ছি।' একে একে সবাই নিশোর চোখ অনুসরণ করে ঘাড় উঁচু করে তাকাল। থিয়া দু'চোখে কিছু দেখতে পায় না বিধায় নিশো ফ্ল্যাশলাইটটাকে ভিজিবল স্পেকট্রামে সেট করে দিল।

‘দৃশ্যমান বর্ণালীতে শক্তি বেশি অপচয় হয়।’
‘ঝিরিটা দিয়ে উপরে যাওয়া যাবে না?’
নিশো বলে উঠল ‘যাবে যদি উপরওয়ালা মুখ তুলে চায়।’
রোয়ান ডায়াডেমের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল ‘না, মাথার উপরে নিরেট বরফের ছাদ, উপরে যাবে কোথায়?’
‘তাহলে নিচের দিকে?’
‘নিচের দিকে নামব কোন দুঃখে? আমি তো একবার দেখেই এসেছি তলাটা, আরও পাতালপুরীতে নেমে গেছে ওটা’

হাতের ডিভাইসটায় চোখ বুলাল রোয়ান। ওখানে তাদের কোন পজিশনিং নেই। সে অনেকটাই অকেজো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রশ্ন করল ‘আমরা এখন কোথায় আছি, কারও কোন ধারণা?’
‘আমার মনে হয়, আমরা অ্যালিয়েন স্পেসশিপটার কোর্সেই রয়েছি।’
থিয়া তার ঘড়ির বিল্ডইন কম্পাসটার দিকে তাকায়। এখানে কোন ম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকায় কাঁটাটার কোন বিকার নেই। তবে ডায়াডেমের আশংকা সত্য হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

নিশো থিয়াকে সময় দিচ্ছে। অন্যদিকে রোয়ান আর ডায়াডেম মাথা খরচ করে এখান থেকে বের হবার একটা পথ বাৎলানোর চেষ্টা করছে।
‘ডায়াডেম, তুমি ঐ দিকটা পর্যবেক্ষণ কর, আর আমি এই দিকটা দেখি।’ কথা অনুযায়ী রোয়ান আর ডায়াডেম দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুই দিকে রওনা দিল। একটু পরেই ডায়াডেম দৌড়ে ফিরে এল। ‘না, ওদিক দিয়ে বের হবার কোন সম্ভাবনা চোখে পড়ল না। মুখের সামনে শ’মাইল নিরেট বরফের পাঁচিল।’ সম্ভাব্য পরিনতির কথা চিন্তা করতেই গা গুলিয়ে উঠল থিয়ার, তবুও আশায় বুক বেঁধে বলল ‘দেখি রোয়ান কোন কিছু খুঁজে পায় কিনা।’

প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে, রোয়ান সেই যে গেল, এখনও তার ফেরার নাম নেই। মাঝে মাঝে খটকা লাগে সবার, সত্যি রোয়ান আবার ফিরে আসবে তো? নাকি সেও আটকা পড়েছে। ওর ডিভাইসটা এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অভ্যন্তরে না থাকায় কোন যোগাযোগও স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে থিয়া পেইন কিলার ঔষধের প্রভাব কাটিয়ে উঠছে। এখন সে আর্তস্বরে গোঙানো শুরু করেছে। ফসফোরাইলেটেড এডিপি ঔষধ গেলার পরেও থিয়ার একটু একটু ক্ষুধা লাগা শুরু হয়েছে, হয়ত সবারই এখন একটু একটু করে ক্লান্তি

লাগা শুরু হয়েছে, তবে চোখমুখে তার কোন ছাপ এখনও ফুটে উঠা শুরু হয় নি। খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকে। ক্ষুধায় পেটে অতি দ্রুত আগুন জ্বলা শুরু হওয়ায় থিয়া এবার নীরবতা ভাঙ্গে 'আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে, নিশো। আমি কিছু খাব।'
'আমাদের খাবার সব ফ্ল্যাশের কাছে গচ্ছিত ছিল। খাবার সহই চাপা পড়েছে সে। এখানে খাওয়ার মতো কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।'
'আমাদের মনে হয় বাঁচার সম্ভাবনা নাই নিশো। আমরা এখানে বড় জোর একশত আশি ঘন্টা বাঁচব। সেটা অক্সিজেনের কারণে হোক আর ক্ষুধার তাড়নায় হোক।'
'চিন্তা করিস না, এখানে মররে লাশ পঁচবে না, গলবেও না।' এই প্রথম থিয়াকে তুই বলে সম্বোধন করল নিশো। তুই ডাকটা তার অনেক আপন মনে হল।

এখন কী করবে, সেই করণীয় ঠিক করছে ডায়াডেম। রোয়ানকে রেখেই চলে যাবারও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। আর এমনি সময় শুনতে পেল রোয়ানের গলা। মুহূর্তেই আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল বাকি সব। দৃষ্টিসীমার বাহিরে থেকেই সে হেঁকে বলছে 'কিছু পেলে ডায়াডেম?'
দপ্ করে আশার আলো নিভে গেল বাকি সবার। ডায়াডেম জিজ্ঞেস করে 'কেন তোমার ওদিকে কোন পথ নাই?'
'ওদিকের পথ তো সব বন্ধ, মনে হল না কোন কালে ছিল।'
'মানে?'
'মানে, এদিকে রাস্তার সম্মুখে হয় বরফের স্তুপ পড়ে পথ বন্ধ হয়ে রয়েছে অথবা ওদিকে বরফের গায়ে কোন পথই তৈরী হয়নি কোনদিন।'
'হা ঈশ্বর!'

মাথা নত করে উল্টাপাল্টা সব চিন্তায় ডুবেছে সবাই। থিয়ার নিকট মনে হচ্ছে এ যেন কোন ঘোর অমাবস্যার তিথি, হয়ত এখান থেকে বের হবার কোন সম্ভাবনাই নেই বা থাকলেও তা অত্যন্ত ক্ষীণ। অদূরে ডায়াডেমকে লক্ষ্য করে, মৃত্যুভয়ে আরও কুঁকড়ে গেছে সে। এ সময় আবারও ফ্ল্যাশের কথা মনে হয়। মানুষের মতো বাঁচতে চাইত রোবটটা, মানুষের মতোই বাচ্চা ধরতে চাইত পেটে। বিভিন্ন চিন্তায় ছেদ পড়ে থিয়ার, দেখতে পেল থিরথিরে কাঁপা রোয়ানের ফ্ল্যাশ লাইটটার আলো। পরক্ষণেই দেখল পরিশ্রান্ত শরীরে ফিরে এসে পাথরের মেঝেতে ধপ্ করে বসে পড়েছে সে।
'আজ সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, আমাদের সাথে রোবটটা নেই' হাউমাউ করে কান্না শুরু করল রোয়ান। তার কান্না দেখে বাকি সবারই দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

নিশো এবার আশাহত হয়ে বলল 'ঐ উপরের দিকে যে একটা ঝিরিমুখ দেখতে পেয়েছিলাম, ওটা দিয়েই একবার শেষ চেষ্টা করা যাক।'
রোয়ান এবার দাঁড়িয়ে বলল 'হ্যাঁ আমাদেরকে মনে হচ্ছে ঐ ঝিরির সূত্র ধরেই উপরে উঠতে হবে, নিচে নামার কথা চিন্তা করলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।' কথাটা বলা শেষ করে আবার উঠে পায়চারি করা শুরু করেছে রোয়ান। নিশো আবারও কান্না জুড়ে দিয়েছে। ডায়াডেম তার সাইড ব্যাকপ্যাকে ফোল্ডিং করে রাখা ক্লাম্বিং গীয়ার পকেটটা খুলছে। সবারই ব্যাকপ্যাকে খুবই বেসিক কিছু ক্লাম্বিং যন্ত্রপাতি রয়েছে। দুটো আইস এক্স আর ডায়নিমার ক্লাম্বিং রোপ। মুহূর্তেই ডায়াডেম পাহাড় বেয়ে উপরে উঠা শুরু করেছে।

দ্রুত যার যার কোমরের হারনেসে বিলে লক ডিভাইসটা স্ক্রু পেঁচিয়ে আটকে নিল। কিছুটা পথ উপরে উঠে নিচে রশ্মি ফেলেছে ডায়াডেম। ক্লাম্বিং রশ্মিটার লুপ থিয়ার বিলেটার ভেতরে ঢুকিয়ে প্রস্তুতি গ্রহন করল সবাই। দুই হাতে দুইটা আইস এক্স নিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে কোপ মারল রোয়ান, নিশো। শুরু হল পা টিপে টিপে ওদের পথ চলা। তখনও তলায় শুয়েই রয়েছে থিয়া।

ডায়নিমার রশিতে টান পড়ল। উপর থেকে রশিটা ধরে টানছে ডায়াডেম। বেকায়দা ভঙ্গিতেই খাড়ানোর মতো ভঙ্গিমায় থাকতে হচ্ছে থিয়াকে। তবে কোনমতে বরফের গায়ে হাত রেখে পাঁচিলটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিলেটার ব্রেক রশিটা হাতে টেনে টেনে উপরে উঠছে খাড়া তলাটা বেয়ে এক হাত এক হাত। যতক্ষণ ডায়াডেমের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছে গেল ততক্ষণে আরও উপর থেকে রশ্মি ফেলল রোয়ান।

বরফের গায়ে ঠেস দিয়ে বিলের দড়ি পরিবর্তন করে নিল থিয়া। শুরু হল নতুন উচ্চতায় আরোহণ। ছোট ঝিরিটার সূত্র ধরেই উপরে উঠে চলল পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে। এক পা দেয়ালে না দিতেই বিপজ্জনকভাবে ফসকে গেল। সাথে সাথে দড়ি সহ নিচে বাধাহীন পতিত হওয়া শুরু করল। 'বাঁচাও!' উপর থেকে চীৎকার করল নিশোও। অবশেষে খুব দ্রুত ব্রেক রোপ নিচে ঠেসে তার নিজের পতন ঠেকালো থিয়া। এক পতনে প্রায় দশ গজ নিচে পড়েছে সে। ভয়ে হতবিহ্বল হয়ে গেছে সবাই।

যতটা সম্ভব খাড়া পথটা পরিহার করে ঢালু পথ অনুসরণ করে চলেছে ওরা। এসময় বারংবার রেট্রোরকেট চালিত লিফটটার কথা মনে পড়ল; ফ্ল্যাশের সাথে

সেটারও সলিল সমাধি ঘটেছে। থিয়া চিন্তা করে এটা নীলগ্রহ হলে কখনই তারা তাকে এভাবে বরফ পাহাড়ের গা বেয়ে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে উঠাতে পারত না। সবার সামনে থেকে ডায়াডেম সতর্ক করল 'খুব সাবধানে পা ফেল। একটু পিছলে গেলেই খাড়া এক মাইল নিচে। আর নিচে একবার পড়লে তাকে উঠিয়ে আনার জন্য আর নিচে নামা মনে হয় কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। সো বি কেয়ারফুল!' সতর্ক করতে না করতেই ডায়াডেমের পায়ের নিচ থেকে বিরাট একটা চাঁই খসে নিচে গড়িয়ে পড়ল। ঝাড়া আধা মিনিট সময় অতিবাহিত হলে তবেই তলায় ধসে পড়ার ভোঁতা শব্দ ডিভাইসটায় ধরা পড়ল।

'এ সম্ভব না, চল নিচে ফিরে যাই।' তবে নিশোর কথায় কেউ কান দিল বলে মনে হয় না।

কঠিন জমাট বাঁধা বরফের দেয়াল বেয়ে উঠছে অভিযাত্রীরা। উপরের দিকে বরফের দেয়ালটা খানিকটা ঢালু হয়ে রয়েছে। আঁকাবাঁকা পথটাই বেছে বেছে নিচ্ছে অভিযাত্রীরা। বরফের গায়ে শুধু একটা এক পা রাখার মতো প্রশস্ত। মাঝে মাঝে খাদের উপরে পাতলা বরফস্তর এমনভাবে জমে রয়েছে যে কখন যে তা ভেঙ্গে নিচে পড়ে যাবে তা কিছুতেই অনুমান করা যাচ্ছে না। মনে মনে চিন্তা করে নিশো, এবার ল্যাবে ফিরলে ডিভাইসটায় এই বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করতে হবে যাতে পা ফেলার আগেই ডিভাইসটা সতর্ক করতে পারে পায়ের নিচে বরফ স্তরের পুরুত্ব।

পিচ্ছিল গায়ে বারবারই পা হড়কানো শুরু করল। কিছুতেই পা'দুটোকে স্থীর রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সবার পেছন থেকে নিশো সতর্ক করল 'এই ঐ বরফের চাঁইগুলো থেকে সাবধান!' পরক্ষণেই ডায়াডেমই আবার বরফের পাতলা পাতটা ভেঙ্গে গভীর খাদে পড়ে যাবার উপক্রম হল।

হঠাৎই ডায়াডেমের মেটাল ডিটেকটর আবারও বিপ বিপ করে বিক্ষেপ দেয়া শুরু করল।
'রোয়ান, আমার ডিটেকটরটা মেটাল ডিটেক্ট করছে!'
'বল কী? তাহলে কি আমরা স্পেসশিপটার কাছাকাছি চলে এসেছি?'
মৃদু মাথাটা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডায়াডেম 'মনে তো হচ্ছে সঠিক পথেই এগুচ্ছি আমরা।'
'হ্যাঁ, বের হতে পারি আর না পারি, শিপটাকে দর্শন করেই ছাড়ব।'
'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ডায়াডেম।'

থিয়ার কথায় নিশো প্রশ্নটা করে 'ফুলচন্দন কি? থিয়া।'
তবে থিয়া আর নিশোর কথার কোন উত্তর দিল না কারণ ততক্ষণে অভিযাত্রীদের সবারই উত্তেজনা ছিলা টানটান অবস্থায়। ডায়াডেম নিশ্চিত হয়ে নিল শিপটার পজিশনিংটা।

হাঁটা ভুলে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ভারী বরফের দেয়ালের ভেতরেই রয়েছে মেটালিক দৈত্যাকার জিনিসটা। পরক্ষণেই মসৃন তকতকে পৃষ্ঠতলে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল জোড়া জোড়া চোখ। বরফের চেয়েও সাদা ধাতব জিনিসটার এক কিনারা বেরিয়ে পড়েছে বরফের পাঁচিল থেকে। বাকি সম্পূর্ণ ভাগ তখনও বরফের পাহাড়ের ভেতরে সেঁধিয়ে রয়েছে।
'মনে হয় ভূমিকম্পের কারণে এদিক থেকে বরফের চাঁই ভেঙ্গে নিচে পড়েছে।'
'হ্যাঁ, চাঁই খসে পড়ায় ওটার খানিকটা অংশ এখন অনাবৃত হয়ে পড়েছে।'
'আমারও সে রকমটাই মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে..' নিশো, রোয়ান দুইজনই ডায়াডেমের দিকে একসাথে তাকায় 'এই প্রোবটা মাইলের পর মাইল বরফের এত গভীরে আসল কিভাবে?'
রোয়ান উত্তর দেয় 'সেটা এক দিনে আসেনি। দিনের পর দিন অল্প অল্প করে ডেবেছে বরফর রাজ্যে!'
'কিন্তু এরা কারা?'
থিয়ার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে জিনিসটাকে পর্যবেক্ষণের আশায়। জিনিসটা যেখানে গেঁথে রয়েছে তার ঠিক দেড়শ গজ নিচে একটা সুড়ঙ্গমুখের উদয় হয়েছে।
ডায়াডেম সকৌতুকে বলে 'মনে হচ্ছে শিপ থেকে নেমে এই পথেই অ্যালিয়েনরা বের হয়ে গেছে।'
'অথবা যোগাযোগ রক্ষা করছে' ডায়াডেমের ভুলটা সুধরে দেয়ার ভঙ্গিমাতে কথাটা বলল নিশো।
'আমার তো মনে হয় ওরা আস্তানা গেড়ে ঘাপটি বসে রয়েছে আমাদের আশায়। যেই আমরা যাব আর ওমনি আমাদেরকে নিয়ে উড়ে যাবে যেখান থেকে এসেছে ওখানে' নিচ থেকে কথাটা বলেছে থিয়া।
নিচে শোয়া থেকে থিয়া জিজ্ঞেস করে 'এখান থেকে গুহামুখ কতদূরে?'
রোয়ান উত্তর দিল 'অন্ততঃ ঘন্টা খানেকের পথ!'
রোয়ান আবারও খানিকটা পথ নেমে এসে থিয়ার নিকটে এসেছে। থিয়াকে দড়িতে ঝুলিয়ে আবারও বরফের পথটা বেয়ে খাড়া উপরে উঠা শুরু করল।

অমানুষিক পরিশ্রমে অবশেষে অভিযাত্রীরা প্রোবটার নিচের সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছতে পারল। ওরা এখন বরফের সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথটা ধরে সামনে এগিয়ে চলেছে। থিয়াকে পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছে রোয়ান। বদ্ধ এ পথে ক্ষীণ বাতাসের প্রবাহ গায়ে লাগছে। বহু বছরের পুরাতন বাতাস। বায়ু মাধ্যমের অস্তিত্ব থাকায় সুড়ঙ্গটায় গুম গুম শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। আলো ছুঁড়ে মারলে সেটা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে গোলকধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে ডায়াডেম, এখান থেকে সুড়ঙ্গটা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সবাইকে এখানেই দাঁড়ানোর কথা বলে বাম দিকের পথটা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে ডায়াডেম।
'এটা মনে হচ্ছে কানা গলি।'
'হা ঈশ্বর!'
'আমরা তাহলে এই ডান দিকের সুড়ঙ্গটাই ধরি, কি বল?'
'এটারও কি সামনে কোন পথ আছে?' নিশো তার আশংকার কথা জানাল।
অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। সিদ্ধান্ত নিল, যদি সামনের পথটাও বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এদিক দিয়ে উপরে উঠার আর কোন রাস্তা নেই। সেক্ষেত্রে ইনডোর সুইমিংপুলের সে পথে পানি নিচে গড়াচ্ছে ও পথে গিয়ে আবারও ভালো করে দেখবে ওদিক দিয়ে উপরের দিকে ওঠার আর কোন সুযোগ আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে ভালো, যদি না থাকে তাহলে অভিযাত্রীদের অভিযান ঘোষণা করা হবে সমাপ্ত। সিদ্ধান্ত অন্তে জলসিক্ত হয়ে উঠল সবার চোখ।

ডান দিকের বরফের প্যাসেজটা খানিকটা খাড়া। সেটা ঘুরপথে মিলিত হয়েছে বিরাট বড় একটা বাঁকানো হলরুমে, দেখতে অনেকটা মানুষের পাকস্থলির মতো। থিয়াকে টেনে চীৎ করে শুইয়ে রাখল হলরুমটার মেঝেতে। মাথার উপরে হেডলাইটের আলোয় দেখল বরফগুলো ফালি ফালি হয়ে ছাদ থেকে ঝুলে রয়েছে। যে কোন একটা ফালি খসে পড়লেই সোজা গেঁথে যাবে বরফের ছুরির আঘাতে। মাইলের পর মাইল বরফস্তরের নিচে এরকম একটা হলরুমের মতো জায়গা দেখে অভিযাত্রীরা হতবাক হয়ে যায়। কী নিঝুম ঘুমন্ত পরিবেশ! কী দুর্ভেদ্য! কী অতন্দ্রি!
'মনে হচ্ছে না যে অ্যালিয়েনেরা এই জায়াগা বানিয়েছে এখানে ওদের ক্যাম্প গাড়ার জন্য?'
থিয়া খেয়াল করে দুর্ভাগ্যবশত ডায়াডেমের রসিকতা এখানের চতুর্দিকে দৃশ্যমান কাঠামোর সাথে হুবুহু মিলে যায়।

এই ঘর সদৃশ একফালি জায়গাটায় কোথায়ও একটা অসামঞ্জস্য রয়েছে কিন্তু ঠিক সেটা ধরতে পারছে না নিশো। ফ্ল্যাশ লাইটটা ধরে ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালটা ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করা শুরু করে ডায়াডেম। মুখে ভয় ফুটিয়ে ক্ষুব্ধ গলায়

বলল 'হতাশ! এদিকের কোথায়ও কোন ফুটোও নেই যে বেরুনো যাবে। আমাদেরকে মনে হয় অবশেষে ফিরতি পথই ধরতে হবে, রোয়ান।'
'সত্যিই বিপদটা অন্যরকম ভয়ানক। আমরা হয়ত কিছুক্ষণের জন্য বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু আমরা কি সত্যিই বেঁচে যেতে পারব?'

নিশোর কথাটা আর শেষ হবারও সময় দিল না, আবারও থিরথির করে কাঁপা শুরু করল চতুর্দিকের দেয়াল। জোরে চিৎকার করল রোয়ান 'ভূমিকম্প!' 'আশ্রয় নাও!' 'আশ্রয় নাও!' সাথে সাথেই গুরুগম্ভীর মেঘগর্জনের শব্দে প্রকান্ড বরফের চাঁইটা ধসে পড়ল নিচে। সময় মতো অভিযাত্রীরা দৌড়ে সুরঙ্গে ঢুকতে পারলেও অক্ষম হওয়ায় থিয়া এক চুলও নড়তে পারল না। উপরের ছাদটা থেকে হাজার টন বরফের চাঁই খসে এসে পড়ল নিচে। অসহায় হয়ে প্রকৃতির খেয়ালের বশ্যতাস্বীকার করে নিল থিয়া, ওর কোমর অব্দি চাপা পড়ল ভারী বরফের স্তুপে।

জ্ঞান হারায়নি তবে নির্বিকার হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার এখন। সুড়ঙ্গটা বরফের চাঁইয়ের প্রতিবন্ধকতার আড়াল হারিয়েছে চিরতরে। থিয়ার কানে পড়ছে ওদিক থেকে নিশোর আহাজারি, শব্দ তরঙ্গ হয়ে কানে নয়- ডিভাইসে ভেসে আসছে চৌম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে। 'থিয়া, কোথায় তুমি? তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না থিয়া। আই লাভ ইউ সো সো মাচ'
শোনে রোয়ানের কাকুতি 'থিয়া, তুমি আমাকে ফেলে এভাবে চলে যেতে পার না থিয়া।'
নিশো আবারও কান্নাকাটি শুরু করেছে 'তোমাকে পেয়ে এভাবে হারাব তা কখনও চিন্তাও করি নি থিয়া। কোন ভুল হলে তুমি ক্ষমা করে দিও, বোন।'
থিয়া কান পেতে শুনে রোয়ানের আহাজারি। 'অবশেষে তোমাকে হারানোর ভয়টাই সত্য হল, মিথ্যা হল বাকি সব। আমার ভালোবাসার মানুষটিকে এখানে রেখে যাচ্ছি, এটা কিভাবে মেনে নেব আমি? বিদায় থিয়া।'
কান পেতে শুনে নিশোর কান্না। 'তোমার নীলগ্রহের পাখিদের মতো, জানি না ওদের পাখা কয়টা, তবে আমার পাখা আজ ভাঙা। হয়ত এ পাখিটা আর কখনও উড়তে পারবে না।'

দূরত্ব ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় ওদের আহাজারি এখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসছে। কান দুটো সজাগ করে শুনছে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া দূরে একাধিক জোড়া পদশব্দ আর বরফ কুঠারগুলোর একটানা কচ কচ শব্দ। থিয়া বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল কিন্তু সেটা শোনার মতো ধারেপাশে কেউ নাই। বাতাসে ভেসে থাকল শুধু থিয়ার হাহাকার চাউনি আর প্রাণহীন নিথর বরফের আর্তনাদ।

তেত্রিশ

সময় বেঁধে দেয়া মাত্র জলপ্লাবনের মতো আতঙ্ক গ্রাস করেছে চতুর্দিকে। এটা কী প্রবঞ্চনা না বাস্তব সেটা সবারই জানা, কমান্ডার রেড ক্রসাসের দেয়া সময়, এক সেকেন্ডেরও এদিক ওদিক হেরফের হবে না কক্ষণও। ঠিক সেই সময় হতেই কিছু কিছু কম্পার্টমেন্টে খুব ধীর লয়ের বিদায়ী সুর বাজা শুরু হয়েছে।

দূরে কোথায়ও কিছুতে বিষ্ফোরণের শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সবকিছু।

আকস্মিক আরও এক ভয়ের ধাক্কা এসে লাগল। একে একে অনেকেই দৌড়ে এ কক্ষটা পরিত্যাগ করতে চাচ্ছে। কেউ আর স্লিপিং পডে নিজের কী কী রেখে যাচ্ছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করছে না বরং কে কার আগে কিভাবে অর্বিটারটার নিকট পৌঁছাবে সেই চিন্তাই আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে মুহূর্তেই, সবার ভেতরে একটা প্যানিক কাজ করছে।

জেনেট দক্ষিণ মেরুর ট্রপাগ্রাফিক্স রিপোর্টটা নিয়ে ফিরে এল। এবার সে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে উঠল 'ম্যাডাম, আমরা প্রত্যেকটি দিকে পাঁচ মাইল এলাকা পর্যন্ত সার্চ করেছি। কিন্তু তাদের কোন নিশানা খুঁজে পাইনি।' কথাটা বলতে দেরি, কামরাটা থেকে দৌড়াতে দেরি নাই।

জেনেটের ফেলে রেখে যাওয়া রাস্তাটার দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে বেলিন্ডার দু'চোখ। কোন মতে অশ্রু সংবরণ করে ফের লিডার দিকে ফিরে বলল 'যদি এ অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহলে তো আমরা আবার পুরোদমে সার্চ শুরু করতে পারব।' দেয়ালের তারযুক্ত রিসিভারে কল আসা শুরু হয়েছে। হয়ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে কল আসছে, কিন্তু এখন কল ধরার পর্যায়ে কেউ নাই। 'হ্যাঁ, বেলিন্ডা, তা তো অবশ্যই পারব। কিন্তু এখন আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এটা আপাতত স্থগিত রাখা উচিত।'

মিরার দিকে তাকিয়ে বেলিন্ডা জিজ্ঞেস করে 'সবাই চলে যাচ্ছে, তুমি যাচ্ছ না কেন? পরে তো অর্বিটারে কোন আসন পাবে না।'
'না ম্যাডাম, আমি ক্রোকে কথা দিয়েছিলাম, ওকে ছেড়ে কোথায়ও যা..' কথাটা শেষও করার সময় না। হঠাৎ করেই পেছন থেকে কিছু একটার আঘাতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা, মুখটা তীব্র ব্যথায় বিকৃত করল আর তারপরই সে বাতাসে মিলিয়ে গেল। সামান্য কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হল শূন্য জায়াগটায়। আর সেই মুহূর্তেই, কালো ধোঁয়ার পেছনে উদয় হল ভয়ংকর যোদ্ধা রোবট একটা।

উড়ে আসছে সে, দু'হাতে তার ভারী অস্ত্র তাক করা। আঁতকে উঠল বেলিন্ডা, লিডা সবাই।
'কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন! টেন, নাইন, এইট..'
'এরা কারা? এতদিন কী এরা গা ঢাকা দিয়ে ছিল তাদেরই তিলে তিলে গড়া ল্যাবরেটরীতে?'
অস্ফুট একটা শব্দ করল লিডা। তার দিকে তাক করে এবার ডান হাতের অস্ত্রটাতে ট্রিগার চেপে দিয়েছে কিলার রোবট। চোখের সামনে দেখল লিডার শরীর প্রচন্ড তাপে বাষ্পীভূত হল, শরীরের সিনথেটিক পোষাক কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি করল। বাম হাতের অস্ত্রটা এবার তাক করল রোবটটা। কোন কিছুই চোখে পড়ল না, শুধু বিকট শক্তির একটা ধাক্কা লাগল। বেলিন্ডার শিশু বাচ্চা সহ বাতাসে উড়ে ভেসে গেল সেই ধাক্কায়।
চারশ ডেসিবেল শব্দ তরঙ্গের আঘাতে শোলার মতো উড়ছে সারা ঘরের যন্ত্রাংশ। এক কানের পর্দা ফেটে রক্ত ঝড়ছে বেলিন্ডার। ফাঁদে পড়ার মতো ধ্বংসস্তুপের ভেতরে আটকা পড়ে রয়েছে সে। দু'চোখে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তিন তিনটি কিলার রোবট ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। রশ্মিগানটা তাক করে দৃশ্যমান রশ্মিছুঁড়ে দিচ্ছে। সাথে সাথেই এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে মানবদেহের নরম টিস্যু ভেদ করে রশ্মি তার পথ করে নিচ্ছে। লুটিয়ে পড়ছে তারা একে একে। ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় সমস্ত জনতাদের কচুকাটার মতো সাফ করল ওসব। চতুর্দিকে রক্তে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

আঘাত পেয়ে চীৎকার করছে শিশু বাচ্চাটা। সেদিকে কিলার রোবটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্ষিপ্র গতিতে এদিকে এগিয়ে আসে মরণ রোবটটা। অস্ত্রটা তাক করে তবে সেটাও হোঁচট খায় অদৃশ্য কোন বাধার দেয়ালে।
'ওয়ার্নিং! মানব শিশু। যুদ্ধ-অপরাধ, কোন প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ নিষিদ্ধ!'
ফিরে গেল রোবটটা। সারা ঘর তছনছ করে এখন উড়ে চলেছে ভিন্ন শিকারের খোঁজে।

পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় বেলিন্ডার ফিসফিসানি ডাকে থমকে দাঁড়ায় আনান, ইলারা দুইজনই। শব্দের উৎসটা খুঁজে পেতে কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক তাকাল। অবশেষে দেখতে পেল আনান। প্রাণান্তকর চেষ্টায় বেলিন্ডাদের ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে উদ্ধার করল। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। তার এক কান দিয়ে রক্ত ঝরছে ঝরঝর করে। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল 'কী এগুলো, কারা এসব, কিভাবে এই ল্যাবে ঢুকল এসব হত্যাকারী রোবটেরা?'

বেলিন্ডার আঘাতপ্রাপ্ত কানটা চেপে ধরে রোয়ান বলল 'ম্যাডাম ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে। আমাকে রেডিও রুমে যেতে হবে, আমাদের সুপার কম্পিউটারটা ব্যবহার করতে হবে, ঐ সব আততায়ী রোবটদের অকেজো করার জন্য।'
'এই যে এখানে, এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল লিডা, সে গায়েব হয়ে গেছে..'
'দৌড়ান! ম্যাডাম দৌড়ান!'
কোন কথাই আর বাড়াল না বেলিন্ডা। এক হেঁচকায় শিশুটাকে কোলে জাপটে ধরে চেয়ার ঘুরিয়েই ছুট। খেয়াল করল আনান, ম্যাডামের চেয়ারটা এখন আর অটোমেটিক নেই, ওটার চাকা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ পড়ে যাচ্ছে মেঝেতে।

'জ্বী ম্যাডাম, এসবই নরঘাতক রোবট। যুদ্ধের জন্য তৈরী করে রাখা'
'ওহ্ মাই গড! কিলার রোবট? এ শব্দটা আগেও আমি শুনেছিলাম কিন্তু কোথায় তা মনে পড়ছে না।'

পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলছে ইলারা। ছুটছে সবাই। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বেলিন্ডা জিজ্ঞেস করে 'কি ব্যাপার তুমি না হ্যাচের ভেতরে আটকা পড়েছিলে। আমরা তো মনে করেছিলাম তুমি মারাই যাচ্ছ!' আনান যার পর নাই বিস্মিত হয় তবে সেটা সে গোপন রাখে। সে যে হ্যাচের ভেতরে ঢুকেছে ওটা তো বেলিন্ডা বা অন্য কারও জানার কথা নয়। তার মনে একটা অজানা শঙ্কা ভর করে, তাহলে কি যে লোকটা তার হ্যাচের মুখ আটকে দিয়েছিল সেই ছিল বেলিন্ডা?

'আর্থ গার্ডেন পর্যন্ত আর কিন্তু বাতাসে অক্সিজেন নাই।' বেলিন্ডার কথায় বড় করে দম দিয়ে করিডোর ধরে ছোটা শুরু করল সবাই। বাতাসের ঘাটতি জায়গায় ম্যাডামও কান চেপে রাখল খুব শক্ত করে যেন রক্তক্ষরণটা বেশি না হয়। চলতে গিয়েই করিডোরে মেঝেতে কয়েকটা রোবটদের এবড়োথেবড়ো যন্ত্রাংশ পড়ে থাকতে দেখল আনান। ভাবচক্রে মনে হচ্ছে এগুলোকে কোন এক কারণে কিলার রোবটেরা সব পিষে মেরেছে। আর্থ গার্ডেনে পৌঁছানোর আগেই অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুসটা হাঁসফাঁস করা শুরু করল আনানের। তবে বাকিদের তখনও কোন অনুভূতি নেই।
এসব দেখে বুক চাপড়ানো শুরু করেছে বেলিন্ডা 'ও মাই গড! ও মাই গড!'
আর এগুতে পারল না আনান, দম আটকে এল। অক্সিজেনের অভাবে মাথা ঘুরে ধ্রাস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

মৃত্যুদূতকে দুই হাত দূরে রেখে আনান যখন জীবন ফিরে পেল তখন দেখল সে আর্থ গার্ডেনের মেঝেতে, বেলিন্ডা, ইলারা তার দিকে মুখ ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে। ম্যাডামের কান থেকে আরও দু ফোঁটা রক্ত আনানের বুকের উপর পড়ল। 'এ যাত্রায় তুমি মরনি, আনান! তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আমি কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস দিতে দিতে এখানে নিয়ে এসেছি।' এই প্রথম বুঝল, অ্যালিয়েনদের অক্সিজেনের কর্মক্ষমতা ওদের নীলগ্রহের চেয়েও বেশি। 'আ, ধন্যবাদ বেলিন্ডা ম্যাডাম। তোমাকেও ধন্যবাদ ইলারা।'
'এস এস, রেডিও রুমের দিকে চল। এদিকে তো ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে।'

বেলিন্ডার কথা শেষ না হতেই আনান চতুর্দিকে তাকায়, দেখে শুধু পড়ে রয়েছে অগনিত লাশ আর লাশ। আড্ডায় অংশ নেয়া লোকজেনরা এখানেই মরেছে সবচেয়ে বেশি। ওদিকে আঙ্গুরের বাগানে দাবানলের মতো জ্বলে উঠেছে আগুন। শ্যাফটা বেয়ে ছুটছে পার্থিব ছেলেটা, দৌড়াচ্ছে অথচ মনে হচ্ছে যেন উড়েই চলেছে। হঠাৎই কানের পেছনে একটা শক্ত কিছুর বাড়ি খেল। পাশ থেকে চীৎকার করে উঠল ইলারা, বেলিন্ডা। শরীরের রিফ্লেক্স সিস্টেম আপনমনেই মাথাটাকে পাশে হেলে ধরছে। আরও একটা বাড়ি খেত তা না হলে। অর্ক মুসকাইডা বাড়িটা মেরেছে। বেলিন্ডার হাতে বেড়িয়ে এসেছে গানটা। ভয় পেয়ে শিশুটুন্টিমনি কান্না জুড়ে দিয়েছে। অর্কর দিকে তাক করে পিস্তলটার ট্রিগার চেপে দিল বেলিন্ডা। শূন্যেই একটা পাক খেয়ে শরীরটা নিথর হল মেঝেতে পতিত হবার আগেই।

ছুটছে ওরা। দলে কান্না করছে শিশু। হতভম্ব ইলারা জিজ্ঞেস করে 'ঘটনা কি? অর্কর সাথে আনানের শত্রুতা কিসের?'
'ও তুমি বুঝবে না ইলারা। আনান নীলগ্রহের, আর ও এখন আমাদের ল্যাবের বহু ক্লাসিফায়েড তথ্য জানে, যেটা তুমিও জান না!'
ইলারার সাথে দুই পলক সময় তাকাতাকি হয়। ল্যাবের চতুর্দিক থেকে লোকজনেরা ছুটোছুটি করে আসছে। রেডিও রুমে ঢুকে বেলিন্ডা এবার আনানকে হুকুম করে 'আনান, যা করার খুব দ্রুত কর। আমাদের হাতে মনে হয় আর সময় নেই। নিচের হ্যাচ থেকে পানি ঢুকছে হু হু করে। যে কোন সময় আস্ত ল্যাবটাই তলিয়ে যাবে অ্যানসেলাডাসের অতলান্তে।' আনান কম্পিউটারে বসতে না বসতেই মনোযোগ আকৃষ্ট হল হাতের বাম পার্শ্বে।

বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ ডিসচার্জের মতো শূন্যে আওয়াজ হল। মেঝের আবর্জনা বাতাসে ভেসে উড়ে গেল এক পাশে। একে একে সেদিকে তাকিয়ে দেখল সবাই।

কিলার রোবটাও উড়ে এসে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, মেঝেতে ভারী পা পড়ায় থরথর করে কেঁপে উঠল সবকিছু। সমূলে বিনাশ করতে এসেছে ওটা।
'দৌড়াও! দৌড়াও! তোমরা বাঁচতে চাইলে দৌড়ে পালাও।'
'তুমি কাজ কর আনান, আমি তোমাকে কয়েক মুহূর্ত সময় কেনার ব্যবস্থা করছি।'

ইলারাসহ আরও লোকজনেরা প্রাণভয়ে দৌড়ানো শুরু করেছে। রোবটটা দু'ধাপ হেটে ঘরে প্রবেশ করেছে। ঘরটার চতুস্পার্শে তাকিয়ে ওটা স্ক্যান করা শুরু করেছে। কিলিং মেশিনটাকে ডিস্ট্র্যাকশন করতে উচ্চ জোরে শব্দের সৃষ্টি করল বেলিন্ডা। রোবটটা ওর দিকেই সরাসরি চোখাচোখি হল। কিন্তু শিশুমনিকে দেখে থমকে দাঁড়াল রোবটটা। মেশিনটাকে দেখে কান্না থামিয়ে স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত করেছে সে তার মুখ। 'ওয়ার্নিং! একই শিশু একাধিক বার মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যা বেআইনী। লিথ্যাল উয়েপন গ্রেড ভি লোডেড।'

ঠিক এক মুহূর্ত সময়েরই অপেক্ষায় ছিল আনানকি। এক লাফে টেবিলের উপরে এক পা চড়িয়ে দিল। অন্য পা উঠাল রোবটের অস্ত্র বাগানো হাতটার উপর। চীৎকার করে বেলিন্ডাকে বলল 'পিস্তল! পিস্তল! ' চোখের পলকে পরক্ষণেই ড্রাইভ দিয়ে আনান উঠে বসল রোবটটার ঘাড়ের উপর। বেলিন্ডা তার পিস্তলটা ফিঁকে মেরেছে। রোবটটাও দ্রত হাত নাড়াচ্ছে, পিস্তলটাকে লক্ষ্য করে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করবে হয়ত। ওটার আরও একটা হাত উপরে উঠে যাচ্ছে রোয়ানকে ধরার জন্য। তবে রোয়ান অনুক্ষণ আগেই শূন্যে পিস্তলটা লুফে নিয়েছে, সেটা ঘুরিয়ে রোবটটার ঘাড়ের নিচে কন্ট্রোল বোর্ড সোজা তাক করে গুলি করেছে। সাথে সাথেই ঝাঁকি খেল রোবটটা। ওটার মেটালিক গলা জানান দিচ্ছে তার কী কী ক্ষতি সাধিক হয়েছে তার বর্ণনা। আনান লক্ষ্য করল শেষ বারের মতো সার্ভারে তথ্য দেয়ার জন্য লগইন করার চেষ্টা করছে মেশিনটা। তিন চার সেকেন্ড পরেই ধরাশায়ি হল ভারী জিনিসটা। ঘাড় থেকে লাফিয়ে পিষে মরার হাত থেকে বাঁচল আনানও।

গায়ে কাঁপনি উঠে গেছে সবার। বেলিন্ডা কথা বলল 'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আনান।'
'হ্যাঁ ম্যাডাম, ওদের সেফটি প্রিকোশন ম্যানুয়ালে আভাস ছিল কন্ট্রোল বোর্ডের অবস্থান।'

শশব্যস্তে কম্পিউটারে বসে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ইনপুট দিতে শুরু করেছে আনান। পেছন থেকে বেলিন্ডা ম্যাডাম উৎকণ্ঠে বলছে 'মনে হচ্ছে আমি এই সব কিলার

রোবটদের ম্যানুফেকচরিং ইউনিট সম্পর্কে একটু একটু জানি!' আনান সহ সবাই বেলিন্ডার দিকে তাকায়। সে বলতে থাকে 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি আমাদের একটি ক্লাসিফায়েড রোবটিক্স কলোনী রয়েছে, সৌরজগতের বাহিরের দিকে, হয়ত কাইপার বেল্টের ভেতরে কী বাহিরে, যেটা সম্পর্কে আমি একবার একটু শুনেছিলাম, অত গুরুত্ব দিইনি।'
কয়েক মুহূর্ত কম্পিউটারে কাজ করে আনান হতাশ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বলল 'না, সুপার কম্পিউটারটায় কোন ভাবেই অ্যাকসেস করা সম্ভব হচ্ছে না।'

খানিকটা বুদ্ধিশূন্য হবার মতো মনে হল বেলিন্ডাকে। সে জিজ্ঞেস করল 'তবে এখন উপায়? কিলার রোবটদের হাত থেকে কি বাঁচার কোন উপায়ই নেই?'
'আমার মনে হচ্ছে এই ল্যাবে একটা মাত্র জায়গারই অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে আমরা রোবটদের হাত থেকে নিরাপদ!'
চ্ট করে ঘুরে তাকাল উপস্থিত সবাই। বেল্ডি জিজ্ঞেস করল 'কোন জায়গা?'
'যমদুয়ার! ল্যাবে ঢোকার পূর্বে যে রেডিয়েশন ডিটক্সিশেন চেম্বার, ওটা।'
'কেন মনে হল এমনটা?'
'এখন দৌড়াও! উচ্চ ম্যাগনেটিক চেম্বারে রোবটদের ঢোকা নিষেধ। ওদের ম্যাগনেটিক উপায়ে সংরক্ষিত যে কোন তথ্য মুছে যায় '
'হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি আনান। দৌড়াও! দৌড়াও!'

আবার ঘুরপথে ফিরল। আপল আলয়ের মতোই ছিল এ ল্যাবটা অথচ এখন প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে হচ্ছে তাদের, সামান্য একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই এর জন্য। সারা রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মানুষের নিথর দেহ, খন্ড বিখন্ডিত দেহ টুকরো, যেন কোন হিংস্র জানোয়ার সারাটা পথ তাজা শিকার খাবলিয়ে খেতে খেতে চলেছে।
ভয়ানক শব্দে চকিত হল ওরা। আকস্মিক পেছন থেকে উড়ে এসেছে তিন তিনটে নর হত্যাকারী রোবট। তারা এদিকে সনিক বোম্ব মারছে, ওদিকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছুঁড়ে মারছে। মনে হল কাঠঠোকরা পাখির মতো গাছের কান্ডের ভেতর থেকে একটা একটা পোকা খুঁজে খুঁজে বের করছে। প্রাণ হাতে নিয়ে আরও জোরে দৌড়ানো শুরু করেছে ওরা আর তারস্বরে চীৎকার করে বলছে, রেডিয়েশন ডিটক্স চেম্বারে সবাই আশ্রয় নাও! সবাই রেডিয়েশন ডিটক্স চেম্বারে দিকে চলে যাও!'

ল্যাবের চতুর্দিক থেকে বেরিয়ে মানুষেরা সব এলিভেটর পডের দিকে দৌড়ে আসছে। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে 'সবাই ডিটক্স চেম্বারে ঢোক! সবাই ডিটক্স চেম্বারে ঢোক!' আনান, বেলিন্ডারা পডের দিকে রওনা দিতে না দিতেই

পেছনে বিদ্যুত শক খাবার মতো শব্দ শুনতে পেল। চোখের কোণে দেখল পেছন থেকে আততায়ী রোবট একটা উড়নকি দিয়ে আসছে।

প্রাণপন চেষ্টায় বেলিন্ডা, আনান ডেটক্স ল্যাবে ঢুকতে পারল কোনমতে। পেছনে তাকিয়ে দেখল ইলারা তখনও দৌড়ে আসছে ডান পাশের কামরার করিডোরটা থেকে। রোবটটা ঘুরছে ইলারার দিকে।
'ওয়ার্নিং! কনফর্ম ইউর আইডেনটিফিকেশন! থ্রি, টু, ওয়ান, ওয়ার্নিং! লিথাল উয়েপন গ্রেড-এল লোডিং!'

ঠিক তখনই আনান মেশিনটার সাথে পলটিটা মারল। বেলিন্ডার কাছ থেকে নেয়া হাতের পিস্তলটা উঁচিয়ে রোবটটার দিকে তাক করা মাত্র তার নিকট হিংস্র আনান নিরীহ ইলারা অপেক্ষা প্রায়োরিটি টার্গেটে পরিনত হল।
'ওয়ার্নিং! ইউ আর আইডেনটিফায়েড, ওয়ার্নিং! লিথাল উয়েপন গ্রেড-বি লোডিং!'

আনান দ্রুত ড্রাইভ দিয়ে দেয়ালের এক পাশে সরে গেল। চোখের এক কোণে দেখল রোবটটাও ঘুরল তার সাথে সাথে, অন্য কোণে দেখল ইলারা বেলিন্ডাদের ডিটক্স চেম্বারে ঢুকতে। অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে সনিক বুম নিক্ষেপ করল রোবটটা। থরথর করে কেঁপে উঠল চতুস্পার্শ। দৃশ্যমান সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। বেলিন্ডা, ইলারাদের নিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মিতে আকর্ষিত হল রোবটটা। তার প্রায়োরিটি টার্গেট পরিবর্তিত হল। রোবটটা বেলিন্ডাদের অনুসরণ করে যেই ম্যাগনেটিক চেম্বারে ঢুকল আর ওমনি ওটা সমস্ত তথ্য হারিয়ে ঠোলা হয়ে মেঝেতে ঝরে পড়ল।

ধ্বংসস্তুপের মাঝ থেকে আনানকে টেনে বের করে আনতে বেলিন্ডাদের প্রায় বিশ মিনিটের মূল্যবান সময় ক্ষেপন হল। এদিকে ছুটোছুটি করতে আসা সবাইকে ডেটক্স চেম্বারে আশ্রয় নেয়ার জন্য চীৎকার করছে ইলারারা। ছুটতে গিয়েই একজন নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে। তাকে টেনে নিয়ে চলল তারই সহকর্মীরা। আরও একটা রোবট সনিক বোমা মারতে মারতে এদিকে আসছে। আবারও প্যানিক তৈরী হল সবার মাঝে। একে একে সবগুলোকেই একই কৌশলে ফাঁদে ফেলল অনায়াসে। আনান চিন্তা করল থিং অব ইন্টারনেট চালু থাকলে এটা কখনই সম্ভব হত না। কোন রোবট বিপদে পড়লে সাথে সাথে সবগুলোকে সতর্ক করত।

হাতে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছে আনান। ইলারা ক্ষত জায়গাগুলো পরখ করছে ঝুঁকি মেরে। তবে সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নাই। পরবর্তী করণীয় হিসেবে আনানের প্রস্তাবনায় সর্বসম্মতি জ্ঞাপন করছে সবাই। প্রথমেই রেডের ল্যাব ত্যাগে বাধা দেয়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল সবাই। তবে বেলিন্ডা জানাল এটা তার নিকট অবশ্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মতোই হবে বিষয়টা।

আনানকে চৌদোলা করে নিয়ে চলল অর্বিটার লঞ্চিং প্ল্যাটফর্মে। রওয়ানা দেয়ার সময় আনানের নিকট মনে হল, এ যেন সত্যি কারেরই যুদ্ধযাত্রা। ল্যাবের অভ্যর্থনা কক্ষে মরা ঘিরে অনেকে বিলাপ করছে। কেউ কেউ মৃত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছে। হাতের বামে এক ঝলকের জন্য দেখল স্টেনলেকে। মেইন ইঞ্জিন রুম থেকে সে বাষ্পের শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেলিন্ডা আনানকে বর্ণনা করে 'আমাদের এলিভেশন সিস্টেম বন্ধ বিধায় এখানে স্টিমের শক্তি বাড়ানো হচ্ছে। সুপার হিটেড স্টিম দিয়ে অর্বিটারটাকে উৎক্ষেপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'
'হুম, দেখছি, ওর কাছে আমাকে নিয়ে চল।'

লাউড স্পিকারে বারংবার জানিয়ে দিচ্ছে স্টেনলে, এ অর্বিটারে আর ধারণ ক্ষমতা নেই। বেলিন্ডার পিস্তলটা দিয়ে স্টেনলের মাথাটাকে নিশানা করেছে আনান। তাকে না নড়ানোর কথা বলে স্টেনলেকে ডাকল 'স্টেনলে! স্টেনলে এদিকে তাকাও'

যান্ত্রিক শব্দের মাঝেও সাড়া দিল স্টেনলে। সে ঘুরে তাকাল এদিকে। পিস্তলটার দিকে চোখও পড়ল তার। এক পলকের জন্য দেখল বেলিন্ডা; এ চেহারা সাধারণ কোন মানুষের নয়, ইস্পাতসম কোন মানুষের না হয়ে পারে না। আস্তে ধীরে স্টেনলে দু'হাত মাথায় তুলে ইঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এল।

পিস্তলটা হাতে বাগিয়ে সদলবলে সব এল রকেট উৎক্ষেপন পাটাতনে। দেখল হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে লঞ্চিং পডে। হাতে যে যা পাচ্ছে সেটা নিয়েই অন্যকে আঘাত করতে ভুলছে না। সবার উদ্দেশ্য একটাই, ঐ অর্বিটারে প্রবেশ করতে হবে, পরিত্যক্ত এ ল্যাবটা ছাড়তে হবে, নচেৎ মৃত্যু আলিঙ্গনের কোন বিকল্প নাই। অর্বিটারটাকে এই মাত্র দেখতে পেল আনান, স্থাপন করা রয়েছে কার্বাইনের পাইপের ভেতর। স্বচ্ছ সিলিকনের তৈরী অর্বিটারের জানালা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে ভেতরের আরোহীদের।

ভুড়িওআলা মারজিমকে দেখল সামনের সারিতে আরামে বসে আয়েশ করে কিছু একটা খাচ্ছে। পালোয়ানের মতো লাগছে তাকে দেখতে। পাশপাশি বসা রেড, স্টিফেন, কোকাব, সহ অপরিচিত আরও কয়েকজন। প্রতিটি সারিতে চারজন প্যাসেঞ্জার পাশাপাশি বসা। মোট পাঁচ সারিতে মানুষে ঠাসা। তাদেরকে দেখেই হুংকার দিয়ে উঠল আনান। 'বেরিয়ে আস রেড, তোমার কাহিনী শেষ।'

কিন্তু না, কারও ভেতরে কোন বিকার নেই। অন্যসব মানুষজনের চীৎকার চেঁচাচেঁচির মাঝে হারিয়ে গেল আনানের গলা। স্টেনলে বলল 'এভাবে হবে না আনান, তোমরা এস আমার সাথে।'

রীতিমত ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এ ক্ষমতা শরীরের পেশীশক্তি, যার দাপটে এখানে এক দন্ড তিষ্টানো দায়। কে উঠতে পারবে অর্বিটারে? এরই মধ্যে লাউড স্পিকারে ভেসে এল অনানের গলা। 'একটি বিশেষ ঘোষণা! একটি বিশেষ ঘোষণা! সকল অর্বিটার আরোহী এবং আরোহন প্রত্যাশীদের জানানো যাচ্ছে যে এই অর্বিটার এখন উৎক্ষেপন করবে না। আপনারা ধৈর্য্য ধারণ করুন। যারা এই অর্বিটারে চেপে স্কাইল্যাবে যাওয়ার সূবর্ণ সুযোগ গ্রহনে ইচ্ছুক তাদেরকে বেলিন্ডা ম্যাডামের টিম কর্তৃক বাছাইকৃত হতে হবে। অর্বিটার থেকে বাহিরে বেরিয়ে আয় রেড। তোর পাততাড়ি গুঁটিয়ে পালানোর সুযোগ শেষ!'
অর্বিটারের ভেতর থেকে চিল্লাল রেড। তার লিপ রিড করতে পরল অনেকে 'জানোয়ারের বাচ্চা! তোরে কিন্তু উপরে পাঠিয়ে দিব।'
লাউড স্পিকারে ভেসে এল কথা 'মিথ্যা আস্ফালন করে লাভ নেই রেড, তোমার হাতে আর কোন রঙের তাস নেই।'
স্টেনলেও ওদিকে আনানদের দলে যোগ দিয়েছে। সেও তাগাদা দিচ্ছে 'যারা জায়গা দখল করে বসে আছেন, তারা সবাই নেমে আসেন। নেমে না আসা পর্যন্ত স্টিমের প্রেসার চালু হচ্ছে না'

মানুষজনেরা শান্ত হওয়া শুরু হয়েছে। হাতের পিস্তলটা নেড়ে ভেতরে বসা সবাইকে নিচে নামার তাগাদা দিচ্ছে। নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছে ওরা, কেউ কথা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না তার।

স্টিফানো বলল 'নামবে কেন, দেখছ না সব সুন্দরী নারীদের আগে উঠায়েছে। ওদের রেখে কে নামবে?'

স্টিফানো হাত থেকে বোম্ব সদৃশ কিছু একটা গড়িয়ে দিল অর্বিটারের নিচে।
'এটার কন্ট্রোল আমার হাতে। এবার চিন্তা কর, কী করতে চাচ্ছ? সময় দশ সেকেন্ড!'
তাও কিছুতেই কিছু হল না। কেউ অর্বিটার থেকে নামতে নারাজ।
বেলিন্ডাও ডাকছে'আসেন, এসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন'
স্টেনলে মারমুখি হয়ে রয়েছে। গলার রগ ফুলিয়ে বলছে 'পিটা শালারে, কোন কথা চলবে না, পিটা। সব শিয়াল বাদুড় দিয়ে ভরায়ে রেখেছে যানটা'

ক্রমেই ঘোর বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। ইস্পাতসম হাতটাতে ধাতব কিছু একটা ধরে রেখেছে স্টেনলে। সেটা দেখিয়ে একে একে সবাইকে স্ব-ইচ্ছায় নিচে নেমে আসার জন্য হুকুম দিল। তুবড়ি দেয়ার মতোই সহজ মনে হল কাজটা। হ্যাচটা খুলে প্রথমেই বেরিয়ে এল কোকাব। স্টেনলে হালে মনে হয় পানি পেল 'তোমরা সবাই নেমে আস, এক এক করে।' কেউ আর বিলম্ব না করে সব হুমমুড় করে নেমে এল একে একে। তবে অর্বিটার থেকে নেমেই ধস্তাধস্তি শুরু করল মারজিম। অবশেষে সম্মিলিত শক্তির কাছে তাকে পরাজিত হতে হল মুহূর্তকাল পরেই। ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট খাবারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল জুয়াচোরটা।

হাতের পিস্তলটার ইশারায় বলল আনান 'তোমরা সব দাঁড়াও ঐ কোনাটায়।'

আনানের কথায় সবাই নেমে এক কোণায় সমস্যমান হয়ে দাঁড়াল। রেডের মাথাটাকে এখন দেখতে বিষফোঁড়ার মতো মনে হচ্ছে। বেলিন্ডা খেয়াল করল, পেচ্ছাব করে দিয়েছে মারজিম লোকটা। নারী বলেই হয়ত সে কাপড়ের ঐ জায়গাটায় পার্থক্যটা ধরতে পেরেছে।
বেলিন্ডা এবার ডাঃ ডিওনকে এক হাত নিল 'এত হতাহত লোকজনদের ফেলে তুমি অক্ষত মানুষদের সাথে পালাও কেমনে?'
ডিওন আর কথা বলে না, মুখটা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তালগাছটার মতো। রেড এবার সবাইকে বোঝানো শুরু করল 'আমাদের মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের অর্বিটারকে এক্ষুণি উৎক্ষেপণ করতে হবে। এই ল্যাবের আয়ু শেষ। এটা আমরা সবাই জানি। সুতরাং আমাদের এখন বোকার মতো কর্ম করার কোন মানে হয় না '
খানিকটা দোলায়মানতা কাজ করছে আনানের মনে। তার মন একবার বলছে তার উচিত এই ল্যাবটা পরিত্যাগ করা। আবার পরক্ষণেই সেটা চিন্তা করছে অন্য কিছু। গলা ভারী করে বলল 'হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই এই অর্বিটারকে উৎক্ষেপন করব, তবে অবশ্যই অগ্রহনযোগ্য সব প্যাসেঞ্জারদের ছাড়া। যাদের আর

পরিস্ফুটন ঘটবে না, তাদেরকে নিষ্প্রোয়োজন। আমাদের অর্বিটারে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। আমাদের শিশু কিশোরেরা আগে আসন দখল করবে। বাকিটা পূরণ হবে অন্য ভাবে।'
আনানের কথায় চারিদিকে গুঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হল। বেলিন্ডা ম্যাডাম কথা বলা শুরু করলে সবাই সেদিকে কান পাতল। 'অর্বিটারে বিদ্বান ও বিদুষীদের স্থান দিতে হবে। আরামপ্রিয় লোকজনদের দিয়ে আর কিছু হোক, কখনও কলোনী স্থাপন করা সম্ভব হবে না। আমরা আমাদের একবারই সুযোগের অভিযান বিফলে যেতে দিতে পারি না। আমাদের দরকার যাদের রয়েছে অসাধারণত্ব, আমাদের দরকার নেই ভন্ড লোকজনদের।'
আনান এবার গুঁ ধরে 'আর সব সিট ভরাট করার আগে চারটা সিট ফাঁকা থাকবে, দক্ষিণ মেরুতে যারা অভিযানে গিয়েছে, তাদের জন্য।'
গুঞ্জনধ্বনি উঠল আবার সবার মাঝে। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা বলা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রেড, বলল 'ইম্পসিবল! তুমি কি শিউর যে তারা বেঁচে আছে?'
'তারা মারা গেছে, এরকম পূর্বাভাস তো কেউ দেয় নি।'

বেলিন্ডা রেডের খানিকটা নিকটবর্তী হল। 'আসলে তারা বেঁচে আছে না মারা গেছে সেটা আমরা কেউ জানি না। তবে যেহেতু তাদের মৃত্যুর কোন নিশ্চিত খবর আমাদের নিকট নেই, সুতরাং আমাদের অর্বিটারে তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।'
'ধন্যবাদ বেলিন্ডা' শুরু করল আনান 'আমাদের অর্বিটার প্রথমে দক্ষিণ মেরু ল্যান্ড করবে। সেখান থেকে যাবে স্কাইল্যাবে।' খানিকটা বিরতি দিয়ে কর্তৃত্ব ফলানোর মতো বলল স্টেনলে 'আর অবশিষ্ট আসন, যারা শুধুমাত্র সম্ভাবনাময় তাদের জন্যই নির্ধারিত হবে।'
'সব শিশু আর দক্ষিণের চারজনকে আসন দিলে তো আর কোন আসনই অবশিষ্ট থাকে না।'
'ভূল করছ রেড, আরও চারটা হাতে থাকে।'

এরই মধ্যে বেলিন্ডা বাকিদের নির্দেশ করে বলছে 'এই, আমাদের ল্যাবের সব শিশু কিশোরেরা কোথায়?'
টনক নড়ল সবার। আনান হুকুম করল 'স্টেনলে! লুব্ধক! সব শিশুদের এখানে নিয়ে এস আর যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।'

খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কয়েকজনের নাম যে যার মতো বাৎলায়ে দিল। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয় জনকে মনোনীত করল বেলিন্ডা-আনানের টিম। বেলিন্ডা এবার সট্ করে আনানের দিকে ফিরে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলতে তুমি, রেড, কোকাব, ইলারা, জেনেট বা ডিওন এদের বোঝায়।'
'দুঃখিত বেলিন্ডা, খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তালিকায় আমি অবশ্যই পড়ি না। আর তাছাড়া এখানে আমার আরও কিছু কাজ অবশিষ্ট রয়েছে।'
'কী কাজ? এভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যু ডেকে আনার কোন মানে হয় না' বেলিন্ডা ম্যাডামকে রাগ হতে দেখে বুঝল, তার সুড়ঙ্গের হ্যাচ বন্ধ করে দেয়া লোকটা সম্ভবত বেলিন্ডা ছিল না। মুখে বলল 'না, আমার আরও কিছু তথ্য উপাত্ত নীলগ্রহে পাঠানোর শেষ চেষ্টা করতে হবে।'
'সামান্য কিছু তথ্য উপাত্তের জন্য জীবন বিসর্জন? হা হা!'
'ও তুমি বুঝবে না রেড।'

মারজিমের দিকে তাকিয়ে বলল আনান 'আর তুমি মারজিম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত রয়েছি ততক্ষণ তুমি সবাইকে খাবার সার্ভ করবে। ক্ষুধার পেটে আমি মরতে চাই না' নিরুপায় হয়ে মেনে নেয়ার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে মারজিম। তাকে দেখে এখন অতিশয় হতাশগ্রস্থ মনে হচ্ছে।

বীর-বিক্রমে শুরু করল সব কাজ। সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্টেনলের টিম দাঁড়াল অর্বিটারটার সম্মুখে। কেউ দৌড়ে অর্বিটারে যেতে চাইলে সরাসরি মাথায় গুলি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করল আনান। অসামর্থ্য লোকজনেরা আগ থেকেই দশহাত দূরে দূরে অবস্থান করল। সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপনকারী লোকটার মাথাটা ঘামে চকচক করছে এখন। ডাঃ ডিওন বলল 'মরার আগে অন্ততঃ সুস্থ দেহেই সব মরুক! এস, তোমাদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। আমার সার্টিফাই করার আগে কেউ কখনও তোমরা ল্যাব ত্যাগ করতে পেরেছ, না ঢুকতে পেরেছ?'

আহত লোকজনদের খোঁজে ছুটল কেউ কেউ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব শিশুদের নিয়ে এসে হাজির করা হল।
'আগে শিশুদের উঠিয়ে দেন' কেউ একজন চীৎকার করল।
আড়কোল করে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় টুন্টিমনিকে হস্তান্তর করল বেলিন্ডা। আলজিভ বের করে কান্না জুড়ে দিল শিশুমনি। সেটা দেখে সবার মনে আঘাত লাগে, বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসে।
'সব মায়েরাই চায় তার শিশুসন্তান আবার মার বুকে ফিরে আসুক, কিন্তু আমি সেটা চাই না বাবা, তুই আর কখনও এখানে ফিরে আসিস না। কক্ষণও না।'

সব শিশুদের মেডিক্যাল হিস্টোরি দেখে দেখে উঠিয়ে দেয়া শুরু করেছে ডিওনের সহকারী। বেলিন্ডা তার টুন্টিমনির কপালে অঙ্কিত করল শেষ চুম্বনচিহ্ন। শত ঝঞ্ঝাটের মাঝেও তার মুখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। প্রানপণ চীৎকার করে যাচ্ছে বাচ্চারা। সবাই ক্ষণে ক্ষণে ভেজা চোখ মুছছে।
'হায় বিশ্বপতি! তুমি দেখে রেখ আমাদের সোনমণিদের।' সবার চোখ আবার টলমল করে উঠল।
'আর হ্যাঁ, এখন চারজনের নাম বলা হবে, যে চারজন ছাড়া আর অন্য কেউ এই ল্যাব ত্যাগ করতে পারবে না।'
পিনপতন নীরবতা নেমে এল সারা ল্যাবে। বেলিন্ডা আবারও ঘোষনা করল 'আমি দু'জনের নাম বলছি যারা গিয়ে আসন গ্রহন করবেন। তারা হলেন স্টিফেন এবং জেনেট।'
স্টিফেন আর রেড দুইজন অর্বিটারের দিকে পড়িমরি করে দৌড়ানো শুরু করল। ওদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে বলল আনান 'আর আমি দু'জনের নাম ঘোষনা করছি, এক রেড এবং ইলারা।'
চট করে বেলিন্ডা তাকাল আনানের দিকে। তবে আনান আর কোন দিকেই তাকাল না। আনানকে দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে ইলারা। বলল 'তোমার মহানুভবতা যুগে যুগে উদাহরণ হয়ে থাকবে আনান।'

'স্যার অর্বিটারটা স্থাপন করা হয়েছে' স্টেনলে তাগাদা দিয়ে বলল কথাটা।
'হ্যাঁ, তুমি কাউন্টডাউনের জন্য রেডি হও।'

বেলিন্ডা এবার সাপোর্ট করার সুরে বলে 'হ্যাঁ, আনান, তাহলে সেটা আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে আর তাছাড়া আমাদের অর্বিটারকে স্কাইল্যাবে সংযুক্ত করার জন্য রেডের কোন বিকল্প তৈরী হয়নি।'
আনান রেডের দিকে এগিয়ে আসে। নির্বিকার হয়ে রয়েছে লোকটা 'তুমি কিছু মূল্যবান জিনিস সাথে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে রেড?'
ওর হাতটা বাড়িয়ে একটা চিপ রেডের দিকে বাড়িয়ে দেয় রেড। জিজ্ঞেস করে 'কী এটা?'
'চাবি!'
রেড আর কোন কথা বলে না। আনানের হাত থেকে নিঃশব্দে সেটা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। 'আরও একটা জিনিস তুমি রেখে যাচ্ছ, খুবই মূল্যবান' রেড লাল চোখে আনানের দিকে তাকিয়ে থাকে 'সেটা হচ্ছে দ্য লস্ট ইউনিভার্স! সবার চক্ষুর আঁড়ালে চালু রাখা টাইটানের অতি গুপ্ত একটা প্রজেক্ট!'

ভ্রু কুঞ্চিত করে রেড। ভেতর ভেতর মনে হল বিস্ফোরিত হল সে। রুষ্ট হয়ে সে শুধু কাঁধটা ঝাঁকিয়ে অত্যন্ত হীন ভাবে অর্বিটারে আসন গ্রহন করল। সবার কাছ থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছে ইলারা। অর্বিটারের আরোহীদের কাউকেই স্পেসস্যুট পরিধান করতে হয় না। প্রায় সাত লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা টাইটানের স্কাইল্যাবে যাতায়াত করাটা এখানে খুবই সাধারণ একটা ঘটনা। বেইজ ল্যাব থেকে টাইটানের স্কাইল্যাব পর্যন্ত সবগুলো ডকিং এত বেশি সিকিউরড যে, যেকোন আরোহীর নিকট মনে হবে সেটা নীলগ্রহের এক শহর থেকে অন্য শহরে আকাশপথে ভ্রমনের মতোই বিষয়টা।

বেলিন্ডা লাউড স্পিকারে সব শিশুদের উদ্দেশ্যে বলছে 'ওকে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, এই বিলিয়ন বিলিয়ন তারার মাঝে, তোমাদেরকে খুঁজে পেতে হবে একটা আবাসস্থল। আর সেটার জন্য তোমরা কথা দাও, তোমরা আজ থেকেই কাজ শুরু করবে।'
'ইয়েএএএ! আমরা কথা দিলাম! আমরা কথা দিলাম!'

হাত নেড়ে নেড়ে শিশু কিশোরেরা বিদায় জানাচ্ছে সবাইকে। এদিক থেকেও তাদেরকে বিদায় জানানো হচ্ছে। আবেগঘন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এখন লঞ্চিং পডে। এমনই সময় স্টেনলের গলা শোনা গেল,
'টি- মাইনাস টু মিনিট'স এন্ড কাউন্টিং।'
অর্বিটার থেকে স্টিফেনের নির্দেশ আসল 'চাপ বাড়াও আরও দশ ঘর পর্যন্ত।'
স্টেনলে স্টিমের চাপ বাড়ায়।
'টি- মাইনাস টেন সেকেন্ডস এন্ড কাউন্টিং।
'আরও দশঘর'
'ওকে রেড, দশ ঘর'
'আবারও বাড়াও দশ ঘর'
'চাপ বাড়ানো হয়েছে আরও দশ ঘর।'
'গুড'
'টেন, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স, ফাইফ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান। লিফট্ অফ।'

সুপার হিটেড স্টিমের চাপে উৎক্ষিপ্ত হওয়া শুরু হয়েছে যানটার। পাগলের মতো হাততালি দিতে লাগল সব। চোখ বেয়ে সবার দরদর করে অশ্রু ঝরছে। ঝাপসা চোখে ধরা পড়ছে অর্বিটারটা উর্ধ্বে ওঠে ছাদের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া শুরু করেছে।

অর্বিটারটা লঞ্চ করার পরপরই এক ধরনের শিথিলতা ভর করে আনানের শরীরে। খানিকটা অলস ভঙ্গিমায় ডানে তাকিয়ে দেখছে মিনকারের সহযোগী মেয়েটা রিপোর্ট নিয়ে দৌড়ে আসছে। বেলিন্ডা ম্যাডামের নিকট এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় চিল্লায়ে চিল্লায়ে কথা বলছে। নিশ্চয়তাব্যাঞ্জক গম্ভীর গলায় বলছে 'ম্যাডাম ডাটা এট্রির সময় দেখলাম, আমাদের সিস্টেম বলছে, ক্যাটারপিলার গাড়িটায় এমিলি একটা সিগন্যাল রিসিভ করেছিল, সেটা হয়ত আমাদের থিয়ার পাঠানো ডিসট্রেস কল, তবে সেটা খুবই দূর্বল, খুবই ক্ষীণ..'
আনান বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করল 'এর মানে কী?'
সবামেরিনটা খসে পড়ছে। এক পাশ কাত হয়ে উলম্ব তলে খাড়া হচ্ছে দানবটা। আর্টিফিশিয়াল গ্রাভিটি বল তৈরীর জন্য আস্ত ল্যাবটাই ঘুরত হঠাৎ সেই ঘূর্ণন মেকানিজমটা বন্ধ হওয়ায় এখন সব কিছুই ওজনহীনতায় ভুগছে। আবারও একবার ভয়ানকভাবে দুলে উঠল ল্যাবটা। জিনিসপত্র সব ওজনশূন্য হয়ে ভাঁসা শুরু করেছে। পায়ে পানির স্পর্শ পেল আনানরা। আকুল পাথার এসে গ্রাস করছে অ্যানসেলাডাস ইন্টারস্টেলার রিসার্চ বেইজ ল্যাব-৪ কে।

চত্রিশ

স্বপ্নে চতুর্দিকে ঘিরে নেয়া জন্তুজানোয়ারের প্রাণসংহারি ডাকে আত্মচীৎকার করে উঠল থিয়া। ঘুমের ঘোরটা কাটলে নিমেষহীন চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুটা সময়। পরক্ষণেই মাথাটা চক্কর দিয়ে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এই ঘুমালো আবার জাগল, একবার জ্ঞান ফিরল তো কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান হারাল। ঘোরের মধ্যেই আবার অল্প অল্প জ্ঞান ফিরল, শুনতে পেল বহু মানুষের চেঁচামেচি। তড়াক করে লাফিয়ে শোয়া থেকে একবার উঠে বসতে চাইল। কিন্তু নড়তে পারলনা এক চুলও। ঘোরটা কাটতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল তার। আস্তে ধীরে যখন জ্ঞান ফেরা শুরু করল তখন অনুভব করল পায়ের দিকে অসহ্য যন্ত্রনা, শূলের মতো বিধছে।

শ্রবণ স্নায়ুগুলো এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুনতে পাচ্ছে হাতের ডিভাইসটা বিপ্ বিপ্ শব্দে একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, ডিসট্রেস সিগন্যালই হবে হয়ত। জ্ঞান ফেরার পর এই প্রথম চিন্তা করল সে, কোথায় সে এখন? প্রথমে বোধশক্তি তেমন কাজ না করলেও একটু পরেই বুঝল, কোথায় সে এখন!

পরিপূর্ণ জ্ঞান ফিরে এসেছে বিধায় সে এখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে, আসলে সে এক অন্ধকার বরফ-গুহায় আটকা, আর এ জায়গাটা জনমানব শূন্য।

দূরের ঐ জীবজন্তুদের চীৎকার চেঁচামেচি সবই দুঃস্বপ্ন আর মানুষের চেঁচামেচি সবই মস্তিষ্কের ভ্রম!

অন্ধকারের গায়ে চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। তারপরই শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে মরিয়া হয়ে বরফচাপা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, না একচুল নড়তে পারল, না মাথাটা এই ইঞ্চি জাগিয়ে তুলতে পারল। প্রায় বুক অব্দি কঠিন বরফের চাপে নিম্নাংশ জমে বরফের গায়ে লেগে গেছে। আশংকা করছে তার স্পেসস্যুটও বরফের গায়ে দৃঢ় ভাবে গাঢ় আঠার মতো লেগে রয়েছে।

এইমাত্র আরও খারাপ একটা খবর জানতে পারল, ডিসট্রেস সিগন্যালটাকেও ছাপিয়ে অক্সিজেন লেভেল ইন্ডিকেটরটা বিপ্ করে একবার শব্দের সৃষ্টি করল। সাথে সাথেই কলিজাটায় ধক্ করে উঠল ওর। আনমনে বিড়বিড় করল 'আফসোস আমার একটাই, মরার সময় আর মাটি পেলাম না।' নিজেকেই নিজে তিরষ্কার করল থিয়া। 'দুনিয়াতে এত জায়গা থাকতে তুই কেন অ্যানসেলাডাসে মরতে এসেছিস বলতো?'

চীৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে থিয়া। কোথায়ও থেকে ক্ষীণ আলোকরশ্মি উপরের বরফের ছাদটায় প্রতিফলিত হচ্ছে। সামনের বরফের চাঁইগুলো যেভাবে ছিল, ঠিক সে ভাবেই রয়েছে। তাদের অবস্থানের কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। মনে মনে খুশি হয় থিয়া, ভাগ্যিস আইসোটোপ লাইটটা এখনো অকেজো হয়ে যায়নি তাহলে অন্ধকার গুহাতেই পঁচতে হত।

অক্সিজেন লেভেল বিপ্ বিপ্ শব্দ করছে। বিরতিহীন এসব শব্দ কানে জোরালো হয়ে বাজছে। ফাংশনটা মেকানিক্যাল হওয়ায় শক্তিশালী ম্যাগনেটিজম তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। যখন বুঝতে পারছে অক্সিজেনের পরিমান খুব সামান্য তখন মনে আশ্চর্যরকম এক শৈথিল্যতা ভর করেছে। এ যেন শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই বেঁচে থাকা, যেন জীবন্মৃত থেকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করা। এসময় সুহৃদ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো মুর্হু মুর্হু মনে পড়ছে। রোয়ান, নিশোদের কথা মনে পড়ছে খুব। হঠাৎই মনের কোণে একটা প্রশ্নের উদয় হয়, আচ্ছা ওরা যদি অ্যালিয়েন না হয়ে তার বাবা-মা হোত, তাহলে কী তারা তাকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারত?

থিয়া খেয়াল করল তার নিঃশ্বাসের হার বেড়ে গেছে ঢের বেশি, এখন পড়ছে ঘন ঘন। শরীরটা হয়ত অক্সিজেনের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

মুহূর্তকালে তার মনে পড়ল ভার্চুয়াল এমিলির কথা। স্পেশস্যুটে বিল্ড-ইন ভার্চুয়াল অ্যাসিসট্যান্ট সফ্টওয়্যার। বরফে চাপা পড়া হাতের ডিভাইসটাকে মুখে ভয়ে ভয়ে কমান্ড দিল 'এমিলি? ইউ দেয়ার?'
তার ভয়টাই সত্যি হল। ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কোন রেসপন্স করল না। ঘোরের মতো মনে হচ্ছে মাথাটা। ঠিক কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎই মনে পড়ল থিয়ার, ভার্চুয়াল এসিসট্যান্ট চালু করার কোডে তো ভুল করেছে ও। সাথে সাথেই আবারও ডাকল 'ভার্চুয়াল এমিলি!' এমিলির ভার্চুয়াল গলাটা তাৎক্ষণিক উত্তর নিল 'হাই থিয়া, হাউ ক্যান আই হেল্প?'

মনটা খুশিতে ভরে উঠল থিয়ার। এই নির্জন বরফ তলদেশে একজন ভার্চুয়াল কম্পিউটারকেও কত আপন মনে হল তার। খুশি মনে জিজ্ঞেস করল 'টাইম।' সাথে সাথেই সময়টা বলে দিল এমিলি। থিয়া চিন্তা করল, বাড়িতে হলে এ সময় মোরগেরা সব বেঁকে বেঁকে উঠত। মা বাসিভাত হাঁসদের খাওয়ানোর জন্য তাড়াহুড়া করত। থিয়া হিসাব করল যাত্রা শুরু করার পর থেকে একশত পাঁচ ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে।
'এমিলি, তুমি কি আমাকে হাসাতে পারবে?'
'আ, এখন? এটা কি কৌতুক?'
'না, আমি হাসতে চাই।'
'অবশ্যই থিয়া। তুমি জান কিনা জানি না, আমাদের ল্যাবে, তোমাদের নীলগ্রহের মানুষদের কেউ আলাদা ভাবে চিনতে পারে না। তোমাদেরকে দেখে মনে হয় তোমাদের সবার চেহারা একই রকম! এক ডজন মুরগির বাচ্চার মতোন!'
শত কষ্টের মাঝেও হাসি পায় থিয়ার। খানিকটা সময় হা হা করে হাসার চেষ্টা করে। তবে অস্ফুটই থেকে যায় তার সে হাসি।
'তুমি কি বলতে পারবে; আমি আর কতক্ষণ এভাবে বেঁচে থাকব?'
'আমি দেখছি। আ, তোমার থার্মোনিউক্লিয়ার পাওয়ারও লাল দাগের ঘরে। ওটা চলবে আর তিন ঘন্টা। একবার তাপ উৎপাদন বন্ধ হলে; চতুর্দিকের আইস-৭ এর জমাট তাপমাত্রায় তোমার শরীরের সমস্ত ফ্লুইড ফ্রিজ হতে সময় লাগবে আটাশ সেকেন্ড। তার অর্থ তুমি বাঁচবে তিন ঘন্টা তিন সেকেন্ড।'

নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে পারে না থিয়া। কেন যেন মানুষ তার নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে বারবারই অপারগ হয়, এটা কি ব্রেন ওয়ারিং এর কারণে? চোখের সামনে তাকিয়ে থাকে, শূন্য দৃষ্টিতে। মুখের এত সন্মুখে ইন্টারস্টেলার একটা প্রোব অথচ মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময়ের অভাবে মানুষের ঐতিহাসিক স্বপ্ন ধূলিস্যাত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই অসামঞ্জস্যটা ধরতে পারল থিয়া, উপরের মসৃণ

ছাদটাকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখল, ওটা আরও খানিকটা নিচের দিকে নেমে এসেছে। চোখে আন্দাজ করল, হয়ত দেড়শ গজ নিচে নেমে এসে থাকবে। বরফের মেঝেটা থেকে তলাটার দূরত্ব আর পঞ্চাশ গজের মতো হবে।

এমিলির ভার্চুয়াল গলাটা এবার শব্দ করে উঠল 'থিয়া, থিয়া!'
'হ্যাঁ, ভার্চুয়াল এমিলি, বল!'
'আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার স্পেস স্যুটের অভ্যন্তরে খুব ক্ষিণ ইলেকট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে। পরিমানটা একবার ০.০০৩ মাইক্রোওয়াট, আবার পরক্ষণেই হচ্ছে ০.০০২ মাইক্রোওয়াট। তবে কিভাবে এই ইলেকট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়।'

থিয়া বিষণ্ন গলায় বলল 'ধন্যবাদ ভার্চুয়াল এমিলি, এ রিডিং হতে পারে কোন যান্ত্রিক ত্রুটি আর তাছাড়া এত কম শক্তি দিয়ে আমার কী হবে?'
'না, আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির ধ্রুবক দশ হাজার ভাগের একভাগ, সেটা প্লাস বা মাইনাস। তোমার যে বিদ্যুতের রিডিং সেটা ধ্রুবক থেকে অনেক অনেক গুন উপরে, যার অর্থ এটা জেনুইন রিডিং!'
'ধন্যবাদ ভার্চুয়াল এমিলি।'
'তুমি কি বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করতে পার?'
'এটায় আমার আগ্রহ নাই, এই মূল্যবান সময়টা আমি অন্য কিছু ভেবে কাটাতে চাই'
'আহ, প্লিজ, তোমার জন্য নয়, সেটা আমার জন্য। আমি মরার আগে এটা জেনে মরতে চাই।'

মৃত্যুর ঠিক দশ হাত দূরে থেকেও জড় কম্পিউটার পোগ্রামের আগ্রহ দেখে হতবাক হয় থিয়া। তবে চিন্তাটা এদিকে না বরং ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটার দিকে নিবদ্ধ করে। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কেন তার পেছনের নিউক্লিওপাওয়ার স্টেশনের সার্কিটে আলাদা কোন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।
'থিয়া!'
'হ্যাঁ, ভার্চুয়াল এমিলি! বল আমি শুনছি।'
'আমার স্পেশস্যুটে সামনে ও পেছনের কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে রেডিয়েশন কনভার্টার, লিথিয়াম হাইড্রাইডের প্রলেপযুক্ত সোনার কয়েল। যে কয়েলটা রেডিয়েশনকে সরাসরি ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করতে পারে। আমার স্পেস স্যুট কোথায়ও থেকে উচ্চ মাত্রার রেডিয়েশন রিসিভ করছে।'

ভার্চুয়াল এমিলির কথায় মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসে থিয়ার। চিন্তা করে স্পেসশিপটার পাওয়ারফুল গামা রেডিয়েশন রয়েছে যে গামা রেডিয়েশন হচ্ছে ইলেকট্রম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। থিয়ার মন যুক্তি মানছে, কয়েলে যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলে ভারী বরফও গলানো সম্ভব হবে। বিষয়টা নিয়ে চিন্তার গভীরে ডুবে যায় থিয়া। এই প্রথম মাথাটা খোলসা হওয়া শুরু হল তার। যদি কয়েলটার ভেতরে আর অন্য কোন ধাতব দন্ড ঢুকিয়ে দেয়া যেত তাহলে তড়িৎ প্রাবাল্যটা বেড়ে যেত অন্তত ৩০০০ ওয়াটে। কিন্তু এখানে সে সুযোগটা নেই।

থিয়া ছাদের দিকে খেয়াল করে, দুর্জ্ঞেয় স্পেসশিপটা আরও সন্নিকটে ঝুলে পড়েছে। মনে মনে চিন্তা করল, হয়ত কোন কিছুর চাপে নিচের দিকে ক্রমশঃ ডেবে যাচ্ছে প্রোবটা। পিঠের পেছনে তড়িৎ উৎপাদনের হারও বেড়েছে সমানুপাতিক হারে। যথেষ্ট তাপ উৎপাদন করছে এখন কয়েলটা। স্পেশস্যুটের অভ্যন্তরে ভারি পানি গরম হওয়া শুরু হয়েছে তবে বরফ গলানোর জন্য যথেষ্ট মনে হচ্ছে না এখনও। ডিভাইসটা নির্দেশ করছে, এনার্জি কনভার্শন এখনও ০.৭৮ শতাংশ।

ডান হাতে শক্তি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ভার্চুয়াল এমিলিকে মৌখিকভাবে কমান্ড প্রদান করল থিয়া। ডিভাইসটাও জানান দিল, সে থিয়ার নির্দেশ অনুসারে কাজ শুরু করছে। একটু পরেই উপলব্ধি করল তার নির্দেশটা সত্যি সত্যিই কাজ করা আরম্ভ করেছে। ডান হাতের চতুর্দিক পরিবেষ্টনকারী বরফ গলা শুরু হয়েছে।

জমাট বরফের অহংকার চূর্ণ করে অবশেষে ডান হাতটা আলগা হল। আগ্রহভরে হাতটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে পলকশূন্য দৃষ্টিতে। নিজের হাত অথচ মনে হচ্ছিল সেটা হয়ত অন্য কারও। ডিভাইসটা থেকে লেজার বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নীলগ্রহের সময় নির্দেশ করছে এখন ভোর পাঁচটা। ঘোরের ভেতরেই চিন্তা করে, মা এখন কী ঘুমাচ্ছে?

ডিভাইসটায় এখন শরীরের নিম্নাংশে শক্তি বৃদ্ধির নির্দেশ দিল। হয়ত হুকুম অগ্রাহ্য করল না ডিভাইসটা, কারন এখনও কোন কিছুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শেষবারের মতো আরো একবার ডিভাইসটার দিকে তাকাল। আশংকার চোখে খেয়াল করল অক্সিজেন লেভেল ২ শতাংশ।

মাথার দুইপাশে যন্ত্রনা আরম্ভ হয়েছে থিয়ার। প্রথমে সাধারণ মাথা ব্যথার মতো মনে হলেও যখন বুকও ব্যথা করা শুরু করল, বুঝল, ব্যথাটা সাধারণ নয়। হয়ত

অক্সিজেনের ঘাটটির কারণে এরকমটা হয়ে থাকতে পারে। কেমন ঘোরের মতো মনে হচ্ছে ওর নিজেকে, মনে হচ্ছে বিরাট একটা সুড়ঙ্গের মাঝে বাধাহীন, মুক্ত ভাবে গড়িয়ে পড়ছে সে। আবারও মস্তিষ্ক কখন জ্ঞান উৎপাদন বন্ধ করল সেটা থিয়াও বুঝল না।

প্রচন্ড মাথা ব্যথা নিয়ে যখন জ্ঞান ফিরে এল তখনও বুঝল না সে কোথায়? আস্তে আস্তে চেতনাও ফিরে এল। শুনল ভার্চুয়াল এমিলির চীৎকার চেঁচাচেচি। পরক্ষণেই দেখল একেবারে মুখের দুই গজের মধ্যে ডেবে এসেছে টাইটেনিয়ামের তৈরী জিনিসটা। ইন্দ্রিয় টের পেল আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে স্পেশ শিপের চাপায় চিরকালের জন্য চ্যাপ্টা হয়ে পড়বে। হঠাৎই অনুভব করল বরফ মেঝেটা থেকে একটু আলগা হয়ে গেছে শরীরের নিম্নভাগ। সাথে সাথেই প্রাণপন চেষ্টা করা শুরু করল। ভার্চুয়াল এমিলিও তাকে শক্তি ও সাহস জোগায়ে যাচ্ছে। মায়ের মুখটা মনে হতেই বেঁচে থাকার অদ্ভুত একটা শক্তি মনে সঞ্চয় ঘটল। অবশেষে সফলও হল। ততক্ষণে জিনিসটা আরও নিচুতে নেমে এসেছে। প্রাণপণ হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল খানিকটা পথ। পরক্ষণেই খেয়াল করল জিনিসটার তলা মাটিতে ঠেকেছে। বুকের ধকধকানির হার কমে আসতে আরও কিছুক্ষণ সময় নিল।

কোমর ভাঙ্গা কুকুরের মতো দু'হাতে ভর করে ছেঁচড়ে চলা শুরু করল। বহু কষ্টে সারাটা আবদ্ধগুহা চক্কর দিয়ে এল। না বেরুবার পথ রুদ্ধ। হতাশ হয়ে বরফের উপরই উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে। থিয়া অনুভব করে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের হার আরও বেড়ে গেছে, হাঁপরের মতো ফসফস করে উঠানামা করছে বুকটা তবে কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। ফুসফুসটা হয়ত অক্সিজেন স্বল্পতাকে কুলিয়ে উঠতে মরিয়া হয়ে লেগেছে। হাত পা ঘামছে, মুখটা আঠালো হয়ে রয়েছে। বুকের বাম পাশটায় এখন সুঁই ফোটানোর মতো তীক্ষ্ম ব্যথা শুরু হয়েছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকে মেনেই নিচ্ছে, মাত্র ১.৮৫ শতাংশ অক্সিজেন দিয়ে কিছুতেই বেরিয়ে বাহিরের আলোতে পৌঁছতে পারবে না।

আবারও ভার্চুয়াল এমিলির গলা ভেসে এল 'থিয়া! থিয়া! জেগে উঠ আর দুই হাত শূন্যে উঁচিয়ে বলল "আমি দেখতে চাই, ঠিক এর ভেতরে কী জিনিসটা রয়েছে। হয়ত আমিই হব প্রথম কোন মানব যে একটা বাস্তব অ্যালিয়েন শিপ প্রথম পর্যবেক্ষণ করব। আমার উপাধি হবে অ্যালিয়েনের জনক!"'

ভার্চুয়াল এমিলির গলা থিয়ার মনে আশার সঞ্চার করে। প্রথম মানব হিসেবে অ্যালিয়েনকে চাক্ষুষ দর্শণ করাটা একটা গুরুভার দায়িত্ব হিসেবে জ্ঞান করায়

দৃঢ়সংকল্প নিতে সুবিধে হল। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবারও মাথাটাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। পা দুটো হিঁচড়ে হিঁচড়ে দেয়ালে ঝুলন্ত ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করল প্রোবটা। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল এটার নেই কোন উল্টাসিধা, ত্রিমাত্রিকভাবে আকৃতিতে উত্তল, দ্বিমাত্রিকভাবে ময়ুরের পেখমের প্রান্তভাগের মতো, ভেতরটায় পঞ্চাশ জন একসাথে বসে অনায়াসে আহার সম্পন্ন করতে পারবে। ভয়ে ভয়ে হাত রাখল সৌরজগতের বাহিরে ইন্টারস্টেলার জিনিসটার গায়ে। সাথে সাথেই একটি ইতিহাস রচিত হল। এই প্রথম কোন মানব সৌরজগতের বাহিরের কোন বস্তুকে স্পর্শ করল, তবে সে ইতিহাসটা কোথায়ও লিখিত হল না।

থিয়া লক্ষ্য করে এই প্রোবটার গাত্র শামুকের ডিমের চেয়েও মসৃণ, কোথায়ও তিল পরিমানও খুঁত নেই। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, কী রয়েছে এর ভেতরে? প্রশ্নটা আপন মনেই ঘুরপাক খায়। একটা প্রশ্নের উত্তর না পেতেই অন্য প্রশ্ন হসে হাজির হয়। আবার মনে হল; কী এটা? হঠাৎই নিজেকে প্রশ্নটা করে বসল, কোথায় সে এখন? এখানে কেন? মানুষেরা কোথায়? মা কোথায়? বাবা কোথায়?
'আমি কি তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারি?'
খানিকটা অনিশ্চিত গলায় জিজ্ঞেস করে 'কে তুমি?'
'আ, ফিরে এস থিয়া। আমি, আমি ভার্চুয়াল এমিলি!
যন্ত্রনাকাতর গলায় বলল 'ভার্চুয়াল এমিলি? মা কোথায়?' কথাগুলো জড়িয়ে আসছে থিয়ার।
'আহ, জেগে উঠ থিয়া, ফিরে এস, ফিরে এস প্লিজ। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা তোমাকে খুব খুব পছন্দ করি? তোমাকে বেশি পছন্দ করি? বেশি ভালোবাসি? আর তাই বলেই হয়ত তুমি আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। তোমাকে পাশে রাখার অধিকারটুকু হয়ত আমাদের নাই, হয়ত তোমাকে আমরা আর কখনও কাছে পাব না, হয়ত তোমার কথা বারে বারে মনে পড়বে, তবুও তোমাকে অনুভব করব আমরা সব সময়। নীলগ্রহের একজন এল কোন এক ঝড় হয়ে আবার ফিরে গেল ভাটার সাথেই। তোমাকে একটাই অনুরোধ, ওপাড়ে গিয়ে ভুলে যেও না কখনও আমাদের। থিয়া! থিয়া!..থিয়া তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

হঠাৎ করেই সাড়া দেয়া বন্ধ করে শুয়ে থাকল কিছু সময়। একটু পরেই আবার ঠোঁট দুটো শুধু নাড়ল থিয়া 'ধন্যবাদ এমিলি!'
'নট এমিলি, ভার্চুয়াল এমিলি!'
'আহ্! হ্যাঁ।'

মাথায় ঝিমঝিমানি নিয়ে পরিপূর্ণ সজাগ হয়েছে থিয়া। বুঝতে পারছে যেকোন সময় অচেতন হয়ে যাবে আর চেতনা নাও ফিরতে পারে। হাতে যতটুকু সময় আছে ততটুকু সময় কাজে লাগানোর জন্য অবচেতন মনে নির্দেশ দিল কয়েকটা। পরক্ষণেই হতাশ হয় থিয়া, যখন দেখে, না, জিনিসটা বাস্তবিকই নিরেট, এর ভেতরে ঢোকার কোন পথ নেই। হাতের ডিভাইসটা আগ বাড়িয়ে প্রোবটার দিকে তাক করে ধরে যেকোন ছিদ্র অন্বেষণ করা শুরু করল। বুকের ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণেই তাকে বুকটা চেপে ধরে মেঝেতে পড় পড় অবস্থায় চলে যেতে হচ্ছে। 'থিয়া, তুমি হয়ত হতবাক হবে, প্রোবটার ডানপার্শ্ব মসৃণ নয়!'

দু'হাঁটুতে ভর করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। সত্যি সত্যিই এই প্রথম একটা খুঁত খালি চোখেই ধরতে পারল থিয়া। প্রোবটার নিচের দিকের প্রান্তভাগটা দমড়ানো মোচড়ানো, যেন থেঁতলে গেছে, আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোন কিছুর সঙ্গে ভীষণভাবে ধাক্কা খেয়েছিল এটা। কঠিন বরফ জমে রয়েছে থেঁতলে যাওয়া জায়গাটায়, কুলূপ আঁটানোর মতো।

অমানুষিক পরিশ্রমে ফাঁকটায় জমা পাতলা বরফ স্তরটা ভাঙ্গতে জানটাই বেরিয়ে গেল। ভেতরটা তুলোর মতো সাদা, আরও শুভ্র বরফে জমা। গ্লাভস পড়া হাত দিল বরফের গায়ে। সাদা নরম বরফ হাতের সংস্পর্শে আসা মাত্র তা কুয়াশার মতো ধোঁয়া হয়ে উড়া আরম্ভ করল।

'ও মাই গড! ড্রাই আইস?'
'কার্বন ডাই অক্সাইড?'

হাতের ডিভাইসটা চোখের সামনে উঠিয়ে দেখল, সারা ঘরে ঘন মেঘের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসের ড্রাই আইস আর উচ্চ মাত্রার গামা রেডিয়েশন।
'এখানে কার্বন-ডাই অক্সাইড আসল কো'থেকে?'
'আমিও তো সেই প্রশ্নটাই তোমাকে করতে চাইছিলাম ভার্চুয়াল এমিলি।'

জমা কঠিন ড্রাই আইসে হাত রাখার সাথে সাথে তা শরীরের তাপের সংস্পর্শে তাৎক্ষণিক সাবলিমেশনে পরিনত হল, সাদা ঘন ধোঁয়ায় ডুবে গেল থিয়ার ডান হাত। দেখে মনে হল ওর হাত পুড়ে ধোঁয়া উড়ছে। দু হাতে ভর দিয়ে, দেয়াল টপকানোর মতো নরম ড্রাই আইস ঠেলে প্রোবের ভেতরে ঢুকল থিয়া। সারা শরীর

থেকে এখন তার ভারি ধোঁয়া উড়ছে। তবে উড়ন্ত ধোঁয়া কোথায়ও উড়ে যেতে পারল না কারণ মাথার উপরে বরফ জমাটবদ্ধ।

অতিরিক্ত সক্রিয়তার কারণে সঞ্চিত অক্সিজেনের লেভেলও নেমে গেছে দ্রুত। মাথার ভেতরটা এখন দপদপ করছে। হাতের ডিভাইসটা দিয়ে এখন মেটাল স্ক্যান করা শুরু করেছে থিয়া। ভার্চুয়াল এমিলি জিজ্ঞেস করে 'তুমি কি কিছু খুঁজছ থিয়া?'
'হ্যাঁ'
'কী সেটা?'
'রিঅ্যাকটিভিটি সিরিজের যে কোন মেটাল। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লিথিয়াম..'
'হ্যাঁ'
'দাঁড়ও, কয়েক সেকেন্ড। আমি রেডিয়েশন স্ক্যান করছি।.. হ্যাঁ থিয়া, এই গ্রহযানটার শেষ মাথায় লিথিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে।'
'ওহ্ স্রষ্ঠা!'
কালবিলম্ব না করে থিয়া হামাগুড়ি দিয়ে নরম বরফের মেঘ ভেদ করে চলছে ডিভাইসটার নির্দেশিত পথে। আপাতত লক্ষ্য একটাই; খুঁজে পেতে হবে রিঅ্যাকটিভিটি সিরিজের যে কোন মেটাল যা পানির সাথে দ্রুত ক্রিয়াশীল।

যা খুঁজছিল খুব দ্রুতই পেয়ে গেল সেটা, তবে সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। প্রোবটার একেবারে শেষ প্রান্তে সলিড লিথিয়াম স্তুপীকৃত করে রাখা। হা, ঈশ্বর! আর দুটো ঘন্টা সময় ভিক্ষা দাও! মনে মনে খুব প্রার্থনা করছে সে।

মরিয়া হয়ে শরীরটা নাড়াচ্ছে থিয়া। যানটার দেয়ালে জমা আস্তর বরফ ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে এল শেষপ্রান্তে। মুঠোভর্তি হাতটায় তাপ শক্তির সঞ্চালন সর্বোচ্চ করার নির্দেশ দিল ডিভাইসটায়। অল্পক্ষণ পরেই হাতের উত্তাপে বরফ গলে পানির ফোঁটায় পরিনত হল। পানির ফোঁটা সলিড লিথিয়ামে পতিত হওয়ায় সাথে সাথেই বিক্রিয়াটা শুরু হল।

থিয়া লক্ষ্য করে; যে বিপুল বেগে বিক্রিয়াটা সংঘটিত হবার কথা ছিল সেটা সেভাবে হল না। হয়ত ভারি পানি, এ কারণেই হয়তোবা। ওর হাতের ডিভাইসটা এখন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ক্রমাগতভাবে নির্দেশ করছে, লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ডিটেক্টেড! লিথিয়াম কার্বোনেট ডিটেক্টেড! হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ডিটেক্টেড! অক্সিজেন ডিটেক্টেড!

‘ওয়াও! থিয়া, অক্সিজেন!’
‘ইয়েস, সলিড লিথিয়ামের সাথে পানির বিক্রিয়ায় লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্যাস তৈরী হচ্ছে। শিপের ভেতরে জমাট বদ্ধ কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসের সাথে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় লিথিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপন্ন করছে। পরক্ষণেই লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের বিক্রিয়ায় অক্সিজেন ও তাপ উৎপন্ন করা শুরু করেছে।’

দেয়ালের আস্তর থেকে মুঠো মুঠো বরফ এনে রাখছে লিথিয়াম দন্ডের উপর। বিক্রিয়াকৃত তাপে বরফ গলে পানি উৎপন্ন করছে, সেই পানি আবারও লিথিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরী হচ্ছে তাপ। তাপে আবার বরফ জমে পানি তৈরী হচ্ছে, অবিরাম ইঞ্জিনের মতো মনে হল বিষয়টা, যে ইঞ্জিন একবার চালু হলে আর কখনও থেমে যায় না। থিয়ার হাতের ডিভাইসটা নির্দেশ করছে, পিঠের ট্যাঙ্কিতে সঞ্চিত অক্সিজেন লেভেল ০.১০ শতাংশ পক্ষান্তরে ঘরে অক্সিজেনের পরিমান এখন ০.৪ শতাংশ। শেষবারের মতো মৃত্যুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল থিয়া। অক্সিজেন উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে লিথিয়াম দন্ডগুলোকে আলাদা আলাদা জায়গায় রেখে মুঠো মুঠো বরফ ছিঁটিয়ে দিল।

হাতের ডিভাইস নির্দেশ করছে সঞ্চিত অক্সিজেন লেভেল ০ শতাংশ পক্ষান্তরে ঘরের অক্সিজেন এখন ৩ শতাংশ।
‘ওয়ার্নিং! ডেঞ্জারাস লো অক্সিজেন কনসেনট্রেশন।’
‘ওয়ার্নিং! লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যানিস্টার এখন ইনলেট ভাল্বে স্থাপন করা হচ্ছে।’
শেষবারের মতো বুঝল থিয়া, ট্যাঙ্কির অক্সিজেন ফুরিয়ে আসায় ওটার বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের ভাল্ব বন্ধ হল আর সরাসরি পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উন্মুক্ত হল। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল থিয়া। ট্যাঙ্কিতে অক্সিজেন না থাকায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্পেসস্যুটের বাতাসের ভাল্ব বাহিরের প্রকৃতিতে সংস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু বাহিরের পরিবেশে বাতাসে অক্সিজেনের অনুপাত নীলগ্রহের মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। ঠোঁটটা তার নীলচে কালো হওয়া শুরু হয়েছে। শেষ নিঃশ্বাসটা নিয়ে দমটা আটকে রাখল যতক্ষণ সম্ভব হল। দমটা ছেড়ে আবার নিঃশ্বাস নিল কিন্তু বাতাসে অক্সিজেনের অভাবে কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই বার কয়েক ঝাঁকুনি খেল। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল থিয়া।

ভার্চুয়াল সফটওয়্যার জানান দিচ্ছে 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত থিয়া, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে।' ডিভাইসটা অবিরাম কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে। 'ওয়ার্নিং! নাউ লঞ্চিং অটোপসি। থিয়ার মৃত্যুর কারণ জানার জন্য প্রাথমিক ময়নাতদন্ত করা শুরু করছে ভার্চুয়াল অ্যাসিসট্যান্ট। ওটা রিপোর্ট প্রস্তুত করছে, থিয়ার পায়ে বড় ধরনের ক্ষত, বন্ধ হৃদস্পন্দন। ওটা রিপোর্ট সংরক্ষণ করছে, অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের কোষগুলো কিভাবে মারা যাচ্ছে। মৃত্যুর সময়, আ, না। এখনও ব্রেন পুরোপুরি মারা যায়নি, ব্রেন শার্ট ডাউন সময় আনুমানিক পাঁচ মিনিট।

পরক্ষণেই সক্রিয় হয়ে উঠল ডিভাইসটা। দ্রুত অটো কিছু নির্দেশনা দিল।
'অ্যাকটিভেটেড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটি অব ব্রেন বাই মাইক্রোচিপ।'
ডিভাইসটা মস্তিষ্কে স্থাপিত কম্পিউটারের চিপের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পাঠানো শুরু করেছে।
'অ্যাকটিভেটিং স্ক্যানিং অব ড্যামেজড আর্টিরিস!' ওটা এখন যে যে শিরা-উপশিরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেগুলোর স্ক্যান করা শুরু করেছে। হার্ট বন্ধ হওয়ায় ডিভাইসটা এখন স্পেশস্যুটে সংযুক্ত বিভিন্ন কার্ডিয়াক ডিভাইসগুলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চালু করছে।
'অ্যাকটিভেটিং হার্ট পাম্পিং ইলেকট্রিক শক!'
হার্ট সংযুক্ত স্থানে বিদ্যুতের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে হার্টকে বারকয়েক তড়িৎ শক প্রদান করল। যন্ত্রটা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে আরও জটিল ইলেকট্রিক্যাল পাল্‌স দিতে লাগত। ক্রমাগত একই প্রক্রিয়া বেশ সময় নিয়ে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল আর তবেই ধিরে ধিরে জ্ঞান ফেরা শুরু করল থিয়ার। ভার্চুয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটা এখন তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো আরম্ভ করল।
'অত্যন্ত আনন্দদায়ক থিয়া! তুমি জীবিত!'

শুধুই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল থিয়া, নিশ্চুপ। দক্ষিণ মেরু অভিযানের দুঃস্মৃতিগুলো আবারও ফিরে আসছে। জ্ঞান ফেরার পর তার এই প্রথম উপলব্ধি হল, বেঁচে ফেরার চেয়ে অপার আনন্দ আর কিছুতেই নাই।

কক্ষের অক্সিজেনের পরিমান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে। মারা যাবার ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কিছু সময়ের জন্য মৃত্যুদূতকে উপরেই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। এতটুকু সময় নিয়ে সে এখন অ্যালিয়েন শিপটাকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাবে। বুকের ভিতরটা আবারও দুরু দুরু করে উঠল ভয়ংকর অ্যালিয়েন আবিষ্কারের উত্তেজনায়।

ডানে বামে ঘাড় ঘুরিয়ে যতদূর চোখ যায় প্রাথমিক নিরীক্ষণটা করে নিল, প্রোবটা ফাঁকা। ভারি কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসের ড্রাই আইস এখন বাতাসে প্রায় মিলমিলা। আলো-আঁধারিতে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে প্রোবটার ভেতরের দেয়ালের অংশ। তারপরই এক ঝলক জিনিসগুলোর দিকে চোখ পড়ল। সাথে সাথেই বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল, আচানক চমকে আউ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। মানুষের আদলেই গঠিত তাদের মুখ। কিভাবে এত দ্রুত হড়কে পিছিয়ে এল তা বলতে পারবে না। চীৎকার করতে করতে ঘরের মাঝে নিরাপদ কোন আশ্রয়ের খোঁজে হামাগুড়ি দিয়ে চলল।

ঠিক কতক্ষণ মৃগীরোগীর মতো ভয়ে আতঙ্গে আত্মচিৎকার করেছে মনে নেই, তবে বেশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও তার হাত পা থরথর করে কাঁপা বন্ধ হয়নি। মুখটা রক্তশূন্যতায় সাদা হয়ে গেছে সেই মুহূর্ত হতে। বেশি কিছু দেখতে পায় নি সে, শুধু অবয়বটাই চোখে পড়েছে ভিন্ন আর কিছু নয়।

বেশ সময় নিয়ে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল থিয়া, এখনও হাঁপাচ্ছে আর চিন্তা করছে এগুলো দেখার আগে তার মৃত্যু হলেও ভাল ছিল? চোখ দুটো বন্ধ করল, আবারও মনের পর্দায় ভেঁসে উঠল স্বচক্ষে দেখা সেই ভয়ংকর দর্শন অবয়বগুলো।

মনের ভেতরে আবারও তিলে তিলে সাহস সঞ্চয় করে। সত্যি ভূতের ভয় কোন সায়েন্স মানে না। থিয়া চিন্তা করে, সে এবার তাদেরকে সাহস করে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করবে, তারা কেমন আছে? তারা কোথা থেকে এসেছ? কত দূরের পথ সেটা? সৌরজগতটার বাহিরের জগতটা দেখতে কেমন?

নিজের কথাগুলোই যেন বিদ্রুপের মতো শোনাচ্ছে নিজের কানে; মনকে খানিকটা প্রবোধ দেয়ার মত মনে হল তার স্থাপন করা বিশ্বাসগুলোকে। বরফের গায়ে হেডলাইটের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভূতুরে আলোকের যে ঝলকানি তুলছে তাকেও এখন ভয় পাচ্ছে থিয়া। অবশেষে বহু কষ্টে নিজেকে সামলাতে পারল। আবারও ফিরে এল মূর্তিমান জিনিসগুলোর পাশে।

ভয়ংকর দর্শন জিনিসগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাল আর আবারও দু'পা হড়কিয়ে এক দিকে সরে গেল। আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল আর্তনাদ। কী ওগুলো? কারা ওরা? দেখতে ঠিক যেন মানুষের মতোই। হেডলাইটের আলো আঁধারি আলোয় দেখতে পেয়েছে, নাক থেকে হাতির শুঁড়ের মতো একটা নলাকার কিছু বেরিয়ে এসেছে বায়ুমাধ্যমে। হাতদুটোয় লম্বা লম্বা তীক্ষ্ম আঙ্গুল।

স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকটা সময়। কেমন যেন একটা ঘোরের সৃষ্টি হয়েছে। ঘোরের মধ্যেই নিজেকে নিজে বলছে, ওগুলো অবতার নয়তো? এটা দেবালয় নয়তো? সাথে সাতেই চোখ বন্ধ করে বিনয়াবনত মনে করজোরে খুব প্রার্থনা করা শুরু করে। 'হা ঈশ্বর! হা অবতার! কে কোথায় তোমরা, এ যাত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দাও।'

প্রার্থনা অন্তে সভয়ে আবারও তাদের দিকে তাকায়। সবাই যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। ওদের দিকে আর বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না থিয়া। যতবারই তাকায় ততবারই ভয়ে হিম হয়ে আসে কলিজা। এ ক্ষণে ভার্চুয়াল এমিলিকে ডেকে কথা বলে মনের ভয়টা কাটানোর চেষ্টা করে। 'তোমার কী মনে হয়নি, যে ওগুলো অনেক অনেক সুন্দর, থিয়া?'
'আ, ভূতপ্রেতদের তুমি সুন্দর বল?'
'এগুলো সব ইনঅর্গানিক থিয়া!'
'মানে?'
'ওগুলো নির্জিব এবং ইনঅর্গানিক!'
'ওগুলো ইনঅর্গানিক?'
'হ্যাঁ, ওরা ইনঅর্গানিক, সুতরাং তোমার ভয়ের তো কোন কারণ নাই।'

বুকটা কাঁপছে দুরু দুরু। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করল 'কিভাবে সম্ভব? ওরা ইনঅর্গানিক?'
'এই দেখ, ওদের কার্বন অ্যাটমে রয়েছে জড় কার্বনের মতো ছয়টি ইলেকট্রন, জীবন্ত কার্বনের মতো আটটি নয়!'
'হুম, বুঝলাম, তাহলে কি এই শিপে অর্গানিক কিছুর অস্তিত্ব নাই?'
'আছে মানে? অগনিত অর্গানিক কম্পাউন্ডস!'

থিয়া হা করে তাকিয়ে থাকে। দেখতে তাকে উদ্ভ্রান্তের মতো মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে 'কোথায়?'
'সর্বত্র। তুমি ভালো করে খেয়াল কর। আমার কাছে এটা দেখেই মনে হয়েছে; এই কক্ষটি একটি বিশেষ ধরনের স্টোরেজ চেম্বার।'

সাথে সাথেই কক্ষটার দিকে হেডলাইটটা তাক করে থিয়া। পাতলা ড্রাই আইসের ধোঁয়া ভেদ করে ছুটছে সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুলো। হেডলাইটের আলোয় জোৎস্না ফোটার মতো সহসাই জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল থরে থরে সাজানো

অগনিত বাক্সগুলো। সহজাত প্রবৃত্তিবেশে আপনাই মুখ ফুটে গোঙানীর মতো তীক্ষ্ম আর্তনাদপূর্ণ এক আওয়াজ বেরিয়ে এল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলো দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। বড় বড় তাক ভর্তি অগনিত হানিকম্ব আকৃতির বক্স। বহু কষ্টে তাক থেকে একটা বক্স টেনে বের করে মেঝেতে রাখল। বিল্ডইন ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটা জানান দিল এই বক্সের গায়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া কিলবিল করছে যারা কার্বন ডাই অক্সাইড খেয়ে বেঁচে থাকে আর এই বক্স বাহির থেকে খোলা যায় না। তবুও থিয়া খোলার জন্য কোন একটা মেকানিজম খুঁজতে থাকে। বেশ সময় অতিবাহিত হলেও কিছুতেই বক্সটা খোলার কার্যকরী কোন পদ্ধতি খুঁজে পায় না।

ওভার শিওর হবার জন্য হাতের ডিভাইসটা দিয়ে আবারও স্ক্যান করে দেখল বক্সটা খোলার সত্যিই কোন মেকানিজম রয়েছে কিনা। ডিভাইসটা তথ্য জানান দিল 'বক্সটা খোলার স্বাভাবিক একটা উপায় রয়েছে, এই বীজগুলো অঙ্কুরোদগম হলে ভেতরে সব বীজের ফোঁপলটা বৃদ্ধি পাবে, তখন বক্সটা আপনা আপনিই বিদীর্ণ হয়ে যাবে।'
'বুঝতে পেরেছি, যতদিন না বীজ তার সঠিক পরিবেশ পায় ততদিন ওগুলো এই বক্সের ভেতরেই থাকবে সুরক্ষিত।'
'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই।'
'কিন্তু এই মেকানিজম তুমি জান কিভাবে?'
'আ, এ ধরনের একটা হানিকম্ব আমাদের ল্যাবে খোলা হয়েছে। ওটার রিপোর্ট আমাদের সিস্টেমে আপলোডও করা হয়েছে।'
থিয়া, মাথা নাড়ে। 'হু'
'কিন্তু আমাকে তো ঐ রিপোর্টটার কিছুই জানানো হয় নি'
'তোমার জন্য সেটা ছিল ক্লাসিফায়েড।'
ডিভাইসটা দেখাচ্ছে বক্সের অভ্যন্তর ভাগের সবকিছু। ভেতরে সবই বীজ, অ্যালিয়েন বীজ। স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিছু ছোট, কিছু বড়, কিছু রয়েছে ডিম্বাকার, কিছু ষড়ভূজাকার, কিছু ধূসর বর্ণের, কিছু বাদামী বর্ণের। হাতের ডিভাইসটা নির্দেশ করছে বীজ এসব বহুপুরাতন। একেক তাকে একেক ধরনের বীজ। যা এখন ও চোখে দেখছে তা এই সৌরজগতের নয়, সৌরজগতের বাহিরের অন্য কোন জগতের।

এবার মাথাটা আরও খোলসা হওয়া শুরু হয়েছে। এখন বুঝতে পারছে কেন সারাটা ঘর কার্বন-ডাই অক্সাইডে ভর্তি ছিল। হাতের মুঠোটা শক্ত করে পাকিয়ে বিড়বিড় করল 'সেলুলার রেসপাইরেশন, বীজদের নিঃশ্বাস!'

পরক্ষণেই আরও একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মাথায়। 'অ্যালিয়েনদের নিঃশ্বাস নয় তো?!' মাথাটা ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে আসছে। তবুও উত্তরগুলো পাবার আশার মরিয়া হয়ে উঠল থিয়া। হাতের ডিভাইসটায় খোঁজ করল অর্গানিক মলিকুল। ঘরভর্তি তাকে তাকে সংরক্ষিত অর্গানিক বীজগুলো ছাড়া আর কোন প্রত্যাশিত ফলাফল এল না। নিশ্চিত হয়ে নিল থিয়া, এই জাহাজে অন্তত কোন অর্গানিক অ্যালিয়েন নেই! আপন মনেই প্রশ্নটা করে থিয়া, তাহলে এই বীজগুলো এখানে এল কিভাবে? কে পাঠিয়েছে এই বীজগুলো? আর এই বীজগুলোর আকার আকৃতি আমার জানামতে কোন কিছুর সাথেই মিলে না কেন?

গভীর ব্যগ্রতায় নিমগ্ন হল থিয়া। আবারও কী মনে হল, ভার্চুয়াল এমিলির সাহায্য কামনা করল। 'ভার্চুয়াল এমিলি, তুমি কি আমাকে বলতে পারবে, যদি আমরা একটা শিপ এক সৌরজগত হতে অন্য সৌরজগতে পাঠাই তাহলে নিশ্চই শিপটার অপারেটিং প্রিন্সিপালও শিপটার সাথে পাঠাব।'
'হ্যাঁ যুক্তিযুক্ত কারণ বিলিয়ন বিলিয়ন মাইল দূরের পথে চলা শিপটায় শুধু অপারেটিং প্রিন্সিপালই নয়, চাইব যেন আমাদের সম্পর্কে ভিন্ন সৌরজগতবাসীরাও বিস্তারিত জানতে পারে।'
'সেক্ষেত্রে?'
'সে আমরা সহজে বোধগম্য চিত্রের আকারে সেটা শিপের উন্মুক্ত জায়গায় রাখব যেন সেটা খুব সহজে যে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীরা তথ্যভেদ করতে পারে?'
'হুম। তুমি কি এই শিপটাকে স্ক্যান করতে পার, কোথায় রয়েছে এরকম ক্ষয় বিরোধী ধাতব বা মিনারেলস পাত? '
'ঠিক আছে থিয়া, আমি এক্ষুণি স্ক্যান করছি।'

সাথে সাথেই যন্ত্রটা নির্দেশ করল শিপে পর্যাপ্ত সোনার পাতের উপস্থিতি! তড়াক করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল থিয়া কিন্তু তার জখম পা তাকে বাধা প্রদান করল।
'আমরা রয়েছি প্রোবটার বেইজমেন্টে। সোনার উপস্থিতি রয়েছে এখানে ও উপরে দুই জায়গাতেই।'
'মাত্র ঊনআশিটা প্রোটনের ভারী মৌলটা মহাবিশ্বে এতই সহজলোভ্য?'

প্রচন্ড শীতে সব কিছুই অসাড় হয়ে আসা শুরু হয়েছে থিয়ার। প্রানান্ত চেষ্টায় রয়েছে জ্ঞানটা ধরে রাখার যেন অসময়ে ঢলে না পড়ে। এরই মধ্যে আবারও মেঝেতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে এ পথে সে পথে প্রোবটার উপরের তলায় পা রাখে। অসংহত আঁকাবাঁকা ড্রাই আইস মোড়া পথ। এ কামরা, সে কামরা ভেদ করে চলছে ব্যাকুল হয়ে। একটা দেয়ালের সামনে গিয়ে হাঁটুগেড়ে দাঁড়ায়। বরফের আস্তরণের আড়ালে দেলায়টায় রয়েছে সোনার পাতের অস্তিত্ব। মরিয়া হয়ে খুঁজে বের করল একটা তীক্ষ্ণ ধাতব ফলা। দেয়াল থেকে কঠিন পরিশ্রমানন্তে বরফ সরিয়ে উন্মোচন করল সোনা মোড়ানো পিতলের দেয়ালটা।

থিয়া উন্মুলিত দেয়ালটার দিকে ফ্ল্যাশ লাইটটা তাক করে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকল। খোদাইকৃত চিত্রে মিল্কিওয়ের স্থানীক গ্রুপের একটা চিত্র। নিজেদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিটাকে দেখেই চিনতে পারল থিয়া। লক্ষ্য করল একটা গ্ল্যাক্সির চতুর্দিকে গোলাকার বৃত্ত আঁকা। পরক্ষণেই থিয়ার মনে পড়ল, ভার্চুয়াল টেলিস্কোপে দেখেছে সে এ ছায়াপথটাকে। তারপরও ডিভাইসটা দিয়ে অফলাইন স্ক্যান করিয়ে নিশ্চিত হল, এর নাম মালিন-১।

মরিয়া হয়ে অবশিষ্ট দেয়াল থেকে বরফের আস্তরণ পরিষ্কার করা শুরু করেছে যেখানে নতুন আরও একটি চিত্র উন্মোচিত হচ্ছে। এখানে বর্ণিত রয়েছে গ্রহটার ভূচিত্রাবলী, পরেরটায় ওদের গ্রহের জলবায়ু। নিচের সারির প্রথম চিত্রটাতে দেখল এ শিপটার উড্ডীন ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে সেখানটায়। সেদিকে চোখ আকৃষ্ট হয় থিয়ার। চিত্রে দাঁড়িয়ে এরা কারা? মানুষের মতোই মুখায়ব, মানুষের মতোই মাথার সম্মুখে দুই চোখ, হাতগুলোও মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়? থিয়া নিশ্চিত হল এই শিপেই রয়েছে সেই সব প্যাসেঞ্জার তবে তারা অর্গানিক নয়! ইনঅর্গানিক?

শুরু হল প্যাসেঞ্জারদের তন্ন তন্ন করে খোঁজা। যে করেই হোক অন্তর্ধান অ্যালিয়েন প্যাসেঞ্জারদের খুঁজে পেতেই হবে। খানাতল্লাসী শেষে পেয়েও গেল একটা হ্যাচ। সেটায় দুটো কার্বন অ্যাটমের চিত্র আঁকা। একটায় আটটি ইলেকট্রন আর অন্যটিতে ছয়টি ইলেকট্রন।
মনে মনেই বিড়বিড় করে উঠল থিয়া 'কার্বন ফ্রিজ!'

দেয়ালের হ্যাচটা খুলল ম্যানুয়ালি। আর সেটা খুলেই আঁৎকে উঠল সে। বহুবিধ প্রকষ্টযুক্ত একটা চেম্বার। তাকে তাকে ভরে রাখা হয়েছে বীভৎস জীবদের। সবাই

অত্যুগ্র দৃষ্টিতে চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে বহুদূরে। চোখ দুটো বিরাট বড় বড় আর সেটা মস্তিষ্কের আরও নিকটে স্থাপিত।
'ইনঅর্গানিক মলিকুল।'
'এ অসম্ভব ভার্চুয়াল এমিলি! ওরা অবশ্যই অর্গানিক।'
'তা কিছুতেই সম্ভব নয়। দেখ তাদের সবার কার্বনেই রয়েছে ছয়টি করে ইলেকট্রন।'
'এখানেই তো ট্রিকস! আমাদের প্রকৃতিতে খুঁজে পেতে হবে শুধুমাত্র বাকি দুটি ফ্রি ইলেকট্রন।'

অনির্দিষ্ট এক অ্যালিয়েনের চোখে চোখ রেখে স্মিত হাসি হেসে বলল থিয়া 'হা ঈশ্বর! দ্য ফ্রোজেন অ্যান্ড্রয়েড!'

শেষ

লেখক পরিচিতিঃ

জন্ম বৃহস্পতিবার, ২৭ পৌষ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ (১৯৮০ সালের ১০ই জানুয়ারী) নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার অন্তর্গত প্রত্যন্ত ঝিনা গ্রামে। বাবা শাহাদত হোসেন (বি.কম ও পেশায় কৃষক) এবং মা মনোয়ারা বেগম (এইচ.এস.সি ও পেশায় পরিবার কল্যাণ সহকারী), বড়ভাই ইঞ্জিঃ মিলন হোসেন (মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, অর্থমন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়)। স্থাপনদিঘী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং সরকারী বিজ্ঞান কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলোজী হতে অ্যাডভান্সড ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বস্ত্র রপ্তানিকারক হিসেবে টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট শিল্পে ক্যারিয়ার গড়েছেন। বাংলা ভাষায় লিখিত অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস **'মেঠো পথের বাঁকে'** লেখকের প্রথম বই।

মেঠো পথের বাঁকে

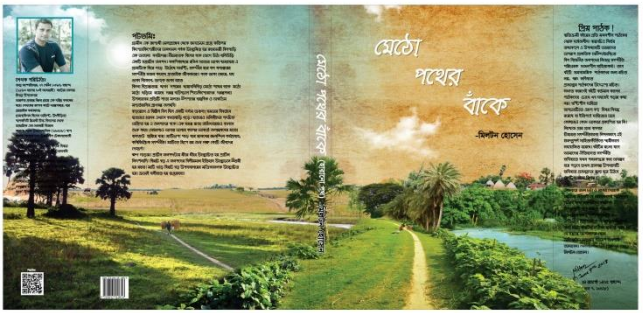

একটু পড়ে দেখুন- https://www.rokomari.com/book/170964/metho-pother-bake--harano-poth-